প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন,
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থই, বাংলা ভাষায় চীনা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রথম প্রয়াস। অবশ্য এমত স্বল্পপরিসরে ন্যূনপক্ষে তিন হাজার বছরের ছেদহীন ক্রমপ্রসারমান সাহিত্যের ধারাকে সম্পূর্ণ বিধৃতকরণ স্বভাবতই অসম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দেই যে দেশে লিখনরীতির সমৃদ্ধ প্রকাশ; খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় আটশ' বছরের চৌ রাজত্বকালেই ধ্রুপদী দর্শনের বিকাশ, যা পীত নদী ও ইয়াংসী অঞ্চলের কাব্যচর্চায় রূপায়িত, হান, তাঙ এবং সুঙ রাজত্বকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সময়কালের বিস্তৃত সময়সীমায় বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাবলীর সংঘাতের মধ্যেও যে সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকে বিকাশে, বিন্যাসে, তার যথাযথ পরিচয়দান কী-পরিমাণ দুরূহ তা পাঠকমাত্রেরই অনুধাবনীয়। এবং এ-বিবেচনায় গ্রন্থটি বিষয়টির রূপরেখা মাত্র।

সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সর্বদাই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন, সমকালীন সমাজ, আর্থনীতিক সম্পর্ক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ যেহেতু এর উৎসভূমি, সেকারণেই এ-গ্রন্থে সর্বদা পটভূমির পরিচয় উল্লেখিত। সংক্ষিপ্ত হলেও, বিষয়টির যথাবিহিত মর্যাদাদানের স্বার্থে উক্তের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এবং আমার বিবেচনায় এমতপ্রকার আলোচনা ভিন্ন কোন দেশের সাহিত্য বা সংস্কৃতির পরিচয় খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ থেকেই যায়।

বর্তমান গ্রন্থটি নিতান্তই সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্যে লিখিত। মুখ্যত ইংরেজি-সূত্র থেকে এর তথ্য আহরণ, তথ্য-নির্দেশের প্রয়োজনে যে মূল চীনা রচনা উল্লেখিত হয়েছে, তা কেবলমাত্র গুরুত্বের কারণে। অবশ্যই স্বীকার্য যে যোগ্যতর চীনা ভাষাভিজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদের কেউ এ-বিষয়ে লিখনে প্রয়াসী হলে বাঙালী পাঠক অধিকতর উপকৃত হতেন। কার্যত, আমার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকেই গেল। আগ্রহী পাঠকদের জন্যে গ্রন্থশেষে নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হল।

আমার পুত্র শমীক ঘোষের একান্ত আগ্রহে ও তাগিদে গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত লেখা সম্ভবপর হয়েছে। গ্রন্থাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায় এবং পবিত্র সরকার। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এতদ্‌ব্যতীত চীনা ভাষার উচ্চারণ এবং পঠন ইত্যাদিতে সহায়তা করেছেন যে বন্ধুরা, তাঁদেরই অনুরোধে, তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো না। তথাপি কৃতজ্ঞতা স্বীকার অনিবার্য। গ্রন্থটির প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

চীনা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

এক

চীনা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে হুয়াং তি-র বংশধররূপে নিজেদের অস্তিত্ব প্রচারে চীনবাসীদের গর্ব সীমাহীন। চীনা ভাষার অন্যতম প্রামাণ্য বিশ্বকোষ 'ৎসে হাই' অনুসারে হুয়াং তি ২৬৯৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চীনের সিংহাসনে বসেন, কালের হিসাবে ব্যাবিলন প্রতিষ্ঠার মাত্র ৫১ বৎসর পরে। প্রাচীনত্বের এ দাবী অবশ্যই তর্কাতীত যদিও ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সূত্রপাতের ক্ষেত্রে সমকালীনত্বের দাবী অনায়াসেই উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যে চীনা সংস্কৃতি অনন্য তা হোল তার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, বৈদেশিক যোগসূত্রে সে-ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে কদাচিৎ। বিষয়টির যথাযোগ্য উপস্থাপনার জন্যে অবশ্য উল্লেখ্য আন-ইয়াং-এর সিয়াও তুন গ্রামে প্রাপ্ত, জন্তুর হাড় ও কচ্ছপের পিঠগুলি, পরবর্তীকালে গবেষকেরা এ থেকেই আবিষ্কার করেন চীনা চিত্রলিপির প্রাচীনতম উদাহরণ। সান ই-আং প্রথম এ-বিষয়ে তার 'চি ওয়েন চু লি' গ্রন্থে বিষয়টি গোচরীভূত করেন এবং পরবর্তীকালে ওয়াং কু-ওয়ে, লো চেন উ, লিউ ও, এস. কাউলিং, এল. সি. হপকিনস্ প্রমুখের গবেষণায় বিষয়টি যথেষ্ট প্রামাণিকতায় স্বীকৃতি পায়। এবং উক্ত তথ্যাবলী থেকেই নির্ধারিত যে সিয়াও তুন ছিল ইন রাজবংশের রাজা উ-ই র (১১৯৮-১১৯৪ খ্রীঃ পূঃ) রাজধানী, উক্ত হাড়গুলিতে আছে পুরোহিতগণ লিখিত প্রত্যাদেশ। এতদ্‌ভিন্ন, এই লিখন থেকে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালে লৌহযন্ত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়নি, ব্রোঞ্জ ও পাথরের অস্ত্রাদিই ছিল নির্ভর। তদুপরি লক্ষণীয় যে রাজা পান কেং-এর রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত চীনা জাতি যথার্থ অর্থে স্থিতিলাভ করেনি

এবং এ-পর্বে এসেই তারা চাষআবাদ শেখে এবং মাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়। স্বভাবতই পূর্বোক্ত প্রত্যাদেশে তাদের আস্থা ছিল গভীর এবং সমস্ত কাজে দেবগণের বার্তাজ্ঞানেই তারা উক্তকে মর্যাদা দিত। প্রাপ্ত ১,১৬৯টি অস্থিগাত্রের মধ্যে ৫৩৮টিতে আছে জাগতিক কর্ম বিষয়ে উপদেশ; এবং কয়েকটিতে পুরোহিতগণের নামও খোদিত আছে। এ-থেকে অবশ্যই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে তৎকালে সমাজে পুরোহিতগণের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই চিত্রলিপিগুলি থেকে আরও জানা যায় যে তখনো লেখনপদ্ধতির কোন মান নির্ধারিত হয়নি; যেমন 'ভেড়া' শব্দটিকে বোঝাবার জন্যে পঁয়তাল্লিশ রকমের চিত্রলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। কার্যত এই প্রত্যাদেশগুলির পাঠোদ্ধার হবার ফলেই প্রাচীনতম চীনা গীতিকার রূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এগুলি নিম্নপ্রকার :

(১) "ঈশ্বরের ইচ্ছায় বৃষ্টি হয়, ফসল হয় ভাল
ঈশ্বরের ইচ্ছায় বৃষ্টি হয় কম, ফসল হয় মন্দা।"

(২) "আজ বৃষ্টি আসবে কি ?
পশ্চিম থেকে ?
পূব থেকে ?
উত্তর থেকে ?
দক্ষিণ থেকে ?
বৃষ্টি আসবে কি ?" ইত্যাদি।

এই প্রত্যাদেশগুলিতে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রাদির নামও পাওয়া যায়; যেমন, 'সিঙ', একপ্রকার বাজাবার পাথর; 'ইয়াও', একপ্রকার তিন ছিদ্রযুক্ত বাঁশের বাঁশি। করতালি ও নাচের নির্দেশও এখানে মেলে। এতদ্দ্বারাই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে তৎকালে উৎসব ইত্যাদিতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, নাচ, গান ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

এই প্রত্যাদেশ সংবলিত অস্থিগুলি বাদে, প্রাচীনতম চীনা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হোল 'ই-সিং' গ্রন্থ ; এটিও প্রত্যাদেশ

বিষয়ক ; সংকলনকাল সম্ভবত ইন রাজত্বের শেষভাগ অথবা চৌ রাজত্বকালের প্রারম্ভ। এই গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, তৎকালে কৃষিকাজ সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ; ব্যবসার সূত্রপাতও ঘটেছে, এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে চিত্রলিপি প্রমিত হয়েছে ও সংগীত রচনাপদ্ধতিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত সংগীতে লক্ষ্য করা যায় যে মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে জোর করে বিবাহ করার রীতি ছিল :

"সাদা, সাদা,
সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসছে লোকটা,
সে আসছে কিন্তু আমাদের লুঠতরাজ করতে নয়,
আসছে আমাদেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করতে।

ঘোড়াটা মুখ ফেরাচ্ছে, আর থমকে দাঁড়াচ্ছে,
আর মেয়েটা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।"

সমকালে যে একগামী বিবাহপ্রথা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল তারও উদাহরণ মেলে অন্য একটি সংগীতে

"সারসরা এখন দেশছাড়া।
তাই স্বামী যখন প্রবাসে
বউ যেন অন্য মরদের সঙ্গে দোস্তালি না করে,
করে যেন পোয়াতি না হয়।"

'ই-সিং' গ্রন্থে এতদ্ব্যতীত যে মধুরতম সংগীতটিতে সমকালীন জীবনাবেগের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মেলে, তা হোল—

"একটা সারস ডাকছে ওই ছায়ায়
নরম করে সাড়া দিচ্ছে তার সাথী ;
আঃ আমি এনেছি দারুণ ভাল মদ,
এসো, এসো ভাগাভাগি করে খাই।"

দুই

এবম্প্রকারে চীনাভাষায় কবিতা রচনায় অগ্রগতি ঘটতে থাকে। ৪৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কনফুসিয়াস তাঁর পরিব্রাজক জীবনের সমাপ্তিতে লু-প্রদেশে স্থিত হন; সেকালে তাঁর সম্পাদিত 'শি চিং'[২] (সংগীত সংগ্রহ) গ্রন্থের সংগীতগুলিতে চৌ রাজত্বকাল (১১০০ খ্রীঃ পূঃ) থেকে বসন্ত-শরৎ যুগের (৫৭০ খ্রীঃ পূঃ) মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ের জনজীবনের বিষয় বিবৃত হয়েছে। যেমন, মিঙ নামীয় কবিতায় একটি প্রেমের জন্ম থেকে মধুর সমাপ্তি লিপিবদ্ধ আছে; জুলাই নামীয় কবিতায় আছে সমকালীন কৃষকজীবনের ছবি; আর সেং মিন, কুং লিউ, মিয়েন মিয়েন কুয়া তি, হুয়াং উ, এবং তা মিং নামীয় পাঁচটি কবিতায় যে মহাকাব্যের নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়, তা চীনা কাব্যের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। হান পর্বের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জেমা সিয়েন, তাঁর কনফুসিয়াসের জীবনীতে বলেন যে তিন হাজারেরও বেশি সংগ্রহ থেকে কনফুসিয়াস 'শি চিং' গ্রন্থের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন মাত্র ৩০৫টি কবিতা। অবশ্য বর্তমানে এ-বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ অসম্ভব। কিন্তু উল্লেখ্য যে সুং রাজত্বকালের নিও-কনফুসীয়রা উক্ত গ্রন্থের কিছু কবিতাকে ভেবেছিলেন কামোদ্দীপক এবং সেগুলি বাদ দিতেও মনস্থ করেছিলেন; সৌভাগ্য যে শেষপর্যন্ত কনফুসিয়াসের গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁরা সে চেষ্টা থেকে বিরত হন এবং কাব্যগুণসম্পন্ন উক্ত কবিতাগুলি পরবর্তীকালের জন্যে বর্তমান থাকে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে কনফুসিয়াস-বিষয়ক আলোচনা অনিবার্য। নিও-কনফুসীয়দের অতিভক্তি এড়িয়ে যথার্থ কনফুসিয়াসকে আবিষ্কার যথার্থই দুরূহ কর্ম; কারণ জীবৎকালে তিনি নিজের জীবন বা তত্ত্ব বিষয়ে কোন গ্রন্থ লিখে রেখে যাননি; একমাত্র ভরসা তাঁর বাণী ও কর্মবিবরণের অসম্পূর্ণ সংকলন 'লুন উ' গ্রন্থ,[৩] যা অবশ্যই কোন প্রকারে মানুষ কনফুসিয়াসের সমগ্র পরিচয় উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট নয়। সম্ভবত গদ্য রচনায় কোন নির্দিষ্ট মান না থাকায় উক্ত বিষয়ক গ্রন্থ

রচনা সম্ভবপর ছিল না। কনফুসিয়াস-লিখিত 'শুন শিউ' (বসন্ত-শরৎ) তো ঐতিহাসিক দলিলমাত্র, কোন রচনাশৈলীর অবদানে তা উল্লেখ্য নয়; তাঁর সামান্যকাল পরবর্তী মোৎসে-র রচনাশৈলীও তথৈবচ। অবশ্য সমকালের প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে অবগত হওয়া যায় যে কনফুসিয়াস চেয়েছিলেন ব্যক্তির নৈতিক মানোন্নয়নের দ্বারা এক সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং এমত ভাবনা থেকেই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সৎ ও ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সহায়তায় দেশে সুশাসন ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যথার্থ গড়ে তোলা সম্ভব। 'লি ফা' অথবা সামাজিক সম্পর্কের নীতি প্রতিষ্ঠিত হলেই সামগ্রিকভাবে মানুষের মঙ্গলসাধন অবধারিত।

প্রকৃতপ্রস্তাবে কনফুসীয় মতবাদ সমকালীন জনমানসে উদ্ভূত চিন্তাসমূহেরই প্রতিফলন। শুন শিউ যুগের চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে-সত্য স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, তা হোল, একদিকে চৌ রাজবংশের আধিপত্য ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু, অপরদিকে সম্ভ্রান্ত রাজন্যবর্গের প্রতিপত্তি ও শোষণ, জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল, সম্ভ্রান্ত বহু পরিবার ক্রমশ দেউলিয়া হয়ে যেতে থাকল, আর সাধারণ মানুষ তখন দেশে শান্তি ও স্থিতাবস্থার জন্যে প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষিত। স্বভাবতই দেশের শাসনব্যবস্থায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিয়োগ, যা কনফুসিয়াসের চিন্তায় প্রতিফলিত, কার্যত ছিল জনগণেরই মূল দাবী, কারণ তৎকালে উত্তরাধিকারসূত্রে সামাজিক সম্মান ও রাজন্যপদপ্রাপ্তিই ছিল নিয়ম ("শ্রমিকদের ছেলে সর্বদা শ্রমিকেরই, কৃষকদের ছেলেরা সর্বদা কৃষকেরই ছেলে")। স্বভাবতই সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান কনফুসিয়াস কেবলমাত্র আপন বিদ্যাচর্চাতেই মগ্ন থাকেননি, সেই সঙ্গে আপন শিষ্যদেরও শিক্ষিত করে তোলেন এবং গড়ে তোলেন সাধারণের শিক্ষাদানের বিদ্যাপীঠ। তাঁর প্রতি লাওৎসের উপদেশ, "যে বিদ্বান, বহু কেতাব-পড়া, চমৎকার তর্ক করতে পারে যুক্তি দেখিয়ে, সে প্রায়ই বিপন্ন করে নিজেকে, কেননা সে অন্যের ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করতে ভালবাসে। নিজের বিষয়ে সর্বদা এ-ধারণা নিয়ে

চোল না যে তুমি কারো ছেলে অথবা রাজসভার মন্ত্রী"—ব্যর্থ হয়নি। বস্তুত জ্ঞানের আগ্রহে ও আদর্শগত নিষ্ঠায় রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভবপর হয়নি তাঁর পক্ষে. কোন মতবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি তিনি আপন জীবৎকালে অথবা কোন শিষ্যকেই যথার্থ অর্থে গড়ে তুলতে পারেননি আপন কর্মের সহায়করূপে। 'লুন উ' গ্রন্থের একটি বিবরণে মেলে ংস্লুল একদা রাত্রিযাপনের জন্যে কোন সরাইখানায় উপস্থিত হলে দারোয়ান তাকে প্রশ্ন করে, '.ক তুমি?' ংস্লুল উত্তর দেন, 'আমি কনফুসিয়াসের লোক'। তৎক্ষণাৎ লোকটির মন্তব্য, 'আচ্ছা এই কি সেই মানুষ, যিনি সমস্ত মতবাদই প্রচার করেছেন, কিন্তু কোন কিছুকেই প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি।' কাযত এই কাহিনীই তাঁর জীবনচর্যার প্রকৃত চিত্র। অবশেষে হতাশ কনফুসিয়াস একদা দেশান্তরী হন

কিন্তু কবিতা ও সংগীতের প্রতি তাঁর আজন্ম ভালবাসা চীনা সাহিত্যের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ. 'শি চিং' সম্পাদনায় এ-সত্য প্রমাণিত। এ-প্রসঙ্গে একদা তাঁর মন্তব্য, "উ য়েই থেকে লু-তে ফেরার পর আমি সমর্থ হয়েছি সাংগীতিক ঐতিহ্য পুনর্বাসনে, সুং ও ইয়া[৪]-র সংগীতের ধারা নির্ধারণে এবং প্রাসঙ্গিক মৌল সংগীতে কবিতাগুলির পুনঃস্থাপনে।' অন্যত্র এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, "তোমরা কেন কবিতা অনুশীলন কর না? কবিতা প্রসারিত করবে তোমাদের কল্পনাকে, আরো নিরীক্ষণ করতে শেখাবে বস্তুজগৎকে, অপরকে আরো বুঝতে শিখবে, মতামতে হবে সহিষ্ণু। পিতা ও নৃপতির সেবার কাজেও কবিতা সহায়ক। তা ছাড়া, উদ্ভিদ গাছ, পাখি ও পশু বিষয়ে আরো জানতেও সাহায্য করবে কবিতা।"

তিন

'শি চি' গ্রন্থের মোট ৩০৫টি সংগীতের মধ্যে মাত্র পাঁচটির রচয়িতার নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায়; বিষয় ও অন্যান্য সূত্রে অন্য ছয়টির রচয়িতার নাম অনুভব সম্ভব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চৌ-রাজত্বকালের প্রথমভাগ থেকে বসন্ত-শরৎ যুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসরকালের মধ্যে রচিত এই সংগীতগুলি বস্তুত এমন এক সামাজিক অবস্থার প্রতিলিপি, যখন কৃষির অগ্রগতি ছিল অব্যাহত আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তার প্রাথমিক রূপ পেয়েছে। উক্ত কালের মধ্যে রাজা চেন ও কাং রাজত্ব করেছেন সগৌরবে, পরবর্তী রাজা শাও এবং সু-এর সময়ে এই রাজত্বের ভাঙন স্পষ্টতর হতে থাকে। অবশেষে রাজা কি পিং-এর সময়ে চৌ রাজবংশ কার্যত নামেই বিদ্যমান থাকে এবং সমগ্র দেশে নেমে আসে এক প্রবল নৈরাজ্য। এই সমগ্র পরিবর্তনের প্রতিফলন আছে উক্ত সংগীতগুলিতে।

এই সংগীতগুলির পর্ববিভাগে অদ্যাবধি মতান্তর বর্তমান। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এগুলি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি ফেঙ বা পনেরোটি প্রদেশের লোকগাথা, দ্বিতীয়টি ইয়া বা রাজসভায় গীত সংগীত, এবং তৃতীয়টি ভোজ, সুঙ বা উৎসবাদিতে গীত সংগীতাবলী। এমত পর্ববিভাগে যদিচ প্রভূত সমস্যা বিদ্যমান থেকেই যায়, তথাপি সাধারণভাবে বলা চলে যে ফেঙ অর্থ গীতিময় প্রেমসংগীত, ইয়া কাহিনীকাব্য এবং সুঙ বাদ্য ও নৃত্যে গীত সংগীত। এই সংগীতগুলির আঙ্গিক-বিষয়ক আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। এই সংগীতগুলির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সাধারণত চারটির বেশি শব্দ নেই, কিন্তু স্তবকে পঙ্‌ক্তির সংখ্যা সর্বদা সমান নয়। পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দতেই প্রধানত মিল রক্ষা করা হয়েছে। ১:১ ২:২, অথবা ১:২, ১ ২ প্রকারে মিল লক্ষিত হয়। এতদসত্ত্বেও কোন কোন সংগীতের রচনারীতি লক্ষ করে অনায়াসেই মন্তব্য করা চলে যে আঙ্গিকের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি তখনো নির্ধারিত হয়নি।

'শি চিং' গ্রন্থে মোট ১৬০টি কেঙ 'কবিতা বর্তমান। সুঙ রাজত্বকালের নিও-কনফুসীয়দের ভাষ্যানুযায়ী এগুলি মুখ্যত কামোদ্দীপক সংগীত। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই গাথাগুলি সর্বাধিক প্রাণময়, সারল্য এবং আন্তরিকতায় সৌন্দর্যময়; কারণ এগুলি মূলত বহুল গীত এবং সাধারণের একান্ত আবেগের প্রশ্রয়ে ব্যাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, কোন যুবকের অদর্শনে এক যুবতীর অনুযোগ :

"নীল কলার-পরা যুবক
তোমার কথাই ভাবি আর ভাবি
যদিও তোমার কাছে চলে যাই না
তুমি তো আমাকে খবর পাঠাতে পার ?

আহা নীল-কলার পরা যুবক
তোমাকে চাই, আরো চাই—
যদিও তোমার কাছে চলে যাই না
তুমি তো আসতে পার মাঝে-মধ্যে ?

পাঁচিলের ফটকের কাছে
আমি এদিক থেকে ওদিকে হাঁটি, ওদিক থেকে এদিকে—
যেদিন তোমায় দেখতে পাই না
দিনটা যেন তিন মাসের মত লম্বা মনে হয়।"[৫]

অন্য একটিতে মেলে প্রায় একই বিষয়বস্তু ভিন্নতর প্রকাশ—

"আমি তো আসতে পারি না তোমার কাছে। ভয় পাই।
আমি আসব না। এই তো সেই কথাই বললাম।
তবু সারারাত জেগে শুয়ে থাকি, জানি,
তুমিও জেগে শুয়ে আছ, তাই থাকো,
যদিও দিনের পর দিন চল এক নিঃসঙ্গ পথ ধরে
রাত হলে ফেরো অন্ধকার আবাসে।

তাই যদি হয় তবে তুমিই তো আমার প্রিয়তম।

তাহলেও সব কিছুর শেষে
একটা পথ থাকে। যে পথে যাইনি আমি
সে পথ ধরে তুমিও যাবে না একা একা
একটা রাত আসবে, সেদিন আমাকে পাবে তোমার পাশে
যে রাতে ওরা আমাকে জানাবে তুমি মারা গেছ।"[৬]

আর একটি গাথায় দেখি প্রেমিকা তার প্রেম বিষয়ে নিশ্চিত কিন্তু প্রেমিক সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্বাসী নয় :

"যদি আমাকে গভীর ভালবাস
কোমরে বেঁধে নাও কোমরবন্ধ, চেন পেরিয়ে চলে এস
যদি ভাল না বাস,
আরো তো কতই পুরুষ আছে,
আঃ খ্যাপার খ্যাপা তারা।

যদি গভীর ভালবাস আমাকে
কোমরবন্ধ এঁটে নাও, পেরিয়ে চলে এস উ য়েই
যদি ভাল না বাস,
আরো তো কতই যোদ্ধা আছে,
আঃ! খ্যাপার খ্যাপা তারা।"[৭]

অন্যত্র দেখি প্রেমিকা তার পরিজন ও বহিঃপৃথিবীর ভয়ে ভীত; প্রেমকে প্রকাশে তার বাসনা, অথচ সাহসিকতায় অগ্রসর হতে তার দুর্মর বাধা :

"দোহাই মশাই, ভিতরে এসো না।
আমার উইলো গাছগুলো ভেঙো না দয়া করে!
তাতে যে আমার খুব কষ্ট হবে, তা নয়!
কিন্তু সর্বনাশ! বাপ-মা কি বলবেন?
তোমাকে আমি যতই ভালবাসি
তখন যে কি হবে, তা ভাবতেও পারি না।

আমার পাঁচিলটা দয়া করে পেরিও না মশাই !
আমার তুঁত গাছগুলো নষ্ট কোর না
তাতে যে আমার খুব কষ্ট হবে, তা নয়।
কিন্তু মা গো মা ! ভাইরা বলবে কি ?
তোমাকে যতই ভালবাসি না কেন
তখন যে কি হবে, তা ভাবতেও পারি না।

দয়া করে বাইরে থাকো তো মশাই
আমার চন্দন গাছগুলো মাড়িও না
তাতে যে আমার খুব কষ্ট হবে, তা নয়
কিন্তু, ও বাবা ! দুনিয়ার লোক বলবে কি ?
তোমাকে যতই ভালবাসি না কেন,
তখন যে কি হবে, তা ভাবতেও পারি না।"[৮]

এবম্প্রকার প্রেম, বিরহ, মিলন ও আনন্দের[৯] সংগীত কেঙ গাথায় আছে, আর সেই সঙ্গে মেলে বিবাহ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দেউলিয়া হয়ে যাবার বেদনা এবং চাষীদের জীবনবিষয়ক গাথা। যুদ্ধবিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় আছে কয়েকটি গাথায়। যেমন—

"শেষ অবধি টিকে আছি এই ক'জন মাত্তর ?
ঘরে ফিরেই বা যাচ্ছি না কেন ?
আমাদের যুবরাজ, আর তার কারণেই তো এত সব ?
নইলে এই হিমের মধ্যে আমাদের কাজটা কি ?

শেষ অবধি টিকে আছি মাত্তর এই কজন ?
ঘরে ফিরেই বা যাচ্ছি না কেন ?
আমাদের যুবরাজ আর তার নিজের স্বার্থের জন্যেই তো ?
নইলে এই কাদার মধ্যে আমাদের কাজটা কি ?"[১০]

'শি চিং' গ্রন্থে ইয়া গাথার সংখ্যা ১০৫। এগুলি রাজসভায় গীত হোত। এই গাথাগুলি দীর্ঘ এবং কেঙ গাথার তুলনায় শব্দসম্ভারে

সম্বন্ধ। এখানে অবশ্য কিছু গাথা আছে, যা মনে হয় ভুলক্রমে এই অংশে গ্রথিত। অথবা এমনও হতে পারে যে এগুলির সংগীতধর্ম অনুযায়ী এবম্প্রকারে সংকলিত। কোন কোন চীনা বিশেষজ্ঞ অবশ্য এই ধারণাই পোষণ করেন। কথিত আছে যে, কনফুসিয়াসের সময়ের পাঁচশো বছর পরেও হান রাজত্বকালে 'তিন শত সংগীত' গীত হোত।

ইয়া গাথা প্রধানত বিবরণধর্মী। এর মধ্যে শেঙ মিঙ, কুঙ লিউ, মিয়েন মিয়েন কুয়া তি, হুয়াং ইউ ও তা মিঙ নামীয় পাঁচটি দীর্ঘ গাথায় চৌ রাজত্বকালের প্রতিষ্ঠার সমগ্র ইতিহাস বিধৃত আছে। চীনা কাব্যের গবেষকেরা এইগুলিকে মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। অবশ্য এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য মিয়েন মিয়েন কুয়া তি :

"তরুণ লাউগাছ ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল।
তু নদী থেকে সৃষ্ট হোল মানুষ—
তারা গেল চি নদীতে।
আদিকালে ডিউক তান-ফু
মাটি খুঁড়ে আশ্রয় খুঁজলেন, গর্ত খুঁড়লেন।
তখনো মানুষের ঘরবাড়ি হয়নি॥

সেই নদীতে ডিউক তান-ফু
ভোর হতেই ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া
নদীর পাড় বরাবর পশ্চিমে গিয়ে
পৌঁছে গেলেন চি পাহাড়ের পায়ের তলায়
সেখানে বাড়ির খোঁজে গিয়েছিলেন তিনি
শ্রীমতী চিয়াং-এর সঙ্গে॥

ভারি উর্বর চৌ উপত্যকা
চালের গুঁড়োর পিঠের মত মিঠে তার শাক-সবজি
'এখানেই শুরু করা যাক জীবন, এখানেই পরামর্শ করা
যাক।

ডিমে তা দিয়ে ফোটানো যাক কাছিম।'
উপত্যকাটি ডাকছে, 'দাঁড়াও থামো. এখানেই বানাও
ঘরদোর' ॥

ডিউক দাঁড়ালেন, থামলেন।
বড় আর ছোট জমির সীমারেখা নির্দেশ করে দিলেন
ডাইনে-বাঁয়ে।
খুঁড়ে ফেললেন জমি, মাপলেন বিঘায় বিঘায়
পশ্চিম থেকে পুবে।
চতুর্দিকের কাজ তুলে নিলেন হাতে ॥

তলব করলেন প্রধান কারিগরকে—জমি নবীশকে—
ওদের লাগিয়ে দিলেন বাড়ি বানাবার কাজে
জল চলাচলের নালা চলে গেল সিধা
মাটি ঠেকনো দেওয়া হোল তক্তার গায়ে তক্তা বেঁধে
তারা গড়ল পবিত্র সেই আদিপুরুষের উপাসনা মন্দির ॥

গড়গড়িয়ে ওরা চষে ফেলল মাটি
ছপছপিয়ে গুঁড়োল তা—
প্রাকার গড়ল যখন, সে কি হুইহল্লায়—
প্রাকার চেঁছে পালিশ করল যখন, তখন সে প্রায় নিঃশব্দে
শত শত ক্যুবিট উঠে গেল প্রাকার
পাথর বসাবার কারিগররা পাথর বসিয়ে
পাল্লা দিতে পেরেই উঠছিল না যেন ॥

সদর ফটক গড়ল ওরা খুব উঁচু করে
খুব উঁচু হোল সেটা
অন্দর-ফটক গড়ল খুব উঁচু করে
অন্দর ফটকটা ভারি মজবুত

সেই মস্ত মাটির স্তূপটা ওরা বানাল খু-ব উঁচু করে
সেখান থেকেই তো যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধযাত্রা শুরু হবে॥

তারপরেও তাদের আত্মোৎসর্গে ভাটা পড়েনি
তাদের যশকে দেয়নি কমতে
ওক গাছের বন পড়ল কাটা
তৈরি হোল পথের 'পর পথ।
কুন-উপজাতিরা পালাতে পথ পেল না
ওঃ দম ছুটে গিয়েছিল ওদের॥

য়ু আর জুইয়ের লোকেরা বেইমানী করে
রাজা ওয়েন তাদের জীবন করে তোলেন ব্যতিব্যস্ত
এ আমি বলবই, বিদ্রোহীদের আনুগত্য স্বীকার করতেই হোল
যারা ছিল চূড়ায় তারা পড়ল ভূঁয়ে
এ আমি বলবই, কর্তব্যে প্রজ্বলন্ত ছিল তখনকার মানুষ—
তারাই বিদ্রোহীদের দমিত করে॥[১১]

স্যুঙ গাথা অপর গাথাগুলির তুলনায় প্রাচীন এবং 'শি চিং' গ্রন্থে এর সংখ্যা চল্লিশ। এগুলি দেশীয় উৎসবে গীত হোত। গবেষকদের ধারণানুযায়ী এই গীতগুলির সঙ্গে নৃত্যের যোগাযোগ ছিল এবং উই শি, শুয়ে, হেঙ, লাই এবং পান নামীর পাঁচটি গাথা যুদ্ধনৃত্যের সঙ্গেই গীত হোত বলে অনুমিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত একটি ছোট গাথায় রাজা ওয়েন ও উয়ু-র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে :

"রাজা উয়ু, তুমি ছিলে মহান
মহান কাজে তোমার মত শৌর্য কেউ দেখায়নি
কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন রাজা ওয়েন ;
যারা তার অনুসারী, তিনি তাদের পথ করে দেন
তাঁর উত্তরাধিকারী উয়ু পেলেন সে উত্তরাধিকার

য়িনদের জয় করে, নিঃশেষে ধ্বংস করলেন তাদের
তাঁর কীর্তির প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ়।"[১২]

কিছু গাথা ক্ষেত্রে বীজ বপনের কালে গীত হোত; এখানেও পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হয়েছে। যেমন:

"ভারি সুফলা-বছরটা, প্রচুর ভুট্টা-জোয়ার, প্রচুর চাল—
আমাদের গোলাও খুব উঁচু
তাতে হাজার-হাজার-লক্ষ-লক্ষ শস্য ধরবে।
আমরা মদ বানাই, সুমিষ্ট সুরা
পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে করি নিবেদন
যত যাগযজ্ঞ, সব যাতে সার্থক হয়, সে কাজে দিই সুরা
যাতে সবাই হয় আশীর্বাদধন্য।"[১৩]

নির্দেশিকা

১ Ch'u Chai and Windberg Chai, The Changing Society of China, p. 3-4

২ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'শিং চিং গ্রন্থের বিষয় উদ্ধৃত হোল। গবেষকদের ধারণা, যেহেতু কনফুসিয়াস কয়েকবার 'তিন শো কবিতা' উল্লেখ করেছেন এবং এমন একটি কবিতা এক স্থানে উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, যা বর্তমান গ্রন্থে নেই, এমত ঘটনাই প্রমাণ করে যে এর বহু অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত। 'ৎসো চুয়ান' গ্রন্থের কয়েকটি গাথার উদ্ধৃতিও উক্ত বক্তব্যের প্রামাণিক। এতদ্‌সত্ত্বেও নিশ্চিতির অবকাশ সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় প্রচলিত গ্রন্থানুযায়ী বিষয়টি আলোচিত হোল।

৩ 'লিন উ' গ্রন্থ কনফুসিয়াসের শিষ্যদের দ্বারা সংকলিত তাঁর বাণী ও কর্মের পঞ্জী। সংকলকের নাম পাওয়া যায় না কিন্তু সকলেই একে কোষ-গ্রন্থরূপে মর্যাদা দেন।

৪ সুঙ ও ইয়া গাথা 'শিং চিং' গ্রন্থের তিন প্রকার গাথার দুই প্রকার।

৫ Book of Songs, tr. by Arthur Waley, 1937, p. 49.

৬ Lyrics form the Chinese, tr. by Helen Waddel, 1951, p. 16

৭ Book of Songs, p. 45

৮ Chinese Poetry in English Verse, tr by H.A. Giles.

৯ Ibid

১০ Book of Songs, p. 113

১১ Ibid, P. 247-9

১২ Ibid, p. 232

১৩ Ibid, p. 161

দ্বিতীয় অধ্যায়

....

এক

চীনা গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'সু চিং' (ইতিহাস গ্রন্থ); উ সিয়া, সাঙ, ইন রাজাদের এবং চৌ রাজবংশের আমলের বক্তৃতা ও অনুজ্ঞার সংকলন এটি। পাঠকালে মনে হয়, বক্তৃতা ও অনুজ্ঞার এটি যথাযথ অনুলিখন এবং সেকারণেই কোন গদ্যরীতির সন্ধান এখানে নিরর্থক এবং বলা চলে, তুলনায় অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'তাও তে চিং' গ্রন্থের গদ্যরীতি উন্নত।

লাওৎসের বাণী সংকলন 'তাও তে চিং' তাঁরই শিষ্যবর্গের দ্বারা লিখিত। এর গদ্য কাব্যধর্মী; সাধারণের ধ্যানধারণায় এই গ্রন্থ চীনা গদ্যসাহিত্যের প্রাথমিক স্তরের। এবং সম্ভবত এ-কারণেই এর বক্তব্যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা বর্তমান। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। বহু গবেষকদের ধারণায় এর অর্থ:

"যে 'তাও' ব্যাখ্যা করা চলে
তা সেই পরম 'তাও' নয়
যে সব নাম দেওয়া চলে
তাও শেষ কথা নয়
যিনি অনামক, তিনিই হলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের আদি—
যিনি নামধাত্রী, তিনি সকল সৃষ্টির জননী।"[১]

আর অন্যান্য গবেষকদের ধারণায় এর অর্থ:

"তাও' ব্যাখ্যা করেছেন পরম 'তাও'কে
পরম নামের ব্যঞ্জনা সকল নামে
স্বর্গ ও মর্ত্যের আদিতে আছেন অমূর্তা
সকল সৃষ্টির জননী মূর্ত্যা।"[২]

রীতির দিক থেকে বিচারে 'লুন উ'-র গল্প 'তাও তে চিং'-এর সঙ্গেই তুলনীয়। সরল বাক্যে, অনাড়ম্বর শব্দে ছোট ছোট অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থদ্বয়। 'লুন উ'-র বক্তব্য সর্বত্র অবশ্য স্পষ্ট নয়, এর অধ্যায়গুলির অকস্মাৎ সমাপ্তিতে; কারণ হয়তো সুষ্ঠু সম্পাদনার অভাব অথবা অনুলিখনের অপটুত্ব। 'বসন্ত-শরৎ' যুগের গদ্যরীতির উদাহরণ হিসাবে নিম্নে 'লুন উ' গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হোল :

"ডিউক হুয়েনের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে, বসন্তকালে, পয়লা মাসের মৌ-শেন্ দিবসে, সুঙ-এর ডিউক ইয়ু-য়িই আর কুং ফু নামে জনৈক তাই-ফুকে হত্যা করলেন তু। রাজার সঙ্গে দেখা করলেন তেং-এর ব্যারন।

চতুর্থ মাসে, গ্রীষ্মকালে, সুঙ্ থেকে কাও-এর বিখ্যাত যূপ-পাত্রটি নিয়ে নিলেন ডিউক। রাজপ্রাসাদের পূর্বপুরুষদের মন্দিরে সেটি প্রতিষ্ঠা করলেন মৌ-শেন্ দিবসে।"

এমত গদ্যরীতি সামান্যকালের মধ্যেই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাব গদ্যসাহিত্যে লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে লৌহযন্ত্রাদির প্রচলন ঘটায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বর্ধিত হয় এবং জমির মূল্যও বাড়তে থাকে। স্বভাবতই এর পরিণামে চৌ-রাজত্বকালের রাজাদের মধ্যে জমির জন্যে বহু সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং অবশেষে 'বসন্ত-শরৎ' যুগের তিনশত ছোট রাজ্য ভেঙে মাত্র সাতটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়। এবং এই সংঘর্ষের কালে এইসব রাজ্যগুলি সর্বাধিক সহায়তা পায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে, উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক রূপান্তর প্রভৃতি বহুতর ক্ষেত্রে; ফলশ্রুতে, চীনা ইতিহাসের এই পর্বে বহু মতবাদও যথারীতি পরস্পরের সঙ্গে বিতর্কমূলক সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং যদিচ এদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মঙ্গল। বৃহৎ সাতটি রাজ্যের গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিতেরাও স্বভাবতই সাতটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং প্রত্যেক অংশ তাদের শাসকদের গুণকীর্তনে বক্তৃতা ও রচনার বহুমুখী পরীক্ষায়

রত হলেন এবং এমত কার্যকারণসূত্রে চীনা গদ্যরীতি দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগুতে থাকলো।

উক্ত লেখককুলের মধ্যে সম্ভবত মোৎসে-র নাম সর্বাধিক উল্লেখ্য ; কিন্তু তাঁর লেখায় যুক্তির ধার যত বেশি ছিল, সে-পরিমাণ ছিল না রীতির দিকে দৃষ্টি।[৩] কিন্তু মোৎসে-র যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন অন্য চিন্তাবিদদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সক্ষিষ্ট দার্শনিককুলের শুয়াংৎসে, হুইৎসে ও কুঙস্‌মুন লুং ; শুয়াংৎসে-র লিখন থেকে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

"ডিমের মধ্যে থাকে লোম (যা ভ্রূণে বিধৃত)। মুরগির তিনটি পা (দুটি পা এবং তৃতীয় পা হোল সেই চালিকা-শক্তি, যা তাদের চালায়)। ইং (একটা ছোট্ট দেশ) ধারণ করে আছে পৃথিবীকে (পৃথিবীতে যা আছে, সবই অবিকল আছে সেখানে)। যা কুকুর, তাই হতে পারে ভেড়া, ঘোড়াও ডিম পাড়তে পারে (সবই তো হোল যে-নামে ডাকা যায় তার প্রশ্ন)। ব্যাঙেরও লেজ আছে (যদিও তা ক্ষয়িত। আগুন গরম নয় (তাপ তো কার্য-কারণ সম্বন্ধীয়)। পাহাড়ের মুখ আছে (তারা প্রতিধ্বনি করে)। চাকা কখনো মাটি ছোঁয় না (একবার এক বিন্দুতে ছোঁয়া ব্যতীত)। চোখ দেখে না (কেননা দেখে মস্তিষ্ক)। আঙুল কখনো কোন বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করে দেখায় না, বরঞ্চ বিশেষ বস্তুটি ছাড়িয়ে অসীমকেই নির্দেশ করে। কাছিম সাপের চেয়ে লম্বা (আকার বিষয়ক ধারণার অপেক্ষ-বাদ মতে)।"[৪]

মোৎসে-র পরেই উল্লেখযোগ্য নাম মেনসিউস ; কনফুসীয় স্কুলের এই প্রবক্তা কনফুসিয়াসের চিন্তা বিস্তারে কেবলমাত্র আগ্রহী ছিলেন তাই নয়, সেইসঙ্গে অন্য মতবাদের প্রতি তাঁর আক্রমণের খড়্গ সদাই উদ্যত থাকতো, বিশেষভাবে মোৎসে এবং ইয়াং-চু-র প্রতি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীকার্য যে তাঁর গদ্যরীতি উত্তরকালের প্রখ্যাত গদ্যলেখক-দ্বয়, জেমা শীয়েন এবং সু তুং-পো-কে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। মেনসিউস-এর গদ্য সরল, ঋজু কিন্তু যেহেতু এঁর সমস্ত ঝোঁক মুখ্যত

আক্রমণের দিকে[৫], স্বভাবত সেকারণেই এঁর ধারালো শব্দযোজনা পরবর্তীদের অনুকরণীয় বলে গ্রাহ্য হয়। তদুপরি আছে রসবোধ ও পরিহাসপ্রিয়তা[৬] যার ফলে বক্তব্যের আকর্ষণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুয়াংৎসে-বিষয়ক আলোচনা এখানে অনিবার্য। এঁর জীবনী প্রসঙ্গে জেমা শীয়েন লেখেন: "শুয়াংৎসে-র প্রকৃত নাম ছিল চৌ। তিনি ছিলেন মেঙ অঞ্চলের অধিবাসী আর কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত 'ভার্নিশ গ্রোভ'-এ। লিয়াং এর রাজা হুই ও চি-র রাজা সুয়েন-এর সমসাময়িক ছিলেন তিনি···।" স্বভাবতই এই বক্তব্য থেকে অনুমেয় যে তাঁর জন্মকাল ৩৬৮–৩৬৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে এবং মৃত্যু হয় ২৯৭–২৯২ খ্রীঃ পূঃ সত্তর/আশী বৎসর বয়সে। চীনা ইতিহাসে শুয়াংৎসে-র সময়কাল প্রবল নৈরাজ্যের; রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক নিয়মিত যুদ্ধ, প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ধ্বংসপ্রায়, আইনকানুন একেবারে বিসর্জিত, জনগণ অপরিসীম দুর্দশার মধ্যে দিনযাপন করছে। এমত অবস্থার কারণ হিসাবে শুয়াংৎসে তাঁর পূর্বসূরী লাওৎসের মতই 'মহাজ্ঞানী'দেরই দায়ী করেছেন। তিনি, মেনসিউস ছাড়া, বাকি সমস্ত মতবাদের নেতাদের নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মেনসিউসকে উল্লেখ না করলেও, তিনি কনফুসিয়াসকে রেহাই দেননি এবং তাঁর বক্তব্যকে প্রায় সর্বাংশে বাতিল করেছেন। চল্লিশ বারেরও বেশি শুয়াংৎসে কনফুসিয়াসের নাম উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকবার তাঁর প্রতি আক্রমণে থেকেছেন অক্লান্ত।[৭]

চীনাদের কাছে শুয়াংৎসে-র রচনাবলী, 'শুয়াংৎসে গ্রন্থ' একদা ছিল অতীব প্রিয়। এর মৌলিক চিন্তাধারা, কল্পনার ঐশ্বর্য ও তাৎপর্যময় শব্দচয়ন ছিল পাঠকের কাছে পুণ্যময় তীর্থযাত্রা। এখানে সর্বদাই পাঠক যেন লেখকের সঙ্গ পান। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লেখক যেমন তাকে হাত ধরে নিয়ে যান, তেমনি গুরুগম্ভীর যুক্তিজালের মাঝখানে হঠাৎই উপস্থাপিত হয় হাল্কা ব্যঙ্গ, এবং স্বভাবতই পাঠক পড়তে পড়তে কখনও ক্লান্ত বোধ করেন না। রচনার এ-এক আশ্চর্য

প্রসাদগুণ। বিষয়টি যথার্থ অনুধাবনের প্রয়োজনে উদ্ধৃতিই এখানে কর্তব্য :

"বাঁধনহারা কল্পনায়, বর্ণিল ভাষায়, রোমান্টিক নন্‌সেন্‌সে তিনি নিজের মনকে দেন বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতায় ভেসে যেতে।…তাঁর 'ফেনিল কথা' সমানে উছলে পড়তে থাকে, তাঁর 'সিরিয়াস কথা'গুলি সত্য, তাঁর 'রূপক'গুলি সংশ্লিষ্ট অর্থবহতায় ব্যাপক। যদিও তাঁর বইগুলি চমক লাগায় এবং দীর্ঘায়িত আলোচনা প্রশস্ত করে, সে ত্রুটি সামান্যমাত্র। তাঁর ভাষা যদিও অসম (সিরিয়াস থেকে বর্ণিলতায় তার যাতায়াত), তা জীবন্ত ও সুখপাঠ্য। কেননা তাঁর চিন্তার পরিপূর্ণতার উৎস থেকে সে লেখা প্রবহমান, তিনি নিজেকে থামাতে পারেন না।[৮]

শুয়াংৎসে-র পাঠকেরা স্বভাবতই মেনে নেন তাও-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং তাওবাদ অচিরাৎ চীনদেশে লাও(ৎসে) ও শুয়াং(ৎসে)-এর দর্শন নামেই পরিচিতি পায়।

শুয়াংৎসে গ্রন্থটি তেত্রিশটি অধ্যায়ে, আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। অন্যান্য চীনা ধ্রুপদী গ্রন্থের মতোই ধারণা করা হয় যে এর অংশবিশেষ পরবর্তী লেখককুলের দ্বারা লিখিত। কোন কোন গবেষকের সিদ্ধান্তানুযায়ী এর মাত্র সাতটি অধ্যায়ই অকৃত্রিম। অবশ্য সাধারণের অনুমান, মাত্র চারটি অধ্যায় (আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ এবং একত্রিশ) সম্ভবত পরবর্তী-কালে সংযোজিত। এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য অংশ 'শরতের বন্যা'।[৯]

দুই

এই পর্বে চীনা কাব্যসাহিত্যের অগ্রগতি যথাবিহিত অব্যাহতই থেকেছে। 'শি চিং' গ্রন্থের সরল বর্ণনাধর্মী কাব্যের ধারাপথে এসেছে রোমান্টিক প্রেমের কবিতা এবং স্বপ্নময় বৈচিত্র্যের আভাস, যার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ চু ইউয়ান-এর 'লি শাও' ও অন্যান্য কবিতা। চীনা কাব্যবিবেচকদের মন্তব্যে এই কাব্য 'তিনশত কবিতা'রই উত্তরসূরি। জেমা শীয়েন লেখেন, "রাজ্য সকলের গানগুলি (কেও কবিতাগুলি), ইন্দ্রিয়পরায়ণ তবে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট নয়। গৌণ ইয়া কবিতাগুলি বিষাদবিধুর কিন্তু রাজদ্রোহিতা নেই তাতে। বলা চলে, লি শাও এই দুটি গুণের মেলবন্ধনে সমর্থ।"[১০] এবং স্যুঙ রাজত্বকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সেঙ শীয়াও বলেন, "কিয়াং (ইয়াংৎসে) এবং হান (নদী)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল আগে ছিল চৌ নান্ ও শাও নান্-এর সীমানাভুক্ত। সেখানেই কবিতার জন্ম ও বৃদ্ধি। চু ইউয়ান ও স্যুং ইয়ুর সময় থেকে অধিকাংশ কবির জন্মই এই অঞ্চলে। সেইজন্যেই চুংনিও (কনফুসিয়াস) ভেবেছিলেন কবিতার ধাত্রীভূমি চৌ নান ও শাও নান।"[১২] কিন্তু 'শি চিং' ও 'ৎস্যু ৎসে'[১৩] গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে নৈতিক ও ভৌগোলিক সূত্র ধরে সম্পর্ক আবিষ্কার করতে গেলে এক জটিল বিতর্কের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। 'শি চিং' গ্রন্থ একদা পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত ছিল; 'ৎসো শুয়ান' গ্রন্থে ৎস্যু রাজ্যের রাজনীতিবিদ্‌দের মন্তব্যে প্রমাণিত যে উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় তাঁরা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা পেয়েছেন। চু ইউয়ান ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ; "রাজ্যাগত অতিথিদের স্বাগত জানাবার ও অন্যান্য রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা চালাবার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।"[১৪] অনস্বীকার্য যে কবিতা রচনায় তিনি 'শি চিং' গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রামাণিক হিসাবে উল্লেখ করা চলে 'ৎস্যু ৎসে' গ্রন্থের 'শূন্যগর্ভ শব্দসম্ভার'[১৫]-এর প্রায়

সমস্তই 'শি চিং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু 'জে', 'শি', 'ইহ' এবং 'চি' প্রভৃতি শব্দগুলির মিল কাব্যগত তাৎপর্যের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গত মানের অবনতি ঘটায় নি। কার্যত, এ-গ্রন্থে কেবল একজন কবির জীবনদর্শনই প্রকটিত নয়, এর গভীর ধর্মীয় অর্থ সর্বাংশে তাৎপর্যময়। তদুপরি বিষয়বস্তুর যথাযথ প্রকাশনার স্বার্থে কবি ব্যবহার করেছেন উপকথা, আর উপমা ও রূপকের প্রয়োজনে এসেছে ফুল ও গাছের প্রতীকী।

কাব্যক্ষেত্রে এই নতুন রীতির উৎসসন্ধানে অবশ্যই আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে। ১১২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ইন রাজত্বের পতনের পর, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন চৌ-সময়কালের মানুষ ইন-সংস্কৃতির অংশমাত্রকে শুধু স্বীকৃতি দিল আপন সংস্কৃতিরূপে আর বর্জন করল সর্বপ্রাণবাদমূলক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী। একালীন মানুষেরা তাদের অনুষ্ঠানাদিতে তাদের পূর্বপুরুষ ও ঈশ্বরকে তাঁর করুণার জন্যে ধন্যবাদজ্ঞাপনের রীতিকে কেবলমাত্র প্রথা হিসাবেই বজায় রাখলো, কিন্তু কোনক্রমেই স্বীকৃতি দিল না অনৈসর্গিক জগৎকে। লিকি, ইন ও চৌ জনগণের মানসিকতার প্রভেদ বুঝিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে :

"ইন জনগণ দেবতাদের শ্রদ্ধা করত। তাদের প্রধানরা জনসাধারণকে নিয়ে যেত দেবতাদের শ্রদ্ধা জানাবার কাজে। আত্মাচয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করত আগে, তারপর নিজেদের দেখত।... নিজেদের নৈতিক আদর্শমান মতে জীবনযাপন করত চৌ জনগণ; তারা ছিল বাস্তববাদী। আত্মাচয় ও দেবগণের প্রতি তারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করত বটে, কিন্তু ধর্মপ্রীতিকে কখনোই বৈষয়িক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাতে দিত না।"[১৬]

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের ইন-জনগণের ধর্মীয় ধ্যানধারণায় কোন পরিবর্তন আসেনি। কারণ সম্ভবত এ-অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেখানে বিরাট পর্বতশ্রেণী, বিস্তীর্ণ বনরাজী, প্রশস্ত ও গভীর নদীসমূহ, আর আদিগন্ত আকাশে মেঘের খেলা, এবং সব মিলিয়ে এক অজানা

রহস্যের কেন্দ্র। স্বভাবতই মানুষের মনে এই পরিবেশ চিরন্তন করে রেখেছিল অজ্ঞাত ও অব্যক্তের সঙ্গে এক রহস্যময় সম্পর্ক। একারণেই সম্ভবত ৎসু-জাতীয়েরা (দক্ষিণের অধিবাসী) বিশ্বাস করতো 'উ'[১৭] এবং ভূতপ্রেতে আর তর্পণ ও যজ্ঞকে মর্যাদা দিত যথেষ্ট।[১৮] ওয়াং ই তাঁর 'শিউ কু'-র ভূমিকায় বলেন, "য়িইং দেশে, য়ুয়ান ও সিয়াং নদীর মধ্যবর্তী ৎসু রাজ্যের জনগণ আত্মায় বিশ্বাসী ছিল ও বলিদান সম্পৃক্ত ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করতো। যখনি এইসব ধর্মানুষ্ঠান হত, তখনি, দেবতাদের প্রীত্যনুষ্ঠানের জন্য এরা গান গাইত ও বাজনার সঙ্গে নাচত। স্বভাবতই এই প্রেক্ষিতে উপকথা ও লোকশ্রুতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যে জনগণের প্রবল অনুরাগের কারণে তা সমৃদ্ধি পায়। এবং এমত সূত্র থেকেই কাব্যরচনায় চু ইউয়ান পেয়েছিলেন তাঁর প্রেরণা ও বিষয়বস্তু। অধিকন্তু উল্লেখ্য যে, দক্ষিণের সংগীতের প্রভাব 'ৎসু ৎসে'-র ওপর অপরিসীম। কার্যত একালে শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে ইউয়ান, শীন, শীয়েন উন্ প্রভৃতি আদিবাসীদের সংস্কৃতির যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং তারই ফলে নতুন বাদ্যযন্ত্র ও নব্যরীতির সংগীতেরও জন্ম হয়। 'লিকি'-র ইয়াচি অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।[১৯] ৎসেমিয়ার কালে চীনা সংগীতের এই পরিবর্তন এক নতুন রূপ নেয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য 'ইউ গ্রামের সংগীত'।

"এ কি অপরূপ সন্ধ্যা
মাঝ নদীর ছোট্ট দ্বীপ পেরিয়ে ভেসে চলা।
কি একটা দিন আজ,
রাজপুত্রের সঙ্গে এক নৌকায় চলা।
মানুষের দুর্বলতা ও বিচ্যুতিকে সমচোখে দেখ তুমি
ভুল করলেও দোষ দাও না তাদের।
ভারি উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি, ভারি বিভ্রান্ত,
তবু মন ভেঙে পড়েনি
এখন তো তোমার সঙ্গেই দেখা হল, হে কুমার!

গাছে থাকে অসংখ্য ডাল
পাহাড়ে অবস্থিত তোমার গাছে গাছে
তোমার বিষয়ে আমার মুগ্ধতা তেমনই
শুধু তুমি তা জান না।"[২০]

ৎস্যু এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের এই প্রকার বহু সংগীতের উদাহরণ মেলে। প্রাচীন 'তিন শত কবিতা'র রীতি থেকে এর রচনারীতিই কেবল ভিন্ন নয়, সেইসঙ্গে বিষয়বস্তুর বদলও লক্ষণীয়।

তিন

প্রাচীন চীনাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি চু ইউয়ান প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারিত আলোচনা এখানে কর্তব্য। শীন রাজত্বকালের (২২১-২২৭ খৃঃপূঃ) পূর্বেকার তিনিই একমাত্র কবি, যাঁর কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি তাঁর অনুরাগীদের প্রয়াসেই বর্তমান। তাঁর জন্ম হয় ৩৪০ খ্রীঃ পূঃ এবং জেমা শীয়েনের বক্তব্যানুযায়ী তিনি ৎস্যু রাজবংশের সন্তান। বিশ-বাইশ বছরের মধ্যেই তিনি রাজ্যের 'ৎস্যু তু' নিযুক্ত হন, দায়িত্বে যা সহকারী প্রধানমন্ত্রীর সমতুল। স্বভাবতই, "রাজসভায় তিনি রাজার সঙ্গে রাজ্য বিষয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা করতেন এবং কোন কোন আইন জারী করা হবে, তা ঠিক করতেন। সভার বাইরে, রাজ্যাগত অতিথিদের সংবর্ধনা জানাবার এবং অন্যান্য রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা চালাবার ভার ছিল তাঁর ওপর।"[২১] এবং এভাবেই তিনি যে কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কেই অভিজ্ঞ হন তাই নয়, সেইসঙ্গে ৎস্যু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নীতিরও প্রবক্তারূপে পরিগণিত হন। মেনসিউস-গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অবগত হওয়া যায় যে চু ইউয়ান কনফুসীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন ৎস্যু-অঞ্চলের কনফুসীয় ছাত্রদের দ্বারা। ফলত, চু ইউয়ান-

এর 'লি শাও' গ্রন্থে ইয়াও, সুন, উ, তাঙ এবং ওয়েন রাজাদের কনফুসীয় মতবাদের প্রতি আকর্ষণের বিষয় তাৎপর্য পেয়েছে। সম্ভবত এ-কারণেই তিনি চেয়েছিলেন ৎস্যু-র রাজা হুয়াই যেন রাজ্যের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তিনি লিখেছেন :

"রথে চড়ে দ্রুত গেলাম, তোমার কাছাকাছি রইলাম
প্রাচীন দিনের রাজাদের পথে চলতে শেখালাম তোমাকে।"[২২]

এবং রাজা হুয়াই-এর প্রতি তাঁর বক্তব্য :

"স্বর্গের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব জানেন না
ধর্মাত্মাদের খুঁজে বের করে তাদের করেন স্বীয় অনুচর
যদি পৃথিবী অধিকার করতে দেওয়া হয়—
তাহলে যারা জ্ঞানী, যারা সৎ, তারাই উন্নতি করবে।"[২৩]

কিন্তু, সমসাময়িক ঘটনার উত্থান-পতনে শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত হতে হয় এই কবিকে হান নদীর উত্তরাঞ্চলে। এমত কারণে তাঁর নৈরাশ্য এতদূর চূড়ান্তে উপনীত হয় যে 'লি শাও'-এর একজায়গায় তিনি বলেন যে যদি তিনি স্বর্গদ্বারেও পৌঁছান, তবু সেখানকার দ্বারী তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করতে তো দেবেই না, উপরন্তু তাঁর দিকে তাকাবে এক অপমানকর দৃষ্টিতে। কার্যত, এ-এক অভিজ্ঞতা, যে কেমন করে একজন রাজনীতিতে আকর্ষণহীন মানুষ রাজনীতিতে নিঃশেষিত হয়ে যান, একজন আদর্শবাদী কনফুসীয় মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে না পেরে ব্যর্থতায় রক্তাক্ত হতে থাকেন।

জেমা শীয়েন তাঁর চু ইউয়ানের জীবনীতে বলেছেন যে, চু ইউয়ান পাঁচটি কাব্য লিখেছিলেন : 'লি শাও' (দুঃখের প্রতিবাদ) 'তিয়েন ওয়েন' (স্বর্গের প্রতি প্রশ্ন) 'আই ইঙ্গ' (ইঙ্গের জন্যে শোক), 'ইউয়ান উ' (দূরান্তের যাত্রা) এবং 'শাউ হান' (আত্মার আহ্বান)। কিন্তু পান কু (৩৯-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর 'হান রাজত্বের ইতিহাস'-এ বলেন যে চু ইউয়ানের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশ। ওয়াঙ আই তাঁর 'ৎস্যু ৎসে শাঙ চু' গ্রন্থে উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতেই

লেখেন যে চু ইউয়ানের কাব্যসমূহের নাম যথাক্রমে, 'লি শাও', 'শিউ কু' (ন'টি সংগীত), 'তিয়েন ওয়েন', 'শিউ চাঙ, (নয়টি ঘোষণা), 'ইউয়ান উ', 'পু গু' (স্বর্গীয়) এবং 'ইউ ফু' (জেলে), যা মোট পঁচিশটি কবিতায় বিভক্ত। তিনি অবশ্য আরো বলেন যে 'শাউ হান' কোনক্রমেই চু ইউয়ানের লিখিত নয় ; এর লেখক সুঙ উ।

চু ইউয়ানের কালে কাব্যচর্চায় অগ্রগতির ফলে তাঁর কবিতা যে কেবল 'শি চিং' গ্রন্থের তুলনায় শ্রেয়, তাই নয়, তিনি প্রচলিত চার-মাত্রিক রীতিকে ভেঙে স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছিলেন। অবশ্য এর কারণ যে প্রধানত লোকসংগীতের প্রভাব, তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

'শিউ কু' কাব্য মূলত উস্ সংগীতের ভিত্তিতে রচিত। 'লিং শাও'-এর একস্থানে মেলে :

"চি র নয়টি গানে তার নয়টি বিভিন্ন ব্যাখ্যানে হসিয়া বংশ শুধু প্রমোদ করেছে, তারা কোন সংযমই জানত না।"[২৪]

এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত যে 'শিউ কু' এক গুচ্ছ ধর্মীয় সংগীতের নাম, অবশ্য 'নয়' সংখ্যাটি এর সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত কিনা বলা কঠিন। 'শিউ কু'-তে মোট এগারোটি কবিতা বর্তমান : 'তুঙ হুয়াং তাই আই (স্বর্গে ঈশ্বর), 'উন গুঙ শুন' (মেঘের দেবতা), 'সিয়াং শুন, শিয়েঙ ফু জেন' (প্রেমের দেবতা), 'তা হুজে মিঙ, শিয়াও হুজে মিঙ (ভাগ্যের দেবতা), 'তুঙ চুন' (সূর্যের দেবতা), 'হো পো' (নদীর দেবতা), 'শান কুই (পর্বতের আত্মা) 'কাউ সাঙ (পতনের অভিঘাত) এবং 'সি হান' (আত্মকথন), প্রভৃতি। 'তিয়েন ওয়েন' মোট একশ' সত্তরটি প্রশ্নবোধক কবিতার সংকলন। কিন্তু এখানে যে সমস্ত উপকথার ভিত্তিতে প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত, তার সমস্ত কিছু বর্তমানে না পাওয়ায় বহু কিছুই অগোচর থেকে যায়। দীর্ঘকাল এই কাব্যগ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা সম্পর্কে চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান ছিল। অবশ্য সম্প্রতি ভাষা ও রীতির পরীক্ষায় প্রমাণিত যে এই গ্রন্থ চু ইউয়ানের রচনা। এর রচনারীতি অবশ্য চু ইউয়ানের

অন্ত গ্রন্থের তুলনায় স্বতন্ত্র ; এবং বিষয়বস্তু আত্মার স্বর্গ নরক ইত্যাদি পরিক্রমণ। এই কাব্যের রচনারীতির প্রভাব হানযুগের 'ফু' কাব্যের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে বর্তায়।

'শিউ চাঙ' নয়টি কবিতার সংগ্রহ। যথাক্রমে, ' শু শাঙ' (কমলা গাছের প্রশস্তি), 'পেই হুই কেঙ' (ঝড় চলে গেলে), 'শি সুঙ' (বেদনার অভিযোগ), 'চৌ ৎজে' (বিষাদ গাথা), 'ৎজে মেই জেন' (কোন সুন্দরীকে মনে রেখে), 'আই ইঙ' (ইঙের জন্যে শোক), 'শে কিয়াং' (নদী পার হতে), 'হুয়াই শা, (মাটির বন্দনা) এবং 'শি ওয়েং ঝি, (যে দিন গিয়েছে চলে)। বিভিন্ন সময়ে রচিত এই কবিতাগুলি কোন বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। তবে এর অনেকগুলিই যে তার নির্বাসনকালে রচিত তার প্রমাণ মেলে। যেমন 'হুয়াই শা' কবিতায় এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "আমি জানি মৃত্যু অবধারিত, তাই তাঁর আসার পথে ব্যাঘাত ঘটাবো না। সৎ মানুষের কাছে আমি তো বারংবার বলেছি যে আমিও তাদেরই মত দ্রুত একদিন বিলুপ্ত হবো" এবং 'শি ওয়েং শি'-র অন্যস্থানে তাঁর বক্তব্য, "ইউয়ানের কালো জলের গভীরে আমার নিমজ্জন অসম্ভব, কিন্তু তবুও আমাকে সেখানেই ডুবতেই হবে · তখনো অনুচ্চারিত থাকবে আমার অনেক কথা···"। এই কবিতাগুলির মধ্যে 'আই ইঙ'-ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, যেখানে কবি বলেছেন দেশের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার কথা আর নির্বাসিত জীবনের বেদনাবোধে আপ্লুত হয়েছেন :

"নিজের গাঁয়ের ফটক পেরিয়ে, শহর ছেড়ে যেমন বেরোলাম
মনে উঠল অন্তহীন ঝড়
সময়ের বুক বেয়ে যেমন বৈঠা পড়তে লাগল চলল এগিয়ে
রাজপুত্রকে আর দেখব না ভেবে আমি হলাম শোকাকুল
আকাশছোঁয়া ক্যাটালপা গাছগুলির দিকে চাইলাম,
দীর্ঘশ্বাস পড়ল
শীতের তুষার স্রোতের মত নামল অশ্রুধারা।

মন আকুল, হৃদয় বিষণ্ণ শোকভারাতুর
চলেছি, কিন্তু কোথায় নিয়ে চলেছে এ পথ আমাকে
দিশাহারা আমি ভেসে চললাম, বাতাস আর ঢেউ
যেদিকে নিয়ে যায়
উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় এক পথিক, ফেরার
আশা নেই যার।"[১৫]

"লি শাও" চু ইউয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা এবং চীনা ভাষায় কোন দীর্ঘ কবিতায় ইতিপূর্বে এবম্প্রকার সার্থকতা লক্ষিত হয়নি। এর রোমান্টিকতা, প্রতীকী ও সজীবতা যে কি প্রকারে অন্য এক পটভূমিকার পরিচায়ক হয়েছে, তা পূর্বেই আলোচিত।

নির্দেশিকা

১ The Wisdom of Laotse, tr. and ed. by Lin Yutang, 1948. P. 51

২ অন্তান্তদের মতই মা স্থ লুন একই মতামত পোষণ করেন। দ্রঃ এঁর লিখিত 'লাওৎসে শিয়াও স্থ', স্থ চু প্রেস, পিকিং, ১৯৫৬।

৩ The Works of Motse, tr. by Y. P. Mei, pp. 81-2.

৪ "Main Currents of Thought by Chuangtse", tr. by Lin Yutang. The Wisdom of Laotse, p. 45

৫ "The Book of Mencius", tr. by Lin Yutang, The Wisdom of Confucius.

৬ Mencius, IV, part 2, 11. 33, tr. by James Legge, 1874.

৭ The Wisdom of Laotse, p 293-5

৮ Ibid, p. 44

৯ The Wisdom of China and India, tr. and ed. by Lin Yutang, 1942, p. 682-7.

১০ The Life of Chu Yuan by Szema Chien, tr. by David Hawkes in his Ch'u Tz'u : The Songs of the South, 1959, p. 12.

১১ জেমা শীয়েন এখানে স্থঙ উ নামে অন্য এক কবির উল্লেখ করেন, যিনি 'শাও' রীতির কবি হিসাবে খ্যাত।

১২ 'তুঙ শী' : চেঙ শীয়াও, 'কুন শুন ৎসাও মু লিয়াও স্থ'।

১৩ 'ৎস্থ ৎসে' শব্দের দ্বারা চু ইউয়ান ও তাঁর অনুকারী কবিদের বোঝানো হোত; এখানে উক্ত শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র চু ইউয়ানের রচনাবলীকেই বোঝানো হয়েছে।

১৪ 'The Life of Chu Yuan,' by Szema Chien.

১৫ বাংলা ভাষার পদান্বয়ী অব্যয় ও সংযোগমূলক অব্যয়-এর চীনাভাষায় সমগোত্রীয় শব্দাবলী।

১৬ হান রাজত্বের ভাই শেঙ কর্তৃক লিখিত।

১৭ উ তৎকালে কেবলমাত্র পুরোহিতই ছিলেন না, তিনি আত্মা ও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেই পূজিত হতেন।

১৮ 'Record of Geography' : History of Han Dynasty.

১৯ Lin Yutang, Wisdom of Confucius, pp. 216-18 ; Convreur, Li Ki, Tome II, Cap. XVII, III. pp. 86-90.

২০ সিমেন ছ্যু, 'চি শী শীয়েন'।

২১ Szema Chien, 'The Life of Chu Yuan'.

২২ Ch'u Tz'u : The Songs of the South, p. 23.

২৩ Ibid, p. 27.

২৪ Ibid, p. 26

২৫ Ibid, p. 65-6.

তৃতীয় অধ্যায়

....

এক

পূর্ববর্তী যুগের অসংবদ্ধ গদ্যরীতির পাশাপাশি বর্ণনাধর্মী গদ্যও অত্যন্ত দ্রুত সমৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য 'ৎসো শুয়ান' গ্রন্থ। কনফুসিয়াসের শিষ্য ৎসো সিউ মিঙ-ই এর রচয়িতা বলে একদা উল্লেখিত হোত, কারণ কনফুসীয় মতবাদ ও তাঁর 'বসন্ত-শরৎ'-এর ব্যাখ্যানই যেহেতু এর মুখ্য বিষয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এর গদ্যরীতি বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেছে যে এ-গ্রন্থ বসন্ত-শরৎ যুগের অব্যবহিত পরেকার কোন অজ্ঞাত লেখকের রচনা। 'ৎসো শুয়ান' গ্রন্থের মূল বিষয় বসন্ত-শরৎ যুগ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহও এখানে লক্ষণীয়। বিষয়টি অনুধাবনের সুবিধার্থে অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হোল :

"সেপ্টেম্বরে, চিয়া উ দিনে, চিন-এর মার্ক্যুই আর চ্-ইন এর আর্ল, চেং আক্রমণ করলেন। কেননা চেং, চিন-এর প্রতি দুর্বিনীত হয়, আনুগত্য স্থানান্তরিত করে ৎসু-র প্রতি। চিন্-এর সেনাবাহিনী হান লিং অবরোধ করে। ওদিকে চ্-ইনের সেনাবাহিনী অবরোধ করল ফান্ নান্। য়ি চিহ্-ফু, চে-এর আর্লকে বললেন, 'আমাদের দেশের এখন ভীষণ বিপদ। তবে চ্-ইন্-এর আর্লের সঙ্গে দেখা করতে আপনি যদি শু ৎসু-য়ুকে পাঠান, তাহলে নিশ্চয়ই চ্-ইনের সেনাবাহিনী অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে?' এতে সম্মত হলেন আর্ল, শু-কে যেতে বললেন। শু প্রত্যাখ্যান জানিয়ে বললেন, 'যখন তরুণ ছিলাম, আমার কার্যদক্ষতাকে মূল্যই দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে আমি এ-কাজের দায়িত্ব নিতে পারি না।' আর্ল বললেন, 'আপনাকে যথাযোগ্য কাজে না লাগানো আমার পক্ষে খুবই ভুল হয়ে গেছে। আর এই চূড়ান্ত প্রয়োজনের সময়ে আপনার সাহায্যই চাইতে হচ্ছে।

এ-সমস্ত আমারি দোষ। কিন্তু চেং বিজিত হলে পরে আপনার জীবনও বিপর্যস্ত হবে।' শু তখন সম্মত হলেন।

সেই রাতেই, নগর-প্রাকারের মাথা থেকে দড়ি ঝুলিয়ে, তা বেয়ে তিনি নেমে এলেন। চ্-ইনের আর্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, চ্-ইন ও চিন্-এর সেনাবাহিনীকে বাধা দেবার আশাও নেই, তা চেং-এর মানুষ ভালই জানে। চেং ধ্বংস করলে যদি মহান নৃপতি লাভবান হতেন, তবে আপনার এ চেষ্টা সাজত। তবে, আপনার পার্শ্ববর্তী রাজ্য চিন্-এরও অপর পার্শ্বে অবস্থিত কোন দেশকে বাগ মানিয়ে রাখা যে খুব কঠিন, তা তো আপনি ভালই জানেন। চিন্-এর শক্তি বাড়াবার জন্যে চেং জয় করবার ঝামেলায় আপনি যাচ্ছেন কেন? পাশের রাজ্যটি আরো শক্তিশালী হলে আপনি দুর্বলতর হয়ে পড়বেন। চেং-কে যদি রেহাই দেন, তাকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকতে দেন, তাহলে পুব দিকে যাবার সময়ে চ্-ইনের মানুষ-জন চেং দেশে আরাম-বিশ্রাম করতে পারবে, যা দরকার তা পেতে পারবে। তাতে তো চ্-ইনের কোন ক্ষতি নেই। তা ছাড়াও দেখুন না, এক সময়ে মার্কুইই কথা দেন, চিআও এবং হ্সিয়া দেশ দুটি আপনার হাতে হস্তান্তর করবেন। কিন্তু সে কথা তিনি রাখেন নি। নদী পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে সামরিক ঘাঁটি বসালেন। এ-সব অবশ্য আপনার জানা কথা। রাজ্যসীমা বিস্তার অন্বেষায় চিন্-এর লোভ মিটবার নয়। পুবদিকে চেং রাজ্যগ্রাস করার পর তাকে পশ্চিমে রাজ্যসীমা বিস্তার করতেই হবে। তা করতে হলে চিন্‌কে আপনার রাজ্য থেকেই জমি ছিনিয়ে নিতে হবে। চিন্ রাজ্যের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য নিজের রাজ্যসীমা ছেড়ে দেবেন কি না, সে প্রসঙ্গ একমাত্র আপনারই বিবেচ্য।' শু-র যুক্তিপূর্ণ কথায় চ্-ইন এর আর্ল অভিভূত হলেন ও চেং রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন।"

উক্ত উদ্ধৃতি এ-তথ্যেরও প্রামাণিক যে তৎকালে বিদ্যাবান ব্যক্তিরা শাসকদের কেবলমাত্র প্রভাবিতই করতেন না, সেইসঙ্গে আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারেও সক্রিয় সহায়তা

করতেন। এমত কার্যের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সু চীন, যিনি একক প্রয়াসে সাতটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টিকে একত্রে মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্যজন ছিলেন শীয়াং আই, যিনি শীন রাজ্যকে অন্য ছয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করান এবং বাকি রাজ্যগুলিকে বিজয়ে উৎসাহিত করেন।

'শানকুৎসে' (যুদ্ধরত প্রদেশগুলির বিষয়) গ্রন্থে এই গদ্যরীতি আরো সুসংবদ্ধ হয়েছে। রচয়িতার নাম অদ্যাবধি অজ্ঞাত। মোট তেত্রিশ খণ্ডের এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন হান যুগের লিউ সিয়াং (৭৯-৮ খ্রীঃপূঃ)। লক্ষণীয়, এর গদ্য কনফুসীয় কালের স্বল্পবাক-রীতিকে সর্বৈব বর্জন করেছে এবং তার পরিবর্তে এসেছে বিবরণের বিন্যাস ও কথোপকথনের প্রয়োগে চরিত্রকে চিত্রময় করে তোলার রীতি।

শীন কর্তৃক অন্য ছয়টি রাজ্য অধিকৃত হবার পর খ্রীষ্টপূর্ব ২২৬ অব্দে সম্মিলিতভাবে চীনের প্রতিষ্ঠা হয়; স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত হলো এক কেন্দ্রীয় সরকার, আইন-কানুন আর জাতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা এবং ওজন ইত্যাদি বিষয়ও স্থিরীকৃত হয়। এবং সেই সঙ্গে লিখন-চরিত্রেরও মান নির্ধারিত হোল। বলা চলে, শীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা দেশে যে স্বাভাবিকতার সূত্রপাত ঘটায়, তা কার্যত ছিল জনসাধারণেরই বহু আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু শীন রাজত্বের প্রথম সম্রাট কেবলমাত্র সমকালীন বহু চিন্তাধারাকেই স্তব্ধ করে দিলেন না সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ করলেন সে-মতামতের সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থগুলিকে[১]; আর কনফুসীয় বিদ্যাবানদের করলেন অগ্নিদগ্ধ। হাজার হাজার লোককে চীনের প্রাচীর নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করা হোল; আপন রাজপ্রাসাদ নির্মাণের জন্যে লাগানো হোল ৭০০,০০০ লোক; ৫০০,০০০ লোককে নির্বাসিত করা হোল দক্ষিণ চীনের অনাবাদী অঞ্চলে; আর কৃষির জন্যে খাজনা বৃদ্ধি হোল ⅔ ভাগ। এভাবে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকার ফললাভে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই শীন রাজবংশের পতন ঘটলো।

হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠার (২০৬ খ্রীঃ পূঃ—২১৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায়

সত্তর বছর পর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীরা উপলব্ধি করলেন জনগণের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা ; স্বভাবতই তাঁরা 'জনগণের মঙ্গলের জন্যে গ্রহণ করলেন 'অবাধ-নীতি'। এরই ফলে যখন ১৪০ খ্রীঃ পূঃ সম্রাট উ সিংহাসনে বসেন, তখন, "যা প্রয়োজন, সবই আছে সকল পরিবারের। বড় ও ছোট শহরে সরকারী শস্যাগার পরিপূর্ণ। সকল স্থানীয় প্রশাসনের ব্যয়বহনের জন্য যত টাকা দরকার খাজনা মেলে তারও বেশি। রাজধানীর কোষাগারে উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ এমন সুবিপুল, যে সছিদ্র মুদ্রা যাতে গাঁথা থাকে, সে সুতোগুলো পচে গেছে। রাজকীয় শস্যাগারে বছরের পর বছর ধরে এক জাতের শস্যের উপর আরেক জাতের শস্য চাপানো হচ্ছে। ফলে গোলা ছাপিয়ে তা পড়ে যায়, নষ্টও হয়· ····এমন কি, দ্বারপালরাও সবার সেরা খাদ্যশস্য ও মাংস খেতে পায়।"[২]

সম্রাট উ রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ; সাহিত্যকর্মে তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল যথেষ্ট। কোরিয়া, ইন্দোচীন ও পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী রাজ্য জয় করেছিলেন তিনি ; আর এর ফলে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশ পেয়েছিল অগ্রগতি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এশিয়ার অন্যতম সুসভ্য ও পরাক্রান্ত রাজ্যরূপে। চীনারা সম্ভবত এ-কারণেই অদ্যাবধি 'হান জেন' বা হানের সন্তানরূপে পরিচিত হতে আগ্রহী।

চীনা ইতিহাসের এই অগ্রগতির যুগে গদ্য সাহিত্যেরও প্রভূত শ্রীবৃদ্ধিলাভ ঘটেছিল। ৎসা ও ৎ-স্যু'র ধানের মূল্যমান বিষয়ক গ্রন্থ, শীয়া ই-র শীন রাজ্যের উত্থান ও পতন, প্রভৃতি গ্রন্থই এর উদাহরণ। কিন্তু এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ছিলেন, জেমা শীয়েন, যার শী চি' (ঐতিহাসিক তথ্যাবলী) প্রথম সুবিন্যস্ত চীনা ইতিহাস ; এবং এর গদ্যরীতির সৌন্দর্যের কারণে তা ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের প্রিয়তর থেকেছে।

দুই

গুরুত্ব বিবেচনায় জেমা শীয়েন সম্পর্কে আলোচনা এখানে কর্তব্য। যৌবনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাঁর জীবনধারা চলেছিল নিতান্ত গতানুগতিক পথেই; কিন্তু ছত্রিশ বৎসর বয়সে, পিতার মৃত্যুকাল থেকেই, তাঁর জীবনে এলো পরিবর্তন। পিতা ছিলেন তা-শি-লিং, যাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল সরকারী নথিপত্র সংরক্ষণ, পুস্তকাদি ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং রাজপরিবারের জ্যোতিষীরূপে তাদের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা। স্বভাবতই, এ-সূত্র থেকে জেমা তান পড়েছেন অনেক বিষয় এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন নথিপত্রের দিকে। তৎকালেই সম্ভবত তাঁর বাসনা হয় চীনের ইতিহাসের ওপর এক বিস্তৃত গ্রন্থ রচনার।[৩] কিন্তু কার্যব্যপদেশে সে-বাসনা বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। 'শী চি' গ্রন্থের ভূমিকায় জেমা শীয়েন তাঁর পিতার প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"তিনি আমার হাত ধরে কেঁদে বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন চৌ বংশের সরকারী ইতিহাসকার।......আমি মরে গেলে তুমি অবশ্যই দেখবে যাতে সরকারী ইতিহাসকাররূপে নিযুক্ত হতে পার। যে বইটি আমি নিজে লিখতে চাইছি, একবার চাকরি পেলে পরে সে বইটি লিখতে ভুলো না।......উ এবং লি রাজাদের রাজ্যকালের পর থেকে রাজারা কুশাসন চালিয়েছেন, নৈতিক মানে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে কনফুসিয়াস পুনরুদ্ধার করেছিলেন নৈতিক মান-মাত্রা, প্রাচীন রীতি ও প্রথা, ও শু[৪] বিষয়ে টীকা করেছিলেন ও 'বসন্ত-শরৎ' লিখেছিলেন। অদ্যাবধি বিদ্বজ্জন তাঁরই আদর্শে নিজেদের গঠন করেন। কনফুসিয়াসের পর চারশো বছরের বেশি কেটে গেছে। সামন্ত ও ভূস্বামীদের মধ্যে লেগে থেকেছে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ। ফলে ইতিহাসের নথিপত্র রক্ষিত হয়নি। রাজ্যকে পুনর্বার ঐক্যবদ্ধ করেছেন হান্‌। কিন্তু আমি সরকারী ইতিহাসকার হয়েও, সম্রাট ও ভূস্বামীদের কীর্তি, বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের ও শহীদদের

ক্রিয়াকলাপ নথীকৃত করিনি। দেশের প্রয়োজনে ইতিহাস-বিষয়ক নথিপত্র সংরক্ষায় আমি ব্যর্থ হয়েছি।- এই হোল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুশোচনার বিষয়। এ-কথা সর্বদা স্মরণে রেখো তুমি, আমার অনায়ত্ত উচ্চাশাকে সার্থক করতে চেষ্টা কোর।"

পিতার এ-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়নি; আটত্রিশ বছর বয়সে তা শিং লিং নিযুক্ত হয়েই জেমা শীয়েন তাঁর ভবিষ্যৎ গ্রন্থের জন্যে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে লেগে যান। ইতিমধ্যে সরকারীভাবে সিয়া রাজ-বংশের ক্যালেণ্ডারের ভিত্তিতে এক নতুন ক্যালেণ্ডার তৈরির দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। এবং এ-কাজ শেষ করেই তিনি হাত দেন তাঁর 'শী চি' গ্রন্থ রচনায়, যার সূত্রপাতে তাঁর বক্তব্য: "কনফুসিয়াস জন্মালেন চৌ-এর ডিউকের মৃত্যুর পাঁচশো বছর বাদে। তার পর আরো পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত। আমি আমার বই লিখবো এই আলোকিত যুগের ঐতিহ্য অনুসরণে, য়িই[৫] নির্ধারিত মান অনুসারে, 'বসন্ত-শরৎ'-এর নিদর্শমতে, শিং-শু-লি এবং উয়েহ[৬] এর আদর্শের ভিত্তিতে। এইভাবে পুস্তক প্রণয়নেই আমার অভীপ্সা!"[৭]

কার্যত তিনি চেয়েছিলেন কনফুসীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন এবং তাঁর দেশকে কনফুসীয় পদ্ধতিতেই বাঁচাতে। এবং প্রায় আঠারো বছরের পরিশ্রমে তিনি সমাপ্ত করেন তাঁর 'শী চি' গ্রন্থ। এর কয়েক বৎসর পরই তাঁর মৃত্যু হয়।[৮]

'শী চি' গ্রন্থই উপকথার নায়ক সম্রাট হুয়াং তি-র রাজত্বকাল থেকে শুরু করে তাই ৎসে-র[৯] চতুর্থ বৎসর অথবা হান রাজত্বের সম্রাট উ-র ঊনচল্লিশ বৎসরকালের সময়সীমা (মোট ২,৫৯৭ বৎসর) পর্যন্ত কালের প্রথম চীনের ইতিহাস। এ গ্রন্থ মোট একশত ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত[১০] যার ১১২টি হোল 'পেন চি' বা হান রাজত্বকাল পর্যন্ত সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীদের কীর্তি কাহিনীর বিবরণ; 'শী চিয়া' নামীয় অধ্যায়গুলিতে আছে উক্ত পর্বের স্থানীয় শাসক ও সেনাপতিদের বিষয়; আর 'লী শুয়ান'-এ আছে দার্শনিক, বিত্তবান, ব্যবসায়ী, চাষী-মজুর, বেশ্যা এবং রাজকর্মচারীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক তথ্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে বলা চলে যে, রাজ্যের সমস্ত অংশের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের যথাযথ উদ্‌ঘাটনের মধ্যে দিয়েই এ-গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে উক্ত ও দীর্ঘকালের চীনের ইতিহাস।

তদুপরি উল্লেখ্য যে চীনা ইতিহাসের উক্তপ্রকার ব্যক্তিবর্গের চরিত্র ব্যাখ্যানে 'শী চি' গ্রন্থ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক অবিস্মরণীয় অবদানরূপে গণ্য হয়েছে। সেমা শীয়েনের পাণ্ডিত্য যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন তথ্যের প্রতি অবহেলা দেখায় নি, তেমনি কদাচ বিস্মৃত হয়নি প্রকাশভঙ্গীর বিষয়েও। স্বভাবতই এ-গ্রন্থের গদ্যরীতি তাঙ এবং সুঙ যুগের আটজন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখককে প্রভাবিত করে। অধিকন্তু 'তুং চো লী কু শী' (পূর্ব চো রাজত্বের বিভিন্ন প্রদেশের গল্প), 'শি হান তুং শু ইয়েন ই' (শি হানের শ্রেষ্ঠ গল্প) প্রভৃতি কাহিনী এবং বহু চীনা অপেরা, যেমন, 'পা ওয়াঙ পে শী', 'চিয়াং শিয়াং হো' 'ওয়েন চাউ কুয়ান' প্রভৃতি 'শী চি' গ্রন্থের অধ্যায় বিশেষের ভিত্তিতে লিখিত। এবং ঘটনা হিসাবেই উল্লেখ্য যে চীনা ভাষায় এ-গ্রন্থের প্রভাব ইতিহাসের গ্রন্থের চেয়েও সাহিত্যের ওপর অনেক বেশি।

তিন

অতঃপর হান যুগের কাব্যচর্চা বিষয়ক আলোচনা অনিবার্য। সম্রাট উ ছিলেন যথার্থই সাহিত্য প্রেমিক; তাই তাঁর হুকুমে লোক-সংগীত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয় আর তাঁর উৎসাহেই 'ফু'-র শ্রীবৃদ্ধি। তাঁর আদেশে সংগৃহীত মোট ২২০-টি লোকসংগীতের সংকলন বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কিন্তু যেহেতু তাঁরই উৎসাহে লোকসংগীতের প্রচলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেকারণেই পরবর্তীকালে সংকলিত হতে পারে 'উহ্ ফু শী চি'।[১১] কার্যত এই চীনা লোকসংগীতের উৎস থেকেই

পরবর্তীকালে চীনের মুখ্য কাব্যরীতি 'পাঁচ শব্দ' ও 'সাত শব্দ'-এর জন্ম। যদিচ 'ফু'-র কাব্যিক অবদান বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিধা আছে কিন্তু সম্রাট উ-র অনুপ্রেরণা যে কাব্যক্ষেত্রে নতুনতর আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত এর কারণ, তিনি নিজেও ছিলেন কবি। তাঁর প্রেমিকা লী-র মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত সম্রাট উ-র নিম্নোক্ত কবিতাটি বিখ্যাত :

"প্রিয়া, একি সত্যি তুমি ?
না তুমি নও ?
উৎকণ্ঠ গ্রীবা প্রসার করে আমি এখানে দাঁড়িয়ে
এ কেমন কথা, ধীরছন্দ পা ফেলে
তুমি এখানে আমার কাছে আসছ না ?"

হান যুগের প্রচলিত ৎসে ৎস্যু-রীতিতে লিখিত উপরোক্ত কবিতাটি। এ-রীতির অলঙ্কার মাধুর্য ও বিষয়টিকে প্রত্যেক কোণ থেকে বর্ণনায় সজীব করে তোলা, যা 'ফু' কে একদা সমৃদ্ধ করেছিল, স্বভাবতই হান যুগে সমাদৃত হয়। 'শাও হান'-এর অংশবিশেষ এখানে উদাহরণযোগ্য :

"সুউচ্চ হলঘর, প্রশস্ত কক্ষ, বেষ্টনীযুক্ত সার সার বারান্দা ;
সোপানবদ্ধ ছাত, মহলবন্দী মণ্ডপ, তাদের চূড়া সুউচ্চ পর্বতশিখর সমান
জালিকাটা দরজায় গাঢ় লাল নকশা, চৌকো চৌকাঠে খোদাই কারুকাজ ;
শীতের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলিতে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে না, গ্রীষ্মে শীতল ঢাকা বারান্দাগুলি ;
মধুর মর্মরধ্বনে এঁকে বেঁকে বয়ে চলে স্রোতস্বিনী ও ঝর্না
তপ্ত বাতাসে আনত উন্মীল পদ্ম, দোলায়িত দীর্ঘ অর্কিড
হলঘর পেরিয়ে অন্দরে ঢুকতে ছাত ও মেঝে সিঁদুরে-লাল,
চকচকে পাথরের ঘর, জেসপার পাথরের আংটায় মাছরাঙা ঝুলছে ;
বিছানা-ঢাকায় মাছরাঙা-নকশায় সার সার মুক্তো, উজ্জ্বল, ঝলমলে ;

কোমল রেশমে ঢাকা দেওয়াল ; ওপরে দামাস্ক্-কাপড়ের শামিয়ানা ;
বেণী, চুলের ফিতে, জরিদারী ও শাটিন, অমূল্য মণিমানিকের আংটায়
গলিয়ে বাঁধা ॥"

কিন্তু 'ৎস্যু ৎসে'-র তুলনায় 'ফু' ছিল অলঙ্কার-রিক্ত ; ব্যক্তিগত আবেগ এ-কবিতায় প্রশ্রয় পায়নি, পক্ষান্তরে প্রাত্যহিকের বাস্তবই মূল্যমান পেয়েছে। স্যুনৎজে-র 'ফু সংকলন' উক্ত বিষয়ে উল্লেখ্য। স্যুনৎজে ছিলেন যুধ্যমান যুগের প্রখ্যাত কনফুসীয় পণ্ডিত ও কবি ; তিনিই প্রথম তাঁর রচনাকে 'ফু' নামে অভিহিত করেন ; যেমন 'মেঘের ফু', 'লি-র ফু' প্রভৃতি। তাঁর 'ফু'-গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যান এবং এর সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট নয়। কিন্তু 'ফু'-এর ফর্ম পরবর্তীকালের হান যুগের লেখকেরা গ্রহণ করেন তাঁদের নতুন বক্তব্যের প্রকাশে, আর এভাবেই 'ফু'-এর তাৎপর্য স্বীকৃতি পায়।

হান যুগের 'ফু' লেখকেরা 'প্রশ্নোত্তর রীতি'কে সাধারণভাবে স্বীকার করে নেন। এই লেখকদের মধ্যে শীয়া উ ছিলেন প্রথম ; কিন্তু মেই শেঙ-এর[১৩] 'চী ফা' (সাতটি সমাধান) এই রীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বিষয়কে যথাযথ পরিস্ফুটনের তাগিদে তিনি ব্যবহার করলেন সাতটি পঙ্ক্তির, আর বক্তব্যে নিয়ে এলেন নৈতিকতার মান। এই পদ্ধতিই পরবর্তীকালে বহুল ব্যবহারে সার্থকতা পেয়েছে। বিষয়টিকে বিস্তারের প্রয়োজনে 'চী ফা' থেকে একটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হোল :

"হেজেল গাছের অরণ্য-গহীনে, বিশাল জলার পাশে ঘন কুয়াশা, রোদ নিস্তেজ। সেখানে গণ্ডার ও বাঘ জড়ো হয়, থায়। শিকারীরা এগোচ্ছে নির্ভয়ে, খালি গায়ে। শিকার মারতে তারা বদ্ধপরিকর। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওদের ছুরি ছুটে উড়ে গেল সম্মুখ পানে, আধো-আঁধারে সাদা ঝিলিক হেনে, ওদের ওদের বর্শা ও বল্লম জানোয়ারদের বিঁধছে, ওদের গায়ে ঢুকে যাচ্ছে। মৃগয়ার অন্তে স্বর্ণ ও বস্ত্র দেওয়া হয় পুরস্কার।"

কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন জেমা শীয়াং-ফু। তিনি তাঁর 'ফু' রচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করলেন 'ৎসু ৎসে'-র ছন্দ ও বর্ণনাধর্মী রীতি, সুনৎজে-র 'প্রশ্নোত্তর' কর্ম, এবং মেই সেঙ-এর নীতিবাদ। এই 'ফু'-রীতি যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার কারণ তা যে কেবলমাত্র সময়ের চাহিদা পূরণ করেছিল তাই নয়; সম্রাট উ-র রাজত্বের সমৃদ্ধির কালে লেখকেরা লেখার জন্যে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে পারতেন এবং দীর্ঘ কাব্যময় শব্দযোজনা তাঁদের প্রিয় বলে গণ্য হয়।

সম্রাট উ-র অবদানও এক্ষেত্রে কম নয়। তাঁর কাব্যপ্রীতির ফলেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই মেই সেঙকে তাঁর সভায় আমন্ত্রণ করেন; পরবর্তীকালে জেমা শীয়াং-ফু- সঙ্গে তুং কেঙ সুয়ো,[১৪] ইয়েন চি[১৫] প্রমুখ প্রখ্যাত 'ফু' লেখকেরা তাঁদের কাব্যচর্চার কারণেই রাজসভায় আমন্ত্রিত হন। চাঙ হেঙ[১৬]-এর 'লুন কুঙ চি সু' (রাজকর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষা বিষয়ক স্মৃতিকথা) গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 'ফু' লেখকেরাই সাধারণত জাতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। স্বভাবতই 'ফু'-চর্চা সারাদেশে প্রবলভাবে বাড়তে থাকে এবং 'ফু' সমকালের প্রধান সাহিত্যিক চিন্তাপ্রকাশের বাহনরূপে স্বীকৃতি পায়।

চার

জেমা শীয়াং-ফু (১৭৯-১১৭ খ্রীঃ পূঃ) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন রোমান্টিক দুর্বৃত্ত। ঘটনা হিসাবে জানা যায় যে যৌবনে তিনি কোন ধনীগৃহের বিধবা কন্যাকে অপহরণ করেন। বড়ো লেখকদের ক্ষেত্রে যে অসামাজিক জীবনযাপনের অভিযোগ থাকে, জেমা শীয়াং-ফু-র ক্ষেত্রে তা যথার্থ। কিন্তু উক্ত বিধবা মহিলাকে

বিবাহ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ; প্রথম জীবনে বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত ছিল যাঁর ভাগ্যলিপি, তিনিই স্ত্রীর সূত্রে একশত দাসদাসী ও প্রভূত অর্থে বিলাসী জীবনযাপন করতে সক্ষম হন। এরপর 'ফু' লেখক হিসাবে সম্রাট উ-র দরবারে আমন্ত্রণ, সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদ্রোহী উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা, ইত্যাদি ঘটনায় জেমা শীয়াং-ফু স্বদেশে পরম সম্মানিতরূপে গণ্য হন। তাঁর 'তা জেন ফু' সম্রাটকে অমর করে রেখেছে ; আর সম্রাজ্ঞী চেন-এর অনুরোধে তিনি রচনা করেন 'চাঙ মেঙ ফু' এবং তার জন্যে পুরস্কার পান ১৩০ পাউণ্ড স্বর্ণবাট। ৬০ বৎসর বয়সে শিয়াও ওয়েন উয়ান লিং (সাহিত্যিক সংস্থার প্রধান) থাকাকালে তিনি মারা যান।

পান কু-র হান রাজবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে জেমা শীয়াং-ফু উনত্রিশটি ফু রচনা করেন। এর মধ্যে 'ৎসে সু ফু' (যার অস্তিত্ব নেই), 'সাঙ লিন ফু' (রাজকীয় শিকার). 'তা জেন ফু' (যারা অমর), 'চাঙ মেঙ ফু' (চাঙ মেঙ প্রাসাদ), 'মেই জেন ফু' (সৌন্দর্য), এবং 'আই এর শী' (এর শী-র শোক) নামীয় ছয়টি 'ফু'-র সন্ধান মেলে ; এ-ছাড়া যে তিনটির নাম জানা যায়, সেগুলি হোল, 'লি ছু' (নাসপাতি গাছ), 'উ চুই ফু' (মাছের কাবাব), এবং 'ৎসে তুঙ শান ফু' (ৎসে তুঙ পর্বতমালা)। উক্ত 'ফু'-গুলির মধ্যে 'ৎসে সু ফু' ও 'সাঙ লিন ফু'-ই সর্বাধিক খ্যাত।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'ফু' ছিল শব্দৈশ্বর্যে পূর্ণ গদ্য কবিতা, মুখ্যত পার্থিব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছিল এর বিস্তার। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক 'ৎসে সু ফু'-কে, এর বিষয় . কোন একজন অনামা ব্যক্তি চী-র রাজার সঙ্গে, ৎসে কর্তৃক শিকারের জন্যে প্রেরিত হয় এবং সে-শিকারযাত্রা ছিল নিষ্ফল। কিন্তু উক্ত অনামা ব্যক্তি ফিরে এসে অন্য একজনকে জানায় যে তারা নিষ্ফল হয়নি, কারণ তারা রাজ ঐশ্বর্য সাধারণকে শিকারের মাধ্যমে দেখাতে পেরেছে। এবং এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুরোধে প্রথম জন বর্ণনা করেছে রাজার পার্থিব

সামগ্রীর। নিম্নে উক্ত 'ফু' থেকে উন মেঙ সম্পর্কিত বর্ণনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হোল :

"য়িউন মেং-এ একটি পাহাড় আছে ন'শো বর্গ লি জায়গা নিয়ে। ঘোরানো, সর্পিল, দুরূহ পাকদণ্ডীর পথেই শুধু ওঠা যায় তার খাড়াই, মহান উচ্চতায়। শৈলশিরাগুলি পাথুরে, খোঁচা খোঁচা। চূড়াগুলি পাক খেয়ে উঠেছে নীল আকাশে, চাঁদ ও সূর্যকে আধেক ঢেকে। পাহাড়ের যে অংশে ঢেউ খেলানো পাদশৈল, সেখানে আছে নদী ও ঝর্না। য়িউন মেং-এর মাটি বিচিত্র বর্ণিল। গাঢ় লাল, মরচে লাল, নীল চকখড়িরঙা, ঘি-রঙা, গোলাপী, সাদা, সীসে-রঙা, জেড-সবুজ, সোনালী ও রূপালী। রঙে রঙে মিলেমিশে চিকচিকে ঝলমল করে যেন রোদে ঝলকাচ্ছে কোন ড্রাগনের ঝকঝকে আঁশ। সেখানে মূল্যবান পাথরের মধ্যে আছে গোলাপের মত লাল এগেট; কুন উ-র সোনার মত হলুদ ক্রোকয়েট; বেসালট—পোর্সিলেন—ওপেল ও প্লাইবনড্ জেসপার। পূর্বে যত ফল ও সবজি বাগিচা। তাতে আছে এসারুমা, অর্কিড, ভ্যালেরিআন, ভেষজ ওষধি, হেমলক, পার্সলে, ক্যালামাস, সেলিনিআম, হরিণ-পার্সলে, রেশমপোকার কাঁটাগাছ ও কলা। দক্ষিণে মালভূমি ও জলাভূমি—ভূস্তর সেখানে স্ফীত, ঢাল হয়ে নেমে যাওয়া, সমতল ও কোথাও বা গহ্বর সদৃশ। সেদিকের জমি চলে গেছে উ-গিরিমালার পাদদেশে ইয়াংৎসের কিনারা অবধি। উঁচুতে, যেখানে জমিন্ শুকনো, সেখানে আছে নীল গাছ, জই উল-ঘাস, পাহাড়ী গম, লতানে ডুমুর, বাদাম-ঘাস ও সেজ্। জমিন্ যেখানে নমিত ও স্যাঁতসেঁতে, সেখানে জন্মায় হেনবেন্, নলখাগড়া, নোনা উদ্ভিদ, খাদ্যশস্য, ভারতীয় পদ্ম, লম্বা লাউ, শণ, তারো, আরো অসংখ্য গাছপালা। পশ্চিমে ঢেউয়ের মত উৎসারিত প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছে স্ফটিক স্বচ্ছ এক জলাশয়। জল ঢেকে গেছে পদ্ম ও কহ্লারে। ফুলের নিচে ঢাকা পড়েছে বড় বড় পাথর ও সাদা বালি। পুকুরে আছে বৃহদাকার কাছিম, গেছো গোসাপ (জলের ধারে), ডোরাকাটা কচ্ছপ ও নদীচর সাঁতারু কাছিম। উত্তরে বনস্পতির অরণ্য। সেখানে

আছে এলম্, সেতার, রেশমী কোমল মসলা ঝোপ, কর্পূর, ক্যাসিয়া, মরিচ ঝোপ, চাঁপা গাছ, হলদে ভূর্জগাছ, বুনো পীয়ার গাছ, লালচে-বেগুনী উইলো, জাপানী আপেল, খেজুর, চেস্‌নাট, সুগন্ধি কমলা ও আনার গাছ। গাছের উপর আছে য়েনৎসে, ময়ূর, ফিনিক্স ও খুদে বানর। নিচে অরণ্যে আছে সাদা বাঘ, কালো চিতা, শিকারী চিতা, নেকড়ে ও বুনো কুকুর।”

বাংলা অনুবাদে উক্ত ফু-র শব্দের তাৎপর্য প্রায়শ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিষয়ের প্রকাশে রচনারীতি, শব্দচয়ন, প্রতীকায়িত-করণ ইত্যাদি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু এমত নিরীক্ষার ফল সর্বদা মঙ্গল আনে নি। শব্দের মোহ, প্রতীকের অমাত্রিক ব্যবহার বহু লেখকেরই বিপদের কারণ হয়েছে। স্বভাবতই উক্ত চর্চার কারণে জেমা শীয়াং-ফু এবং ইয়াং শীয়াং-এর মত লেখকদের অবশ্যম্ভাবীভাবেই ভাষাতত্ত্বে জ্ঞানার্জন করতে হয়। অবশ্য এরই ফললাভে শেষ পর্যন্ত এঁদের ফু-এর বিষয় যেমন একান্ত ব্যক্তিগত হতে থাকে তেমনি শব্দের কারণে তার দুরূহতাও বাড়ে। খ্রীঃ পূঃ ২৮০-২২০ অব্দের প্রখ্যাত কবি ৎসাও চি এ-প্রসঙ্গে যথার্থই লেখেন, “ইয়াং শীয়াং ও জেমা শীয়াং-ফু-র 'ফু'-গুলি বিষয়ে অসামান্য এবং গভীর অর্থবহ; কিন্তু সেগুলি উপলব্ধি করতে হলে পাঠককেও হতে হবে বিদ্যাবান; কারণ যে শব্দাবলী ও চিত্রকল্প এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, তা সর্বাংশেই অজ্ঞাত।

সম্ভবত জেমা শীয়াং-ফুও এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন আর এ-কারণেই তিনি তাঁর 'তা জেন ফু' ও 'চা মেঙ ফু' রচনা করেন 'ৎসু ৎসে' রীতিতে, যার অনুধাবন তুলনায় সহজতর। নিম্নোদ্ধৃত 'চাঙ মেং ফু'-র অংশটি থেকে বিষয়টি অনুধাবনীয়। কথিত আছে, এই 'ফু'-র ফলেই সম্রাজ্ঞী চেন পুনর্বার ফিরে পেয়েছিলেন সম্রাট উ-র ভালবাসা:

“সন্ধ্যা এল, তোমার আসার আশা হারালাম
শুধু শূন্য ঘর সাক্ষী আমার গভীর, অতলান্ত দুঃখের

চাঁদকে রাতে বলেছি আমার 'পরে আলো ফেলুক,
সাহায্য করুক, বিশাল নিঃসঙ্গ ঘরে একলা প্রহরগুলো কাটাতে
চিন্-এ বাজিয়েছি একটা নতুন সুর
তোমার জন্যে আমার তৃষ্ণাকে ধরে রাখুক সে সুর,
ভুলিয়ে দিক।

বেদনা কমল না, কান্নায় পড়েছি ভেঙে
উঠে দাঁড়িয়েছি, পা তুলেছি, জানি না কোথায় যাব
আমার লম্বা আস্তিনে ঢেকেছি মুখ
যে সব ভুল করেছি, ভেবে দেখেছি।
এখন তো তোমাকে একটিবার দেখার সুযোগ আর পাব না
ভেবেছি কোনমতে শুই গিয়ে।
সুগন্ধি পত্রপুষ্প জড়ো করে করেছি মাথার বালিশ
বিছানায় বিছিয়েছি ফ্ল্যাগ, অর্কিড, ভ্যালেরিয়ান
শুয়েছি, নিমেষে এসেছে ঘুম, ভেবেছি
তুমি আছ আমার পাশে।
নিমেষে জেগেছি, তুমি তো নেই পাশে
মনে হয়েছে মরে গেছি বুঝি
আমার দুঃখে বেদনা জানিয়ে মোরগগুলো ডেকেছে।
আবার উঠেছি চাঁদের দিকে চেয়েছি
দেখেছি আকাশে, নক্ষত্রপুঞ্জ
পুবে উঠেছে শুকতারা
প্রাঙ্গণে জড়িয়ে আছে ক্ষীণ জ্যোৎস্না
যেন শরতের শেষ মাসের হাল্‌কা হিমানী।
রাতটা যেন এক বছরের মত লম্বা
বিষাদে ভারাতুর আমি, আরেকটা রাতের নামে কি ভয়
ভোরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম কম্প্রহৃদয়ে
ভোর আসতে এত দেরি করছিল।"

উক্তপ্রকার উদাহরণগুলি থেকেই অনুমেয় যে হান যুগের লেখকরা কী-প্রকার ফু-রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, ৎস্যু ৎসে-রীতিতে লিখিত 'ফু'-গুলিকে বলা উচিত 'সাও তি'[১৭] কবিতা এবং হান যুগে অন্যান্য রীতিতে লিখিত 'ফু'-গুলির সঙ্গে উক্তের প্রভেদও বর্তমান। তু ফাঙ সাও-এর 'চি চিয়েন' (সাতটি প্রতিবাদ), ইয়েন চি-র 'আই শী মিঙ' (আহ্, আমার দুর্ভাগ্য), ওয়াঙ পাঙ-এর 'চিউ হুয়াই' (নয়টি দুঃখ), লিউ শিয়াং-এর 'চিউ তান' (নয়টি শোকগাথা) ওয়াঙ ই-র 'চিউ ৎজে' (নয়টি আকাঙ্ক্ষা) প্রভৃতি 'সাও তি' কবিতাগুলি সবিশেষ খ্যাত।

পান কু[১৮]-র বক্তব্যানুযায়ী, এক হাজারেরও বেশী 'ফু' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল এবং তা সম্রাট চেঙকে উপহার হিসাবে প্রদত্ত হয়। সমগ্র হান যুগে, সাধারণভাবে স্বীকৃত মতানুসারে, জেমা শীয়াং-ফু, ইয়াং শীয়ু, (৫৩ খ্রীঃ পূঃ—১৮ খ্রীষ্টাব্দ), পান কু (৩২—৯২ খ্রীঃ), এবং চাঙ হেঙ (৭৮-১৩৯ খ্রীঃ) 'ফু' রচয়িতা হিসাবে সর্বাধিক সমাদৃত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শেষোক্ত তিনজন জেমা শীয়াং-ফু-র রচনা-রীতির ও প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

নির্দেশিকা

১ হান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কনফুসিয়াসের ধ্রুপদী রচনার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস আরম্ভ হয় এবং ফু সেঙ নামীয় একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁর স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে তা লিখে দেন। পরে এটিকেই সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। রাজা কুঙ-এর ভগ্ন প্রাসাদ থেকে পরে মূল গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়। উক্ত দুই গ্রন্থে যথেষ্ট পাঠভেদ বর্তমান। স্বভাবতই এ-বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে এবং তা শীন ওয়েন (প্রথমোক্তটি) আর কু ওয়েন (দ্বিতীয়) বিতর্ক নামে প্রসিদ্ধ।

২ পিং ৎস্যুয়েন হ্ (অর্থবিষয়ক অধ্যায়), 'শী চি'।

৩ 'শী চি' গ্রন্থের দর্শনের অংশটি জেমা তানের লিখিত বলে বহু পণ্ডিতের ধারণা। কারণ জেমা শীয়েন ছিলেন কনফুসীয় মতবাদে বিশ্বাসী আর তাঁর পিতা জেমা তান ছিলেন তাওবাদী এবং গ্রন্থের ঐ অংশে তাওবাদের প্রভাব যথেষ্ট।

৪ 'শী' শব্দের অর্থ সাধারণভাবে কবিতা। এখানে কবিতাগ্রন্থ বোঝাতে ব্যবহৃত। 'শু' অর্থ বই ; এখানে অর্থ 'ইতিহাস গ্রন্থ'।

৫ পরিবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থ।

৬ লি, অর্থাৎ ধর্মগত অনুষ্ঠানবিষয়ক গ্রন্থ ; 'উহ্' অর্থাৎ সংগীত গ্রন্থ।

৭ ভূমিকা 'শী চি'।

৮ কবে জেমা শীয়েন মারা যান, বলা কঠিন। সাধারণভাবে অনুমিত হয় যে ৮৯ থেকে ৮৬ খ্রীঃ পূঃ—এর মধ্যে ৫৭-৬০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

৯ সম্রাট উ-র অন্যতম নিয়েন হাউ।

১০ মূল গ্রন্থের দশটি অধ্যায় হারিয়ে যায় এবং শীয়া মাও-শান এবং অন্যান্যদের দ্বারা পুনর্লিখিত হয়।

১১ সুঙ যুগের কুয়ো মৌচিং সংকলিত লোকসংগীত গ্রন্থ।

১২ Ch'u Tz'u : The Songs of the South, p. 105-6

১৩ ?—১৪১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ

১৪ ১৬২—? খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ

১৫ ? —১২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ

১৬ বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ্। ৭৮-১৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭ 'সাও তি', 'লি সাও'-এর রীতি।

১৮ ভূমিকা : 'লিয়াং তু ফু', (দুই রাজধানী)।

চতুর্থ অধ্যায়

এক

চীনা কাব্যধারায় 'পাঁচ শব্দের কবিতা' বা একটি লাইনে পাঁচ শব্দের ব্যবহারের সূত্রপাত এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি; শেন উয়ে-র 'জে শেঙ পু' বা চার স্বরের তত্ত্ব[১] এবং চৌ-উ-র 'জে শেঙ শী উন'[২] বা চার স্বরের ছন্দ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'পাঁচ শব্দের কবিতা' পূর্বের প্রচলিত 'চার শব্দের কবিতা'র তুলনায় ছিল অনেক বেশি সপ্রাণ, কারণ এ-পদ্ধতিতে কাব্যের ব্যাপ্তি ও বিষয়বিন্যাস কার্যত গণ্ডীমুক্ত হয়। প্রখ্যাত চীনা কাব্যসমালোচক সুঙ য়ুঙ[২] বলেন, "চার শব্দের কবিতা ছোট পঙ্‌ক্তির মধ্যে অনেক বলতে সক্ষম হয়েছে। 'শী চি' ও 'ৎসু ৎসে' থেকে এই কাব্যরচনার পদ্ধতি বিষয়ে অনেক কিছু জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হোল যে এই পদ্ধতিতে লিখিত দীর্ঘ কবিতা পাঠের পরও পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যেত এবং মনে হোত যেন অনেক কিছুই বলা হোল না......অন্যপক্ষে, পাঁচ শব্দের কবিতা অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।......সুতরাং এটা কি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়, যেহেতু এ-পদ্ধতিতে বিবৃত করা যায় একটি সম্পূর্ণ ঘটনা, বিস্তার থেকে আসে প্রতীক, আর শেষ পর্যন্ত সমগ্র অনুভূতি যথার্থ মুক্তি পায়?" এ-বক্তব্যে অবশ্যই সত্যতা আছে; কিন্তু এর প্রতি আকর্ষণ সম্ভবত এই কারণে যে এই পদ্ধতিতে, অন্য প্রচলিত পদ্ধতি, 'সাত-শব্দের-কবিতা'র তুলনায়, অনেক বেশি সার্থক কবিতা লিখিত হয়েছে।

প্রথম চিহ্নিত পাঁচ শব্দের কবিতা হান যুগের সম্রাট চেন-এর (৩২-৭ খ্রীঃ পূঃ) কালের একটি লোক সংগীত:

"পথ যদি আঁকাবাঁকা হয়, তাহলে উর্বর খেতের ক্ষতি
গুজবে ক্ষতি ভাল মানুষের
পাসারিন পাখি বাসা বাঁধে মগ ডালে

তারা প্রশংসায় অভ্যস্ত
কিন্তু এখনকার মানুষ তাদের করুণাই করে।"

হান যুগের লোকসংগীতকে প্রধানত তাদের সুরের উপরে নির্ভর করে ভাগ করা হয়; যেমন, সিয়াং হো সংগীত, শী শাঙ সংগীত এবং অন্যান্য সংগীত। কিন্তু উক্ত সংগীতের সামান্যই যেহেতু বর্তমান, সেহেতু বলা চলে যে উক্ত বিভক্তিকরণ মুখ্যত বুদ্ধিনির্ভর। তদুপরি উল্লেখ্য যে 'শান চেন নান' ও 'শেঙ ইয়া' প্রভৃতি সংগীতগুলি পোই তি থেকে আমদানীকৃত সুরের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল।

বর্তমানে সঠিকভাবে সমস্ত 'ইউয়ে ফু'ঙ' নামীয় হানযুগের লোক-সংগীতের কালনির্ণয় অসম্ভব; তবে অনুমিত হয় যে অধিকাংশই সম্রাট আই (৬—১ খ্রীঃ পূঃ)-এর সিংহাসনে আরোহণের পরবর্তীকালে রচিত। সিংহাসন-আরোহণের পূর্বেই সম্রাট আই অবগত ছিলেন যে লোকসংগীত রচয়িতারা রাজদরবার থেকে কী পরিমাণ পোষকতা পায় এবং জনসাধারণ কত গভীরভাবে এই লোকসংগীত ভালবাসে। অতএব সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হয়েই তিনি উক্ত সংগীতকারদের প্রাপ্তব্য সমস্ত রাজকীয় সহায়তা বন্ধ করলেন এবং রাজদরবার থেকে লোকসংগীতকার বা গায়ক হিসাবে সংযুক্ত সমস্ত রাজকর্মচারীদের বরখাস্ত করলেন। অবশ্য এর দ্বারা লোকসংগীতের প্রতি জনগণের ভালবাসা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হোল না; পক্ষান্তরে তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।

'ইউ ফু শী চি'-তে সংকলিত লোক সংগীতগুলির মধ্যে আকৃতিগত-ভাবে অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি সম্ভবত পূর্বযুগে লিখিত। যেমন, 'কিয়াং নান কো ৎসাই লেয়েন' (কিয়াং নান থেকে পদ্ম ফুল সংগ্রহ)-এর লিখনরীতি, যা অবশ্যই পূর্বযুগের বলে অনুমিত:

"কিয়াং নান-এ পদ্ম তোলা বড়ো আনন্দের
প্রজ্বলন্ত পদ্ম পাপড়ি দেখে কত সুখ
পদ্মপাতার ফাঁকে ফাঁকে মাছের ছিটকে চলা
পদ্মপাতার পুবে মাছ
পদ্মপাতার পশ্চিমে মাছ

পদ্মপাতার দক্ষিণে মাছ

পদ্মপাতার উত্তরে মাছ।"

নানা বিষয়ে লোকসংগীত লিখিত হয়েছে। একালে হান রাজারা বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, সম্পদ বেড়েছে কিন্তু দেশবাসীর দুর্দশা কিছুমাত্র লাঘব হয় নি। স্বভাবতই এমত ভাবনা একালীন লোকসংগীতে বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধ, সমকালীন সামাজিক অবস্থা ও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং প্রেমবিষয়ক কয়েকটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হোল।

প্রথমটি যুদ্ধবিষয়ক অন্যতম প্রখ্যাত কবিতা। নাম, শী উ ৎসুঙ চুন শেঙ' (পনেরো বছর বয়সে আমি সেনাদলে যোগ দিই) :

"পনেরো বছরে চলে গেলাম সেনাবাহিনীতে,
আশী বছরে ফিরলাম ঘরে।
গাঁয়ের একটা লোকের সঙ্গে পথে দেখা
জিগ্যেস করলাম ঘরে কে আছে।
'ওই তো তোমার ঘর
গাছপালায় আগাগোড়া ঢাকা।'
কুকুরের গর্তে খরগোশের বাসা,
ছাতের বর্গা থেকে উড়ে গেল বনতিতির
উঠোনে বুনো কি এক শস্য
কুয়োর পাশে বুনো চুকো ফলের ঝোপ
ওই শস্য ফুটিয়ে বানাব ঘাটো
চুকো ফল তুলে ঝোল রেঁধে নেব।
ঘাটো আর ঝোল তো রাঁধা হোল,
পাশে বসে খায় এমন তো কেউ নেই।
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চেয়ে থাকলাম পশ্চিম পানে,
চোখের জলে কাপড় গেল ভিজে।"

'চু তুঙ মেন' (পূর্ব দরজার বাইরে) অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ লোক-সংগীত, যার বিষয় হোল সমকালীন সাধারণ মানুষের কষ্টকর জীবন ও সামাজিক অবস্থা :

"বেরিয়েছিলুম পুবের ফটক দিয়ে
ঠিক করেছিলুম ফিরব না আর
তবু ফিরলুম ঘরে
ফিরলুম আবার, দুঃখে কান্না এল
ডোলে নেই এক দানা চাল
কাঠের গোঁজায় একটা ন্যাকড়াও ঝুলছে না
আবার নিলুম তরোয়াল, হাঁটা দিলুম পুব ফটক পানে।

বউ আর বাচ্চা জামা আঁকড়ে কেঁদে ফেলল,
'অন্যেরা শুধুই ধনদৌলত আর নাম চায় হয়তো
তোমার সঙ্গে ভাগ করে ঘাটো খেতে পেলেই আমি খুশি
স্বর্গের করুণার পরে নির্ভর করে থাকব না হয়!
এই বাচ্চার মদতের ওপর ভরসা রাখব?'

'থামো, থামো, আমাকে যেতে হবেই
এমনিতেই বড় দেরি করে ফেলেছি
মানুষ যখন বুড়িয়ে যায়, দিনকাল হয় মন্দ
তখন ঘরে বসে থাকা চলে না'।"[৪]

একালীন প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে 'ময়ূর উড়লো দক্ষিণের মুখে,' 'পাহাড়ের ওপর বেড়ে ওঠা বন্য লতাগুল্ম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য: শেষোক্তটি এখানে উদ্ধৃত হোল।

"বুনো গাছগাছড়া তুলতে মেয়েটি পাহাড়ে উঠেছিল
পাহাড় থেকে নামল, দেখা হোল আগের স্বামীর সঙ্গে।
নতজানু হয়ে বসে মেয়েটি শুধোল,
'হাঁ গো, নতুন বউ কেমন হোল?'
'নতুন বউ কথাবার্তার কায়দা জানে
তবে পুরোন বউ যেমন পারত, তেমন করে ভোলাতে
পারল না আমাকে

মুখের ছুরতে দুজনের বেশ-কম নেই
কাজের বেলা কিন্তু দুজনে দু রকম।
নতুন বউ পথ ধরে হেঁটে এসে আমাকে আগ বাড়িয়ে নেয়
পুরোন বউ সর্বদা নেমে আসত এই পাহাড় থেকে।
নতুন বউ বোনে শৌখিন রেশম
পুরোন বউ বুনত সাদামাটা কাপড়।
শৌখিন রেশম ত দিনে এতটুকু বোনা যায়
সাদামাটা কাপড় বোনা হত দিন পঞ্চাশ ফিটেরও বেশি।
তোমার বোনা কাপড়ের পাশে ওর শখের রেশম রেখে
দেখি, পুরোন বউয়ের সঙ্গে নতুন বউয়ের তুলনাই চলে না।"[৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই লোকসংগীতগুলির যথার্থ কালনির্ণয় অসম্ভব ; কিন্তু এর পৌরাণিকত্ব সন্দেহাতীত। অন্যথায় কাব্যরীতির মধ্যে 'পাঁচ শব্দের' পদ্ধতির ব্যবহার সর্বত্র লক্ষণীয় হতে পারতো। এবং 'উনিশটি পুরোন কবিতা'-র সংকলনে গ্রথিত কবিতাগুলির সার্থকতাও থাকতো সুদূরপরাহত।

'পাঁচ শব্দের কবিতা' কে প্রথম রচনা করেন, তা নিয়ে মতভেদ বর্তমান। সু লিঙ[৬]-এর ধারণায়, মেই শেঙ, এর প্রথম রচনাকার আর শিয়াও তুঙ[৭] এবং চুঙ উঙ-এর বক্তব্যে লি লিঙ[৮] হলেন প্রথম, সম্প্রতি চীনা পণ্ডিতবর্গ ঐকামত হয়েছেন যে, যতদিন পর্যন্ত না পান কু-র ইতিহাসের ওপর কবিতাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, তৎকাল পর্যন্ত 'পাঁচ শব্দের কবিতা' যথার্থ প্রতিষ্ঠা পায়নি। এঁদের ধারণায় 'উনিশটি পুরোন কবিতা'র আটটিই মেই সেঙ লিখিত।

পান কু-র 'পাঁচ শব্দের কবিতা' রীতি হিসাবে মৌলিক হলেও এর কাব্যিক মাধুর্য বা কল্পনার বিস্তার যথেষ্ট নয়। এবং শাঙ হেঙ, চিন শীয়া এবং ৎসাই উঙ প্রমুখের প্রয়াসেই তা পরবর্তীকালে কাব্য সৌন্দর্য পায়। হান যুগের শীয়েন আন পর্বের আগে অজ্ঞাত কবিদের দ্বারা বহু ভাল পাঁচ শব্দের কবিতা লিখিত হয়। দ্রষ্টব্য, 'উনিশটি পুরোন কবিতা' গ্রন্থ। সিঙ যুগের সমালোচক সেন তে চিয়েন প্রসঙ্গত

লেখেন, "এগুলি কোন বিশেষ একজন কবির বা একযুগের রচনা নয়। এখানে বর্ণিত হয়েছে নির্বাসিতের বেদনা, বন্ধুজনের দীর্ঘ অদর্শনের আকুতি বা দূরান্ত প্রবাসী কোন মানুষের স্বজন-মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এঁরা হয়তো ব্যবহার করেছেন অলঙ্কার অথবা করেননি; বা একই লাইনের পুনরাবৃত্তি করেছেন; ব্যবহার করেননি কোন নতুন চিন্তা বা বিশেষ বক্তব্য; কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও বলা চলে যে পশ্চিমে হান রাজো" এই 'উনিশটি কবিতা'র মত কবিতা আর লেখা হয়নি।"[১০] উক্ত গ্রন্থ থেকে নিয়ে দুটি উদ্ধৃত হোল:

(১) "পুব ফটক অব্দি চালিয়ে এলাম রথ
দূর থেকেই দেখেছি, প্রকারের উত্তরে গোরস্থান
শুভ্র পপলারের পাতায় পাতায় মর্মর
চওড়া পথের দুপাশে প্রহরী পাইন ও সাইপ্রেস
কবেই যারা মারা গেছে, তারা মাটির নিচে শায়িত
যে তাদের আঁকড়ে রেখেছে সে রাত গাঢ়, নীরন্ধ্র কালো
হলুদ ঝর্নার নিচে গভীরে
হাজার হাজার বছর তাদের ঘুম ভাঙেনি।

আলো আঁধারের আবর্তন চলে অনন্তকাল ধরে
বৎসরের পর বৎসর মিলায়, ভোরের শিশির যেন
মানুষের জীবন বড় ক্ষণিকের
পাথর ও ধাতুর সুকঠিন দার্ঢ্যে গঠিত নয় মানুষের আয়ু
আজ যারা শোক করে, কাল তাদের মৃত্যুতে কাঁদতে হয়,
এই হোল নিয়ম

সাধু সন্ত, সবাই ধৃত এ ফাঁদে
কিছু খেয়ে অমরত্ব খুঁজতে গিয়ে
বহুজন উদ্ভট সব ওষুধ খেয়েছে ভাঁওতায় পড়ে
তার চেয়ে অনেক ভাল সেরা মন্ত পান
অনেক ভালো সাটিনে-রেশমে দেহ আচ্ছাদিত করা।"[১১]

(২) "দীর্ঘ পথ পেরিয়ে একজন এল
তোমার কাছ থেকে একটুকরো রেশম নিয়ে
আমাদের মাঝে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান
তবু আমার প্রতি তোমার আনুগত্য অটুট।
সে রেশমে সূচীকাজে আঁকলাম একজোড়া মান্দারিন হাঁস
তাতে বানিয়ে নিলাম পুরু একটা কম্বল
যখন ওটা গায়ে দিয়ে তোমার কথা ভাবি
বুঝি, তোমার-আমার নিয়তি একসূত্রে বাঁধা
কালির সঙ্গে যেমন আঠা মিশে থাকে
আমাদেরও কেউ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।"

হান রাজত্বকালের শেষভাগে সম্রাট হুয়ান, লিং এবং শীয়েন (১৪৭-১৯০ খ্রীষ্টাব্দ)-এর সময়ে রাজপরিবারে কলহ, কর্মচারীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যে শাসন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দেশের লোকের দুর্দশা চরমে ওঠে ; এর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় বন্যা ও খরা আর ফললাভে হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে প্রাণ হারায় ; প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে সমবেত হয় আর গড়ে তোলে 'হলদে পাগড়ি' নামে বিদ্রোহী সেনাদল ; তুং চো এবং ৎসাও ৎসাও-এর নেতৃত্বে রাজ্যের শাসনভার অধিকার করে নেয় এবং সম্রাট লিং ও শীয়েনের নামে রাজ্য চালাতে থাকেন। কিন্তু রাজ্যে শান্তি এলো না। প্রাদেশিক সেনাপতিদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকলো। ফলত, ২২০ খ্রীষ্টাব্দে ৎসাও পি, হান রাজত্বকে ধ্বংস করে স্থাপন করেন উই রাজ্য ; লিউ পেই ও সান হুয়েন এভাবেই যথাক্রমে স্থাপনা করেন সু-রাজ্য এবং উ-রাজ্য। এইভাবেই চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় তিন রাজ্যের যুগ।

ৎসাও ৎসাও এবং তাঁর দুই ছেলে ৎসাও পি ও ৎসাও শী ছিলেন বড় কবি এবং সে কারণেই এই যুগে পাঁচ শব্দের কবিতার কর্ম ও রীতি আরও বিস্তৃতি পায়। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা চলে যে, উক্তদের ও

এই সময়কালে লিখিত অন্যান্যদের কবিতা তখনো ইউ ফু বা লোক-সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এবং এখানে তাঁরা সমকালীন সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ৎসাও ৎসাও-এর কবিতাতেও ছিল জীবনের পরিবর্তনের জন্যে বেদনা। অন্যান্য কবিকুলের মধ্যেও, যারা নিতান্তই বিদ্রোহী নন, অনেকেরই কবিতাতে এমত বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। কার্যত এঁরাই হলেন সীন রাজত্বের (২৬৫-৪১৯ খ্রীঃ) হতাশাবাদী কবিদের পূর্বসূরি। এঁদের মধ্যে ৎসাও সী (১৯২-২৩১ খ্রী.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। এঁর পাঁচ শব্দের কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে, শব্দের ব্যঞ্জনায় ও রীতিতে যথার্থই সার্থক। ভ্রাতা সম্রাট ওয়েনের স্বার্থপর ব্যবহারে তাঁর জীবন বিষময় হয়ে ওঠে; পাইমার রাজকুমার শীয়াও-এর জন্যে লিখিত সাতটি ধারাবাহিক কবিতায় তাঁর জীবনব্যাপী ব্যর্থতার বেদনা স্পষ্টত ব্যক্ত হয়েছে। এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর অন্যতম। তাঁর দুটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হোল:

(১) "নিত্যচলা নিত্য আবর্তন থেকে আকাশ ও পৃথিবীরও মুক্তি নেই

তবু আমার সহস্র চিন্তায় কত যে গ্রন্থির জাল
আমার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু কি?
প্রিয়জনরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা আমার পর।
আশা ছিল মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করব
তা তো হোল না, আশা ভেঙে খান্ খান্।
তোমাদের গাড়ির সামনে ডাকে সাদা শিঙাল পেঁচা
সদর সড়কে হানা দিয়ে ফেরে শেয়াল ও নেকড়ে
কেননা, কি যে সত্য, কি যে মিথ্যে, তা ঢেকে গেছে অসত্যের জালে
আমার কাছ থেকে প্রিয়জনদের সরিয়ে নিয়েছে সর্বনাশের পর সর্বনাশ।
অতীত আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাই, উপায় নেই।
ঘোড়ার লাগাম টেনে রাখি, নড়তে সাহস পাই না।"

(২) "যেতে হবে ভাবলেই ইতস্তত করি, কিন্তু এখানেও থাকতে
পারছি না।

তোমার জন্যে আমার তৃষ্ণার যে পারাপার নেই
শরতের বাতাসে হিমের ছোঁয়াচ
আমার চারপাশে ঝিঁঝি পোকার তীক্ষ্ণ ডাক
এই বিশাল প্রান্তর যে কি রিক্ত
পশ্চিমে দ্রুত ডুবছে সূর্য।
লম্বা গাছের মাথায় বাসায় ফিরছে পাখি ডানা ঝাপটে
সঙ্গীদের খোঁজে ত্রস্তে ছুটছে একটা জানোয়ার, উদ্বেগে
ভুলে গেছে মুখের খাবার খাওয়ার কথা।
এসব দেখছি, দুঃখ আবার ধরছে ঘিরে
ফেলে আসা দিনের কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে
পারছি না।"

উই রাজ্যের গঠনের সামান্যকালের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব এসে পড়ে জেমা পরিবারের হাতে। এর ফলে বিদ্যাবান, কবি, প্রমুখদের ওপর সর্বদা নজর রাখা হতে থাকে এবং কয়েকজনকে কারারুদ্ধও করা হয়। এর ফলে বিদ্যাবানদের সমস্ত কর্মাদিতে গোপনীয়তা অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর থাকেনি। 'বাঁশবনে সাত জোয়ান'[১২] সমিতি এদের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে এবং এঁদের মধ্যে ইউয়ান চি এবং শী কাং (২২৩-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) ছিলেন সর্বাধিক খ্যাত।

উক্ত সময়কালের প্রায় একশ' বছর পরে তাও চিয়েন নামে এক শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটে এবং এঁর কাব্যচর্চায় তুলনামূলকভাবে প্রাক্তন সমস্ত পাঁচ শব্দের কবিতাবলীর প্রভাব ম্লান হয়ে যায়।

দুই

তাও চিয়েন (অন্য নাম তাও ইউয়ান-মিং) জন্মগ্রহণ করেন ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনযাত্রায় কোন জটিলতা ছিল না; স্বাভাবিকভাবে সমস্ত কিছুকেই বরণ করার ঋষিতুল্য ক্ষমতা ছিল তাঁর এবং কবিতায়ও এমত জীবনচর্যারই প্রতিফলন। সু তু-পো তাঁর সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, "যখন তিনি কোন রাজকর্মচারীর পদে নিজেকে বৃত করতে চাইতেন তখন তিনি কোন নিয়োগপত্রের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতেন না; আবার ছেড়ে চলে আসবার প্রয়োজন বোধ করলে অনুমতির জন্যে হতেন না কারো মুখাপেক্ষী, যখন ক্ষুধা বোধ করতেন, বেরিয়ে পড়তেন ভিক্ষায়; যখন তাঁর অনেক খাবার থাকতো, ডেকে নিয়ে আসতেন অতিথিদের। জনগণের ছিল তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি, কারণ তিনি ছিলেন আপনাতে আপনি আস্থাবান।"[২:৩]

তাও চিয়েন জন্মেছিলেন স্বদেশের এক অশান্ত পরিবেশে; গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল প্রাণের; রাজদরবারে চাকুরীসূত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন প্রভূত। শেষ পর্যন্ত চাকুরী ছেড়েছিলেন সহকারী গভর্নর থাকাকালে। পুনর্বার যখন সম্রাট আন তাঁকে আমন্ত্রণ করেন সম্রাটের দপ্তরের সেক্রেটারী হতে, তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অবহেলায় আর ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামে সাধারণ চাষীদের মধ্যে জীবনের বাকী দিনগুলি অনাড়ম্বরভাবে কাটাবার উদ্দেশে।

কিন্তু তাঁর জীবনের এই শান্তি অনায়াসপ্রাপ্ত নয়। তাঁর কাব্যবিচারে জানা যায় যে যৌবনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। নিম্নের কাব্যাংশ এর উদাহরণ :

"বেশ মনে আছে, যখন ছিলুম তরুণ এবং জোয়ান
খুশি হবার কোন কারণ না ঘটলেও মনে থাকত সন্তোষ

চারটে সমুদ্রের সীমানা ছাড়িয়ে উধাও হোত আমার জ্বলন্ত
উচ্চাকাঙ্ক্ষা
ঠিক জোরাল-ডানা পাখিদের মত, যারা ওড়ে দূরদূরান্তের
উদ্দেশে।"

এবং—

"যখন তরুণ তখন ছিলাম যেমন জোয়ান, তেমনি তেজী
শুধু তরোয়ালখানার ভরসায় চলে যেতাম কত জায়গায়,
কে বলে আমি দূর-দূর দেশে যাই নি ?
আমি তো গিয়েছি চ্যাং ই থেকে উচো।"

শীং কো (শীন রাজত্বের প্রথম সম্রাটকে যিনি হত্যা করতে গিয়েছিলেন) সম্পর্কে তাঁর কবিতা প্রমাণ করে এক গভীর স্বদেশচিন্তা :

"কেমন করে তরোয়াল চালাবে, তাই ভুলে গেল ?
কী আফসোস !
ফলে মস্ত একটা দায়িত্বের কাজ করাই হোল না ;
সে অবশ্য বহুকাল মৃত,
তবু এত বছর বাদেও মানুষ তাকে মনে রেখেছে।"

পরবর্তীকালে তার কবিতায় আসে বিষাদের ছায়া—

"দিনগুলো আর মাসগুলো সমানে আমাকে পেছনে
ফেলে রেখে চলে যায়
অপূর্ণিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি থাকি পড়ে
ভাবলেই দুঃখ হয়
এক ফোঁটা ঘুম আসে না, ভোর হয়ে যায়।"

একদা পরম শান্তির মধ্যেই তিনি আত্মনিমগ্ন হতে পেরেছিলেন ; কারণ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আহরিত সত্যের মধ্যে তিনি জীবনকে মেলাতে পেরেছিলেন। তাই জীবনের সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করেই তিনি ছিলেন তৃপ্ত ; তাঁর কবিতায় এই ভাবনারই প্রতিফলন।

তাও চিয়েন প্রায় দেড়শত কবিতা রচনা করেন ; এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ 'চার-শব্দের' কবিতা। যদি তাঁর জীবনকে তিন ভাগে

ভাগ করা যায়, অর্থাৎ, তাঁর রাজকর্মচারীপদ পরিত্যাগের আগেকার চৌত্রিশ বছর (৩৭২-৪০৫ খ্রীঃ) ; তাঁর রাজকর্মচারী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে শীন রাজত্বের পতন পর্যন্ত (৪০৫-৪২০ খ্রীঃ ; এবং এর পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রথম পর্বে তিনি লিখেছিলেন আটাশটি কবিতা, দ্বিতীয় পর্বে আটচল্লিশটি এবং আটত্রিশটি তৃতীয় পর্বে ; এবং এ-ছাড়াও কিছু কবিতা আছে, যার সময় নির্ধারণ সম্ভব নয়। গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে তাঁর ছুটি বহুখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত হোল :

(১) "জীবন থাকলে মৃত্যু থাকবেই
তারুণ্যে মৃত্যুর অর্থ এই নয়, তা অকাল মৃত্যু।
গত রাতে ছিলাম দুটি মানুষ
আজ সকালে আমি মৃত লোক
কোথায় যাবে আমার আত্মা ?
কাঠের ফাঁপা আধারে এতো শুধু আমার অবসিত দেহ
আমার শিশুরা কাঁদছে পিতার জন্যে
শুভার্থী বন্ধুরা ফেলছে চোখের জল
কিন্তু আমি আর লাভক্ষতির হিসাব জানি না,
কি ন্যায় কি অন্যায়, তা বুঝি না।
হাজার হাজার বছর কেটে গেলে
কে মনে রাখবে আমার গৌরব ? আমার লজ্জা ?
একমাত্র দুঃখ, যখন বেঁচেছিলুম,
আশ মিটিয়ে মদ খাই নি।"

(নিজের জন্যে শোকগাথা)

॥ এক ॥

(২) "অল্প বয়সেও অশিক্ষিত জনতার রুচির সঙ্গে মেলাতে পারিনি
মন থেকেই ভালবেসেছি শৈল-পর্বত
অজানতেই জড়িয়ে পড়ি সংসারের আবর্তনে
নিজেকে কুড়িয়ে পেতে পেতে ত্রিশ বছর কেটে গেল।
যেমন তৃষ্ণার খাঁচায় পাখি কামনা করে প্রাচীন অরণ্যানী
বাড়ির পুকুরের মাছ ভাবে ফেলে আসা স্রোতের কথা
তেমনি, অতীতের 'আমি'র কথা ভেবে ফিরে গেলাম আমার বাগানে ও খেতে—
দক্ষিণের জলার কিনারে খানিক জমি হাসিল করলাম
ছ'বিঘাখানেক জমিতে আমার কুটির
তাতে আট-নয়টা ঘর
ভূর্জ আর উইলো গাছ ঘরের ছাঁইচ আড়াল করেছে
বড় ঘরটার সামনে, পীচ আর প্লাম গাছ বেড়ে উঠেছে।
দূর বসতিগুলো ঝাপসা
ঘরের ওপর দিয়ে উপর পানে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী
কোথায় নিভৃত গলিতে ডাকল কুকুর
তুঁত গাছের মগডালে মোরগের আলসে কোঁকর-কোঁ।
আমার বাড়িতে আমাকে অন্যমনা করতে কোনো শব্দ নেই
বিরক্ত করতে নেই কেউ, অগাধ, অপার অবসর।
কতদিন সংসারে পড়েছিলাম বাঁধা
এখন ফিরেছি মাটির কোলে, আসল 'আমি'র কাছে।

॥ দুই ॥

এখানে গ্রামদেশে খুব কমজনই জ্বালাতে আসে আমাকে,
নিভৃত গলিপথে গাড়িঘোড়া আসে কচিৎ
দিনেও দরজা বন্ধ করেই রাখি
একা বাড়িতে, বাহ্য-দুনিয়ার কথা ভুলেই থাকি।

কখনো কোন নির্জন পাহাড়ে দেখা হয়ে যায় পড়শিদের সঙ্গে,
যে যার মত হেঁটে যাই দীর্ঘ ঘাসের মাঝ দিয়ে
দেখা হয়ে গেলেও আর কিছু নিয়ে কথা কই না,
তুঁত আর শণ কেমন বাড়ছে দিনে দিনে. সে কথা ছাড়া।
রোজই আমার জমি একটু একটু করে সাফ করছি
শুধু ভয়, হিমানী আর তুষারপাত নামল বলে
ঘাস-আগাছার সঙ্গে আমার শস্যও নষ্ট করল বলে।

॥ তিন ॥

দক্ষিণের পাহাড়ের পায়ের কাছে চারটি শিম বুনেছি,
আগাছা ঝেঁকে উঠেছে. শিমের অঙ্কুর দেখিই না
আগাছা নিড়োতে উঠি কাকভোরে
চাঁদ উঠলে তবে ফিরি কাঁধে নিড়ানী নিয়ে।
সরু, ঘাসঢাকা পথে
সাঁঝের শিশিরে আমার কাপড় ভিজে যায়।
ভিজে কাপড়ের জন্যে তো ভাবনা করি না,
যা চাই, তা পেলেই বাঁচি।"

(খামারে ফিরে আসা)

নির্দেশিকা।

১ পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২ ৪৭৯-৫০১ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর 'শী পিন' (কবিতার নানা দিক) পাঁচ শব্দের কাব্য বিষয়ে আলোচনার প্রামাণ্য গ্রন্থ।

৩ ইউয়ে ফু-র অর্থ সংগীত কেন্দ্র (সম্রাট উ প্রতিষ্ঠিত), কিন্তু এখানে লোকসংগীত অর্থে ব্যবহৃত।

৪ Arthns Waley, Chinese Poems, 1961, p. 45

৫ Ibid, p. 47

৬ ৫০৭-৫৮৩ খ্রীঃ। এঁর 'ইউ তাই শীন ইয়ুং' দশখণ্ডে সম্পূর্ণ লিয়াং যুগের (৫০২-৫৫৭) পূর্বেকার কাব্যসংগ্রহ।

৭ লিয়াং বংশের রাজকুমার শাও মিঙ (৫০১-৫৩১)। এঁর 'চীনা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা' সংকলন বিখ্যাত গ্রন্থ।

৮ এঁর পক্ষে বলার জন্যে জেন্মা শীয়েন শাস্তি পান।

৯ সম্রাট কুয়াং উ ২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজধানী লো-ইয়াং-এ স্থানান্তরিত করেন। এর পূর্বে ২৪৬ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হান রাজত্বকে বলা হোত পশ্চিমী হান রাজত্ব। এ-সময়ের হান রাজধানী ছিল চাং-আন-এ।

১০ 'শুয়ো শী চিউ ইউ' (কবিতা প্রসঙ্গে)

১১ Chinese Poems, p. 55

১২ শান তাও, উয়ান চি, শী কাং, শীয়াং শিউ, লিউ লিং, য়ুয়ান শীয়েন, এবং ওয়াং যুং।

১৩ 'তুং-পো শী হুয়া' (তুংপো-র কবিতা বিষয়ে মন্তব্য)

পঞ্চম অধ্যায়

....

এক

৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিয়েন পেই বা তুঙ্গাস উপজাতির তোবা কুয়েই উত্তর ওয়েই-তে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; এবং ক্রমে বর্তমান হোপেই, শান্টুং, শানশি ও কানসু প্রদেশ, বর্তমান কিয়াংসু-র উত্তরাঞ্চল, হোনান, এবং লিয়াওনিং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই রাজ্য এবং ৪২০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চীনে লিউ সুঙ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা যে কালের সূচনা করে, তাকে বলা হয় উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বের কাল. এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ১৬৯ বৎসরকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং ৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়া চিয়েন পুনর্বার এদের এক সম্মিলিত রাজ্যে পরিণত করেন।

এই কালে উত্তর রাজ্য সর্বদা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণের অনুসরণ করে চলেছে; এবং এ-ভাবে তুঙ্গাস ও অন্যান্য চারটি উপজাতি-সংস্কৃতির যোগাযোগ এতই ঘনিষ্ঠ হয় যে, যখন সুই বংশ চীনকে পুনর্গঠিত করে, সে সময় এই পাঁচটি উপজাতিদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবি কদাচ উপস্থাপিত হয়নি। এমত প্রেক্ষিতে একালীন সাহিত্যকে মৌলিক অর্থে দক্ষিণ চীনের সাংস্কৃতিক প্রতিফলনরূপে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু এই উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বের কাল ছিল নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে। দক্ষিণে কদাচ সরকার স্থায়িত্ব লাভ করেনি; লিউ সুঙ রাজত্বের ষাট বছরের মধ্যে আটজন সম্রাট বদল হয়। এরপর রাজ্য অধিকার করেন শিয়াও তাও-চিয়েন আর তাঁর চি-বংশের রাজত্ব টিকেছিল মাত্র চব্বিশ বছর। এই প্রবল অস্থিরতার ফললাভে উত্তর চি ও উত্তর চৌ নামে আরও দুটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চারটি রাজ্য বর্তমান থাকে ৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

এমত অস্থিরতার মধ্যেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। কারণ সেই অনিশ্চিত দিনগুলিতে চীনের মানুষ পেল এই ধর্মে এমন এক বিশ্বাস, যা মৃত্যুর পরে নবজন্মের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করলো। স্বভাবতই এই ধর্ম বিস্তৃতি পায়। অবশ্য এর পেছনে ধর্মান্ধ বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রচারও বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। তিনশ' বছর ধরে উক্ত প্রয়াসের ফললাভে এই ধর্ম তাওবাদের আপাত সম্পর্ক অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধ শ্রমণেরাও গৃহীত হন শীন রাজত্বকালে সমকালীন বিদ্যাবানদের দ্বারা। একালেই, বৌদ্ধ শ্রমণ ভারতে তীর্থযাত্রায় আসেন বৌদ্ধ সূত্রের সন্ধানে। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন থেকে যাত্রা করেন এবং ৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যান। তাঁর 'ফো কুয়ো চি' (বৌদ্ধ দেশগুলির দলিল) অদ্যাবধি এ-বিষয়ে আকরগ্রন্থরূপে সমাদৃত।

উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বের কালে কেবলমাত্র উই-র রাজধানী লো-ইয়াং-এ এক হাজার বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়। দক্ষিণে শী লিং-উন (৩৮৫-৪৩৩), ইয়েন ইয়েন-চি (৩৫৪-৪৭৬) এবং শেন ইউ (৪৭১-৫১৩) প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ কবি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই দুর্দিনে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি বহু সমস্যারও সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ শ্রমণেরা রাজনীতিতে অংশ নিতে থাকেন আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা রাজকুমারদের রক্ষিতারূপে অধিষ্ঠিতা হন। লিউ সুং-রাজত্বে বহুশত সন্ন্যাসিনী এভাবে রাজকুমার উ শানের রক্ষিতারূপে ছিলেন। লিয়াং রাজত্বে, "পাঁচশোর বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আছেন···প্রতি ভিক্ষুর একজন দাস, প্রতি ভিক্ষুণীর একটি দাসী। প্রতিটি দাসীর পোশাক রেশমের।"[১] এবং এদের সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে, "শ্রমণেরা ভণ্ড, কপটাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক। তারা কামুক, উচ্ছৃঙ্খল এবং তাদের অবৈধ সন্তানদের হত্যা করবার জন্য গর্ভপাত ঘটায়।"[২] বৌদ্ধধর্মের অবাধ অগ্রগতিতে দেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিরোধী প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা দেয়। কনফুসীয় মতবাদ বা দেশাত্মবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন একটি ধারণায় লাওৎসেই

শাক্যমুনির (বুদ্ধ) জন্মদাতা এবং বৌদ্ধধর্ম ও তাওবাদ মূলত একই এবং একটি ধর্ম। সুতরাং চীনাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ যুক্তিহীন, কারণ তাওবাদকে ভারতবর্ষে প্রচলিত করবার জন্যেই ওই ধর্মের সৃষ্টি। অন্যপক্ষে বৌদ্ধ শ্রমণেরা দাবি করলেন যে তাওবাদ বৌদ্ধধর্মেরই শাখা এবং লাওৎসে চীনে আসেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যেই।

কিন্তু এমত বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের গতি অব্যাহত থেকেছিল। আর এর ফলে বহু বৌদ্ধ সূত্র চীনাভাষায় যথাযথ অনূদিতও হয়েছিল। 'কাই ইউয়ান শী চিয়াও লু' (কাই ইউয়ান যুগে বৌদ্ধধর্ম)-অনুসারে ছিয়ানব্বইজন চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা ১,০০৭ সপ্তক সূত্র চীনাভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করেন, যদিচ সেকালের প্রখ্যাত অনুবাদক কুমারজীব মন্তব্য করেছেন যে, "চীনা ভাষায় অনুবাদ করলে সংস্কৃত বৌদ্ধ সূত্রের সৌন্দর্যহানি ঘটে। সূত্রগুলির সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা প্রদান করা চললেও, তবু যেন সূত্রগুলি যেমনটি তেমন থাকে না। এ যেন নিজে চিবিয়ে সে খাবার অন্যকে দেওয়া। সে খাবার শুধু বিস্বাদ নয়, বমনোদ্রেককারী।"[৩] অবশ্যই বৌদ্ধ সূত্রগুলিকে চীনাভাষায় অনুবাদে সমস্যা ছিল দ্বিবিধ. প্রথমত সংস্কৃতভাষা বর্ণমালা নির্ভর আর চীনাভাষা ভাবলেখ এবং একস্বরা, দ্বিতীয়ত, গদ্য ও ছন্দোময় কাব্যের সম্মিলনে লিখিত সূত্রগুলির রচনারীতি বিষয়ে তৎকালে চীনাদের অজ্ঞতা। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমাধুর্যকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনেই চীনা ভাষায় 'ফ্যান শী' বা স্বরগত বানানের রীতি প্রবর্তিত হোল। ফললাভে, প্রত্যেক চীনা শব্দের স্বরগত তাৎপর্যের বিষয় পুনর্বিবেচিত হয় এবং চার স্বরের তত্ত্ব, অর্থাৎ 'পিঙ' বা কোমল স্বর, ও তিনটি অন্য 'টৈস' বা আকস্মিক স্বরের প্রবর্তন হোল। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক চিয়েন ইন-কে বলেছেন, "চীনা ভাষায় 'সু' বা আকস্মিক স্বর সংজ্ঞিত করণ সহজতর। 'পিং', 'শ্যাং' ও 'চু' স্বরগুলি তিনটি স্বরের ভিত্তিতে সংজ্ঞিত হয়। চীনা অনুবাদে শেং মিং লুন বা স্বরতত্ত্ব নামে পরিচিত যে বই প্রাচীন ভারতীয় পুঁথি ভিত্তি করে লেখা, তারই সহায়তায়

চৈনিক স্বরগুলির সংজ্ঞা নিরূপিত হয় এবং চি ও লিয়াং বংশে, বৌদ্ধ সূত্রের গদ্যাংশে সুরারোপ করা হয় উক্ত স্বরনিচয় দিয়ে। এইভাবেই চীনা ভাষার চারটি স্বর সংজ্ঞা পেল। বৌদ্ধ সূত্রের গদ্যাংশকে সুরারোপ করার কাজে ব্যবহৃত চারিটি সুর যখন চীনা গদ্য লেখনের অলঙ্কারবহুল রীতিতে গৃহীত হোল, তখন 'চার স্বর তত্ত্ব' বিশ্বজনীনস্বীকৃতি পেয়ে গেল। ৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে য়্যুঙ মিং-এর রাজত্বের সপ্তম বছরের দ্বিতীয় মাসের বিংশতিতম দিবসে, চিং লিং-এর রাজকুমার ৎসে লিয়াং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক সম্মেলন ডাকেন রাজধানীতে অবস্থিত তাঁর প্রাসাদে। বৌদ্ধ সূত্র পাঠকালে, এবং সূত্রের অন্তর্গত কবিতা আবৃত্তিকালে চীনা ভাষায় যে স্বর ব্যবহৃত হয়, তার পৃথকীকরণ ও সংজ্ঞীকরণ এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন।"[৪]

সাধারণভাবে যেকালে চার স্বরের তত্ত্ব গৃহীত হয়, তৎকালেই পাঁচ শব্দের কবিতা রচনায় সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুক্ত হবার নির্দেশও মেলে। এই নির্দেশনার ক্ষেত্রে শেন ইউ-র নাম সুবিখ্যাত। উক্ত নির্দেশনার একটি হোল 'পিঙ তৌ', যার অর্থ, প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের প্রথম চরিত্রের স্বর কদাচ একই হবে না।

এই পর্বের 'উ শেন সংগীত', 'শী চু সংগীত' প্রভৃতি লোকসংগীত সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়নিবদ্ধ ; স্বভাবতই দক্ষিণে এ-সংগীতাবলী প্রভূত সমাদৃত হয়। এগুলি মুখ্যত প্রেমগাথা। যেমন,

"জানলুম আমার প্রিয় যাচ্ছে ইয়াংচৌ
ওর সঙ্গে গেলুম কিয়াং ৎসিন উপসাগর অব্দি ;
মনে হচ্ছিল নৌকোর হাল, বাঁশের দাঁড় ভেঙে পড়ুক
যাতে প্রিয়কে ফিরে আসতে হয়।

*

রাতটা লম্বা, ঘুমোতে পারছি না
ঝলমল জ্বলছে পূর্ণিমার চাঁদ
কেমন করে ডেকেছিলে, তাই ভাবি
নীরবে বলে চলি, 'হ্যাঁ'।"

উত্তর রাজ্যের লোকসংগীতগুলি ভিন্ন জাতের। এগুলিতে উত্তরের যাযাবর মানুষের রীতিনীতি ও জীবনযাপনের কথাই সাধারণত ব্যক্ত হয়েছে। এই সংগীতগুলির মধ্যে 'মু লানের ব্যালাড' ও 'শী লে সংগীত' সবিশেষ উল্লেখ্য। প্রথমোক্তটি একটি মেয়ের কাহিনী, যে তার বাবার পরিবর্তে যুদ্ধে গিয়েছিল আর দ্বিতীয়টিতে আছে যাযাবর জীবনযাত্রার দিনলিপি, যা বিষয়গতভাবে চীনা কবিতায় প্রায় দুর্লভই বলা চলে। সংগীতটি নিম্নরূপ :

"য়িইন-শান পাহাড়ের কোলে
চিহ্ লেহ্ নদী
আকাশটা যেন তাঁবুর গম্বুজ
গোল, সারা তৃণভূমিটি ঢেকে আছে।

*

আকাশটা ধূসর, অতলান্ত
তৃণভূমি এক বিশাল বিস্তার
যেখানে বাতাস বহে নুইয়ে দিচ্ছে ঘাস
সেখানে দেখতে পাবে ষাঁড় ও ভেড়ার পাল।"

উক্ত কবিতাবলীর প্রভাবে এই পর্বের কবিরা কাব্যে এক 'নতুন রীতি' প্রবর্তনে প্রয়াসী হন এবং স্বরগত প্রভেদ ও ব্যঞ্জনার ঐকতান কাব্যে আনতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে এগুতে থাকেন। কললাভে, শিয়ে ভিয়াও (৪৬৪-৪৯৯), শেন ইউ (৪৪১-৫১৩), ইন হেন, ইউ শিন (৫১৩-৫৮১) প্রমুখ কবিদের প্রচেষ্টায় পাঁচ বা সাত শব্দে সম্পূর্ণ চার লাইনের কবিতা প্রচলিত হয় ; প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের মিল এখানে ব্যবহৃত হোত।

'লু শী' বা 'নিয়মমাফিক' কবিতা নামে একপ্রকার জটিল কাব্য-রীতিরও এ-সময়ে প্রচলন ঘটে। এর স্বরগত ও ছন্দোগত তাৎপর্য নিয়ে দেখানো হোল।

১। //•••//
২। ••//••/ (চরণের মিল)
৩। //•••//
৪। ••///•• („ „)
৫। ••//••/
৬। //••//• („ „)
৭। //•••//
৮। ••///•• („ „)

'०' কোমল স্বর বোঝাতে এবং '/' কঠিন স্বর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিয়ে তিয়াও-এর একটি কবিতা উক্তের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখিত হোল। অবশ্য অনুবাদে এর তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ থাকেনি।

"সবুজ ঘাস এখন দামী রেশমের মত কোমল
গাছ ঘিরে লাল ফুলের বাহার ;
তুমি যে ফিরছ না তা সত্যি,
তবু যদি ফেরো, ফুল ততদিনে ঝরে যাবে।"

এমত নিরীক্ষা চলাকালে কিন্তু 'প্রাসাদ রীতি'র কবিতাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। লিয়াং রাজত্বের সম্রাট চিয়েন ওয়েন থেকে এই কবিতার সূত্রপাত ; শব্দের ঐশ্বর্যে স্বরগত ঐকতানে এ-কবিতা তুলনাহীন কিন্তু কোথাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কাম, নারী, সমকামিতা প্রভৃতি বিষয় এই কবিতাবলীতে বিধৃত, যা সমকালীন সম্রাট, উচ্চপদে আসীন রাজকর্মচারীদের জীবনকেই যথার্থ প্রতিফলিত করেছে।

ধীরে ধীরে চীনা কবিতার ধারা বদলেছে। ৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াং চিয়েন চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুই রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় ; কিন্তু তাঁর পুত্রের কালে আবার ক্ষমতাশালী যোদ্ধাদের হাতে বিজিত এবং খণ্ড রাজ্যে পরিণত হয়। ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার লি ইয়েন চীনকে সংযুক্ত করেন এবং তাং রাজত্বের সূত্রপাত ঘটান। এই বংশের লি ইয়েন-এর পরবর্তী সম্রাটেরা (তাই ৎসুং, কাও ৎসুং, শিয়েন ৎসুং প্রমুখ)

সকলেই রাজ্যের আর্থনীতিক উন্নয়ন, সামরিক প্রভাব বৃদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সাহিত্য ও শিক্ষা প্রসারের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। স্বভাবতই এ-রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে বহির্মঙ্গোলিয়া, উত্তর-পূর্ব কোরিয়া, ইন্দোচীনের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি দেশে। এরই ফলে চীনের সঙ্গে বৃহত্তর এশিয়ার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কনফুসীয় মতবাদ, তাওবাদ, বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও একালে মুসলমান ধর্ম, জোরস্ত্রীয় ধর্ম প্রভৃতি যথেষ্ট সমৃদ্ধি পায়।

জাপান থেকে সিন-লো, পো চি[৫], কাও চাঙ[৬] ও তুরকান[৭] প্রমুখ বৌদ্ধ শ্রমণেরা চীনে গবেষণার জন্যে আসতে থাকেন। ভারতীয় সভ্যতারও ধীরে ধীরে চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটতে থাকে এবং এরই ফলে চীনা সাহিত্য ও দর্শনে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব স্মরণীয়তায় বর্তমান থাকে। চীনা সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি এভাবেই বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণে বিপুল সমৃদ্ধি পায়।

এমত পরিবেশে কবিতার বিকাশ হয় সর্বাধিক এবং তাং যুগের প্রধান সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি পায়। কারণ সম্রাটেরা যে কেবলমাত্র কাব্যানুরাগী ছিলেন, তাই নয়, তাঁরা নিজেরাও ছিলেন কবি এবং উৎসাহদাতা। তদুপরি পো চু ই (৭৭২-৮৪৬) এবং ইউয়ান চেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিরা রাজদরবারে পেয়েছিলেন উচ্চপদ। স্বভাবতই সাধারণভাবে কাব্যচর্চা সমগ্র দেশেই তৎকালে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু তাং যুগের অধিকাংশ কবিই রীতির উৎকর্ষতার জন্যে 'প্রাসাদ-রীতি'তেই কাব্যরচনা করতেন। 'তাং যুগের চার বিশিষ্ট কবি' ওয়াং পো (৬৫০-৬৭৬), লিউ চাও-লিন (৬৫০-৬৯০ ?), ইয়াং চুয়েন (৬৫০?—৭০০?), লো-পিন ওয়াং (৬৫০?—৬৮৪?) এবং শেন চিয়েন চি (৬৫০-৭১৫?), সুং চি-ওয়েন (৬৫০-৭১২) প্রমুখ কবিদের প্রয়াসেই 'লু সি' রীতি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য তৎকালেই ওয়াং চি (৫৯০?-৬৪৪), ওয়াং ফান-চি (?) এবং চেন ৎসে-আং (৬৫৬-৬৯৮) কাব্যের বক্তব্য প্রকাশের স্বার্থে হান ও উই যুগের পুরোন সরল রীতিতে প্রত্যাবর্তনের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। চেন ৎসে-আং-এর

'ইউ চৌ সমতলের ওপরে' নামীয় বিখ্যাত কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধার করা হোল :

"আদিপুরুষদের কোন চিহ্ন নেই সামনে
উত্তরপুরুষেরা নিরাভাস
অপরিবর্তিত চিরকালীন আকাশ-মাটির কথা ভেবে
শোকাকুল আমি, অশ্রু ঝরে পড়ে।"

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরবর্তীকালে তাং কবিতা যথার্থ অর্থে স্বকীয়তা পায়। এই কালের কবিদের মুখ্যত দু'দলে ভাগ করা যায়। প্রথম 'ওয়াং উই' এবং দ্বিতীয় 'ৎসেনৎসান'। ওয়াং উই (৬৯৯-৭৫৯) ও তাঁর অনুসারী অন্য কবিরা, যথা, মেং হাও-নান (৬৮৯-৭৪০), চু কুয়াং-শি (৭০৭-৭৬০?) প্রমুখ প্রধানত পাঁচ শব্দের সংযমী ও ভাবময় কবিতা লেখেন ; ওয়াং উই অবশ্য প্রধানত বর্ণনাধর্মী কবিরূপে খ্যাত ছিলেন। সুং যুগের প্রখ্যাত সমালোচক সু তুং-পো তাঁর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্যে বলেন যে, "তাঁর কবিতায় আছে চিত্রকলা আর চিত্রকলায় আছে কবিতা।" তাঁর কুড়িটি কবিতা 'ওয়াং চুয়েন চি' নামে প্রকাশিত হয় ; এগুলি যেন শব্দে লেখা ইম্প্রেসনিস্ট ছবি। নিম্নে দুটি উদাহরণ :

(ক) "নির্জন পাহাড়ে একটা মানুষও দেখি না
তবু কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে
ঘন অরণ্যে রোদের প্রতিফলন
সবুজ শ্যাওলার 'পরে।"

(২) "ঘন বেণুকুঞ্জে আমি একা
বীণা বাজাই দীর্ঘ সুরের আহ্বান
কুঞ্জের গভীরে একা আমি, কেউ জানে না তা
শুধু জ্যোৎস্নার সংকেতে চাঁদ আমাকে খুঁজে বের করে।"

কথিত আছে তাঁর কবিতার এমত সংযম ও শান্ততা মুখ্যত তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফললাভ ; তাঁর 'ইউয়ে ফু'-তে পাওয়া যায় এক শান্ত সমাহিত বেদনাবোধ :

"সকালে ওয়েইচেন-এ বৃষ্টি হোল, ধুলো গেছে মরে
বর্ষণস্নাত উইলো গাছের ছায়ায় আবাসের দেয়াল সবুজ
আরেক পাত্র মদ নেবেন আমার কথায় ?
ইয়াংকুয়ান গিরিখাতের পশ্চিমে
আর কোনো পুরোন দোস্তের দেখা পাবেন না তো,
—তাই বলছি।"

ৎসেন ৎসান (৭১৫-৭৭০) ও তাঁর অনুসারী কবিকুল, কাও শি (৭০০?-৭৬৫?), ওয়াং চ্যাং-সিং, ওয়াং চি-হুয়ান প্রমুখ, লিখতেন আবেগময় সাত-শব্দের কবিতা। এঁদের অধিকাংশ কবিতায় আছে যুদ্ধের বিষয় অথবা যারা সাম্রাজ্য রক্ষায় বা বিদেশী উপজাতিদের বিজয়ে যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন, তাঁদের কথা। কারণ এই কবিকুলের অনেকেই যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন; ৎসেন ৎসান, আন শি ও কুয়ান শি-তে (বর্তমান শিন্‌কিয়াং ও কান্‌সু প্রদেশ) যুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ ও আগ্রাসনের মনোভাব কবিতায় বারংবার ব্যক্ত হয়েছে এবং চীনাভাষায় তিনিই একমাত্র কবি, যাঁর কবিতায় যুদ্ধের সপক্ষে মত ব্যক্ত হয়েছে। 'লুন তাই সংগীত' কবিতাটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য :

"সন্ধ্যাবেলা লুন তাই-এর প্রাকারশিখরে
কে যেন বাজাল ভেরী
প্রাকারের উত্তরে
আকাশে মিলিয়ে গেল সপ্তকন্যা নক্ষত্রপুঞ্জ।

'মাও'[৮] হাতে সেনাধিনায়ক চলেছেন পশ্চিমে এক যুদ্ধাভিযানে
ভোরের আগেই বিশাল বাহিনীর কুচকাওয়াজ শুরু চারিদিকে
বাজছে দুন্দুভি
তুষার সাগরের ঢেউয়ের গর্জনে ড্রাম গর্জাচ্ছে
মানুষের কোলাহলে কাঁপছে য়িইন-শান পাহাড়।

ইতিহাসে যা লেখা থাকে তা তো সবার জানা
কিন্তু আজকের অভিযান অনেক মহান অতীত কীর্তি থেকে।"

ওয়াং চাং-শিং এবং ওয়াং চি-হুয়ান-এর কবিতাবলীতে লোক-সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট। তাঁদের নতুন রীতির কবিতাগুলি তাং-যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম হিসাবে স্বীকৃত।

সেনাবাহিনীতে

"বিশাল অপার মরুভূমিতে
বালির ঝড় উঠে সূর্যকে ঢেকে আঁধার করে ফেলেছে,
আধখোলা একটা লালনিশান বাহিনীর পর সেনাবাহিনীকে
পার করাচ্ছে একটা মরু-খাত
কেননা গত রাতে তিআও নদীর উত্তরে
আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল ফ্রন্টে
এর মধ্যে তারা খবর পাঠিয়েছে :
'আমরা তুরফান দখল করেছি।"
(ওয়াং চাং-লিং)

সীমান্ত ত্যাগ করে যাওয়া

"দিকচক্রবাল ছুঁয়ে হলুদ নদী মিলিয়ে গেছে মেঘের মাঝে
দুর্গম গিরিমালার ভিতর এই নিঃসঙ্গ চৌকিতে
কেন বল তো বাঁশিতে বাজাচ্ছ উইলো গাছের সংগীত ?
য়িউ-মেং গিরিখাত পেরিয়ে এখানে বসন্ত-বাতাস
কোনদিন আসবে না।"
(ওয়াং চি-হুয়ান)

উক্ত দুই স্কুলের কবিদের সার্থকতা বিষয়ে অবশ্যই কোন দ্বিমত নেই; কিন্তু যথার্থ বিবেচনায় তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় হলেন লি পো এবং তু ফু। এঁদের পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য নাম হান উ (৭৬৮-৮২৪) এবং পো চু-ই (৭৭২-৮৪৬), যদিচ উৎকর্ষে এঁরা পূর্বোল্লিখিত কবিদের সমতুল নয়।

দুই

লি পো (৭০১-৭৬২) এবং তু ফু (৭১২-৭৭০) তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁরা জন্মেছিলেন একই কালে এবং উভয়ের বন্ধুত্ব ছিল অটুট কিন্তু কবি হিসাবে উভয়ের অবস্থান প্রায় দুই বিপরীত মেরুতে। তু ফু এক কনফুসীয় পরিবারের সন্তান; প্রপিতামহ তু শেন-ইয়েন ছিলেন কবি। লি পো কোথায় বা কবে জন্মেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে, তবে সাধারণভাবে বর্তমানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে তাঁর পূর্বপুরুষ সুই ই-তে নির্বাসিত হন (বর্তমান সিংকিয়াং প্রদেশের ইয়েন চি) সুই রাজত্বকালের (৫৮৯-৬১৮) শেষভাগে। লি পো-র জন্ম সেখানেই এবং তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁরা চলে আসেন চাং । ০ শহরে। এমত সূত্র থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয় না যে তিনি সম্রাট উ চাও-এর বংশধর, যদিচ কোন কোন মহল থেকে তা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। অন্যপক্ষে তু ফু র সঙ্গে সম্রাট তাই ৎসুং-এর ছিল রক্তের যোগ। চাকরির জন্যে তিনি অনায়াসে সম্রাটের কাছে প্রার্থী হতে পারতেন নির্দ্বিধায়, কারণ মজ্জায় মজ্জায় তাঁর ছিল কনফুসীয় আদর্শে বিশ্বাস, ছিলেন সৎ দেশপ্রেমিক। আর লি পো ছিলেন এর বিপরীত, যৌবনে তাঁর বিশ্বাস ছিল 'শিয়ে' অর্থাৎ যে কোন উপায়ে বিধবা, অনাথ, বৃদ্ধ ও অসহায়কে সাহায্য করার মতবাদে। কথিত আছে, এই কারণে তিনি কয়েকজনকে হত্যাও করেছিলেন।

যতদূর জানা যায়, উভয়ের মৃত্যুর পরিবেশ ও কারণও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। কথিত আছে, মাতাল অবস্থায় নৌকা বিহারের কালে লি পো জলে চাঁদের প্রতিবিম্বকে চাঁদ বলে ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান। আর তু ফু দীর্ঘ দশদিন অনাহারে থাকার পর, লি ইয়াং-এর শাসনকর্তা-প্রেরিত মদ ও শুকনো মাংস অতিমাত্রায় খাবার ফলে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অবশ্য লি পো-র চরিত্রে যতই অসংযম থাকুক না কেন, তাঁর কবিত্ব বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 'ৎসাও তাং সংকলনে'র ভূমিকায় লি ইয়াং-পি লেখেন : " 'কাব্য পুস্তক' ও 'লি সাও' বেরুবার পর হাজার বছরের মধ্যে তিনটি রাজবংশ আসে। সে সময় থেকে দেখলে আছেন একা লি পো। চু ইউয়ান ও সুং ইউর সঙ্গে তুলনীয় একা তিনি, ইয়াং সিয়াং ও জেমা সিয়াং-জু-কে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন। তাই তো রাজপুত্র ও ভিউকরা তাঁর কবিতায় মুগ্ধ, অন্য কবিরা তাঁকে আদর্শ মেনে তাঁর কাব্যরীতি অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন ; এ যেন ফিনিক্সের সৌন্দর্যের সামনে কাকদের নতিস্বীকার। লি চ্যাং-ইউং বলেছেন, চেন ৎসে-আং কাব্য-রচনার অবক্ষয়-প্রবণতা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন, ফলে কবিতার মান উন্নীত হয়। সত্যি বলতে কি, আমাদের তাং-বংশীয় কবিতা তখনো লিয়াং ও চি-বংশের 'প্রাসাদ কাব্যরীতি' ধরে রেখেছিল। লি পো-র চেষ্টায় তাতে হাওয়া-বদল ঘটে এবং পূর্বোক্ত রীতি পরিত্যক্ত হয়। অতীতের ও সমসময়ের সকল কবির কাব্যসংকলনকেই এখন উপেক্ষা করা হয়। শুধু লি পো-র কাব্য-সংকলনই প্রশংসিত ও দেশের সর্বত্র স্বীকৃত ও গৃহীত। লি পো-র প্রচেষ্টা যে মহান ঈশ্বরের প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয়, তা বললেও কি সব বলা হয় ?"

কার্যত, সমকালীনদেরও তিনি ভাবিত করে তুলেছিলেন আপন প্রতিভায় ; ফেই চিং বলেন যে, লি পো স্বর্গ ও পৃথিবীকে মিলিয়েছেন তাঁর কবিতায় ; তিনি পৃথিবীতে নির্বাসিত তাই পো-র (ভেনাস) আত্মা। অনস্বীকার্য যে, লি পো-র জীবনচর্যা সমকালীন পরিবেশে প্রায় বিদ্রোহের তুল্য ; এবং কোন কোন দিক থেকে বিচারে তাঁকে কদাচ চীনা বলেই মনে হয় না। তাঁর যৌবনে তিনি কনফুসীয় ধ্রুপদী গ্রন্থ পাঠ করেননি ; পড়েছেন 'লিউ শিয়া',[১১] দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি এবং সাহিত্য ; আর সেই সঙ্গে শিক্ষা করেছেন অসিচালনা এবং সাধনা করেছেন অমর হবার। একটি কবিতায় নস্যাৎ করেছেন কনফুসিয়াসকে, "আমি ৎসু-র সেই পাগল, যে ফিনিক্স-এর গান গেয়ে ফেরে

কনফুসিয়াসকে উপহাস করায় তাগিদে।"[২১] অন্যদিকে যেহেতু তাওবাদে ছিল না কোন আচরণবিধি আর বিশ্বাসীর জন্যে ছিল অমর হবার আশ্বাস, সে কারণেই সম্ভবত লি পো সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন জেমা চেন-চেং এবং উ উইন প্রমুখ তাওবাদী গুরুর সঙ্গে আর হু থসে-ইয়াং-এর কাছে তাওবাদ পাঠ করে 'লু' বা তাওবাদের অভিজ্ঞানপত্র পেয়েছিলেন কাও তিয়েন-সি থেকে। কিন্তু লি পো কদাচ কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের চাকরি প্রাপ্ত হননি, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার কারণেই। তু ফু একটি কবিতায় লি পো এবং তাঁর বন্ধুদের 'আটজন অমর মাতাল' বলে অভিহিত করেছিলেন।

৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তেতাল্লিশ বছরের লি পো-র সঙ্গে লো-ইয়াং-এ প্রথম সাক্ষাৎ তুলনামূলকভাবে অখ্যাত তিরিশ বছরের কবি তু ফু-র সঙ্গে। স্বভাবতই প্রখ্যাত কবি লি পো-র প্রতি অনুরক্ত হন তু ফু। তু ফু-র বিশাল ব্যক্তিত্ব, রোমান্টিক মানসিকতা অবশ্যই ছিল এ-অনুরক্তির মূলে। উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। এ-সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন তু ফু, তাঁর কবিতায়, "তুং মেন-এ আমিও তো এক বহিরাগত অতিথি/তোমার প্রতি আমার অনুভূতি ভাইয়ের মত/মদ খেয়ে মাতাল হলে শরতের রাতে দুজনে ঘুমোই এক কম্বলে/দিনে হাঁটি হাতে হাত জড়িয়ে।" সেইসঙ্গে তু ফু উপলব্ধি করেছেন যে লি পো তাঁর প্রতিভাকে নষ্ট করছেন, "মদ খেয়ে আর গান গেয়ে এত সময় অপচয় করা/তোমার এ বাঁধনছাড়া ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি?" এই শীতেই পরস্পরকে ছেড়ে তু ফু চলে গেলেন লো-ইয়াং-এ আর লি পো দক্ষিণে; প্রত্যাশা রইলো আবার তাঁরা কখনো কোন সময়ে মিলিত হবেন। কিন্তু ভাগ্য সে আশা পূরণ করেনি। উভয়ে আর কখনো পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াননি।

লি পো-র সাহচর্যে তু ফু একদা তাওবাদের নৈকট্যে এসেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে গিয়েছিলেন কনফুসিয়াসের আশ্রয়ে; তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদের এবং দেশসেবায়, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লি লিন-ফু-র চক্রান্তে তা

আর তাঁর ভাগ্যে জোটেনি ; অতএব দরিদ্র তু ফু প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যে নিরাশ্রয় হন। তিনি লিখেছেন, "সকালে ফিরি ধনীদের দোরে দোরে/তেজালো ঘোড়ার খুরে ওড়ানো ধুলো মাড়িয়ে ফিরি সন্ধ্যায়/পাই শুধু আধপেয়ালা করে মদ আর জুড়িয়ে যাওয়া খাবার/যেখানেই গেছি, নিজের দুঃখ-বেদনা উপশম করতেই চেষ্টা করেছি।" এই দৈন্যের দিন সামান্যকালের জন্যে এসে, তু ফু-র জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল সরকারী দপ্তরে চাকরি পাওয়ায়। কিন্তু সে-চাকরিতেও তাঁকে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিতে হয়। এমতকালেই তু ফু লেখেন তাঁর সার্থক দুটি কবিতা : 'তিনজন শমনদার' এবং 'তিনটি মৃত্যু'।[১৩] তাঁর পরের জীবন বৈচিত্র্যহীন। বন্ধু ইয়েন উ, যে-শুয়ান-এর সামরিক শাসক নিযুক্ত হলে তিনি তাঁর সেক্রেটারীরূপে কাজে যোগ দেন। এ-সময়ের কবিতাবলী বিচার করলে দেখা যায় যে তু ফু তখন আর সেই যৌবনের আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত মানুষ নন ; নন সাধারণ মানুষের দুঃখে সমব্যথী। তিনি এখন আপন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছেন। ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েন উ-র মৃত্যু হবার সামান্যকাল পরে তিনি যে-শুয়ান ছেড়ে চলে যান এবং কথিত আছে লি-ইয়াং শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তিন

লি পো এবং তু ফু-র কবিতা পর্যালোচনা করলে সহজেই ধরা পড়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের ও জীবনচেতনার গভীর বৈপরীত্য। লি পো ছিলেন 'কবিতায় অমর' আর তু ফু ছিলেন 'কবিতায় বিজ্ঞপুরুষ' নামে খ্যাত। উক্ত কথনের অন্তর্নিহিত সত্য বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। লি পো ছিলেন প্রতিভাবান ; কুড়ি আটাশ শব্দের ছোট কবিতায় তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সমস্ত আবেগ, সম্ভবত কোন প্রাক্‌চিন্তনের গভীরতায় প্রবেশ না করেই। এমনি করেই তিনি অনেক সংগীত

রচনা করেছেন, সুর ও তালের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়েই, কিন্তু এখানেও স্পষ্টত ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গভীর আবেগ। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ঘটেছে।

অন্যপক্ষে তু ফু ছিলেন যথার্থ রূপকার। নতুন রীতির কবিতায় তাঁর সার্থকতা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁর অসাধারণ কবিতাগুলি বিষয়ে দ্বিমত নেই। সার্থক ভাস্করের সঙ্গেই একমাত্র যেহেতু তিনি তুলনীয়, তাই নতুন রীতির সহজ পথ পরিত্যাগ করে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রচলিতে, যেখানে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর জন্যে নিয়ত পরিশ্রমই একমাত্র কাম্য। অবশ্য এ-পথেও তিনি কদাচ পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বিরত থাকেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন যে, "কোন কবিতা রচনা শেষ হবার পর আমি বারংবার সেই কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকি এবং যতক্ষণ না আমার মনোমত হয়ে ওঠে ততবার চলে পুনর্লিখন।" এই আয়াসসাধ্য কাব্যরচনার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর কবিজীবন। সম্ভবত এমত কারণেই লি পো এবং তু ফু-র মধ্যে কে বড় কবি, তা নিয়ে অদ্যাবধি বিতর্ক বর্তমান।

তু ফু-র কবিতার গভীর শৈল্পিক পূর্ণতা ছাড়াও অন্য দুটি কারণে তাঁর কবিতার সার্থকতা সূচিত হয়। প্রথমত তাঁর কবিতার ফর্ম বা আঙ্গিকের অব্যর্থতা, অথবা কারিগরী উৎকর্ষ, যা লি পো-তে কদাচ পরিলক্ষিত হয়নি; এবং যে কোন সার্থকতাভিলাষী কবির পক্ষেই যা অনুসরণীয়। দ্বিতীয়ত, তু ফু-র কবিতায় লি পো'র তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে বিম্বিত হয়েছে সমকাল আর সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার দিনলিপি। তাং-যুগের ভগ্নদশায়, আন লু-শান বিদ্রোহের পরে, একজন আবেগচঞ্চল, দেশপ্রেমী ও দেশের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কবির কাছে উক্ত সমস্তই ছিল আদর্শ। স্বভাবতই শেষভাগের সমস্ত তাং কবিরা উক্ত দুটি আদর্শের দ্বারাই মূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন। হান উ (৭৬৮–৮২৪), মেং শিয়াও (৭৫১-৮১৪), শিয়া তাও (৭৭১-৮৪১), প্রমুখেরা তাঁদের ক্ষমতানুযায়ী তু ফু-র পথেই আঙ্গিকের প্রয়োগ বিষয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছেন; আর পো চু-ই (৭৭২-৮৪৬),

ইউয়ান শেন (৭৭৯-৪৩১), শিয়াং চি (৭৬৫ ?-৮৩০ ?) প্রমুখেরা তাঁদের কবিতায় প্রতিফলিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন সমকালকে। লি পো[১৪] এবং তু ফু-র কয়েকটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হোল :

নিছক সুখের গান

১

"মেয়েটির পোশাক নয় তো মেঘ, মুখ নয়তো ফুল ;
উজ্জল বসন্ত শিশিরে ঝলমলে ওর অলিন্দ
হয় ধরার জেড-পাহাড়ের চূড়ায়
নয় স্বর্গের চাঁদ-আঁকা ছাতে ॥

২

লাল ফুলের আর্দ্রতা চুরি করেছে ওর সুগন্ধ
য়ুউর জাদু-পাহাড়ের কুয়াশা ওর হৃদয়ে
চীনের কোন রাজপ্রাসাদ এমন রূপ দেখেনি
ঝলমলে পালক উড়ন্ত সোয়ালো পাখিও নয় ॥

৩

ওঁর প্রিয়া আর ওঁর চুলগুলো রূপে-রূপে মিশে
সম্রাটের চোখে জ্বেলে রেখেছে অনির্বাণ দীপ
দূরে বহা বসন্তের বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনছেন উনি
সেখানে এলো-মণ্ডপের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ॥"

—লি পো

নীরব নিশীথে

"আমার বিছানার পায়ের কাছে কি আশ্চর্য উজ্জলতা
হিমানীর ঋতু কি এসে গেল ?
আধো উঠে দেখি এ তো জ্যোৎস্না
আবার শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ বাড়ির জন্যে মন কেমন করল ॥"

—লি পো

ইয়াং ৎসে খাত পেরোতে

"রঙীন ঊষায় পো-তির সুউচ্চ প্রাচীর থেকে
রাতের মধ্যে কিয়াং-লি পৌঁছতে তিনশো মাইল পথ
আমার পেছনে ফেলে আসা নদীর দুকূলে বানরের
কিচিরমিচির চলছেই
আমার নৌকোর দুপাশে দশ হাজার পাহাড় ॥"

—লি পো

শিহ্-হাও-র সমনদার[১৫]

"শিহ্ হাও গ্রামে পৌঁছলুম, থেকে গেলুম রাতটা।
রাতে সমন ধরাতে এল এক সমনদার
বুড়ো সে কথা শুনে পাঁচিল টপকে উধাও।
বুড়ি দেখে দোরগোড়ায় সমনদার
সমনদারের গলায় অত তর্জন গর্জন কেন?
বুড়ির কাকুতি অত করুণ? অমন নিচু গলায়?
'আমার তিন ছেলেই নিয়েছ্ চেং যুদ্ধক্ষেত্রে।
একজন সবে চিঠি লিখে জানিয়েছে,
অন্য দুজন লড়াইয়ে নিহত।
যারা রইল, তারা যেমন পারে তেমনি থাকুক না বেঁচেবর্তে?
যারা গেল, তারা তো চিরতরেই গেল।
বাড়িতে থাকার মধ্যে একটাই নাতি
তার জন্যে তার মা প্রাণটুকু ধরে রেখেছে
পরে বেরোয়, এমন একটা আস্ত সায়াও নেই তার।
যদিও আমার সামর্থ্যে ভাটা ধরেছে, বড় দুর্বল, বড় ক্ষীণপ্রাণ
তবু সমনদার মশাই, চলুন আমিই যাই যুদ্ধের কাজে!
সৈন্যদের প্রাতরাশ তো রাঁধতে পারব?
আমিও মার্চ করব? তড়িঘড়ি পৌঁছে যাব হো-ইয়াং ফ্রন্টে?'

এইসব বলছিল বুড়ি। রাতে ওর গলা
এমন খাদে নামল, ভেঙে পড়ল আর্ত চাপা কান্নায়।
সকালে আবার রওনা হবার আগে
বিদায় জানালুম একলা বুড়োকেই শুধু॥"

—তু ফু

ঘরে ফেরা

"পশ্চিমে জ্বলছে লাল মেঘের চূড়া
পৃথিবীর তলে সূর্যটা ডুবে গেল টুপ করে
গাঁয়ের ফটকে চড়াইয়ের কিচিরমিচির
হাজার মাইল দূর থেকে ঘরে ফিরলুম, যেন বিদেশী আমি
আমার বউ ভারি অবাক। ভেবেছিল আমি মরেই গেছি বুঝি
নিজেকে সামলে নিয়ে ও চোখ মুছল।
দুনিয়াজোড়া আঁধিতে আমি ছিলুম এক কণা ধুলো মাত্তর
নেহাত কপাল জোরে জ্যান্ত ফিরেছি।
পাড়াপড়শি এল গাঁয়ের ফটকে,
হা হুতাশ করল, দু-এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল।
সন্ধ্যা গাঢ় হলে একটা মোমবাতি জ্বাললুম,
মুখোমুখি বসলুম। সব যেন স্বপ্ন॥"

—তু ফু

দেখা হল[১৬]

"আমরা তো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নই থাকতুম
সপ্তর্ষি আর ভোরাই তারার মত
'আজকের রাতটা কি একটা রাত?
মোমের আলোয় আমরা দুজন পাশাপাশি।

যৌবনের আয়ু কত?

এখন তো আমাদের চুলে পাক
বন্ধুবান্ধবদের অর্ধেকই তো গত
দেখা হতে তো দুজনেই ঘাবড়ে গিছলুম।

আচ্ছা কে জানত বল, বি-শ বছর বাদে
তোমারি ঘরে আসব তোমার সঙ্গে দেখা করতে ?
শেষ যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তখন তো তোমার বিয়েই হয়নি,
এখন তোমার ঘরভরা ছেলেমেয়ে
বাপের বন্ধুর সামনে ওরা এল, কেমন সহবতে
জিগ্যেস করল. কোত্থেকে আসছি।

আমরা যখন পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম
তোমার ছেলেমেয়েরা মদ সাজাতে শুরু করে দিলে
এই বিষ্টির রাতে ওরা ভাখ, বসন্তের গাজর জোগাড় করেছে
ভোজের সঙ্গে পান করতে টাটকা-এল।

এই যে দেখা হল, তুমি বলছ এ স্বর্গের আশীর্বাদ
এক নিশ্বাসে আমরা যে দশ পাত্তর মদই খেয়ে ফেললুম।
এত মদ খেলুম, মাতাল হইনি কিন্তু।
এই সৌজন্যভরা বন্ধুত্ব, তোমাকে তারিফ করি।
আসছে কাল তোমার-আমার মধ্যে পাহাড়-পাহাড় ব্যবধান
কি যে হবে. না জান তুমি, না আমি॥"

নির্দেশিকা

১ Memo to Emperor Wu of Liang Dynasty, Kuo Tsu-shen. Quoted in Volume 70, History of Southern Dynasties, Ed. by Lee Yen-Shou of the Tang Dynasty.

২ কুয়াং হাং মিং চি, (৩০ খণ্ড), তাও স্বয়েন কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থে লিখিত।

৩ As Quoted in Cheng Chen-to's History of Chinese Literature, Commercial Press, Shanghai, 1932, p. 193

৪ 'Three Questions Concering Four Tones', as quoted in The History of the Development of Chinese Literatute ; p. 285

৫ সিন লি ও পো চি বর্তমান কোরিয়ার দুই প্রদেশ।

৬ তিব্বত।

৭ সিনকিয়াং প্রদেশের বর্তমান তুরফান জেলা।

৮ 'মাও' কোন জেনারেল বা সম্রাট-প্রদত্ত পদাধিকারের প্রতীক।

৯ New History of Tang Dynasty অনুসারে সই ই, ইয়েন চি-সরকারের অধীনস্থ কোন শহর ; ইয়েন চি বর্তমানে সিনকিয়াং-এর একটি জেলা।

১০ ৩১৪-৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত উত্তর-পশ্চিম চীনের ষোলটি প্রদেশের একটি। প্রথমে তুন হুয়াং এবং পরে চিউ চুয়ান এর রাজধানী ছিল।

১১ 'Records of Arts and Letters' (History of Han Dynasty) অনুযায়ী 'কেও কু' এবং 'জিউ শিয়া' ২৪ খণ্ডে প্রাপ্তব্য। এগুলির বিষয় 'তুন' বা পরিত্রাণের উপায়।

১২ ৪৮৭ খ্রীঃ পূঃ যখন কনফুসিয়াস চুতে যান, তখনকার ঘটনা। সংগীতটি নিম্নরূপ :

ফিনিক্স ! হায় ফিনিক্স !
তোমার হল কি ?
যা হয়ে গেছে, তা বয়ে যাক
সামনে যা আছে, তার জন্যে ভুল ত্রুটি শুধরে নাও ?
অভিশপ্ত, অভিশপ্ত সময় ! আজকের শাসকদের
হাজারবার করুণা করি।

১৩ 'তিনজন সমনদার' তাঁর তিনটি কবিতাকে নির্দেশ করে, যার প্রত্যেকটি 'সমনদার' নামকরণে চিহ্নিত, শিন-আন-এর সমনদার', 'শি হাও-এর সমনদার' এবং 'তুং-কুয়ান গিরিবর্ত্মের সমনদার'। 'তিনটি মৃত্যু'ও একইপ্রকার তিনটি মৃত্যু বা বিদায় সম্পর্কিত কবিতা।

১৪ Robert Payn, The White Pony, New York, 1947. p. 219

১৫ Ibid, p. 230

১৬ Ibid, p. 253

ষষ্ঠ অধ্যায়

. . . .

এক

হান যুগের গদ্যরচনা মুখ্যত সরল এবং অলঙ্কার-বিবর্জিত। এ-যুগের শেষভাগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকার কারণে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকদের এবং সমকালীন সমাজের হতাশা। রচনায় সংযম ও বাক্যের সমান্তরাল উপস্থাপনা এ-কালের রচনারীতির একটি বিশেষ লক্ষণ। পরে, লু চি-র 'ওয়েন ফু' (সাহিত্য প্রসঙ্গে) এবং তাও চিয়েন-এর 'অবসর মুহূর্তের ভাবনা'-য় এমত রচনারীতি পরিলক্ষিত। উত্তর-দক্ষিণ রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি এবং 'চার স্বরের তত্ত্বের' প্রতিষ্ঠা নানাভাবে এই নতুন গদ্যরীতিকে প্রভাবিত করেছে। 'দক্ষিণের রাজবংশগুলির ইতিহাস' নামীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, "শেন য়িউয়েহ্, হ্সিয়েই তিআও, ওয়াং য়ুউং এবং অন্যরা 'কুং', 'শ্যাং' ও চতুর্স্বরকে ছন্দ হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন, 'চার স্বর-তত্ত্ব' ব্যবহারে চারটি স্খলনের ব্যাপার আছে, তা বর্জন করতেই হবে। যাতে পাঁচটি শব্দ সংবলিত একটি লাইনে প্রতিটি শব্দকে হতে হবে পৃথক স্বরাশ্রয়ী। দু'লাইনে 'চিয়াও' এবং 'চেং' এক হওয়া ঠিক নয়। এ নিয়ম পাল্টানো চলবে না। এই গদ্যরীতির নাম 'য়ুউং মিং রীতি'।" এই গ্রন্থের অন্যত্র সেন উয়ের বক্তব্যে মেলে, " 'কুং' এবং 'য়ুউ''কে পরস্পরের বদলে ব্যবহারযোগ্য করতেই হবে। উচ্চগ্রাম স্বরকে মেলাতে হবে নিম্নগ্রাম স্বরের সঙ্গে। একটি পঙ্‌ক্তিতে কোন শব্দই এক স্বরগ্রামের হবে না। দুটি পঙ্‌ক্তি যেখানে, সেখানে চড়া ও কোমল স্বরগ্রামের শব্দসজ্জা হবে পৃথক-পৃথক। এ-কথা পরিষ্কার বুঝলে তবেই লেখার কথা বলা শুরু করা চলে।"

স্বরগত ঐকতান ও ছন্দময়তা কাৰ্যত সংযমী ও সমান্তরাল বাক্য যোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে; সেই সঙ্গে এসেছে ধ্রুপদী রূপক, যাকে

বলা হয় 'পিয়েন-তি ওয়েন'। কিন্তু এমত রীতিচর্চার ফলে চিন্তাচর্চা প্রায়শ ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য লেখকেরাও রীতির সৌন্দর্যের স্বার্থে বিষয়কে বলি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

চুয়াং ইউং তাঁর 'শিহ্ পিন' (কাব্যবিচারের নীতি) গ্রন্থে এ-বিষয়ে বলেন যে, রীতির ওপর অতিমাত্রায় বাধ্যবাধকতা আরোপিত হওয়ায় চিন্তার স্বচ্ছ গতি সর্বদাই প্রায় রুদ্ধ হয়েছে। যদিচ লিউ শিয়ে তাঁর 'ওয়েন শিন তিয়াও লুং' (সাহিত্যিক মানসে খোদিত ড্রাগন) গ্রন্থে স্বরগত ঐকতানের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু বিষয়কে উক্ত কারণে অবহেলায় তাঁর স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু 'পিয়েন-তি ওয়েন' রীতি সাধারণভাবে গভীর সমাদর পেয়েছিল এবং এর ধারাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। অবশ্য পরিণামে, লী ও-র ভাষায়, "কেবলমাত্র আকাশে চাঁদ ওঠা নিয়ে হাজার হাজার গদ্যরচনা লিখিত হয়। লেখকদের টেবিলে, আলমারিতে সর্বত্রই রাশি রাশি এ-প্রকার লেখা সাজানো থাকতো; কিন্তু সেগুলি কেবল বাতাস ও মেঘের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

স্বভাবতই এমত সৌন্দর্যচর্চার রীতির ফলে সাহিত্য এবং অন্যান্য রচনাও, যথা দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি, প্রভেদ বিষয়ে পাঠক সচেতন হলেন। এবং অবশেষে 'অন্যান্য রচনা'ও সাহিত্যের মর্যাদা পেল। অবশ্য উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বের পূর্বকালেও সাহিত্য-বিবরণীর প্রচলন ছিল; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ওয়াং ই-র 'ৎস্যু ৎসে বিষয়ে মন্তব্য', ওয়াং-চুং এর 'লুন হেঙ', ৎসাও পি-র 'তিয়েন লুন লুন ওয়েন', লি চি-র 'সাহিত্য প্রসঙ্গে' ইত্যাদি। উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালেই সম্ভবত প্রথম 'সাহিত্য' নামকরণ সিদ্ধ এবং অন্যান্য রচনার সঙ্গে তার প্রভেদও চিহ্নিত হয়। লিউ শিয়ে বলেন, "প্রায়শ বলা হয় যে রচনা দু'প্রকারের : 'ওয়েন' এবং 'পি'; যে রচনায় ছন্দের প্রয়োগ নেই তা হোল 'পি' এবং যেখানে ছন্দ বর্তমান সেটি 'ওয়েন'। প্রকৃতপ্রস্তাবে, শেষোক্তটিতে লেখক ব্যক্ত করেন তাঁর অভিমত—ধরা যেতে পারে 'কাব্যসংগ্রহ' এবং 'ইতিহাসগ্রন্থ' পুস্তকদ্বয়। 'ওয়েন' ও 'পি'-র

পৃথকীকরণ নিতান্তই সাম্প্রতিককালের।'[৩] সম্রাট ইউয়ান-এর বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে আরো স্পষ্ট : "ওয়েন-এর থাকবে চমৎকার ও মনোহরণ শব্দাবলী ও বাক্যবন্ধ, গভীর সুরেলা স্বর, আর আবেগময় প্রাণনা।" সাহিত্য-সংজ্ঞা বিষয়ে এমত স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধারণা একালে প্রবর্তিত হওয়ায় 'ওয়েন' বা নির্জলা সাহিত্য এবং 'পি' বা ঘটনার বিবরণ-এর প্রভেদ কিছুকাল বর্তমান থাকে। এবং একালেই চীনা ইতিহাসে প্রথম কনফুসিয়াস, লাওৎসে প্রমুখের রচনাবলী সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি এবং রাজকুমার শাও মিঙ-এর 'নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা সংগ্রহে' উক্ত লেখকদের রচনাবলী গৃহীত হয় নি।

সাহিত্যের এমত সংজ্ঞা প্রচলিত থাকলেও, সাহিত্য-আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অনেক, অবশ্য সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি না পেয়েই। পূর্বোল্লিখিত লিউ শিয়ে'র 'ওয়েন শিন তিয়াও লুং' ও চুয়াং ইউং-এর 'শিহ্ পিন' গ্রন্থদুটি এ-প্রসঙ্গে সর্বাধিক খ্যাত। লিউ তাঁর গ্রন্থে বলেন যে, সাহিত্যে আঙ্গিক এবং বিষয় উভয়ের গুরুত্বই সমান ; শুধুমাত্র রীতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট থাকলে সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। অবশ্য অনেক সমালোচক বিশ্বাস করেন যে, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যরচনা যেহেতু একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর, সেকারণেই লেখকের ক্ষমতার উপরেই রচনা কি-প্রকার হবে তা নির্ভর করে। লিউ-ই প্রথম গোচরে আনেন যে, যদিচ ব্যক্তির ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু মুখ্যত সাহিত্যিককে নিয়ন্ত্রিত করে সমকালীন সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এ-কারণেই তাঁর ধারণায় সাহিত্য-সমালোচককে কেবলমাত্র পণ্ডিত হলেই চলবে না সেই সঙ্গে অন্যের রচনা বিচারের জন্যে থাকা চাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী।

চুয়াং ইউং হান যুগ থেকে চি এবং লিয়াং-কাল পর্যন্ত একশোটি কবিতাকে ধরে, তাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। তিনি এই কবিদের ওপর অন্য কবিদের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেন। ফেঙ কবিতা, ছোট ইয়া কবিতা এবং ৎস্যু ৎসে থেকে পাঁচ শব্দের কবিতা উক্ত তিনভাগের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কাব্যরচনার নীতি-বিষয়ক ধারণা

নিম্নপ্রকার : কবিতা হবে স্বাভাবিক এবং পরোক্ষ বক্তব্য-বিরহিত ; স্বচ্ছন্দ, সহজ মিলযুক্ত, এবং স্বরগত ঐকতানের স্বার্থে কবি হবেন পরিশ্রমী ; স্বরের ঐকতান রক্ষার জন্যে নিতান্ত ব্যাকরণ অনুসরণ কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর ; কবিতা কখনও দর্শনের ব্যাখ্যা নিয়ে বিষয়কে ভারাক্রান্ত করবে না : কবিতা সর্বদা সমকালীন সত্যকে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে উদ্‌ঘাটিত করবে।

সাধারণ সত্য হিসাবে এ-মতামত গ্রাহ্য। কিন্তু চার স্বরের তত্ত্ব লেখকদের প্রভাবিত করেছিল সেই সব ছোট ছেলের মত, যারা সবেমাত্র রঙ-তুলি হাতে পেয়েছে ; স্বভাবতই সমালোচকের নীতিবাক্য তাদের কিছুমাত্র স্বীকৃতি পায়নি। অধিকন্তু দক্ষিণ-রাজ্যের সমস্ত সম্রাটেরাই ছিলেন উক্তপ্রকার সাহিত্যের ভক্ত : সুতরাং সেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার দিনগুলিতে উক্তপ্রকার কবিতা রচনা করেই যে কবিরা রাজানুগ্রহ পেতে পারেন এমত সম্ভাবনাও ছিল।

সুই বংশের সম্রাট ওয়েন কর্তৃক চীন পুনর্গঠিত হবার পর 'পিয়েন-তি ওয়েন'-এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। কথিত আছে সম্রাট ওয়েন একদা 'পিয়েন-তি ওয়েন' রীতিতে স্মারকলিপি রচনার ফলে একজন রাজ্যপালকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। লি ও এক স্মারক লিপিতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন সমস্ত 'পিয়েন-তি ওয়েন' বাজেয়াপ্ত করতে, কারণ ওগুলি উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালের বিশৃঙ্খলার দিনের প্রচলিত রীতি এবং দেশ সুশাসনের জন্যে কনফুসিয়াসকে নির্বাসন দিতে। তিনি বলেছেন, "কথিত আছে প্রাচীন ধর্মপ্রাণ রাজারা জনগণের দেখাশোনাকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে যথেচ্ছ বৃদ্ধি পেতে দিতেন না, এবং অশুভ চিন্তাকে শাসন করে তাদের সুস্থ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করতেন।" তিনি আরো বলেছেন—

" 'কাব্যগ্রন্থ', 'ইতিহাস গ্রন্থ', 'ধর্মাচরণ পুস্তক' ও 'সংস্কার-বিষয়ক গ্রন্থ'গুলি মানুষকে ন্যায়পরায়ণ ও নীতিনিষ্ঠ হতে শেখাত। তাই প্রতি পরিবারে সন্তানদের আচরণে, মমতা ও দয়া বিরাজ করত। পিতা ও

পুত্রের সম্পর্ক ছিল যথোচিত এবং দেশের সর্বত্র সকলে শোভন, সংযত আচরণ করত। জনসাধারণের জীবনচর্যায় এগুলি ছিল প্রাথমিক নিয়ম।...পরবর্তী রাজবংশগুলির কালে মানুষের রীতিনীতি ও শিক্ষামানে অবনতি ঘটে। উয়েই রাজবংশের প্রথম তিন সম্রাট সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। প্রশাসনিক নীতিসমূহ তিনি উপেক্ষা করতেন, লেখবার তুচ্ছনীয় কলাকৌশল অনুধাবনে প্রশ্রয় দিতেন। ফলে শৌখিন রচনার জোয়ার এল। চি এবং লিয়াং বংশের রাজ্যকালে অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। পদমর্যাদা ও ঐশ্বর্য কার কি রকম, তা ভুলে গেল মানুষ। কাব্য অনুশীলন ও লেখন এবং অন্যান্য সাহিত্য রচনায় সমস্ত সময় উৎসর্গ করল। অতীতের মহতী শিক্ষা বিষয়ে তারা হোল অশ্রদ্ধ। বিদঘুটে সব ইন্দ্রিয় রোমাঞ্চক তত্ত্বের হোল পক্ষপাতী। বাগ্‌জাল-কুয়াশায় আচ্ছাদিত ও তুচ্ছ যা কিছু, তারই সন্ধানে হোল ব্যাপৃত। একটি চমক-লাগানো ছন্দ বা শব্দের খোঁজে তারা এ-ওকে টেক্কা দিতে থাকল। চাঁদ ওঠা ও ঋতু, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল তাদের সকল প্রতিযোগিতা।......এই জাতীয় রচনায় যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষ পরস্পরের মূল্যায়ন করত ও সরকার নিয়োগ করত সরকারী আধিকারির। পুরস্কারস্বরূপ সরকারী চাকরি মেলার ফলে উৎসাহিত হয়ে মানুষ এ-কাজে নিজেকে বেশি করে ঢেলে দিতে থাকল।...মহান ঋষিদের নিয়ম ও আদর্শ ভুলে গেল মানুষ। যা অদরকারী, তাকেই দরকারী ভাবতে থাকল। ফলে এই দাঁড়াল, ফুরফুরে শৌখিন লেখার জটিলতা নিয়ে তাদের ভাবনা যত বাড়তে থাকল, দেশে নৈরাজ্যও সেই হারে বেড়ে চলল।"[৫]

তাং যুগের বিখ্যাত রচনাগুলি, যথা ওয়াং পো-র 'তেং ওয়াং কো স্যু' (তেংওয়াং মঞ্চ), লো-পিন ওয়াং-এর 'তৌ উ চাও শি' (উ চাও-এর বিরুদ্ধে ঘোষণা), এবং সম্রাট স্যুয়ান ৎস্যুং-এর রাজত্বকালের দুই প্রখ্যাত লেখক চাং স্যুয়ো, ও স্যু তিং প্রমুখের সমগ্র রচনাবলী 'পিয়েন-তি ওয়েন' রীতিতে লিখিত। অন্যপক্ষে একালেই চেন ৎসে-আং, শিয়াও ইং-শি, লিয়াং স্যু, তু ফু চি, লি হুয়া, এবং লিউ মিয়েন,

'পিয়েন-তি ওয়েন' এর প্রবল বিরোধিতা করেন এবং হান যুগ বা তারও পূর্ববর্তী যুগের গদ্যরীতির ব্যবহার প্রচলনে আগ্রহী হন। লিউ সিয়েন বিশেষ করে কনফুসীয় ধারাকেই সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য: "সাহিত্য রচনা সর্বদাই প্রাচীনকালের শিক্ষার দ্বারা প্রাণিত হবে: কারণ স্বভাবতই সাহিত্য প্রভাবিত করবে সমাজব্যবস্থা ও জনগণের আচার-ব্যবহার।...... চু ইউয়ান এবং সুঙ ইউ-র সময়কাল থেকে সাহিত্যিকেরা মুখ্যত অসম্ভব ও অস্থায়ী বিষয় কেন্দ্র করে সাহিত্য কর্মে রত থেকেছে আর সেই সঙ্গে অবহেলা করেছে সামাজিক দায়িত্বকে। পূর্বকালের লেখকদের সম্পর্কেও অংশত অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। সুতরাং ইয়াং শিউয়াং, ও জেমা শিয়াং-জু'র বর্ণনার ক্ষমতা, ৎসাও শি ও লিউ চেঙ-এর বলিষ্ঠতা, এবং পান উয়ে ও লু চি-র সৌন্দর্যচর্চা কার্যত কোন-ক্রমেই ফলপ্রসূ হয়নি, হয়েছে নিতান্ত শিল্পনিপুণতা। কোন সুস্থ ব্যক্তিই এর দ্বারা উপকৃত হয়নি।" তিনি আরো বলেন যে, "চৌ-বংশের রাজা চেন এবং কাঙ-এর রাজত্বকালের পর কোন সুঙ কবিতাই আর রচিত হয়নি, কবিরা কেবলমাত্র তাদের আবেগকে অতিবাহুল্যে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। যাঁরা প্রকৃত অর্থে বিদ্যাবান ছিলেন না, তাঁরা কেমন করে নীতিতত্ত্ব রচনায় প্রকাশ করতে হয় সে সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ; অন্যপক্ষে যাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাঁরা একে গুরুত্ব দেন নি। আর সাধারণের মধ্যে যাঁরা উক্ত তত্ত্ব বিষয়ে পারঙ্গম ছিলেন, তাঁদের ক্ষমতা ছিল না প্রকাশের। ..'পিয়েন-তি ওয়েন' নামীয় সাহিত্য রীতির পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন। সামাজিক নীতির অবনতি ও সাহিত্যের অবক্ষয়ের কারণ একসূত্রেই গ্রথিত। সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মানসিকতা বদলের, যার ফলে নতুনতর আদর্শে তারা উদ্বুদ্ধ হতে পারবে। এর একমাত্র উপায় কনফুসীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং এ-আদর্শে লেখকদের প্রাণিত করা।"[৬] কার্যত লিউ সিয়েনের

ধারণায় সাহিত্যের কোন আন্তরপ্রবাহী মূল্য নেই, কনফুসীয় মতবাদের গোঁড়া অনুসরণেই তার একমাত্র মুক্তি। পরবর্তীকালে হান ইউ উক্ত মতবাদের সম্প্রসারণে গড়ে তোলেন নতুন গদ্যরীতি। হান ইউ ও তাঁর সমর্থকদের গড়ে তোলা এই নতুন গদ্যরীতির নাম 'কু ওয়েন' বা ধ্রুপদী গদ্য; কারণ তাঁর দাবী এই যে এই গদ্যরীতি হান ও পূর্ববর্তী গদ্যরীতির নির্ভর, যদিচ এমত সরল, অলঙ্কার বিবর্জিত, সুখপাঠ গদ্য ব্যবহৃত হতে পারে, কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ বা আখ্যান প্রকাশে। এঁদের সমবেত প্রয়াস তৎকালে ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলন নামে খ্যাতি লাভ করে।

যদি উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালের 'ওয়েন' বা সাহিত্যের একক অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া যায়, যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব যুগের সাহিত্যিক ও অন্যান্য রচনায় ('ওয়েন' এবং 'পি') প্রতিক্রিয়ারই ফলাফল, তবে হান ইউ-র বক্তব্যকে (কনফুসীয় নীতিসমূহই সাহিত্যসৃষ্টির ভিত্তিভূমি হবে) উভয়যুগের সাহিত্যাদর্শের সংশ্লেষণ বলাই উচিত। স্বভাবতই ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলন এ-কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। কনফুসীয় পণ্ডিতদের ধারণায় এ ছিল সাহিত্যতত্ত্বের যথার্থ প্রগতি। এতদ্‌সত্ত্বেও সাহিত্যকর্ম তৎকালে যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি, এবং উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক প্রভৃতি সৃষ্টিশীল রচনা পণ্ডিতদের কাছে মূল্য হারায়। যদিচ অনস্বীকার্য যে ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলন 'পিয়েন-তি ওয়েন'-এর বিধি-নিষেধের বাঁধ ভেঙে যে নতুন জোয়ার নিয়ে আসে তারই ফলে তাংযুগের ছোট গল্পের উৎকর্ষলাভ (চুয়ান চি শিয়াও শুয়ো)।

সুঙ যুগে মহান কবি সু তুং-পো হান ইউ-র অবদান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি 'পূর্ববর্তী আটটি রাজত্বকালের গদ্য রচনার ক্রমঅবক্ষয় থেকে বাঁচান'। অবশ্য হান-ভক্ত সু-র পক্ষে এমনই প্রশংসাই স্বাভাবিক। যদিচ উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালে 'পিয়েন-তি ওয়েন'-এর প্রাবল্য এড়িয়েও কিছু গীতধর্মী গদ্য রচনা সম্ভব হয়েছিল। 'পিয়েন-তি ওয়েন' অপ্রচলিত হয়ে যাবার পরও কিছুকাল অবশ্য অভিনন্দন ইত্যাদি রচনায় এর ব্যবহার ছিল।

নিয়ে ওয়াং শি-চি-র (৩২১-৩৭৯) রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হোল ; যথার্থ অর্থে এটি 'পিয়েন-তি ওয়েন' রীতিতে লিখিত নয়, যদিচ সমান্তরাল বাক্য পদ্ধতি এখানেও অবলম্বিত। এটি তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতধর্মী গদ্যরচনা :

"এটা হোল য়ুঙ‌্হো-র নবম বৎসর (৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দ), বর্ষাবর্তনক্রমে 'কুয়েইচৌ'। শেষ বসন্তে দেখা হোল আমাদের শানয়িইনের অর্কিড-মণ্ডপে, 'জল উৎসব' মণ্ডপে।

সব বিদ্বজন সুহৃদই সমবেত হয়েছেন। প্রবীণ ও তরুণদের এক সপ্রীতি সমাবেশ। দৃশ্যপটে পেছনে আছে সুউচ্চ চূড়া ও গহন বন। এক স্ফটিকস্বচ্ছ মর্মরিত স্রোতস্বিনী ডাইনে ও বাঁয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে, তার বুকে ঝলকাচ্ছে আলো। নদীর তীরে দিব্যি গুছিয়ে বসেছি আমরা, যে পানপাত্র ভেসে চলেছে জলে, তা থেকে পান করছি একের পর এক। সংগীতের ব্যবস্থা নেই বটে, কিন্তু পানে ও গানে আমাদের হৃদয় প্রফুল্ল, এলায়িত। উজ্জ্বল বসন্ত দিন। নরম, আলতো আদর করা বাতাস। জীবন-কল্লোলিত এই বিশাল বিশ্ব বিছিয়ে আছে সামনে, নয়ন জুড়ানো, হৃদয় ভোলানো, ইন্দ্রিয়মোহন। নিখুঁত সুন্দর এই দিন।

আজকাল কিছু মানুষ জড়ো হলেই, ভাবনায় লাগাম দেয় ছেড়ে, দৌড় করায় অতীত থেকে বর্তমানে। ঘরে বসে নিভৃত সংলাপ কারো পছন্দ, কারো রুচি বাইরে ক্রীড়াকৌতুকে, যার যেমন রুচি। মেজাজ-ভেদে প্রমোদ রুচি বদল, কিন্তু যে যা চায়, সে তা পেয়ে গেলেই খুশি, তখন আর মনে হয় না সে বুড়িয়ে গেছে। সময় বহে যায়। যা নিয়ে মানুষ মেতেছিল, তাতে আসে ক্লান্তি। মনে হয়, এই সেদিন যা মনকে আকর্ষণ করেছে, আজ তা অতীত স্মৃতি মাত্র। ভাবলে কি রকম লাগে! তা ছাড়া, যে যার মত দীর্ঘকাল বাঁচি বা না বাঁচি, শেষ অবধি ফিরে যাব অনস্তিত্বতার উপেক্ষায়। অতীতের মানুষেরা মৃত্যুকে দেখতেন এক বৃহৎ প্রশ্ন হিসাবে। ভাবলেও মন বিষণ্ণ হয়, তাই না?

আমি প্রায়ই ভাবতুম, আমরা যেমন করে জীবন যাপন করি, যে ভাবে ভাবি, অতীতের মানুষও তাই করতেন। ওঁদের লেখা পড়লেই আমার তাই মনে হত আর প্রসঙ্গটির বিষাদময়তায় আমিও হতুম ভারাতুর। জীবন ও মৃত্যু সেই একেরই রূপান্তর, আয়ু দীর্ঘ হোক, বা স্বল্প হোক, তাতে এসে যায় না কিছু, এ-কথায় সামান্যই সান্ত্বনা মেলে। হায়! আমাদের আগে যারা মারা গেছে, তাদের কথা যেমন করে ভাবি, ভবিষ্যতের মানুষও আমাদের সেই চোখেই দেখবে। তাই এখন যাঁরা বর্তমান, তাঁরা যা বলেছেন, আমি সে সব কথাই লিপিবদ্ধ করলাম। যুগের পর যুগ কাটবে, সময় যাবে বদলে, কিন্তু মৌল মানবিক অনুভূতিগুলো তো থেকে যাবে অপরিবর্তিত। ভবিষ্যতের যে পাঠক এ লেখা পড়বে, তারাও এই রকমই অভিভূত হবে, তা আমি জানি।"[৭]

দুই

ধ্রুপদী গদ্য রীতির প্রবর্তনে হান ইউ-র (৭৬৮–৮২৪) অবদান বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তু ফু-র মৃত্যুর পর তাঁরই নেতৃত্বে একদল কবি কাব্যরীতির সার্থকতা অর্জনে বিপুল প্রয়াসী হন। কিন্তু কবি হান ইউ সমধিক পরিচিতি লাভ করেন গদ্যরীতির সংস্কারক রূপেই। তাঁর সমাধিলিপি রচনায় সু তুঙ-পো লেখেন, "যে ব্যক্তি উত্তরকালের শিক্ষাগুরুরূপে পরিগণিত হবেন, এবং দেশের জনগণ যাঁর মতাদর্শকে মান্য করে চলবেন, তিনি হবেন এমন একজন মানুষ, যাঁর কাছে পৃথিবী ও স্বর্গের সমস্ত পরিবর্তনের কারণসমূহ জ্ঞাত……পূর্ব হান রাজত্ব-কালের শেষে তাও হয়েছে অবহেলিত আর সাহিত্যের ঘটেছে অবনতি। এমন কি তাং যুগের চেঙ কুয়ান ও কাই ইউয়ানের কালেও এ-অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু হান ইউ অনায়াসে পেরেছিলেন সে-পরিবর্তন আনতে আর দেশের সমস্ত লেখকেরাই তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তাও (নীতিশাস্ত্র) এবং সাহিত্য পুনর্বার

ফিরে পায় তার মান ও চরিত্র······হান ইউ-ই কি সেই ব্যক্তিত্ব নন, যিনি জানতেন স্বর্গ ও পৃথিবীর পরিবর্তনের সকল রহস্য ?"

কিন্তু সু-র বক্তব্য সত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো হান ইউ-র পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম ছিল না। লী হান 'চিয়াং লির রচনা সংগ্রহ' (হান ইউ সাহিত্য রচনায় চিয়াং লি নাম গ্রহণ করেন) নামীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, "তাঁর নতুন রীতির ব্যবহারে পাঠকেরা প্রথমে হতবুদ্ধি এবং পরেই তাঁকে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু তাঁর আস্থা ছিল দৃঢ়। অবশেষে পাঠকেরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটান এবং তাঁকেই অনুসরণ করেন।" হান ইউ যে চিঠি লেখেন ফেঙ সু-কে, সেখানে তিনি বলেন যে তিনি চেয়েছিলেন জনগণের রুচির বিরোধিতা করতে, কিন্তু যদিচ "আমি জানতাম না যে ধ্রুপদী রীতির বর্তমানে প্রয়োজনীয়তা কতখানি ; অবশ্য আমি বোদ্ধা পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করতে তৈরি ছিলাম। যখন ইয়াং শিউয়াং তাঁর 'তাই শিয়েন' রচনা করেন তখন প্রত্যেকেই বিদ্রূপ করেছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল, 'যদি সমস্ত পৃথিবী আমাকে নস্যাৎ করে তাহলেই বা কী ? কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোন একজন ইয়াং শিউয়াংও জন্ম নেয়, তবে সে এ-রচনা ভালবাসবে'।"

তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কে পাঠকদের মন্তব্যের প্রতি কোন গুরুত্ব তিনি কদাচ আরোপ করেননি, তাঁর গদ্য আন্দোলনের সার্থকতা যথার্থই তাঁর শক্তিমত্তার প্রকাশ। যৌবনে তাঁর বন্ধুযুগল ছিলেন শিয়াও ৎসুন এবং লি ফিউয়ান ; এঁরা দু'জন যথাক্রমে শিয়াও ইং-শি এবং লি হুয়া-র ভাইপো : 'পিয়েন-তি ওয়েন'-এর বিরোধীরূপে এদের নাম স্মরণীয়। তদুপরি তিনি হয়ে ওঠেন সমকালের দুই প্রখ্যাত বিদ্যাবান কু চি এবং লিয়াং শু-র ভক্ত, যাঁরা লেখকদের ওপর কোন রচনারীতির শর্ত আরোপে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বভাবতই এমত পরিজন থেকে তিনি অনুভব করেন প্রচলিত গদ্যরীতির পরিবর্তনের তাগিদ। কিন্তু তাঁর ধারণায় ধ্রুপদী রীতিতে ভাল গদ্যরচনার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন, "সুন্দর

*

গদ্য রচনার জন্যে একজন লেখককে সর্বাগ্রে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে ; দয়া ও সুবিচারের পথ (কনফুসীয় মতবাদ) অনুসরণ এবং 'কাব্য-সংগ্রহ' ও 'ইতিহাস গ্রন্থে'র মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত হতে হবে।" তদুপরি তিনি বলেন, "প্রাচীন কালের রচনারীতির যথার্থ অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হলে অবশ্য প্রয়োজনীয় হোল প্রাচীন দিনের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করা।"[৮] কার্যত, গদ্যরীতির সংস্কার চেয়েছিলেন তিনি মুখ্যত কনফুসীয় মতবাদের উপস্থাপনারই স্বার্থে। এবং এমত উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসেই শেষ পর্যন্ত হান ইউ ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলনের জন্ম দেন।

এ-আন্দোলনে হান ইউ পেয়েছিলেন লিউ ৎসুয়াং ইউয়ান প্রমুখ প্রখ্যাত বিদ্যাবানদের সহায়তা, যাঁরা অনলস পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুনতর গদ্যরীতি নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। হান ইউ-র ছোট গল্প 'মিঃ ক্রসের জীবনী' এ-রীতিতেই রচিত। ছোট গল্প লেখকরা সমকালে সকলেই ধ্রুপদী গদ্যরীতি ব্যবহার করে এ-রীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেন। কিন্তু হান ইউ-র সময়েই, ফান ৎসুং-শির গদ্য রচনা এতই জটিল যে পাঠ ও অনুধাবন প্রায় অসম্ভব। হান ইউ-র মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীদের রচনা ক্রমশ জটিলতর হতে থাকে। ফললাভে তাং যুগের শেষে পুনর্বার 'পিয়েন-তি ওয়েন'-এর আবির্ভাব ঘটে এবং সু-যুগের প্রথমেই ইয়াং ই (৯৯৪-১০২০) ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে এ-রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়। কিন্তু এ-যুগের শান্তি ও সমৃদ্ধির ফলে বহু বিদ্যাবানেরা আবার কনফুসীয় মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন। এদের মধ্যে মু শিউ (৯৭৯-১০৩২) এবং শি চিয়েন (১০০৫-১০৪৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই হান ইউ-র মতাদর্শকেই পুনর্জীবিত করে তুলতে চাইলেন, বিশেষ করে যা কনফুসীয় বিশ্বাসকে প্রসারে সহায়তা করে ; এমনকি এমত কর্মে কেউ কেউ হান ইউকে কনফুসিয়াসের তুল্যমূল্য করে তোলেন। মু শিউ উল্লেখ করেন যে সেকালে "যে কেউ ধ্রুপদী গদ্যের উল্লেখ করলে তাকে মনে করা হত নির্বোধ। সকলেই তাকে আক্রমণ করতো ; বিদ্রূপ করতো এমন

ভাষায় যে তার তুল্য মূর্খ যেন আর ইহজগতে নেই ; কারণ সে সমকালীন রীতি অনুধাবন করে অর্থ ও প্রতিপত্তি বাড়াতে অক্ষম। তার পূর্বতনেরা তার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন না আর পরবর্তীরা করতো নাসিকা কুঞ্চন। যদি তার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না থাকতো, না থাকতো প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোর অথবা তার কর্মের ওপরে সুগভীর আস্থা, তবে হতাশায় নিমজ্জন ছাড়া তার গত্যন্তর থাকতো না। আর তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের পথ পরিত্যাগ করে প্রচলিত ধারাকেই সারাৎসার বলে বরণ করতে হোত।"[৯] কিন্তু এ-অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকেনি।

আউয়াং শিউ (১০০৭-১০৭২) তাঁর রচনায়[১০] দ্বিতীয়বার ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলনের সপক্ষে কলম ধরলেন এবং তাঁর জীবৎকালেই এর প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান। সম্ভবত এ-কারণেই সু তুং-পো তাঁর সঙ্গে হান ইউ-র তুলনা করেন সঠিক অর্থেই। কারণ আউয়াং শিউ ও তাঁর অনুগামীদের আয়াসে ও নিষ্ঠায় গদ্যরীতির সংস্কার-সাধন ঘটে আর ধ্রুপদী গদ্যরীতি সম্পূর্ণত প্রতিষ্ঠিত হয় আদর্শ চীনা-রীতি হিসাবে এবং পরবর্তী পাঁচ শতাব্দী ধরে এরই ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯১৯ সালের সাহিত্য-বিপ্লবের এই গদ্যরীতি 'ওয়েন ইয়েন' বা সাহিত্যিক চীনা ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় ; বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ কথ্য চীনাভাষার বিরুদ্ধে এ-ভাষার মুখপাত্রে পরিণত হলেন। এবং এর পর থেকে কথ্য চীনা বা 'পাই হুয়া ওয়েন' এর পরিবর্তে ধ্রুপদী গদ্য-র ব্যবহার বিস্তৃত হতে থাকে।

অনস্বীকার্য যে, ধ্রুপদী গদ্যের এমত জনপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠাদানে আউয়াং শিউ তাঁর অনুগামীদের সহায়তা পেয়েছিলেন প্রভৃত যাদের মধ্যে ছিলেন সু সান, সু তুং-পো, সু চী, ওয়াং আন-শি এবং ৎসেং কুং প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা। মাও কুন (১৫১২-১৬০১) উপরোক্ত ছ'জন এবং হান ইউ ও লিউ ৎসুং-ইউয়ান-এর একটি রচনা সংকলন প্রকাশ করেন, 'তাং ও সুঙ যুগের আটজন গদ্য রচয়িতার শ্রেষ্ঠ রচনা' নামে। এবং এ-গ্রন্থ প্রকাশের পর উক্ত আটজন লেখক 'তাং ও সুঙ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক' হিসাবে পরিচিতি পান।

নির্দেশিকা

১ কুঙ, সাং, শিয়াও, চেঙ এবং ইউ, এই পাঁচটি হোল চীনা সংগীতের স্কেল। এখানে এর দ্বারা শব্দের স্বরগত ঐকতান নির্দেশিত।
২ Biography of Lee O, History of the Sui Dynasty.
৩ ৎসুং শুয়ো বা 'সাধারণ মন্তব্য' : 'ওয়েন শিন তিয়াও লুং'।
৪ চিয়াং লৌ ৎসে, 'সি ইউয়ান শিয়েন' (লেখা প্রসঙ্গে)।
৫ Biography of Lee O.
৬ 'চুয়ান তেঙ ওয়েন' (তাং যুগের সাহিত্যকৃতি)।
৭ দ্রঃ Lin yutang. *The Importance of Understanding*, p. 98.
৮ Postscript to the *Memorial of Quyang, a Student.*
৯ চিয়াও শী-র একটি চিঠির উত্তরে লিখিত।
১০ Postscript to Commentaries of Mr Liu I.

সপ্তম অধ্যায়

চীনা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের তু'হাজার বছরের ধারায়, অর্থাৎ ইন বংশের রাজা পান কে' অথবা লিখিত চীনা ইতিহাসের সূত্রপাত থেকে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আধুনিক অর্থে কোন গল্প বা উপন্যাসোপম কাহিনী লিখিত হয়নি। এমন কি পৌরাণিক কাহিনীও যথেষ্ট প্রচলন ছিল না। 'শান হাই শিঙ' (পাহাড় ও সমুদ্র গ্রন্থ)-এর গল্পগুলি পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যানের স্কেচকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত ও সম্পাদিত। 'হুয়াইনানৎসে,' 'লাইৎসে,' 'মিউ তিয়েনৎসে চুয়ান', প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। নিম্নে 'হুয়াইনানৎসে' থেকে একটি নমুনা গৃহীত হোল :

"প্রাচীনকালে কুঙ কুঙ (জলের দেবতা)-এর সঙ্গে চুয়ান শু (অগ্নি দেবতা)-র লড়াই হয় শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। প্রচণ্ড ক্রোধে কুঙ কুঙ পুচো পর্বত ধূলিসাৎ করেন. চূর্ণিত হয় আকাশের স্তম্ভ এবং পৃথিবীর ভিত। আকাশ হেলে পড়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এবং সূর্য, চাঁদ, তারা ও গ্রহগুলি ও ঐদিকে সরে যায়। ফলে পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পড়ে থাকা ফাঁকা স্থানটি ভরাট হতে থাকে বন্যার জল ও ধুলোমাটিতে।"

উক্ত অলৌকিক ঘটনার নায়কেরা কালক্রমে অবশ্য মানবিক অস্তিত্ব পায় অথবা মানবচরিত্রের ওপরেই আরোপিত হতে থাকে উক্তপ্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতাসমূহ। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য, 'শান হাই শিঙ' গ্রন্থের 'দক্ষিণাঞ্চলের উষর ও নির্জন প্রান্তর' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে "শি হো ছিলেন সম্রাট ৎসুনের স্ত্রী এবং তিনি জন্ম দিয়েছিলেন দশটি সূর্যের"। ঐ গ্রন্থেরই 'সমুদ্রগর্ভের পশ্চিমাঞ্চল' অধ্যায়ে আছে, "সমুদ্র গর্ভে আছে কুনলুন পর্বত। এ হোল ঈশ্বরের পাতাল-রাজধানী এবং দেবদেবীর বাসস্থান। কেবলমাত্র ই-র পক্ষেই সম্ভব এ-পর্বতের চূড়ায় আরোহণ।" 'হুয়াইনানৎসে'তে উক্ত তুটি পৌরাণিক কাহিনী একত্রে সম্রাট ইয়াও-এর কালে পৌরাণিক ইতিহাসরূপে প্রসিদ্ধি পায় :

"সম্রাট ইয়াও-এর সময়ে আকাশে ছিল দশটি সূর্য আর এর প্রখর তাপে শস্য যেত পুড়ে, চিহ্ন থাকতো না গাছপালায়। জনসাধারণের দিন কাটতো অনাহারে; নেকড়ে, হায়না, বন্য বরাহ আর বিরাট সাপেরা বিচরণ করতো যত্রতত্র। ই-কে আদেশ দিলেন ইয়াও···দশটি সূর্যকে বিনষ্ট করতে আর নেকড়েদের হত্যা করতে, বিরাট সাপদের দু'টুকরো করে কাটতে, ও বন্য বরাহদের খাঁচায় ধরে রাখতে। জনগণ আনন্দে নৃত্য করতে থাকলো আর ইয়াওকে বসালো সিংহাসনে সম্রাটরূপে।"

এই গ্রন্থের অন্যত্র ই বর্ণিত হয়েছেন একজন ঐশী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে। কথিত আছে যে 'পূর্বদেশের রানীমাতা' তাকে একটি স্পর্শমণি উপহার দিয়েছিলেন; কিন্তু ই-র স্ত্রী চাঙ ও তার কাছ থেকে সেই স্পর্শমণি চুরি করেন। সেটা গিলে ফেলে তিনি চন্দ্রে আরোহণ করেন এবং চাঁদের দেবী হন।

আবার চু ইউয়ানের 'ৎস্যু ৎসে' গ্রন্থে ই একজন মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি সাঙ বংশের রাজা তাই কাং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কাহিনী বা উপন্যাসের এবম্প্রকার দীর্ঘকাল পরে উদ্ভব ও বিকশিত হবার কারণ, সম্ভবত চীনদেশের সাধারণ মানুষ অন্যদেশের তুলনায় যথেষ্ট কল্পনা-প্রবণ ছিল না। চুয়াংৎসে প্রথম কাহিনী হিসাবে উল্লেখ করেন 'শিয়া-ও শুয়ো'র; এই শব্দ দুটির অর্থ-'সামান্য কথা'। কনফুসিয়াস অবশ্য 'শিয়াও শুয়ো' সম্পর্কে ভাবিত ছিলেন না। 'যদিচ এই তাৎপর্যহীন কলার দ্বারা অসামান্য সার্থকতায় পৌঁছনো সম্ভব, তথাপি একজনের পক্ষে এ-কাজে মনঃসংযোগ অন্যায়, কারণ এতে অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ারই সম্ভাবনা। সুতরাং কোন ভদ্রজনের এ-বিষয়ে নিরত হওয়া অনুচিত।'—এই ছিল তৎকালের শিক্ষিতজনের গল্প রচনা সম্পর্কে ধারণা। হান বংশের রাজত্বকালে, পান কু তাঁর 'হান রাজবংশের ইতিহাস' গ্রন্থে পূর্বকালের 'শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক নথিপত্র' থেকে উদ্ধার করে 'শিয়াও শুয়ো'র একটি তালিকা সংযোজিত করেন। তাঁর মতে পনেরোটি সংকলনে 'শিয়াও শুয়ো' সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এগুলি দুষ্প্রাপ্য; তাঁর মন্তব্য ও সুঙ রাজত্বকালের 'তাই পিং

ইম্পিরিয়াল এনসাইক্লোপিডিয়া' থেকে প্রাপ্ত নজিরের বিচারের এ-তথ্যই স্বীকৃত যে এগুলি পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অথবা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দলিল। কিন্তু লু স্যুন তাঁর 'চীনা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থ লেখেন যে এগুলি হয় পূর্বকালের দার্শনিকদের রচনার অনুকরণ অথবা ভুলে-ভরা ঐতিহাসিক নথিপত্র। হান যুগে, কিন্তু 'শিয়াও শুয়ো' বলতে কোনক্রমেই কাহিনী বা গল্প কিছুই বোঝাত না।

উই এবং শিন রাজত্বকালে (২২০-৪১৯) চীন বহু যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিল। এই সঙ্গে সমৃদ্ধ গাথাসহ বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত সামগ্রিকভাবে লেখকদের কল্পনাশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল এবং লেখা হোল বহু ভূতের গল্প আর অলৌকিক কাহিনী।

লক্ষণীয়, 'শান হাই শিঙ' গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদির অতি ভয়ঙ্কর অলৌকিক দেবদেবীরা একালেই মানবিক গুণসমূহে ভূষিত হলেন। উল্লেখ্য, পশ্চিমের রানীমাতার বর্ণনায় লিখিত হয়েছিল, "টায়রা পরিহিতা এই রমণীর দাঁতগুলি ব্যাঘ্রের, লেজটি সিংহের এবং বসবাস পাহাড়ের গুহায়"। কিন্তু একালে 'হান বংশের সম্রাট হু-র ব্যক্তিগত জীবন'[১]-এ তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে অসামান্যা সুন্দরী এক নারীরূপে :

"পশ্চিমের রানীমাতা এক বিরাট হলঘরে প্রবেশ করলেন; বসলেন পূর্বদিগন্তের দিকে চেয়ে। তাঁর সোনার কোট অসাধারণ কারুকাজে ঝলমল করছিল আর তাঁকে মনে হচ্ছিল সুখী এবং সম্ভ্রান্ত। তাঁর কোমরে ছিল দীর্ঘ কোমরবন্ধ ও তরবারি, মাথায় তাই হুয়া রীতিতে বাধা কবরী, তা থেকে ঝুলছে তাই-চেঙ-এর টায়রা, আর পায়ের কালো মখমলের চটিতে আঁকা কিনিক্স-এর ছবি। দেখে মনে হয় বয়স থমকে আছে তিরিশের কোঠায়; তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঔজ্জ্বল্যে ও ঐশ্বর্যে অনন্য। তিনি যথার্থই দেবী!"

এমন কি ভূতেরাও বর্ণিত হয়েছে বাস্তব হিসাবেই এবং তাদের মধ্যেও আরোপিত হয়েছে মানবিক গুণসমূহ। 'লিয়ে ই চুয়ান' (অদ্ভুত গল্প) গ্রন্থের একটি গল্পে আছে নিম্নপ্রকার ঘটনা :

"যখন নানইয়াং-এর ৎসুং তিংপো যুবক, তখন একদা রাত্রে বেড়াতে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে দেখা হয় একজন ভূতের।

'তুমি কে?' সে প্রশ্ন করে।

'একজন ভূত,' জবাব দেয় ভূত। 'আর তুমি?'

'আমিও,' তিংপো মিথ্যে বলে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ওয়ানশী শহরে।'

'আমিও যাব,' ভূত বলে।

দুজনে একসঙ্গে কয়েক লি যাবার পর ভূত বলে, 'দুজনে হেঁটে যাওয়ায় কোন মানেই হয় না; আমরা তো একজন আর একজনকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

'চমৎকার বলেছ,' তিংপো বলে।

সুতরাং ভূত তিংপোকে প্রথম কাঁধে করে নিয়ে চললো। কিছুক্ষণ পরে ভূত বলে ওঠে, 'তুমি ভীষণ ভারী ভূত, তাই না?'

'আমি তো সবে মারা গেছি,' তিংপো বলে ওঠে, 'সেই জন্যেই আমি একটু বেশী ভারী।'

তিংপো এরপর ভূতকে কাঁধে করে নিয়ে চললো আর তার ভার একেবারেই বোধ করলো না। এভাবে তিনবার পরস্পরকে বহন করে চলবার পর তিংপো প্রশ্ন করে, 'সবে তো আমি মরেছি, তুমি কি বলতে পার ভূতেরা সবচেয়ে বেশী কিসে ভয় পায়?'

'মানুষের থু থু,' ভূত উত্তর দেয়।

যখন তারা শহরের মুখে তখন ভূত ছিল তিংপোর কাঁধে; সে ভূতকে জোরে চেপে পা ধরে টানতে লাগলো। ভূত প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করতে থাকলো আর না পেয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। কিন্তু তিংপো তাকে ছাড়লো না। যখন তারা শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছল, ভূতকে আছড়ে ফেললো মাটিতে এবং ভূতটি রূপান্তরিত হোল একটি ছাগলে। তিংপো তখন তার গায়ে থু থু ছেটাতে থাকলো, যাতে সে আর অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হতে

না পারে। এরপর তিংপো তাকে নগদ পনের শ'তে বিক্রি করে ফিরলো।"

উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালে প্রকাশিত গল্প সংকলনের গল্প বলার ভঙ্গী ও বিন্যাসের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। এগুলির মধ্যে ইয়েন শি তুই[২] লিখিত 'ইউয়ান চন শি' (প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতের কাহিনী) এবং ওয়াং ইয়েন[৩] লিখিত 'মিঙ শিয়াং শি' (অলৌকিক ঘটনার বিবরণ) বৌদ্ধ কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত গল্প। উপরোক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে 'সাহিত্যের মণিমুক্তা'[৪] নামে সংকলিত গ্রন্থের একটি গল্প নিম্নরূপ :

"হান বংশের সম্রাট মিং একবার স্বপ্নে দেখলেন এক দেবতাকে। তিনি প্রায় বিশ ফুট লম্বা, সোনার শরীর তাঁর, মাথা ঘিরে এক জ্যোতির্বলয়। স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলেন তিনি মন্ত্রীদের কাছে। একজন বললেন, 'পশ্চিমে বুদ্ধ নামে এক দেবতা আছেন। মহামান্য সম্রাট যে দেবতাকে স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য বর্তমান। হয়তো বুদ্ধকেই স্বপ্নে দেখেছেন আপনি।' সম্রাট ঠিক করলেন, বৌদ্ধসূত্র ও বুদ্ধের ছবি আনার জন্য ভারতবর্ষে দূত পাঠাবেন। যখন সেগুলি আনা হোল, প্রদর্শিত হোল চীনে, সম্রাট-রাজপুত্র—ধনী ভূস্বামী থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই এসে সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল। মানবাত্মা যে অমর, তা জেনে সবাই খুব অবাক হোল।

এর আগে, যখন রাজদূত ৎসাই য়িইং পশ্চিম থেকে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে ফিরলেন, উধ্যয়নের রাজার আঁকা বুদ্ধের ছবি দিলেন তিনি সম্রাটকে। সম্রাট দেখলেন, যে দেবতাকে তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনিই বুদ্ধ। ছবিটি তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান। চিত্রকরদের আদেশ দিলেন ছবিটির প্রতিরূপ আঁকতে। প্রতিচিত্রগুলি রাখা হোল দক্ষিণ প্রাসাদের চিংলিয়াং বুরুজে ও কাওইয়াং ফটকে রাজবংশের সমাধিগৃহে। তিনি আরো বললেন, বুদ্ধের জীবনীসমূহে বর্ণিত আছে, একটি মন্দির ঘিরে হাজার হাজার ঘোড়া রথ পরিক্রমার

দৃশ্য: 'শ্বেত অশ্ব' মন্দিরের প্রাচীরে সেই দৃশ্যটির প্রাচীরচিত্র যেন উৎকীর্ণ করা হয়।"

এবম্প্রকার গল্পগুলি ছাড়া অনেক গল্প আহরিত হয় বৌদ্ধ সূত্র থেকে; চীনা পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীর সংযোজনে অবশ্যই মূলের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু লেখকদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে এই গল্পের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য 'চি শিয়ের গল্প'[৫] গ্রন্থের 'ইয়াংশিয়েনের এক বিদ্বজ্জন' গল্পটির: একজন লোক একদা একজন বিদ্যাবান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তার মুখ থেকে সৃষ্টি করেন একজন কিশোরীর: পরিবর্তে বিদ্যাবান ব্যক্তিটি নিদ্রামগ্ন হলে লোকটি একটি যুবকের জন্ম দেয়। এরপর মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে যুবকটিও তার মুখ থেকে তার সঙ্গী হবার জন্যে সৃষ্টি করে অন্য একটি তরুণীর। এরপর কিশোরী ঘুম থেকে জেগে উঠলে যুবকটি তরুণীটিকে গিলে ফেলে এবং অপেক্ষা করতে থাকে, পরমুহূর্তে বিদ্যাবান ব্যক্তিটির জেগে ওঠবার সাড়া পেতেই কিশোরী যুবকটিকে খেয়ে ফেলে। এবং অবশেষে বিদ্যাবান ব্যক্তি কিশোরীকে গিলে ফেললো। কার্যত প্রথম মানুষটিকে এমত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে বিদ্যাবান ব্যক্তিটি বিদায় নেন, পড়ে থাকে একটি দস্তার ট্রে সাক্ষ্যরূপে। সংযুক্ত অবদান-সূত্রে ঠিক এই প্রকার একটি বৌদ্ধ কাহিনী মেলে। এটি তিন রাজত্বকালে কাং সেং-হুই কর্তৃক চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

এইভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত গল্প রচনা এবং বৌদ্ধ কাহিনীকে গল্পের বিষয় হিসাবে ব্যবহার কালক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এরই ফললাভে পরবর্তীকালে লিখিত হয় চীনের প্রসিদ্ধতম রোমান্টিক উপন্যাস 'বানর'।

উত্তর-দক্ষিণ বংশের রাজত্বকালে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের চালচলন, মানসিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে গল্পের সংগ্রহ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এগুলির মধ্যে লিউ ই-চিং (৪০৩-৪৪৪)-এর 'শি শুয়ে শিন ইউ' (নতুন কাহিনী সংগ্রহ), রচনাশৈলী ও বিস্তারিত গল্পের জন্য খ্যাতি পায়:

"ওয়াং ৎসে-ইউ বাস করতেন শানইন-এ। একদা রাত্রে সেখানে প্রবল তুষার-বৃষ্টি নামলো। ওয়াং জেগে ওঠে জানালা খুলে দেখলেন চারিদিকে তুষার আর তুষার। তিনি মদ আনতে আদেশ করলেন ·· · হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো তাই আন-তাও-এর কথা ; তিনি তার বাসস্থান ইন-এ যাওয়া স্থির করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একটা নৌকা সংগ্রহ করে যাত্রা করলেন। পরদিন বহু কষ্টে ইন-এ পৌঁছেই তাঁর মনে হোল এখুনি ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল কেন তিনি তাই-এর সঙ্গে দেখা না করেই ফিরলেন ; প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, 'আমি এসেছিলাম এক প্রবল আবেগের বশে ; এখানে আসাতেই যখন সে-আবেগ প্রশমিত হোল, তখন কেন আমি তাই-এর সঙ্গে দেখা করবো ?"

প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে বহু নীতিগর্ভ কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলে ; 'মেনসিউস', 'চুয়াংৎসে', 'লিয়েৎসে', 'হানফিৎসে', 'চানকুয়োৎসে' প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'লিয়েৎসে'-র একটি নিম্নপ্রকার :

"চি-এর জনৈক ব্যক্তি যে কোন উপায়ে সোনা সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। একদিন সকালে সে ভাল পোশাক পরিচ্ছেদে সজ্জিত হয়ে সোজা বাজারে একজন স্বর্ণকারের দোকানে ঢুকে পড়লো আর জোর করে কয়েকটি সোনার বাট কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সে গ্রেপ্তার হোলে জনৈক অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওখানে চারিদিকে তো লোক ভর্তি ; কেমন করে তুমি পালাবে ভেবেছিলে ?'

'আমি তো কেবল সোনা দেখেছিলাম', লোকটি জবাব দেয়, 'কোন লোক তো দেখিনি।"

হান যুগের হানটান্ শুন লিখিত 'শিয়াও লিন' (হাস্যরসের খনি) সম্ভবত প্রথম হাস্যরসের কাহিনীর সংকলন। এর পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ইন উন (৪৭১-৫২৯) লিখিত 'শিয়াও শুয়ো' এবং সুই যুগের হুয়ো পো লিখিত 'হাস্যকৌতুকের গ্রন্থ'।

তাং যুগে 'শুয়ান চি শিয়াও শুয়ো' বা ছোট গল্প পূর্বযুগের সংক্ষিপ্ত ও রূপরেখা ছাড়িয়ে যথার্থ বিস্তৃত হতে থাকে। তাং যুগের প্রারম্ভে

দুটি প্রখ্যাত ছোট গল্পের কথা জানা যায় : ওয়াং তু লিখিত 'প্রাচীন আয়না' এবং এক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সাদা বানর'। প্রথমটি এক আশ্চর্য আয়নার কথা, যার দ্বারা নিহত হয়েছিল একজন দৈত্য। আর অন্যপক্ষে 'সাদা বানর' লিয়াং যুগের এক জেনারেল-এর স্ত্রী আউয়াং হের কাহিনী; সাদা বানর একদা এই মহিলাকে চুরি করে এবং জেনারেল বহু আয়াসে যখন তাঁকে এক গভীর জঙ্গলে ফিরে পান তখন আউয়াং হে বানরের দ্বারা গর্ভবতী; পরে তাঁর সন্তানও হয় বানরাকৃতিরই।

সম্রাজ্ঞী উ-র রাজত্বকালে চাঙ ৎসু (৬৬০ ?-৬৯০ ?) লেখেন 'য়ু শীয়েন চু' (পরীদের গুহা পরিদর্শন), এ-কাহিনীতে বলা হয়েছে একদা লেখক দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণের সময় কেমন করে দুজন যুবতীর সঙ্গে রাত কাটান। দুষ্প্রাপ্য এই রচনার হদিস মেলে, চাং ৎসু-র 'তাং যুগের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে। এই কাহিনীর জাপানী অনুবাদ বহু পরে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৩০-এ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

চীনা ভাষায় ছোট গল্প যথার্থ অর্থে জন্মলাভ ও বিকশিত হয় চাং ৎসু-র সময়ের প্রায় ষাট বছর পরে, যখন ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত। কারণ এ-আন্দোলন গদ্য লেখকদের এনে দিয়েছিল বক্তব্য প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা। সেন চি-চি, হান ইউ, ইউয়ান চেন, পো শিয়েন-চিয়েন, লী কুঙ-ৎসো প্রমুখের ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তি এবং তাকে যথার্থ মাটিতে স্থাপনার জন্যেই তাঁদের ছোট গল্প রচনা, এ-তথ্যও অন্যপক্ষে সত্য।

এতদ্‌ব্যতীত, এ-সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা ছোট গল্প পেশ করতে পারতেন; সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এ-ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি। কারণ এর দ্বারা প্রার্থী দেখাতে পারতেন তাঁর ইতিহাস ও কাব্যবোধ, এমত ধারণাও প্রচলিত ছিল। স্বভাবতই এর ফলে লেখকেরা প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুযায়ী সাধারণ রচনা পরিত্যাগ করে ছোট গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন তাঁদের কল্পনা ও আবেগের যথার্থ ভাষ্যদানে।

দুই

নিউ সেঙ-জু (৭৮০-৮৪৪) সংকলিত 'শিয়েন কুয়াই লু' (রহস্যের ও দানবের বিবরণ) গ্রন্থের তিরিশটি জনপ্রিয় ও অন্যান্য কয়েকটি ছোট গল্প থেকে প্রমাণিত যে প্রেমই ছিল তৎকালের গল্প রচনার মুখ্য বিষয়। ইউয়াং চেন-এর 'ইঙ ইঙ চুয়ান' ই সম্ভবত সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রেমের গল্প' ইঙ ইঙ এবং চাং সেন-এর এই প্রেমের গল্প সমাপ্ত হয়েছে চাঙের শেষমুহূর্তের প্রত্যাখ্যানে, যখন ইঙ ইঙ তাকে ভালবাসায় পরিতৃপ্ত করবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছে। এই গল্পের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হোল চাং-এর ভালবাসার দ্বন্দ্বের প্রতি ইঙ ইঙ-এর মনোভাব; কেমন করে প্রেমিকা ইঙকে আহ্বান গভীর রাত্রের নির্জনতায়; কিন্তু মিলন সার্থক হয় না, ইঙ-এর মনে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বের: অবশেষে, চাঙকে ছেড়ে যাবার আগে তার সেই অবিস্মরণীয় প্রেমপত্র, তার তুলনা আবহমান চীনা সাহিত্যে যথেষ্ট নেই। গবেষকেরা অবশ্য এ-গল্পকে ইউয়াং চেন-এর আত্মজীবনীর অংশরূপেই বিবেচনা করেন।

অন্য দুটি জনপ্রিয় গল্পের নায়িকারা, লি ওয়া এবং হো শিয়াও ইউ ছিলো বেশ্যা। পো শিয়েন-চিয়েন-এর 'লি ওয়া' গল্পের কাহিনীতে জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান বেশ্যা লি ওয়ার প্রেমে পড়ার ফলে পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে; ফলে ক্রমে তার জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাত: প্রেমিকা লি ওয়া এ-কথা জেনে তার জীবিকা পরিত্যাগ করে প্রেমিকের সেবার জন্যে এগিয়ে এসেছে এবং তাকে সুস্থ জীবনের স্বাদ পেতে দিয়েছে; রূপোপজীবিনীর এ-হেন আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে যুবকের পরিবার আবার এগিয়ে এসেছে; উভয়ে একত্রে ফিরে পেয়েছে সংসার। গল্পটির উৎস সমকালীন কথকদের প্রখ্যাত গল্প 'আই শী হুয়া' (একটি ফুল)। কথকদের গল্প তাং যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে; এমনকি সম্রাটেরাও এর

ভক্ত ছিলেন। কুয়ো শী লিখিত 'কাও লি-শীর জীবনী' থেকে অবগত হওয়া যায় যে, "যখন সম্রাট শীয়েন ৎসুং দক্ষিণী প্রাসাদে বাস করতেন তখন কাও লি-শী তাঁকে নিয়মিত গল্প শুনিয়ে খুশি রাখতেন।" তাং যুগের গল্পে এই কথকদের গল্পের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করা অসম্ভব, কিন্তু প্রভাব যে বিশেষভাবে বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বহু গল্প লেখক। লী কুং-ৎসো-র 'নান-কো-র লাটসাহেব' এবং শেন চি-চি র 'বালিশ' গল্পটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীবনের নশ্বরতা এবং ঐশ্বর্য ও সম্মানের অর্থহীনতাই এই গল্পগুলির বিষয়। 'বালিশ' গল্পটিতে আছে, লো নামে এক যুবক হান তান সরাইখানায় এক বৃদ্ধের দেখা পায় ; সে লো-কে ঘুমোবার জন্যে একটি বালিশ দেয়। এরপর লো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে যে সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করেছে, বড় অফিসার হয়েছে ; তারপর সে-চাকরিতে তার বহু উত্থান-পতন ; বিয়ে করেছে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইত্যাদি। আশী বছর বয়সে যখন তার মৃত্যু ঘটছে তখনই তার ঘুম ভেঙে যায় এবং জেগে উঠে দেখে যে তখনো সরাইখানায় খাবার তৈরি হয় নি।

'নান-কোর লাটসাহেব' গল্পে শুনইউ ফেন স্বপ্নে দেখছে, যে সে হুয়াই আন সাম্রাজ্যের রাজকুমারীকে বিয়ে করে নান-কোর বড়লাটের পদ পেয়েছে। কুড়ি বছর শাসন কাজ পরিচালনা করেছে, সংসার বেড়েছে, পিতা হয়েছে পাঁচ পুত্র-কন্যার ; তাদেরও বিয়ে হয়েছে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ; দেশের লোক ও সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরাগী ; এমত সময়ে বিদেশী শত্রুর আক্রমণকে বাধা দেবার জন্যে তাঁর সেনাপতিত্বে একটি অভিযান চলে ; কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এর সামান্যকাল পরে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তিনি পদত্যাগ করে বসবাসের জন্যে রাজধানীতে আসেন। এখানে তাঁর গৃহে বহু আমীর-ওমরাহের বন্ধুতাসূত্রে সমাগম হতে থাকে এবং যার ফলে তিনি সম্রাটের সন্দেহ-ভাজন হয়ে ওঠেন সত্বরই। রাজা তাঁকে তাঁর গ্রামে ফিরে যেতে

আদেশ দেন। শুনইউ-র ঘুম ভেঙে যায়। "মুহূর্তকালের স্বপ্নচারণায় মধ্যে এ-ভাবে বিধৃত হয়েছে একটি সমগ্র জীবন"।

ভারতবর্ষের উপকথার ভিত্তিতেও লেখা হয়েছে অনেক গল্প। তুয়ান চেন-শীর[৬] মন্তব্যে জানা যায় যে 'শীয়াও তুং-শীয়েন-এর গল্প'[৭] শীয়েন চুয়ান[৮]-এর ভারতীয় উপকথা সংগ্রহ 'পশ্চিমাঞ্চলের কাহিনী'-থেকে নেওয়া। এ-গল্পে একজন তাও পুরোহিত একজন লোককে তাঁর চুল্লী দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেন : এ-চুল্লী তিনি রসায়ন-শাস্ত্র গবেষণার জন্যে ব্যবহার করতেন। তিনি লোকটিকে বলেন, 'আমি বাইরে আছি এ-কথা মনে করে, যাই ঘটুক না কেন চুল্লীর আগুন কখনও যেন নিভতে বা কমতে দিও না।' লোকটি সম্মত হোল : কিন্তু ঘটলো এক অলৌকিক ব্যাপার—পরজন্মে তার স্ত্রী তার সন্তানকে হত্যা করছে এই অপরাধে যে'সে তার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করছে। ভয়ে লোকটি চিৎকার করে উঠলো। এর ফলে তাও পুরোহিত যে 'দার্শনিক পাথর' তৈরি করছিলেন তা বিনষ্ট হোল। তুয়ান চেন-শী মনে করেন যে, "গল্পটির অনুলিখনে ভুল হওয়ায় বৌদ্ধ শ্রমণের জায়গায় তাও পুরোহিত ব্যবহৃত হয়েছে।" কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখ্য যে এই মূল গল্পটি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে লী ফু-ইয়েন-এর 'রহস্য ও দৈত্যদের আরও গল্প' সংগ্রহে 'তু ৎসে-চুন' এবং ফেই শীন[৯]-এর 'চুয়ান চি'-তে 'ওয়েই চি-তুন' নামে গৃহীত হয়েছে।

তাং যুগের শেষাংশে ছোট গল্প রচনার মান নিম্নগামী হতে থাকে। হো শিয়াও-উ-র অক্ষম অনুকরণে শুয়ে তিয়াও লেখেন 'উ শুয়াং-এর কাহিনী'; 'ইঙ ইঙ চুয়ান'-এর অনুকরণে হুয়ানফু মেই লেখেন 'ফেই ইয়েন এর গল্প'। লিউ সেঙ-জু[১০] সংকলিত 'প্রেত ও দৈত্যের কাহিনী', শুয়ে ইয়ুং-জো[১১] লিখিত 'অদ্ভুত গল্প সংগ্রহ' প্রভৃতি পূর্বকালের তুলনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এতদ্‌ব্যতীত লিখিত হয় সুনিপুণ যোদ্ধা, প্রচণ্ড বলশালী অথবা অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন বীরদের গল্প; পশ্চিমের 'দি কাউন্ট অব মন্টিক্রস্টো', 'রবিন হুড' এবং 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' প্রভৃতির সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে; এ-রচনার ধারা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে।

বহু গবেষকদের মতানুযায়ী চীনা সাহিত্যে ধ্রুপদী গদ্য আন্দোলনের চেয়ে ছোট গল্পের অবদান অনেক বেশি। বহু অপেরা এই সময়ের গল্পের ভিত্তিতে রচিত; যথা, 'হান তানের কাহিনী', 'জোয়ার-এর স্বপ্ন', 'বালিশ', ইত্যাদি।

নির্দেশিকা

১ পূর্বে ধারণা ছিল এই গ্রন্থ হান যুগের পান কু লিখিত ; কিন্তু বর্তমান গবেষকদের ধারণায় এটি উই অথবা শীন যুগের কোন অজ্ঞাত লেখকের রচনা।

২ লিউ সু' যুগের, ৫৩১-৫৯১ খ্রীষ্টাব্দ

৩ উত্তর চি যুগের।

৪ তাং যুগের জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ তাও শিন কর্তৃক সম্পাদিত।

৫ লিয়া' যুগের উ জুন (৪৬০-৫২০) কৃত।

৬ Sequel to Yuyang Miscellany, vol. 4.

৭ অথবা 'হো তুং শি', 'তাই পিং কুয়াং চি' (তাই পিং বিশ্বকোষ)-এ সংকলিত।

৮ তাং যুগের প্রখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ এবং অনুবাদক, ইনি বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের জন্যে ভারতবর্ষে আসেন এবং পঁচাত্তরখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

৯ লী ফু-ইয়েন এবং ফেই শিন উভয়েই তাং যুগের শেষার্ধের ; জন্ম ও মৃত্যুর কাল অজ্ঞাত।

১০ ৭৮০-৮৪৮

১১ তাং যুগের শেষার্ধের

অষ্টম অধ্যায়

....

এক

তাং যুগের 'নতুন রীতি'র কবিতা লি পো এবং তু ফু-র হাতে সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তু ফু নিজেও সম্ভবত উপলব্ধি করেছিলেন যে কাব্যরচনায় কোন প্রকার ফর্মের দাসত্ব করলে চিন্তার বন্দীদশা ঘোচে না। অবশ্য তাঁর বক্তব্য "যতদিন না আমার কবিতা সাধারণকে আক্রান্ত ও উদ্দীপিত করবে, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই"—উদ্ধৃত করে তর্ক উপস্থাপনা সম্ভব যে তিনি প্রচলিত ফর্মের মধ্যেই সার্থক কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বহু কবিতায় নির্ধারিত ফর্মের মধ্যে বিষয়কে প্রকাশ করতে যে কী পরিমাণ অকারণ পরিশ্রমের ব্যয়, তা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও এমনও পরিণতি ঘটেছে যে তাঁর কবিতায় শব্দগুলি যেন নিরর্থকভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাখ্যান ছাড়া যার অর্থ কোনমতেই বোধ্য হয়ে ওঠে না। 'চিউ শিঙ' নামীয় তাঁর শেষ পর্বের একটি কবিতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা গেল :

হুঙ-তৌ	তৌ	ইউ	ইঙ-উ	লীহ্
লাল কড়াইশুঁটি	খুঁটে খায়	অবশিষ্টাংশ	তোতাপাখি	শস্য
পি-উ	চি	লৌ	ফেন-ফেং	চিহ্
সবুজ কাঠবাদাম গাছ	দাঁড়	বসে	ফিনিক্স	শাখা

উপরোক্ত কবিতাটি থেকে কোন অর্থ আবিষ্কার আপাতপাঠে দুরূহ ; শব্দগুলি এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন যে শব্দগুলিকে নতুন করে না সাজালে নিতান্ত শব্দই থেকে যাবে। ব্যাখ্যান থেকে জ্ঞাত যে এর অর্থ এইপ্রকার : "তোতাপাখি শস্যের অবশিষ্টাংশ থেকে লাল কড়াইশুঁটি খুঁটে খায়, আর ফিনিক্স বসে থাকে সবুজ কাঠ-বাদাম গাছের শাখার দাঁড়ে।"

'ইউং হুয়াই কু চি' (প্রাচীন পরিবেশের স্মৃতি) নামীয় তাঁর শেষ পর্বের কবিতাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে কেবলমাত্র ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধই নয়, এর পাঠোদ্ধারও অসম্ভব।

শেন কেন কে চি ইউ চৌ চিহ্
তিন খণ্ড ভাগ অধিকার ধীরে ধীরে পরিকল্পনা কৌশল
ওয়েন-কু ইয়ুন-শিয়াও ই ইউ-মাও
হাজার হাজার বছর আকাশের সীমান্তে, একটি পালক

তিন রাজত্বকালের অন্যতম রাজ্য সু-প্রতিষ্ঠায় লিউ পেইকে সাহায্য করেন চু কে-লিয়াং ; কবিতাটি তাঁর প্রসঙ্গে। প্রথম লাইনটির অর্থ সম্ভবত, চু কে-লিয়াং ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করেন কৌশলে দেশকে তিনখণ্ডে ভাগ করার এবং একাংশ অধিকার করে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় লাইন কি বলে? একটি পালক আকাশের সীমান্তে, হাজার হাজার বছর? হাজার বছর ধরে একটি পালকের গুণ কীর্তিত হয়েছে? কিসের পালক? তু ফু সম্ভবত চু কে-লিয়াং-এর হাত-পাখার পালকের কথা বলেছেন, কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে পাখা কেন?

হান ইউ-র নেতৃত্বে একদল কবি এই ফর্মের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস চালান। ইয়ে শিয়েন বলেছেন, "হান ইউ, তাং যুগের কবিতায় এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাঁর কবিতাগুলি ছিল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর আর বিষয়ের ঐশ্বর্যে সার্থক। প্রকৃত প্রস্তাবে হান ইউ সুঙ যুগের কবিতার নতুন স্কুলের নেতা, যাঁকে অনুসরণ করে এসেছেন সু শুন-চিন (১০০৮-১০৪৮), মেই ইয়াও-চেন (১০০২-১০৬০), আউইয়াং শিউ, সু তুং-পো, ওয়াং আন-শিহ্ (১০২১-১০৮৬), এবং হুয়াং তিং-চিয়েন (১০৪৫-১১০৫)।"[১] কিন্তু হান ইউ-র প্রাথমিক প্রয়াস ছিল কাব্য রচনায় সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। কারণ চাও ই-র (১৭২৭-১৮১৪) ধারণায়, "চাঙ লি-র (হান ইউ-র) সময়ে, লি পো এবং তু ফু-র সমগ্র কাব্য সাধনায় দেখা গিয়েছিল যে যত আয়াসই করা যাক না কেন, প্রচলিত রীতিতে নতুনতর চিন্তাবাহী

কাব্য সাধনা অসম্ভব। করা সম্ভব মাত্র শব্দের নতুন পরীক্ষা, ছন্দ ও বাক্যের সামান্য পরিবর্তন ; কিন্তু তু ফু-র এ-প্রকার প্রয়াস কোনক্রমেই সার্থক হয়নি।…স্বভাবতই ফাঁক থেকে গেছে। অবশ্য প্রতিভার জন্যে তু ফু কখনও কখনও সার্থক হয়েছেন। অন্যপক্ষে হান ইউ তাই প্রাচীন রূপক ও অপ্রচলিত ছন্দের দিকে ঝুঁকেছিলেন। স্বভাবতই এ-পরীক্ষার ফলে তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন দুর্বলতার সমস্ত দিকগুলি।"[২] এবম্প্রকার তথ্য থেকেই অনুমিত যে তু ফু এবং হান ইউ-র মত বড়ো কবিরাও কাব্য রচনার নিয়মের কঠোরতার মধ্যে কাব্যরচনা করতে সমর্থ হননি। স্বভাবতই কবিরা নতুন কাব্যরীতির সন্ধানী হলেন অনিবার্যভাবেই।

একালেই, পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে চীনা সংগীতে এলো বিরাট পরিবর্তন। সাধারণ সংগীতপ্রিয় মানুষেরা বিদেশী গান শিখলো এবং বলা চলে সে গানের মোহ হোল সুদূরপ্রসারী। তুং তয়েন[৩]-এর মতে, "চৌ (উত্তর চৌ) (৫৫৭-৫৮০) এর সুই (৫৮৯-৬১৭)-এর রাজত্বকাল থেকে বহু সুর ও সংগীত-এর উৎস ছিল শি-লিয়াং[৪] আর 'সংগীত-নৃত্যের' বাদ্য ও সুরের নির্ভর ছিল কুয়েৎসে[৫]-র গান। জনসাধারণের মধ্যে এই দুই দেশের গান ছিল প্রিয়।" লোক-গীতিও ছিল জনপ্রিয়। 'তাং যুগের প্রাচীন ইতিহাস'[৬]-এর 'সংগীত-বিবরণ' অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, "কাই ইউয়ান (৭১৩-৭৪১) যুগ থেকে গায়কেরা একই সঙ্গে বিদেশী সংগীত ও লোকগীতি গাইতেন"। এই মিলনের ফলেই সম্ভবত চীনা সংগীতে এলো পরিবর্তন। উল্লেখ্য যে, তাং যুগে গায়কেরা প্রচলিত বহু কবিতাকে সুরারোপ করে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এমত সুরারোপের কালেই তাঁরা লক্ষ্য করেন যে সুরের বিস্তারের সঙ্গে কবিতার শব্দ সর্বদা একতালে এগোয় না। স্বভাবতই তাঁরা শব্দটিকে সুরের সঙ্গে মেলাবার জন্যে টেনে গাইতেন। কিন্তু তাং যুগের গায়কেরা এই টেনে গাওয়ার রীতিকে অগ্রাহ্য করে কথাগুলিকে পুনরাবৃত্তির প্রথা চালু করেন। এটা স্বভাবতই কবিদের কাছে ছিল একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। একই শব্দের পুনরাবৃত্তির

ফলে কাব্য সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে না, বক্তব্য মেজাজ হারায় ; স্বভাবতই সুরের ধারা অনুসরণ করে কবিরা শব্দ যোজনা করতে আরম্ভ করেন। এই রীতি 'তিয়েন ৎসে' নামে খ্যাত। ফললাভে জন্ম নেয় 'ৎসে'—অসমান লাইন ও ছন্দের কবিতা। প্রায় একইভাবে প্রচলিত লোক গীতি কবিদের উৎসাহিত, করে লোক-গায়কদের জন্যে সংগীত রচনায়। 'চু চিহ্ সংগীত সংগ্রহের' ভূমিকায় লিউ ইউ-শি (৭৭২-৮৪৩) বলেন, "রাস্তায় রাস্তায় যুবকেরা চু চিহ্ সংগীতে অংশগ্রহণ করতো। তারা গানের সুরে সুর মিলিয়ে ছোট বাঁশী বাজাতো, ড্রাম পেটাতো, আর গায়ক দুহাত তুলে গাইতে গাইতে নৃত্য করতো। যে গায়ক সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান গাইতে পারতো, তাকেই ধরে নেওয়া হোত শ্রেষ্ঠ বলে।...যদিচ গানগুলি ছিল শ্রবণযোগ্য কিন্তু কোনক্রমেই তুলনীয় ছিল না চি ও-র[৭] সঙ্গে।" 'তুন হুয়াং-এ প্রাপ্ত,' সংগীতগুলি থেকেই অবশ্য প্রমাণিত যে প্রচলিত লোক সংগীতগুলি ছিল নিতান্তই স্থূল। তিরিশটি কবিতার সংকলন 'ইয়ুন ইয়াও চি'-তেও (মেঘের সংগীত) শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সংশোধন সত্ত্বেও সে-স্থূলতা বর্তমান।

স্বভাবতই তাং যুগের কবিরা যে নতুন রীতির সন্ধান করছিলেন তা তাঁরা পেলেন 'ৎসে'-তে। প্রথম 'ৎসে' ছিল সাত-শব্দের ছোট কবিতা : শিরোনামে যে বক্তব্য থাকতো, সমগ্র কবিতায় বক্তব্য তার বেশি কিছুই থাকতো না। উল্লেখ্য, লিউ ইউ-শি-র 'লাঙ তাও শা' (ঢেউ সরায় বালি) নামীয় কবিতা হলুদ নদীর বালি ছাড়া আর কোন বক্তব্য বহন করে নি। অবশ্য বক্তব্যের এমত দৈন্য থাকলেও সুরগত বৈচিত্র্য ছিল এখানে যথেষ্ট ; হুয়াং ফু-র 'তিয়েন শিয়েন ৎসে' এবং 'ইউন ইয়াও চি'[৮]-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একদা ধারণা ছিল যে 'ৎসে'-র প্রথম কবি লি পো ; কিন্তু বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত যে লি পো-র কালে 'ৎসে' লেখা ছিল অসম্ভব। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে 'ৎসে' লিখিত হয়নি। এর কবিদের মধ্যে চাঙ চি-হো (৭৩০-৮১০), তাই সু-লুন (৭৩২-৭৮৯) এবং ওয়েই ইঙ-উ (৭৩৬?-৮৩০?) প্রমুখেরা ছিলেন প্রসিদ্ধ। কিন্তু সুখ্যাত

লিউ ইউ-শি এবং পো চু-ই-র প্রয়াসেই 'ৎসে' যথার্থ অর্থে নতুন কালের কাব্যরীতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

লিউ তাঁর নিজের একটি 'ৎসে' সম্পর্কে বলেন, "আমি এটি লিখেছিলাম লো-তিয়েন-এর 'ৎসে'-র প্রতিউত্তরে এবং 'কিয়াং নান-এর স্মরণে' নামীয় সুরের কথা হিসাবে। এই প্রথম অবশ্য একজন কবির স্বীকৃতিতে জানা গেল যে সুরের ভাষার জন্যেই কবিতা রচিত হ'তো। লিউ এবং পো-এর 'ৎসে' ছিল কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী; ফলে স্বভাবতই তা যেমন পাঠককে আকর্ষণ করেছে, তেমনি 'ৎসে'র ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ সুগম করেছে।

তাং যুগের শেষাংশের বহু কবি এমত সুরের অনুসরণে কাব্য রচনায় মগ্ন ছিলেন। হুয়াংফু সুঙ(?), জেঙ্গুং তু (৮৩৭-৯০৮) এবং সম্রাট চাও ৎসুঙ (৮৬৭-৯৭০) এমত কবিদের মধ্যে জনপ্রিয়। কিন্তু সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন ওয়েন তিং-ইউয়ান (৮১২-৮৭০), কাব্য-ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সমকালে অবিস্মরণীয়। ওয়েন ছিলেন তৎকালের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কোন সার্থকতাই অর্জন করতে পারেননি। পরিণামে হতাশায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন গণিকালয়ে আর রঙ্গশালায়; সঙ্গী ছিল গণিকারা আর গায়কেরা। ফললাভে তাঁর কাব্যরচনা যেমন মুখ্যত সুরনির্ভর তেমনি বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে গণিকাদের জীবন, তাদের ভালবাসা, আশা ও নৈরাশ্য। তাঁর 'ৎসে'র দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়; বর্তমানে দুটিই দুষ্প্রাপ্য। 'হুয়া চিয়েন চি'[১] (পুষ্পোদ্যানে)-তে সংকলিত তাঁর ষাটটি কবিতা উনিশটি সুরের উপর নির্ভর করে রচিত। নিম্নে একটি উদ্ধৃত হোল:

"নক্ষত্রেরা নির্বাপিত,
সংগীত সমাপ্ত,
পর্দার ওপারে উষা,
কালো-ডানা, সোনালী পাখির কাকলি
চাঁদ ডোবার সময়ে।

ঘন শিশির
উইলো গাছে বাতাসের চাবুক
আঙিনা জুড়ে
ঝরা ফুলের রাশ।

একটা নির্জন ছাত
রেলিংয়ের পাশে আমি চেয়ে
আমার ব্যাকুলতা, আমার বিষাদ,
সব গত কালের ব্যাপার।

এমন করে বসন্ত চলে যাবে
কিন্তু তোমার চিন্তা যে মনে নিরন্তর
আর আমার ভালবাসা? সে তো স্বপ্ন হয়ে গেছে।

জেডের ধূপদানি থেকে আসছে সুগন্ধ
লাল মোমবাতির গা দিয়ে গলে নামছে কান্না
আমার গায়ে মোমবাতির আলো কেন?
শরতের রাতে আমি যখন ব্যাকুল কামনায় হারিয়ে গেছি?

ভুরু আঁকা হয়নি,
চুল এলোমেলো,
রাতটা লম্বা
বিছানা অনুষ্ণ।

কোলা-বাদাম গাছে,
বৃষ্টি পড়ছে,
মাঝরাতে,

বৃষ্টি কি জানে
বিচ্ছেদ এমন করে দীর্ণ করে দেয় ?

কোলা-বাদাম গাছের পাতার পর পাতা
বৃষ্টির ফোঁটা, আবারও বৃষ্টির ফোঁটা
আমার রিক্ত পায়ের ছাপের পরে, পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে
ভোর অব্দি।"

(কেং লু ৎসে-র সুরে)

ওয়েন-এর কবিকৃতি তাঁর জীবৎকালেই বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয় এবং পরবর্তীকালের অনেক কবিই তাঁর কাব্যরীতি অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন 'হুয়া চিয়েন চি' দলের মধ্যমণি। এই 'হুয়া চিয়েন চি' একটি কাব্য সংকলনের নাম. এতে সংকলিত হয়েছে পাঁচ পুরুষের কবিতা, মুখ্যত সু-রাজত্বকালের। ৯০১ থেকে ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল চীনের ইতিহাসে অত্যন্ত নৈরাজ্যের। একদিকে অনধিক পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাঁচটি রাজবংশের উত্থান-পতন; অন্যদিকে চীনের অন্য অংশে দশটি খণ্ড রাজ্যের জন্ম; বৈদেশিক উপজাতির আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনাবলী এ-সময়েরই। অবশ্য এর মধ্যে সু এবং দক্ষিণ তাং রাজ্য মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্যের বাইরে থেকে আসা প্রতিভাবান মানুষের সহযোগিতায় এ-দুটি রাজ্যের আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে; তদুপরি এই রাজ্যের শাসকেরা হয় নিজেরাই ছিলেন কবি অথবা কবিতার অনুরাগী, স্বভাবতই 'ৎসে'র প্রসার ও বিকাশ ঘটে অনিবার্যভাবেই।

'হুয়া চিয়েন চি' আঠারো জন কবির দশখণ্ডে পাঁচশত কবিতার সংকলন; এর মধ্যে বাষট্টির বেশী কবিতার লেখক ওয়েন তিং-ইউয়ান। এই সংকলনে ওয়েন-এর কবিতা প্রথমেই স্থান পাওয়ার অর্থই হোল তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব সমকালীন রসজ্ঞ ও সমালোচকেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এবং এই সংকলনের অন্য কবিদের মধ্যে একমাত্র ওয়েই চুয়াং (৮৫৫-৯২০) ব্যতীত 'ৎসে' রচনায় অন্য কেউই

কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। যদিচ ওয়েই প্রায়শ ওয়েন-এর মতই বাইজী ও গণিকাদের নিয়ে 'ৎসে' রচনা করেছেন, তথাপি তিনি গুরুভার শব্দাবলীর বর্জনে তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, যা ওয়েন-এ বারংবার লক্ষণীয়। এখানে তাঁর একটি 'ৎসে' উদ্ধার অনিবার্য :

"কাল, ঠিক মাঝরাতে
স্পষ্ট দেখলাম তোমাকে
কতক্ষণ কথা কইলাম তোমার সঙ্গে
এখনো তোমার মুখ পীচ ফুলের মত ?
যেমন ভুরু কুঁচকোচ্ছিলে তুমি, ভুরু সেই উইলো পাতার
মতই তন্বী।

লজ্জাবনতা তুমি, আবার সুখীও
চলে যেতে চেয়েও থেমে থাকছিলে।
জেগে যখন বুঝলাম, সব স্বপ্ন
অতল অপার দুঃখে তলিয়ে গেলাম ॥"

(কু কুয়ান ৎসে-র সুরে)

জনপ্রিয়তায় নিরিখে একালে লী ইউ (৯৩৭-৯৭৮) বা লী হৌ ৎসে-র কবি হিসাবে খ্যাত ছিল সবিশেষ। দক্ষিণ তাং-এর সম্রাট লী-র পিতা লী চিয়াং (৯০৬-৯৬৯)-ও ছিলেন কবি। কথিত আছে লী চিয়াং একদা খারাপ 'ৎসে' লেখার জন্য তাঁর প্রধানমন্ত্রী কবি ফেঙ ইয়েন ই-কে ভর্ৎসনা করেন ; ফেঙ অবশ্য সম্রাটের কবিতাকে সার্থকই বলেছেন। লী চিয়াং-এর পরশ্রীকাতরতা থাকা অসম্ভব নয় কিন্তু এ-তথ্য প্রমাণ করে যে একজন সম্রাট কী পরিমাণ 'ৎসে'-র অনুরাগী ছিলেন।

লীর কবিতাকে দু'পর্বে বিভক্ত করা চলে : সুঙ সেনাবাহিনীর হাতে তাঁর আত্মসমর্পণের পূর্বেকার ও পরবর্তীকালের কবিতা। রাজ্যশাসনে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না সম্ভবত তাঁর, কারণ জানা যায়

যে মুহূর্তে সুঙ সেনাবাহিনী তাঁর রাজ্য প্রবেশ করে, তখন তিনি বৌদ্ধ মঠে বসে সূত্র পাঠ শুনছিলেন। রাজ্যহারা হবার পর লিখিত তাঁর 'ৎসে'গুলিই শ্রেষ্ঠ কবিকৃতিরূপে স্বীকৃত। তাঁর দেশপ্রেম, ঐতিহ্যের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ এই 'ৎসে'গুলিতে এত গভীরভাবে ব্যাপ্ত, যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানী অধিকৃতি কালে চীনা যুবকেরা লী ইউ-র 'ৎসে' পাঠ করে স্বদেশাত্মার জন্য চোখের জল ফেলতো। কিন্তু এই কাব্যই লী ইউ-র মৃত্যুর কারণ; সুঙ-সম্রাট তাই ৎসুঙ তাঁর কবিতা পাঠে এতদূর ক্ষিপ্ত হন যে বিষপ্রয়োগে লীকে হত্যা করতে আদেশ দেন; মাত্র বিয়াল্লিশে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর দুটি বিখ্যাত 'ৎসে' নিম্নপ্রকার :

(১) "পর্দার ওপার থেকে বৃষ্টিধারার টুপটাপ
বসন্ত বিগতপ্রায়।
ভোরের ঠাণ্ডায় রেশমের লেপেও গা তাপে না
আমি যে নির্বাসিত, তা ভুলে গিয়ে
স্বপ্নে কেড়ে আনলাম আরেকটা সুখের মুহূর্ত।

একা একা ছাতে দাঁড়াতেও সাহস করি না,
ছেড়ে আসার ব্যাপারটা বরং সহজ ছিল
এখন খুব কঠিন ফিরে গিয়ে আবার দেখা
আমার স্বদেশ, তার পাহাড়, তার নদী।
বসন্ত চলে যাচ্ছে
যেমন করে বয়ে চলে যায় জল
ফুলগুলো ঝরছে আর ঝরছে
এই পৃথিবীতেই স্বর্গের খোঁজ মিলত যদি!"

(২) "বসন্ত কখন থামাবে ফুল ফোটানো?
শরতের চাঁদ থামাবে আলো ঢালা,
অতীতের কতখানি সত্যিই জানা যায়?

কাল রাতে আবার আমার ছোট্ট ছাতে বয়েছিল
বসন্তের বাতাস
লুটিয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্না। ঘরের কথা ভাবতে ভরসা হয়নি।

নকশাকাটা রেলিং আর জেড পাথরের সিঁড়ি হয়তো তেমনিই
আছে
কিন্তু মুখের গোলাপ গেছে ঝরে
কত দুঃখ সইতে পারে মানুষ ?
বসন্তের বানভাসি নদীর সদৃশ্য আমার দুঃখ
পুব পানে বয়ে চলা তার।[১০]

৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ রাজত্বে যখন চীন রাজ্যহিসাবে সংযুক্ত হয়, তখন প্রধান সমস্যা ছিল পুর্নবাসন। আর রাজ্যের আর্থনীতিক অবস্থার যুদ্ধকালীন সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে লেগেছিল আরও পঞ্চাশ বছর; স্বভাবতই ততদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক উন্নয়নও ছিল অসম্ভব। একালীন চিন্তাবিদেরা বিশেষভাগে গদ্যরচনার ওপর গুরুত্ব দেন এবং ফলত 'ধ্রুপদী গদ্য' আন্দোলন কিছুটা সার্থকতা লাভ করে। 'ৎসে' রচনায় কবিদের উৎসাহ বর্ধিত হয়। ইয়েন সু (৯৯১-১০৫৫), আউইয়াং শিউ, ইয়েন চি-তাও প্রমুখেরা কেঙ ইয়েন-ই, ওয়েন তিং-ইয়ুন, ওয়েই চুয়াং এবং লী ইউ-র পথে গীতিময় ছোট 'ৎসে' রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে এই কবিতাগুলিতে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এতই কম যে কোনটি কার রচনা তা নির্দেশনা কঠিন; বিশেষ করে কেঙ ইয়েন-ই এবং আউইয়াং শিউ-র। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত কেন চুং-ইয়েন (৯৮৯-১০৫২)-এর 'ৎসে'।

কিন্তু 'ৎসে' লেখকদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হোল যখন তাঁদের রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল, তৎকালে তাঁদের রচিত 'ৎসে' গুলি সংকলিত হয়নি। ফলে বহু 'ৎসে' বিস্মৃত। অবশ্য এর যথার্থ কারণ নির্ণয় বর্তমানে কঠিন; সম্ভবত, এই সংগীতগুলি গণিকালয়ে ও সরাইখানায় গীত হতো বলে, পরবর্তীকালে যখন এর রচয়িতারা খ্যাতি

ও প্রতিপত্তি পেয়েছেন, তখন স্বভাবতই তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করে সংগ্রহ থেকে বাদ দেন। জানা যায়, চি তাও, তাঁর বাবা নরনারীর প্রেম বিষয়ে 'ৎসে' লিখেছেন একথা প্রবলভাবে অস্বীকার করেন যদিচ ইয়েন স্যু-র 'ৎসে' মুখ্যত প্রেমনির্ভর। আউইয়াং শিউ-র শিষ্যদের বক্তব্যে তাঁর নামে প্রচলিত 'ৎসে'গুলি তাঁর শত্রুদের রচনা। কার্যত একারণেই 'ৎসে' ততদিন পর্যন্ত যথার্থ অর্থে বিকশিত হয়নি, যতদিন না লিউ ইউং এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেক্ষাপটে ; কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না তাঁর ; অনুরক্তি ছিল এক মাত্র গণিকাদের সাহচর্যে।

দুই

লিউ ইউং বা লিউ সান-শিয়েন (তাঁর আসল নাম)-ই চীনা সাহিত্যের প্রথম কবি, যিনি একমাত্র কবিখ্যাতির কারণেই ভবিষ্যৎ জীবনের পার্থিব উন্নতি থেকে বঞ্চিত হন। সমস্ত জীবন তিনি একমাত্র 'ৎসে' রচনা করেছেন এবং তৎকালীন বিদ্যাবানদের ধারণায় ওটি ছিল নিতান্ত নীচু স্তরের কাব্যরীতি। প্রথম যৌবন থেকেই লিউ ভালবেসেছিলেন বাইজী আর গণিকাদের ; তাঁর সমস্ত গান ছিল তাদের জন্যেই আর তারাও কোন নতুন সুর আহরণ করলে লিউ রচনা করে দিতেন সে-সুরের জন্যে বাণী। তাঁর জীবৎকালে চীন ছিল শান্তিপূর্ণ ; শিন এবং তাতাররা ক্রমে উত্তরে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধেনি। এমত পরিবেশে জনগণ ব্যক্তিগত জীবনে স্থিত থাকায়, সংগীতের প্রসার ঘটে এবং মুখ্যত নতুন সংগীতের উৎস ছিল গণিকালয়গুলি। কাব্য ও সংগীতের এই মিলন 'ৎসে'-র ক্ষেত্রে স্বভাবতই ফলপ্রসূ হয়েই দেখা দেয় ; পারক্রম কাব্য-রচনা সংগীতের ঐশ্বর্য পায়। একালে দু'প্রকারের 'ৎসে'-র সন্ধান মেলে : দীর্ঘ বর্ণনাধর্মী এবং সহজবোধ্য প্রথমটি হোল 'মান ৎসে' বা অবসরের ৎসে

আর দ্বিতীয়টি সংক্ষিপ্ত আবেগময় 'শিয়াও লিং'। অবশ্য পণ্ডিত ও মন্ত্রীরা যে 'ৎসে' লেখেন নি এমন নয়; 'ৎসে'-তে প্রেম ও কামনা ছিল সকলেরই বিষয় এবং ভাবনার আদান প্রদানেও এর ব্যবহার ছিল। যেমন, চাঙ শিয়েন (৯৯০-১০৭৮) লেখেন, "মেঘ সরে গেল/চাঁদ দেখা দিল দিগন্তে/আর ফুলেরা শুরু করলো তাদের ছায়ার সঙ্গে খেলা" এবং সুঙ চি (৯৯৮-১০৬১) লেখেন, "অ্যাপ্রিকট গাছের শাখায় লাল ফুলের সঙ্গে চলেছে বসন্তের হাওয়ার লড়াই।"

লিউ লিখেছেন একই বিষয়ে আর প্রেমের ক্ষেত্রে বেদনা ও আহত হৃদয়ের কথা। স্বীকার্য অনেকেই বিষয় হিসাবে উক্তের ব্যবহার করেছেন কিন্তু লিউ-র মত কোনজনেরই ছিল না অন্তর্দৃষ্টি বা গভীর জীবনবোধ।[১১] লিউ-র অন্যতম বিখ্যাত 'ৎসে' নিয়ে উদ্ধৃত হোল:

"সকল প্রার্থীদের সর্বোজ্জ্বল তালিকার সর্বোচ্চে থাকবার
সুযোগ হারালুম, সে নেহাত দুর্ঘটনাই।
তাই এই মুহূর্তে আমার গুণপনার কোন স্বীকৃতি নেই
এই কীর্তিত সময়ে। কি করি এখন?
তবে সুযোগ যদি হারালামই
যা ভাল লাগে তা করব না কেন?
লাভ ক্ষতির কথা কয়ে কি হবে?
এক গুণী ৎসে রচয়িতা
নিশ্চয় বেসরকারী মন্ত্রী?
প্রমোদ-বিলাসের গলিতে, আস্তানায়
এখনো ছবি দিয়ে ঢাকা-পর্দা তৈরি হয়
সেগুলো দেখার জন্যে বহু প্রেয়সী থাকে যদি,
তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য কি হতে পারে?
এস! তোমায় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলা যাক
তোমাকেও। জীবন ভোর আমি
ভালবাসাবাসিতে বড় আমোদ পেয়েছি।

যৌবন তো ক্ষণিকের,
তাহলে কেমন করে বদলাবদলি করি বলো, পলাতক যশের সঙ্গে
তোমার হাসি ? যখন তুমি সুরা ঢেলে দাও আমাকে,
কোমল সুরে গান গেয়ে শোনাও ?"

সমস্ত জীবন 'ৎসে' রচনায় তদ্‌গতচিত্ত ছিলেন লিউ এবং তাঁর জীবৎকালেই তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয় দেশান্তরে। ইয়ে মেঙ তে তাঁর 'পি সু লু হুয়া' (গ্রীষ্মবকাশের দলিল) গ্রন্থে এ-বিষয়ে প্রামাণ্য বক্তব্য উপস্থাপনা করেন।[১২] 'চিয়েন তাং ই শিহ্'[১৩] (চিয়েন তানের স্মৃতিকথা) গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী শিন-এর শাসক সুঙ লিয়াং, লিউয়ের 'ৎসে'-তে বর্ণিত চিয়েন তাং-এর সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হয়ে চীন আক্রমণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। লিউ ইউয়াং-এর 'ৎসে' পণ্ডিতদের দ্বারা নিন্দিত হলেও সমকালে তার প্রভাব এড়ানো ছিল অসম্ভব। চিন কুয়ান, হো চু (১০৫২-১১২৫) এবং চৌ পেঙ-ইয়েন প্রমুখ প্রখ্যাত কবিদের ওপর প্রভাব অনস্বীকার্য। সু তুং-পো-র ভাষ্যে তিনি ছিলেন তাংযুগের শ্রেষ্ঠতম কবি।[১৪] 'মান ৎসে'র স্রষ্টার প্রতি এমত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অবশ্যই যথার্থ।

কিন্তু রীতি হিসাবে 'ৎসে'র যথার্থ সার্থকতা ঘটে সু তুং-পোর হাতে। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি, 'ৎসে' রচনা তাঁর সাহিত্য কর্মের অংশমাত্র, যেন 'বিশাল সমুদ্রের একটি মাত্র পাহাড়প্রমাণ ঢেউ'।[১৫] তিনি 'ৎসে'-কে তার অন্ত্যজ অস্তিত্ব থেকে তুলে এনেছিলেন সম্ভ্রান্ত কবিতার স্তরে এবং ইতিহাস, দর্শন, প্রভৃতি বিষয়ের বাহনরূপে পরিণত করেন। পূর্বকালের সমস্ত প্রচলিত ধারণা পরিত্যাগ করে তিনি লি পো-র মত 'ৎসে'-র ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটালেন ; সংগীতের প্রচলিত বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করে শুধুমাত্র কাব্যের প্রয়োজনেই একে ব্যবহার করলেন এবং সূক্ষ্মতর অনুভূতি ও কাব্যসৌন্দর্যে তাকে দিলেন নতুনতর রূপ।

সু তুং-পো-র প্রতিভা ছিল বিদ্রোহী। তাঁর চিত্রশিল্প ও চিত্র লিপি কদাচ প্রচলিত ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নি এবং সেই সঙ্গে

তা পৌঁছেছিল নন্দনতাত্ত্বিক সার্থকতায়। তাঁর গদ্যরীতিও ছিল সমকালীন গদ্যশিল্পের গুরুতুল্য আউইয়াং শিউ প্রমুখের চেয়ে ভিন্ন। তিনি বলেছেন যে, প্রবন্ধরচনার সমস্ত ব্যাপারটাই হোল হাওয়ায় ভর করে সমুদ্রে ভেসে পড়া, কোন পূর্বনির্দিষ্ট গন্তব্য স্থির না করেই। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন, তা হোল যেন বিষয়টি যথাযথ বর্ণিত হয় এবং কোথায় অকারণ বাগাড়ম্বর না ঘটে। আউইয়াং শিউ প্রসঙ্গত সু-র রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ-যেন সেই যুবতী নারী যিনি জনসমক্ষে আসেন তাঁর সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে-মুছে ফেলে।

লিউ ইউং এবং সু তুং-পো-র পার্থক্য নির্ণয় করা চলে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে :

"সু তুং-পো একদা হান লিন আকাদেমীতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন ; সেই আকাদেমীর সম্পাদক ছিলেন সুগায়ক। একদা সু তাকে প্রশ্ন করেন, 'আমার ৎসে'-র সঙ্গে লিউ ইউং-এর 'ৎসে'-র প্রভেদ কোথায় ?' 'লিউ-র 'ৎসে'-র একটা লাইন যেমন, "উইলোর তীরে তীরে/সন্ধ্যায় উঠলো ঝড়/চাঁদের আলো আসছে কমে···" কোন সতেরো/আঠারো বছরের যুবতী গাইতে পারে মূল্যবান শব্দ-যন্ত্রের তালে তালে, আর আপনার, "মহানদী বয়ে চলে পূর্ব হতে" গাইতে পারে মাত্র কুয়াংসীর জোয়ানেরা লোহার করতাল বাজিয়ে'। মন্তব্য শুনে সু অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন।"[১৬]

লিউ ইউং-এর 'ৎসে' ছিল নিটোল, বিষাদময় এবং সূক্ষ্মতর চিন্তার বাহক আর সু তুং-পো-র 'ৎসে' পৌরুষ ও উচ্চকণ্ঠ, বন্ধনহীন এবং সরল। অবশ্য এর অর্থ এ-নয় যে, সু-র 'ৎসে'-তে কোন আবেগ নেই বা নেই কোন গভীরতা। সু তুং-পো-র 'ৎসে' সাধারণভাবে সংগীতের উপযোগী ছিল না ; তবে কখনও কখনও তিনি তা সংগীতের জন্যে পুনর্বার রচনা করতেন। অন্যপক্ষে লিউ ইয়ুং-এর 'ৎসে' ছিল সংগীতের জন্যেই। সমকালীন অন্য এক প্রখ্যাত কবি চৌ পেঙ-ইয়েন (১০৫৬-১১২১) 'ৎসে'-এর ক্ষেত্রে নতুনতর ব্যঞ্জনা আনেন শব্দচয়নে ও বাক্যবন্ধের নতুন প্রযোজনায়। চৌ পেঙ-ইয়েন সেই সঙ্গে সুরের

ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনেন এবং কয়েকটি নতুন সুরও সৃষ্টি করেন। 'ৎসে' রচনার ক্ষেত্রে রীতির সার্থক প্রয়োগ ও শব্দব্যবহারের তাৎপর্য তাঁকে পরবর্তীকালের চিয়াং কেই (১১৫৫ ?-১২৩০ ?), উ ওয়েন-ইঙ (?), চেঙ ইয়েন (১২৪৮-১৩২০ ?) প্রমুখ প্রখ্যাত কবিকুলের গুরুতুল্যরূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু রীতির ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ ও রূপকের অতিমাত্রায় ব্যবহার, এই কবিদের 'ৎসে'-কে দুর্বোধ্য করে তুলেছে।

১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিন-সৈন্যেরা চীন আক্রমণ করে এবং সম্রাট হুই ৎসুং ও শিন ৎসুংকে বন্দী করে। এ-বছরেই সম্রাট কাও ৎসুং বর্তমান হাংচৌতে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াংসী নদীর উত্তর দিকের অঞ্চলগুলি অধিকৃত হওয়ায় ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ফলে কবিদের স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলে সমকালীন অনেক কবিই রীতিমাফিক 'ৎসে' রচনার পথ পরিত্যাগ করে তাকে গভীর স্বাদেশিকতাবোধের বাহন করে তুললেন, সু তুং-পো-র সাবলীল রচনার ধারা অনুসরণে। এই কবিকুলের মধ্যে, ইয়াও কেই, শিন চি-চি, লু ইউ (১১২৫-১২০৯), এবং লিউ কে-চুয়ান (১১৮৭-১২৬৯) ছিলেন শ্রেষ্ঠ ; অবশ্য শ্রেষ্ঠতম হিসাবে সমালোচকেরা শিন চি-চি-র নামই উল্লেখ করেছেন।

অনেক পণ্ডিতের ধারণায় দক্ষিণ সুঙ রাজত্বকালের (১১২৭-১২৭৬) সর্বশ্রেষ্ঠ 'ৎসে' কবি ছিলেন শিন চি-চি। অবশ্য এই পর্বের সমস্ত কবিরাই মুখ্যত সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন আর তাঁরা মূল্য দিয়েছেন 'ৎসে' রচনার প্রচলিত রীতিকে এবং এভাবেই 'ৎসে'-র ধারা অব্যাহত থেকেছে।

নির্দেশিকা

১ 'ইউয়ান শী নিয়ে শিয়েন' (কাব্যপ্রসঙ্গে)।

২ 'ও পেই শী হুয়া' (কবিতা বিষয়ক বক্তব্য), 'ও পেই', তৃতীয় খণ্ড।

৩ তাং যুগে তু ইউ কর্তৃক লিখিত। এই গ্রন্থটি চীনদেশের প্রাচীন কাল থেকে তাং যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত কালের অর্থনীতি, সংগীত, প্রতিরক্ষা, আইন প্রভৃতি বিষয়ক অগ্রগতির ইতিহাস।

৪ আধুনিক কাংসু প্রদেশের উ ওয়েই।

৫ শিনকিয়াং প্রদেশের কুচে এবং সাইয়া জেলা।

৬ 'তাং যুগের ইতিহাস' নামে দুটি গ্রন্থ আছে। প্রথমটি শিন যুগের (৯৩৬-৯৪৬) লিউ সুন সম্পাদিত এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদনা করেন আউইয়াং শিউ এবং অন্যান্যেরা।

৭ ওয়েই প্রদেশের একটি লোকসংগীত ; 'শি চিং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৮ চুৎসে-মৌ-এর 'চিয়েন চিয়েন ই শু' (চিয়েন চিয়েন-এর সংগ্রহ)।

৯ চৌ ৎসুং-চু সম্পাদিত

১০ আপন প্রদেশ দক্ষিণ তাং-এর জন্য তাঁর ব্যাকুলতা এখানে বিবৃত হয়েছে।

১১ সুঙ যুগের চাঙ সুঙ সিং লিখিত 'হুয়া মেঙ লু'

১২ দুই খণ্ডে সুঙ যুগে প্রকাশিত।

১৩ ইউয়ান যুগের লিউ ই-চিং কর্তৃক দশখণ্ডে প্রকাশিত।

১৪ চাউ তে-লিন-এর 'হাউ শিন লু' অনুযায়ী সুঙ যুগে লিখিত।

১৫ লী চিং-চাউ, 'চাউ শি ইউ ইও ৎসুং হুয়া' (চাউ শি-র সন্ন্যাসী ধীবরের নানা লেখা)

১৬ সুঙ যুগের ইউ ওয়েন-পাউ লিখিত 'ৎসুই চিয়েন লু' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

নবম অধ্যায়

এক

স্মর্তব্য যে, তাং যুগের 'নতুন-রীতির' কবিতা যখন কেবলমাত্র রীতিসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়, তৎকালে সুং যুগের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিতেই 'ৎসে'-র উদ্ভব। ইউয়ান যুগে (১২৭-১৩৬৭) প্রায় একই কারণে 'চু'[১] কবিতার সূত্রপাত। দক্ষিণ-সুং রাজত্বকালের (১১২৭-১২৭৬) শেষভাগে 'ৎসে' রচনা, রীতিকাঠিন্য, শব্দচাতুর্য ইত্যাদির কারণে স্বল্প কয়েকজন কবিরাই মাত্র এবংবিধ কাব্যরচনায় পারঙ্গম প্রতিপন্ন হন। স্বভাবতই কবিদের অনেকেই তখন এই রীতিকে আর সমকালীন ভাবনা প্রকাশের বাহনরূপে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী ছিলেন না। সাধারণ মানুষও আর 'ৎসে'-র কথায় তাদের সুর মেলাতে পারছিল না, যদিচ এগুলি রচিত হয়েছিল গীত হবার জন্যেই।

এইকালে বৈদেশিক উপজাতিরা চীনদেশ আক্রমণ করে এবং কিছু অংশ অধিকার করে নেয়। উত্তর-পশ্চিম চীনে শিতান উপজাতীয় লোকেরা লিয়াও রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে। শিতানদের পরাজিত করতে যে-তাতাররা চীনাদের সহায়তা করেছিল, তারা প্রতিষ্ঠা করে শিন রাজত্বের এবং ক্রমশ ইংয়াসী নদীর তীরবর্তী এলাকা ধরে নিজেদের রাজত্বের পরিধি বাড়াতে থাকে; আর চীন সম্রাট তাঁর পরিষদসহ দক্ষিণদিকে পালিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন সুং রাজত্বের। আক্রমণ-কারীদের সঙ্গে তাদের সংগীতও প্রতিষ্ঠা পায় এই দেশে আর জনগণও সে-সংগীতকে সাগ্রহে বরণ করে নেয়। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, শিউয়েন হো[২]-র রাজত্বকালে, "রাজধানীর পথে সাধারণ মানুষের কণ্ঠে শোনা যেন বিদেশী গান···এই গানগুলি ছিল চরমতম অশ্লীল, কিন্তু শিক্ষিতেরা পর্যন্ত এগুলিতে ক্রমশ আসক্ত হয়ে ওঠেন।"[৩]

পরিণামে পরিশীলিত কবিরা উক্ত বৈদেশিক সুর অবলম্বনে কথা রচনা করতে থাকেন। এবং এগুলিই 'চু' নামে পরিচিতি পায়।

প্রাথমিকভাবে 'চু' ছিল ছোট কবিতা এবং এর রীতি বা ছন্দ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। এই আঙ্গিককে বলা হোত 'শিয়াও লিং' বা ক্ষুদ্র সাদামাটা কবিতা। এই ধারার কাব্যচর্চার যে সামান্য অংশ অদ্যাবধি প্রাপ্তব্য, সেখানে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় লোকসংগীতের ছায়াপাত এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত, মার্জিতরুচি কবিদের প্রয়াসে বিদেশী সুরের তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ রেখে কাব্য-কথায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ; অবশ্য মধ্যবর্তীকালে সাধারণ কবিরা রচনা করেছেন উক্ত সুরের আধারে তাঁদের আপন অসংস্কৃত ভাষায় কবিতা। 'চু' কবিতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কুয়ান হান-চিং-এর দুটি 'শিয়াও লিং' নিয়ে উদ্ধৃত করা হোল :

"সবুজ-মসলিন ঢাকা জানলার ওপারে ছিল নৈঃশব্দ্য
কাছাকাছি ছিল না কেউ
ছেলেটি মহা উদ্বেগে হাঁটু গেড়ে বসল
একটি চুমোর আশায়।

'বেইমান!' বলে আমি মুখ ফেরালাম
ওকে বকলুম বটে
তবু আধেক বাধা দিলুম,
আধেক নিলুম মেনে।"

*

"ওকে বিদায় দিতে
চাইছিলুম, ও থেকে গেলেই হয়
ওর কামনার তৃষ্ণা মেটে না আমার।
ছাতে দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে জড়ায়
সাদা উইলো ফুল
চেয়ে থাকি—

নদী গেছে এঁকেবেঁকে
পাহাড়টা যেন বড্ড কাছে
যেখানে ওকে দেখতে পেতাম, সেখানে ও নেই।"

কোন কোন সমালোচকের মতানুসারে, মা শি-ইউয়ান ছিলেন 'শিয়াও লিং' রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; তাঁর শব্দের ব্যঞ্জনা ও রূপকের ব্যবহার বিস্ময়কর। তাঁর 'তিয়েন শিঙ শা' নামীয় ক্ষুদ্র কবিতাটি আবহমানকালের চীনা সাহিত্যে অদ্বিতীয়:

"শুকনো দ্রাক্ষালতা (জড়িয়ে আছে)
বৃদ্ধ গাছকে (যার ওপরে উড়ছে)
কালো কাকেরা;
ছোট সেতু (-র ধারে)
ছোট খাড়ি (-র ওপরে);
নির্জন বাড়ি (অবস্থিত);
অব্যবহৃত পথ (-এর পাশে)
শরতের হাওয়া
রুগ্ন ঘোড়া (-টি দাঁড়িয়ে)।

সূর্য অস্ত যায়
পশ্চিম দিগন্তে
(এবং) হতাশ-হৃদয় মানুষ
এসে দাঁড়ায় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে।"

মূল কবিতাটিতে যেভাবে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রেখে কবিতাটি অনূদিত হোল; কেবলমাত্র শেষ পঙ্‌ক্তিটি ছাড়া বাকিগুলিতে বন্ধনীর মধ্যে শব্দগুলি কবির নয়, বিষয়টির ব্যাখ্যার কারণে বর্তমান লেখকের সংযোজনা। ওগুলি বাদ দিয়ে পড়লে কবির শব্দ-রূপক গোচরীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বসমেত এই কবিতাটিতে আটাশটি চীনা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পাঠকের পক্ষে যদি এটাকে ছন্দে

রূপান্তর সম্ভব হয় তবে একজন চীনা ব্যক্তি যেভাবে এর রসগ্রহণ করেন, সেভাবেই তিনিও কবিতাটি উপভোগে সমর্থ হবেন।

শীঘ্রই অবশ্য 'শিয়াও লিং' কবিদের কাছে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হয়, কারণ এ-রীতিতে তাঁরা আর তাঁদের ভাবনাকে ভাষা দিতে পারছিলেন না। স্বভাবতই 'শুয়াং তিয়াও' বা দ্বি-স্বরের রীতি জন্ম নেয়; দুই বা তিনটি বিভিন্ন স্বরের ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য। এ-রীতির বিস্তার ঘটে 'তাও চু' অথবা বহু স্বরের রীতিতে; এই বহু স্বরের মধ্যে অবশ্যই থাকবে একটি মুখ্য স্বর এবং একই ছন্দে লিখিত হবে। এবং প্রায়শ প্রত্যেকটি কবিতার উপসংহারে থাকতো একটি বিশেষ বক্তব্য। এই তিন রীতির গীতিকবিতাকে বলা হোত 'সান চু'[৪] বা 'বিচ্ছিন্ন সংগীত'।

গীতিকবিতার এবম্প্রকার অগ্রগতির কালেই চীনা নাটকের সৃষ্টি। প্রাচীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে নাটক-সৃষ্টির ক্ষেত্রে চীনই সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ। যদিচ সংগীত, নৃত্য, পুতুলনাচ, ছায়ানাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। সুঙ রাজত্বকালের (৯৬০-১২৭৬) মধ্যেই কৌতুক ও বিদ্রূপাত্মক কাহিনীর অভিনয়ের সূত্রপাত ঘটে।[৫] এ-অভিনয়ে প্রথমে মাত্র পাঁচজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোত; পরে কবিরা একে ব্যাপ্তি দেন কাব্যশরীর প্রদান করে। অবশ্য 'কুংজে ৎসে'-র তুলনায় এর গুরুত্ব যথেষ্ট নয় এবং মুখ্যত গল্পের বিস্তারের জন্যে কবিদের এই সংলাপযোজনা 'পিয়েন ওয়েন'[৬]-এর প্রভাব এড়াতে পারে নি। 'কুংসে ৎসে'-ই প্রথম শিল্পরীতি, যা পরিণামে চীনা অপেরার জন্ম দেয়। এবং পশ্চিমী নাটকের সঙ্গে এইকালে পরিচিতি লাভ করবার পূর্বে উক্তই ছিল একমাত্র নাট্যকলা।

তাং যুগের ইউয়ান চেন লিখিত 'ইঙ ইঙ চুয়ান' গল্পের ভিত্তিতে রচিত চাও লিংশি-র 'শাঙ তিয়াও তিয়ে লুয়ান', 'কুংসে ৎসে' রীতির নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রীতির নাটকে যেহেতু সমস্ত গানগুলি একই সুর ও তালে গীত হোত, সেহেতুই 'চু কুঙ তিয়াও' রীতির প্রবর্তন ঘটে এবং এখানে বিভিন্ন সুর ও তালের

বিন্যাসে অপেরা নতুন জীবন পায়। ওয়াং সু-র মতে, "শি কেঙ-এর রাজত্বকালে ইউয়ান ইউ এবং সান-চুয়ান প্রথম 'চু কুঙ তিয়াও' সৃষ্টি করেন এবং সমকালীন শিক্ষিতজনেরা এর সংগীতে পারঙ্গম ছিলেন।"

যে তিনটি মাত্র 'চু কুঙ তিয়াও'[৭] বর্তমানে প্রাপ্তব্য, তার মধ্যে, নির্দ্বিধায় বলা চলে তু চিয়ে-ইউয়ান-এর 'শিয়েন ছো শি শিয়াং' শ্রেষ্ঠ। এটিও ইউয়ান চেন-এর 'ইঙ ইঙ চুয়ান' অবলম্বনে কিন্তু প্রভেদ এই যে মূলের অকস্মাৎ বিয়োগান্ত সমাপ্তির পরিবর্তে, সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবার তাগিদে এখানে নায়ক ও নায়িকার বিবাহের দ্বারা সমাপ্তি মিলনান্তিক করে তোলা হয়েছে। তদুপরি কিছু নতুন পাত্র-পাত্রীর সংযোজনা এবং কাব্যমাধুর্যে এটি চীনে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

উক্ত 'সান চু' এবং 'চু কুঙ তিয়াও' রীতির নৈকট্য ও মিশ্রণের ফলে সামান্যকালের মধ্যেই 'ৎসা চু' বা উত্তরের নাটক নামীয় নতুন চীনা অপেরার প্রবর্তন ঘটে। অবশ্য ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলদের দ্বারা চীন অধিকার ও ইউয়ান বংশের প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ফললাভই উক্ত অপেরার সূত্রপাত ঘটায়। যাযাবর মোঙ্গল জাতি তাং ও সুঙ যুগের কৃষি অর্থনীতিকে কেবল অগ্রাহ্য করে নি, বিপর্যস্ত করে দেয়। সেই সঙ্গে তারা নস্যাৎ করে চীনা সংস্কৃতিকেও; আর দক্ষিণ সুঙ রাজত্বের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেয়।[৮] একে চীনা ইতিহাসের অন্ধকার যুগই বলা উচিত। জনসাধারণ কেবলমাত্র বিজিতই হয়নি, সেই সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার ধারাও গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। মোঙ্গল রাজত্বের কুবলা খানের সময় থেকে এই ধ্বংসযজ্ঞ একটি বিশেষ রূপ নেয়; চীনা বিদ্যাবান ব্যক্তিবর্গকে কদাচ বারবনিতা বা ভিক্ষুকের চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হোত না এবং এর কারণ, সম্ভবত এভাবেই তারা চেয়েছিল কনফুসীয় মতবাদকে বিনষ্ট করতে। এবম্প্রকারে আপন ঐতিহ্যে জীবনযাপনের অধিকারে বঞ্চিত লেখকেরা সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্যে অন্য পথ খুঁজলেন; যাঁরা ছিলেন সংগীতে পারদর্শী, তাঁরা নিতান্ত আমোদ-প্রমোদের জন্যে তার ব্যবহার করে অর্থোপার্জনে

ব্রতী হলেন। এদিকে মোঙ্গল রাজত্বের বিস্তারের ফলে আন্তর্দেশীয় যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণের জীবনযাত্রায় আসে আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং তারা আমোদ-প্রমোদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অপেরা গৃহের মালিকেরা শিক্ষিত বিত্তবান ব্যক্তিদের এই কাজে ব্যবহার করতে থাকেন এবং এর ফলেই জন্ম নেয় উত্তরের নাটক।

এই নাটকের রীতি-প্রকৃতি বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যান কর্তব্য :

(ক) মূল পালা। 'তাও চু' বা একই মূল সূত্রে গ্রথিত বহু সুরের গীতিকবিতা ; এই প্রকার গীতিকবিতার সঙ্গে আছে সুরের নির্দেশ ও সংলাপ এবং অভিনয়ের নির্দেশাদি। পালা সম্পূর্ণ হোত চার অঙ্কে। অবশ্য কোন কোন লেখক 'চিৎসে' রীতি অবলম্বনে রচনাক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি থেকে মুক্তি খুঁজেছেন। 'চিৎসে' শব্দের অর্থ হোল ভূমিকা, কিন্তু উত্তরের নাটকে এর অর্থ 'সংযোজন'। এই সংযোজন কখনও বা ঘটতো পাত্রপাত্রীর ক্ষেত্রে, কখনও বা একটি পুরো অঙ্কের।

(খ) সংলাপ। একালীন পালায় চীনারা সংলাপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। 'ইউয়ান যুগের অপেরা সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ৎসাঙ মৌ-সুন বলেন যে, "অপেরায় যে গায়কেরা গান গাইতেন, তাঁরা নিজেরাই সংলাপ রচনা করতেন। একারণেই সম্ভবত এই সংলাপগুলি ছিল অশ্লীল ও অমার্জিত।" অবশ্য একালীন অপেরায় যে ভাল সংলাপও ছিল তার প্রমাণ মেলে কুয়ান হান-চিং এর 'তৌ ও ইউয়ান', ওয়াঙ শী-ফু-র 'পশ্চিমের ঘর' ইত্যাদিতে।

(গ) অভিনয়ের নির্দেশ। একে বলা হোত 'কো' বা নির্দেশ। চরিত্রের নামের শেষে এই নির্দেশ লেখা থাকতো ; যেমন, 'কাঁদতে থাক', 'ঠিক মাতালের মত অভিনয় করতে হবে', ইত্যাদি।

এতদ্‌ব্যতীত সাজসজ্জা সম্পর্কেও এখানে নির্দেশাদি থাকতো। কিন্তু উত্তরের নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হোল গায়ক-অভিনেতৃবৃন্দের সংখ্যাবৃদ্ধি ; এতে পাঁচটি পুরুষ গায়ক, দশটি মহিলা গায়িকা এবং অন্যান্য কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র থাকতো। এভাবে

উপস্থাপনার ফলে বিষয়ের ক্ষেত্রে জটিল গল্পের অবতারণা ও নাটকীয়তা গুণ আরোপিত হয়। অবশ্য কখনও কখনও একটি মাত্র গায়কই সমস্ত গীতিনাটকটির গান গাইতেন এবং এর ফলে তা সর্বদাই ক্লান্তিকর হয়ে উঠতো। শেষ দৃশ্যে অন্য গায়কদের কণ্ঠ মেলাতে দেওয়া হোত।

ইউয়ান বংশের পতনের প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চীনা নাটকের আলোচনা গ্রন্থ 'লু কুইয়েই পু' অনুসারে এই পর্বে ৪৫৮টি 'উত্তরের নাটক' লিখিত হয়। এই অপেরাগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, প্রথমত. ১৩৩০-এর পূর্বে মৃত লেখকদের রচনা এবং দ্বিতীয়ত, সমকালেও যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের রচনা। প্রথমোক্তদের বেশির ভাগই ছিলেন তা তু-র (বর্তমান পিকিং) বাসিন্দা আর অন্যেরা উত্তরাঞ্চলের; দ্বিতীয় দলের অনেকেই ছিলেন দক্ষিণ চীনের, প্রধানত হাংচো-এর মানুষ। উত্তরের নাটক মোঙ্গল বিজয়ীদের সঙ্গে দক্ষিণে আসে, অথবা 'কু কুইয়েই পু'-র সংকলক মুখ্যত উত্তরাঞ্চলের যে লেখকদের রচনা সংকলন করেন, তা ইউয়ান যুগের শেষাংশে দক্ষিণাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এরই ফললাভে সৃষ্ট হয় 'নান শি' বা দক্ষিণের নাটক।

সুঙ যুগের সম্রাট হুই ৎসাঙ-এর সময়কালেই দক্ষিণের নাটকের উদ্ভব; তৎকালে অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তিমাত্র মঞ্চে গল্প বলার স্বার্থেই দাঁড়িয়ে থাকতো, পরস্পরের সঙ্গে সংযোগবিহীন, নিস্পৃহ এবং উদাসীন। দক্ষিণের নাটকের যে তিনটির অস্তিত্ব বর্তমানে বিদ্যমান, সেগুলি হোল, 'ছোট সূর্য তু', 'চাঙ সিয়ে চুয়াং-ইউয়ান', এবং 'হুয়ান-মেন ৎসে-তি ৎসুয়ো লি সেঙ' (একজন রাজকর্মচারীর সন্তানের ভুলভ্রান্তি)। এগুলি কোনক্রমেই উচ্চমানের নয় কিন্তু উত্তরের নাটকের সঙ্গে প্রভেদ নির্ণয়ে মূল্যবান। প্রথমত, উত্তরের নাটক বিভক্ত ছিল অনেক অঙ্কে আর দক্ষিণের ছিল মাত্র একটি অঙ্ক ও ভূমিকা। দ্বিতীয়ত উত্তরের নাটকে একটি অঙ্কের গান মাত্র একজনের দ্বারাই গীত হোত, আর দক্ষিণের নাটকে সেখানে ব্যবহৃত হোত

প্রত্যেকটি গানের জন্য একজন গায়ক। তৃতীয়ত উত্তরের নাটকের একটি মূল সুরের উপর ভিত্তি করে সমগ্র অঙ্কে সুরবিন্যাস আরোপিত হোত, সেখানে দক্ষিণের নাটকে এবম্প্রকার কোন নিয়ম ছিল না।

যখন উত্তরের নাটক দক্ষিণে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে, সেকালে দক্ষিণের লেখকেরা প্রতিযোগিতার কারণেই নিজেদের নাটক সম্পর্কে সচেতন হন এবং এর রীতি ও বিষয়বস্তুর উন্নতিসাধনে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, ইউয়ান যুগের সমাপ্তি ও মিঙ বংশের (১৩৬৮–১৬৪৩) সূত্রপাতের পূর্বে কোন সার্থক দক্ষিণের নাটকের সৃষ্টি হয়নি। এই নাটকগুলির মধ্যে, 'কুকুর হত্যা', 'সাদা খরগোশ', 'চাঁদের কাছে প্রার্থনা,' 'পিপার গল্প', এবং 'চিয়াং চা-র গল্প' সমধিক খ্যাত। এর মধ্যে প্রথম তিনটি প্রাচীন প্রচলিত গল্পের ভিত্তিতে রচিত; চতুর্থটির রচয়িতা কাও মিং; এবং শেষটির রচয়িতা মিঙ বংশের রাজকুমার নিঙ শিয়েন। এগুলির মধ্যে 'পিপার গল্প'ই (পিপা হোল চার তারের চীনা বাদ্যযন্ত্র) সর্বশ্রেষ্ঠ। বিয়াল্লিশটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকটি চাউ উ নিয়াং নাম্নী এক গ্রামবধূর গল্প। স্বামী ৎসাই পো-চিয়া গ্রাম ছেড়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে রাজধানীতে চলে গেলে চাউ উ নিয়াং শ্বশুর-শাশুড়ীর সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়, ওদিকে রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করে ৎসাই তার নিজের স্ত্রীকে ভুলে যায়। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, উ নিয়াং-এর প্রয়াস সত্ত্বেও তার শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু হয়; কোনমতে তাদের সৎকার সেরে পিপা বাজিয়ে ভিক্ষে করে করে সে শহরে পৌঁছয় এবং খুঁজে পায় তার স্বামীকে, সেখানে স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর দয়ায় সে আশ্রয় পায় স্বামীগৃহে। সম্রাট তার ভালবাসা ও মর্যাদাবোধের কথা জানতে পেরে ৎসাই পো চিয়াকে গ্রামে ফেরত পাঠান এবং অর্থ ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'পিপার গল্পে'র সরল রচনাশৈলী ও পাত্র-পাত্রীদের আবেগের অকুণ্ঠ প্রকাশ এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। নিম্নে ঊনত্রিশ

সংখ্যক দৃশ্যে, যেখানে উ নিয়াং শহর-যাত্রার পূর্বাহ্নে তার শ্বশুরের সমাধিস্থলটি শেষবার পরিদর্শনের জন্যে যাবে, তা উদ্ধৃত হোল :

তান* :

"কতদিন হোল তিনি নেই, একমাত্র স্বপ্নের কয়েক মুহূর্তে ছাড়া
আর আমি তাঁকে দেখতে পাই নি।
এমনকি যতবার তাঁকে আমি স্মরণে আনতে চেয়েছি
কোন ছবি আসেনি আমার মনে।
যতবার তাঁর কথা ভেবেছি, কেবল অবিরল অশ্রুজলের ধারায়
সিক্ত হয়েছি
আমি আমার হৃদয়ের এই বেদনা কেমন করে প্রকাশ করবো ?
দিনের পর দিন অনাহারে কী কষ্ট তিনি পেয়েছেন
তা আমি কেমন করে বলি,
তাঁর ভাষাহীন চোখের বেদনা—
কখনো উজ্জ্বলতায়, কখনো ক্লান্তিতে খুঁজেছে তাঁর আপন
সন্তানকে।
আমি কেবল জানাতে পারি তাঁর উস্কখুস্ক চুল
আর ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের দুর্দশা।
না, না !
যদি আমি বলতে পারতাম কোনও সুস্থ সবল মানুষের কথা,
কিন্তু আমার শ্বশুর তো থাকতে পারেননি।
তাঁর আত্মা তো এখন অনেক অনেক দূরে
এখন আমি একা, কেউ আর আমার ওপরে নির্ভর করবে না।
আজ শুরু করতে হবে মাইল মাইল পদযাত্রা,
আমার বড়ো ভয় করছে,
এখন শেষবারের মত আমি তাঁর সমাধিক্ষেত্রে যাব,

কোরাস :

যেদিকেই আমি তাকাই, দুঃখের সমুদ্র।
আমার অশ্রুজলের প্লাবন তখন মাটিতে
বন্যা হয়ে নামছে।"

'চুয়ান চি'-র এমত জনপ্রিয়তার কাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, মিঙ-রাজধানী শীঘ্রই বর্তমান নানকিং থেকে পিকিং-এ স্থানান্তরিত হয়, সেখানে তখন উত্তরের নাটকের প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা। সেইসঙ্গে সম্রাটের আনুকূল্যও পেল তারা। অন্যপক্ষে 'চুয়ান চি'-র অভিনেতারা নির্দেশনার অভাবে ক্রমশ দিশেহারা হতে থাকলেন এবং অবশেষে বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হোল উক্ত নাট্যরীতি। দু'শো বছর পরে, শিয়া শিঙ-এর রাজত্বকালে (১৫২২-১৫৬৬) সুখ্যাত ওয়েই লিয়াং-ফু'র প্রয়াসে 'চুয়ান চি' পুনর্জীবিত হয়। যতদূর জানা যায়, ওয়েই ছিলেন একজন খ্যাতনামা সুরকার; দশ বছরের অক্লান্ত প্রয়াসে ইনি 'কুন শিয়াং'-এর জন্যে নতুন সুর ও গায়নরীতির প্রবর্তন করেন। এটি 'চুয়ান চি'-র গীতগুলির চারপ্রকার গায়কীর অন্যতম। এই সুরের প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি পায় যে কেবলমাত্র 'চুয়ান চি'-ই এই রীতিতে গীত হতে থাকে তাই নয়, উত্তরের নাটকেও এই সুরের প্রভাব স্পষ্টতর হতে থাকে। পরিণামে 'চুয়ান চি' পুনর্বার স্বীকৃতি পায়।

লিয়াং ৎসেঙ-ইয়-র 'হুয়ান শা' বা 'কাচা কাপড়' থেকে রূপকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; 'কুন চিয়াং'-এ লিখিত এটিই শ্রেষ্ঠ 'চুয়ান চি'। কালক্রমে 'চুয়ান চি' "কেবলমাত্র এর রুচিশীলতা ও সৌন্দর্য-বোধই হারালো না, সেই সঙ্গে আবেগের যথার্থ প্রকাশের ক্ষমতাও ব্যাহত হোল।"[১০] লেখকেরা এর বহিরঙ্গের চিন্তাতেই মগ্ন হ'লেন এবং সংগীতেও তা প্রয়োগ করতে থাকলেন; ফলে স্বভাবতই 'চুয়ান চি' সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোল। পরে তাং শিয়েন-ৎসু (১৫৫০-১৬১৭) 'চুয়ান চি'-র' প্রচলিত নিয়ম ভেঙে একে অন্য খাতে প্রবাহিত করেন। তাঁর হাতে গড়ে ওঠে নতুন অপেরা। এরই পরিণামে, আবির্ভূত হন মিঙ যুগের লী ইউ, ইউয়ান তা-চিয়েন, প্রমুখেরা এবং চিং যুগের (১৬৪৪-১৯১১) হুঙ সেঙ, কুং সেঙ-জেন ও অন্যান্যেরা; এঁদের রচিত 'চুয়ান চি' অদ্যাবধি জনপ্রিয়। এখানে অবশ্যই শেন চিং-এর নামোল্লেখ অনিবার্য; 'চুয়ান চি'-র নবজন্মে এঁর অবদানও যথেষ্ট। যদিচ এঁর সামান্য রচনাই বর্তমানে লভ্য।

চিং বংশের চিয়েন লুং (১৭৩৫-১৭৯৫)-এর রাজত্বকালে 'চুয়ান চি' এবং 'হুয়া পু' বা বিভিন্ন জেলার স্থানীয় অপেরায় সংমিশ্রণ ঘটে। দ্বিতীয়টি ছিল সহজবোধ্য, এর সুর ছিল জনপ্রিয় এবং বিষয়াবলী ছিল বহুরকমের। মুখ্যত হুপেই এবং আনহুয়েই প্রদেশে এর উদ্ভব ; শিয়েন ফেঙ (১৮৫১-১৮৬১)-এর কালে তা পিকিং-এ আসে। চেঙ চেঙ-কেঙ এই অপেরার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন ; 'পি হুয়াং' নামে প্রচলিত এই অপেরা মুখ্যত 'কুন চিয়াং' এর ভিত্তিতে রচিত। পরে এই অপেরা পিকিং-এর কথিত ভাষায় রূপান্তর পায়, এবং 'এর হুয়াং' অথবা 'চিং শি' বা পিকিং অপেরা নামে পরিচিত হয়। এটিই হোল অদ্যাবধি প্রচলিত চীনা অপেরার মূল রীতি।

দুই

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কুয়ান হান-চিং, ওয়াঙ শি-ফু এবং তাং শিয়েন-ৎসু-র জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কিত আলোচনা অবশ্য কর্তব্য।

কুয়ান জন্মেছিলেন সাধারণ এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। ৎসাঙ মৌ-সুনের বক্তব্যানুযায়ী, তিনি নিয়মিত অপেরা শুনতে যেতেন আর অভিনেতা ও গায়িকারা ছিল তাঁর দিবা-রাত্রির সঙ্গী ; ফলে সমাজের চোখে তিনি কোনক্রমেই সম্মানিত ছিলেন না। কিন্তু এ-জীবনচর্যায় তাঁর আসক্তি ছিল এতই গভীর যে স্বরচিত এক 'তাও চু', 'পু ফু লাও' (কখনও অতিবৃদ্ধ বোলো না)-তে তিনি বলেছেন, "তুমি যদি আমার দাঁত ভেঙে দাও, আঘাত করে আমার মুখ বেঁকিয়ে দাও, আমাকে খোঁড়া করে বা হাত মুচড়ে দাও, তবু তুমি আমার জীবন-যাত্রার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। যতক্ষণ না নরকের রাজা ইয়েন তাঁর শমন পাঠাচ্ছেন, ঈশ্বর এবং শয়তানেরা আমার মুখোমুখি এসে না দাঁড়াচ্ছেন, আমার তিন আত্মাকে নরকে না নিক্ষেপ করছে, আমার

দেহের সাত কুতেরা যৌবনে না নৃত্য করছে, ততক্ষণ আমি এই আনন্দের জীবন কাটিয়ে যাব।" কুয়ানের এবম্প্রকার জীবনযাত্রা তাঁর রচনাবলীকে জীবনধর্মী হতে সহায়তা করেছে ; কারণ নিতান্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিত্যকার সাহচর্য তাঁকে দিয়েছিল যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং লোকমুখে প্রচলিত গল্প ও উপকথাকে উপজীব্য করেই তিনি চিত্রিত করতে পেরেছিলেন তাঁর বহু নাটক। মোট ষাটটিরও বেশী 'উত্তরের নাটক' তাঁর রচনা এবং তার বিষয়ও বহুবিধ। এতদ্‌ব্যতীত, 'তান তৌ হুয়ে' (শত্রুর মুখোমুখি একা) নামীয় ঐতিহাসিক রোমান্স, 'চিউ ফেঙ শেন' (বারবনিতার সপক্ষে) নামীয় সামাজিক নাটক, 'তৌ ও ইউয়ান' (অত্যাচারিত তৌ ও) নামীয় পারিবারিক সম্পর্কের দলিল প্রভৃতিও তিনি রচনা করেন। বিয়োগান্ত, মিলনান্ত, ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় তিনি ছিলেন পারঙ্গম। চীনা নাট্যকলার অন্যতম বিশেষজ্ঞ ওয়াং কাউ ওয়ে, 'সুঙ এবং ইউয়ান যুগের নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে কুয়ান প্রসঙ্গে লেখেন, "হান-চিং তাঁর মহৎ অপেরা রচনায় কদাচ পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁর চরিত্রেরা বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে উঠে আসতো স্বনির্ভরতায় এবং তাদের মুখে তাঁর ভাষাদান ছিল একান্ত বাস্তব এবং যথার্থ।"

কুয়ান-এর মতোই ওয়াঙ শি-ফু ছিলেন তা তু-র বাসিন্দা এবং বয়সে কয়েক বছরের ছোট। বলা হয় যে, তিনি মোট চোদ্দটি 'উত্তরের নাটক' রচনা করেন কিন্তু মাত্র তিনটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত 'পশ্চিমের ঘর'। এটি ইউয়ান যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নাটক। এবং এর প্লটে আছে এক দৃঢ় নিবদ্ধতা। অবশ্য অনেক চীনা সমালোচকের ধারণা এর সংগীতগুলি অশ্লীল ও অসহ। কিন্তু অদ্যাবধি এর জনপ্রিয়তা অসামান্য, এর সপক্ষে মতামতের অভাব ঘটেনি। শিং যুগের প্রখ্যাত সমালোচক শিং সেঙ-তান একে চীনা সাহিত্যের ছটি গ্রন্থের একটি হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন।

তাং শিয়েন-ৎসু (১৫৫০-১৬১৭) ছিলেন বিদ্বান ব্যক্তি ; সমস্ত জীবন নিজের বিদ্যাচর্চায় যাকে সত্য বলে জেনেছেন তাতেই আসক্ত

থেকেছেন ; কদাচ আপোস করেন নি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধের একটি সংকলন বর্তমান ; কিন্তু তিনি খ্যাতি পান তাঁর 'ইউমিং হলের স্বপ্নগুলি' নামীয় চারটি 'চুয়ান চি'-র সংকলনের জন্যে। 'মৌ তান তিং' (ছোট তাঁবু) বহুজনের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। এ-নাটক প্রকাশকালে প্রচুর বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে কিন্তু তাং তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নি এবং পরিমার্জনেও অগ্রসর হননি। তাং-এর সময়কার অন্যতম সমালোচক শেন তে-ফু লেখেন যে, "এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর সংগীতরীতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এর জনপ্রিয়তা অবশ্য তৎকালেই 'পশ্চিমের ঘরে'র চেয়েও বেশি ছিল। দুর্ভাগ্য যে, তাং শিয়েন-ৎসু সংগীতে পারদর্শী ছিলেন না, এবং ছন্দের সাধারণ নিয়মও উপেক্ষা করেছেন। এতদ্-সত্ত্বেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার কারণে এই অপেরা অভিনীত হতে থাকবে যুগে যুগান্তরে।"

নির্দেশিকা

১ 'চু' অর্থ নতুন কাব্যরীতি এবং অপেরার বাচনাংশ উভয়ই। এখানে প্রথমটিকে বোঝানো হয়েছে।

২ সুং যুগের সম্রাট হুই ৎসুঙের রাজত্বকালের উপাধি।

৩ ৎসেঙ যিন-শিঙ, 'তু শিং ৎসা শী,' খণ্ড-৫।

৪ 'সান চু' লেখকদের মধ্যে খ্যাত ছিলেন, কুয়ান হান-চিং, পাই পো, ওয়াঙ শী-ফু, মা চি-ইউয়ান এবং চাং কে-শিউ।

৫ 'ৎসান চুয়ান' নাটকের ভিত্তিতে এর রচনা; এখানে দুজন অভিনেতা, একজন নায়ক ও একজন ভাঁড় থাকতো। সুং যুগে একে বলা হোত যথাক্রমে 'ৎসে চু' এবং 'ইউয়ান পেন'। এখানে প্রয়োজন হোত একজন করে অভিনেতা, ভাঁড়, অপ্রধান চরিত্র, পরিচালক ও মঞ্চস্থাপয়িতা।

৬ 'শিয়েন ইয়েন' প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৭ এগুলি হোল তুং শিয়া-ইউয়ানের 'পশ্চিমের ঘর,' অজ্ঞাত লেখকের 'লিউ শি-ইউয়ান,' এবং ওয়াঙ পো চেন-এর 'তিয়েন পো ই শী'।

৮ মোঙ্গল রাজত্বে লোকেরা চার ভাগে বিভক্ত ছিল: প্রথমত মোঙ্গল, দ্বিতীয় চীনের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ, তৃতীয় তাতার বা উত্তর চীনের তাতার-শাসিত লোকেরা, এবং চতুর্থত দক্ষিণ চীনের মানুষেরা।

৯ 'তান' অর্থ নায়িকা।

১০ লি তিয়াও-ইউয়ান-এর 'ইউ-চুয়েন চু হুয়া' থেকে।

দশম অধ্যায়

....

এক

বুদ্ধচরিত, বিমলকীর্তি-নির্দেশ, সুরঙ্গম সূত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদের ফলে চীনা লেখকেরা সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় চেতনা ও প্রেরণা লাভ করেন। বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী কালের রচনা 'সম্রাট সু-র জীবনী' নামীয় ছোট গল্পের, যা কেবলমাত্র একটি রেখাচিত্রই, সঙ্গে পরবর্তীকালের 'বানর' গল্পটির তুলনায় বিষয়টি স্পষ্টত অনুধাবনীয়। কার্যত বৌদ্ধসূত্রগুলির গদ্য ও কাব্যাংশ সরাসরি গল্প-উপন্যাস রচনারীতিকে প্রভাবিত করে।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালেই যদিচ বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তৎসত্বেও বৌদ্ধশ্রমণগণ নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছিলেন এ-ধর্মকে বহুধা বিস্তৃত করতে এবং প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যেই। এমত কারণে, জনগণের কাছে তাঁরা তুলে ধরেন এর সূত্রগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আর কাহিনী ও গল্পগুলির উপদেশাবলী। পূর্ব শীন যুগের (৩১৭-৪২০) জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ হুয়েই ইউয়ান মুখ্যত এবম্প্রকার প্রচারের সূত্রপাত ঘটান। স্বভাবতই জনসাধারণের সামনে প্রচারের উদ্দেশ্যে গল্পগুলি ও সূত্রগুলির উপস্থাপনায় আসে মনোহারিত্ব এবং গল্প বলার নতুন রীতি প্রতিষ্ঠা পায়। 'মহৎ বৌদ্ধ-শ্রমণদের জীবনী' গ্রন্থে হুয়েই শিয়াও লেখেন, "যখন বৌদ্ধ শ্রমণেরা জন্মান্তরের কথা বলতেন, জনগণ ভয়ে এবং বেদনায় কুঁকড়ে যেত; যখন নরকের দৃশ্য বর্ণনা করতেন, জনসাধারণ চোখের জলে বুক ভাসাতো; যখন পার্থিব দুঃখের কারণ ব্যাখ্যাত হোত, তারা অনুশোচনা করতো তাদের সকল অপরাধের জন্যে: যখন গল্পের মূল সত্য তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হোত, শ্রোতারা ভবিষ্যতের শাস্তির কথা মেনে নিত নির্দ্বিধায়; তাঁরা ব্যাখ্যা করতেন সুখের, জনগণ স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলতো ; যখন তাঁরা দুঃখের ছবি আঁকতেন, জনসাধারণ চোখের জল মুছতো। এভাবেই তাঁরা জনগণকে জয় করতেন। সকলে নতজানু হয়ে বসতো এবং অনুশোচনায় স্তব্ধ হোত। এবং অবশেষে তারা বৌদ্ধ সূত্র-উচ্চারণের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠ মেলাতো আর আনন্দে তাদের হৃদয় হোত পূর্ণ।"

প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ শ্রমণই এইভাবে তাঁদের বক্তব্যের উপস্থাপনা করতেন। ফললাভে, বৌদ্ধ সূত্রগুলি সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এর বর্ণনাধর্মী অংশ, গীতধর্মী কবিতাবলী ইত্যাদির প্রকাশে 'পিয়েন ওয়েন' রীতি পুনর্জীবন পায়।[১]

অবশ্য ঠিক কোন সময়ে 'পিয়েন ওয়েন' সাহিত্যরীতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কুয়ো শী-র 'কাও লি-শীর জীবনী' অনুসারে "চীনে ৭১২ থেকে ৭৫৬ পর্যন্ত রাজত্বকালের পর সম্রাট শুয়েন ৎসুং-এর পদচ্যুতি ঘটলে, কাও লি-শী তাঁকে দুঃখ ভোলাবার জন্যে 'পিয়েন' রীতিতে গল্প শোনাতেন।" এমত সাক্ষ্য থেকে ধারণা করা চলে যে ৭৫৬-এর পূর্বেই 'পিয়েন ওয়েন'-এর প্রচলন ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বকাল পর্যন্ত এমনকি চীনারাও এই রীতির বিষয়ে অবহিত হয় নি, যদিচ বহুগ্রন্থে এর উল্লেখ ছিল ; এবং আশ্চর্য, যে দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত যে-রীতি অব্যাহত ছিল তা কি করে এমত বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অবশ্য এর কারণ হতে পারে যে, এই রীতির কোন সাহিত্যিক মূল্য ছিল না।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্যার আউরেল স্টেইন কান্সু প্রদেশের তান-হুয়াং-এর গুহা থেকে প্রাচীন পুঁথি, ছবি ও পুরাকীর্তি উদ্ধার করেন, তৎকালেই 'পিয়েন ওয়েন' আবিষ্কৃত হয়। তিনি উক্ত সামগ্রীর কিছু অংশ নিয়ে যান এবং সামান্যকাল পরে জনৈক ফরাসী চীনাবিদ কর্তৃক আরো কিছু অংশ দেশের বাইরে চলে যায়। ১৯১০ সালে চীন সরকারের আদেশে অবশিষ্টাংশ পিকিং-এ নিয়ে আসা হয়। এগুলি ছিল প্রধানত বৌদ্ধ সূত্রের অনুলিপি। কিন্তু নানা সূত্র থেকে বেশির ভাগই চলে যায় দেশের বাইরে। একাংশ রক্ষিত হয় লণ্ডনের

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, একাংশ প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশনালে, অন্য অংশ টোকিওর মিউজিয়ম অব ক্যালিগ্রাফিতে আর বাকিটা থাকে পিকিং লাইব্রেরীতে। অবশেষে লো চেন-ইউ, চেন ইউয়ান, এবং লিউ ফু প্রমুখ চীনা গবেষকদের দীর্ঘকালীন গবেষণায় ১৯২০-র মধ্যভাগে স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায় যে উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির বর্ণনায় তাঁরা 'ফো চু' বা বৌদ্ধ সংগীত, এবং 'শু ওয়েন' বা বৌদ্ধ সূত্র হিসাবে এতদিন যেগুলিকে নির্দেশ করেন, তা কার্যত ছিল 'পিয়েন ওয়েন'। বর্তমানে সামগ্রিক গবেষণার ফলে এগুলির মধ্যে থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে ওয়াং ফান-শী-র কবিতা এবং ওয়েই চুয়াং-এর অসাধারণ দীর্ঘ কবিতা 'শিন ফু ইন'। এতদ্‌ব্যতীত পাওয়া গেছে, ব্যালাড, লোকপ্রিয় বর্ণনাবহুল কাব্য, এবং সংগীতাবলী এবং চীনা সাহিত্য ধারায় সর্বাধিক মূল্যবান 'পিয়েন ওয়েন' রীতিতে লিখিত ছোটগল্পের পাণ্ডুলিপি। এবং এমত প্রাপ্তি থেকেই প্রমাণিত চীনা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সূত্রের প্রভাব আর পরবর্তীকালের উপন্যাসে এ-ধারার প্রভাব খোঁজা বাতুলতামাত্র নয়।

'পিয়েন ওয়েন'-এর অর্থ শব্দশাস্ত্রসম্মত 'সচিত্র মূল পাঠ'। 'পিয়েন' অর্থে এখানে রূপান্তর বোঝান হয়েছে, 'চাঙ' অর্থাৎ ধারাবাহিক-এর ঠিক বিপরীত শব্দ। যখন বৌদ্ধ সূত্রগুলির অপরিবর্তিত মূল পাঠকে ব্যাখ্যানের প্রয়োজন ঘটে, সেকালে বিভিন্ন প্রকারের চিত্রসংবলিত সংস্করণ প্রচলিত হয়; ছবির ব্যবহারও বাড়তে থাকে একই বিষয়ের বিস্তারের কারণে। এগুলিকে 'পিয়েন শিয়েন' বা 'বহুবর্ণের চিত্রাবলী' নামে অভিহিত করা হোত।

'পিয়েন ওয়েন' একদা কেবলমাত্র বৌদ্ধসূত্র ব্যাখ্যান ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যেই ব্যবহৃত হোত। এগুলির মধ্যে বর্তমানে লভ্য 'উয়ে মো চিয়ে চিং পিয়েন ওয়েন' (বিমলকীর্তি-নির্দেশ সূত্রের সচিত্র পাঠ) উল্লেখ্য, এর কোন কোন অংশ পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের এতদূর প্রভাবিত করে যে, 'সব মানুষই পরস্পরের ভাই', 'সোনার কমল' এবং 'বানর' প্রভৃতিতে তাঁরা 'পিয়েন ওয়েন' রীতিতে এক

পঙ্ক্তিতে বর্ণনা করেন কোন নারীর সৌন্দর্য, কোন যুদ্ধ বা কোন বিশেষ নিসর্গ-দৃশ্য। কিন্তু সর্বাধিক জনপ্রিয় 'পিয়েন ওয়েন' হোল 'মু লিয়েন চিউ মু পিয়েন ওয়েন' [মু লিয়েন (মৌগল্যায়ন) তাঁর মাকে উদ্ধার করেন]। যতদূর জানা যায় এর তিনটি ভিন্ন পাঠ ছিল : এগুলি—'তা মু লিয়েন মিং চিয়েন চিউ মু' (মহান মু লিয়েন তাঁর মাকে নরক থেকে উদ্ধার করেন) বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়মে ; 'মু লিয়েন ইউয়ান 'চ' (মু লিয়েন-এর কাহিনী)—বর্তমানে বিবলিওথেক ন্যাশনালে , এবং 'মু লিয়েন চু মু পিয়েন ওয়েন' (মু লিয়েন তাঁর মাকে উদ্ধার করেন), যা বর্তমান পিকিং লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এখানে মু লিয়েন-এর নরকের অভ্যন্তরে নামা ও তাঁর মাতাকে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং নরকের কাল্পনিক চিত্র বিষয়ের ওপর এটিই চীনা ভাষায় প্রথম লেখা।

দীর্ঘকাল ধরে 'পিয়েন ওয়েন' অপরিবর্তিত অবস্থায় জনপ্রিয় ছিল : ধর্মীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশে এটিই ছিল একমাত্র সাহিত্যরীতি। 'ইং হুয়া লু' গ্রন্থে তা' যুগের চাও লিন লেখেন, "ওয়েন শু নামে জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু বৌদ্ধধর্মের প্রচারার্থে বহু মানুষকে সমবেত করতেন আর তারপর তাদের কাছে বলে যেতেন অশ্লীল ও কুৎসিততম গল্প। সাধারণ লোকেরা এ-গল্প পরস্পরে বলাবলি করতো আর বহু অলস স্ত্রীলোক এ-গল্প শোনবার জন্যে তাঁর আশ্রমে ভিড় করতো···· বারবনিতারা তাঁর অনুকরণে গান গাইতো।" চাও হয়তো 'অশ্লীল ও কুৎসিত' বলে কিছুটা অতিরঞ্জিত করেছেন কিন্তু এ-সত্য নিশ্চিত যে তাঁর গল্পে বৌদ্ধ সূত্রগুলির মূল পাঠের যথার্থ অনুসরণ ছিল না। এবং বলা চলে যে উক্ত ভিক্ষুই পরবর্তীকালের 'পিয়েন ওয়েন' রীতির জনপ্রিয় গল্পকারদের পূর্বসূরী।

বৌদ্ধসূত্র ব্যতিরেকে পরবর্তীকালের 'পিয়েন ওয়েন' এর ব্যবহার লক্ষিত হয় ঐতিহাসিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে। 'শুনৎসে চি শিয়াও পিয়েন ওয়েন' (সন্তানতুল্য শুনৎসে), 'লী কুয়ো শি পিয়েনওয়েন' (লী কুয়োর কাহিনী), এবং 'মিঙ কেই পিয়েন ওয়েন' (মিঙ কেই-এর

গল্প) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য উল্লেখ্যগুলির মধ্যে আছে, 'চিউ হু পিয়েন ওয়েন' (চিউ হু-র কাহিনী), এবং 'তাই ৎসুঙ জু মিং চি' (সম্রাট তাই ৎসুঙের অন্ত পৃথিবীর অভিজ্ঞতা) ; যদিচ এর সম্পূর্ণ পাঠ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। শেষোক্ত দুটিতে 'হুয়া পেন' বা গল্প বলার সুঙ যুগীয় বিশেষ রীতির ছাপ স্পষ্ট। প্রচলিত 'পিয়েন-তি ওয়েন'-এর কৃত্রিম ও সুললিত ব্যঞ্জনার মোহ ত্যাগ করে একেবারে কথকতার ভাষায় গল্পবলার রীতি এভাবেই প্রবর্তিত হয়।

অবশ্য 'পিয়েন ওয়েন' রীতির জনপ্রিয় গল্পগুলি থেকে 'হুয়া পেন' রীতিতে আসতে চীনা গল্পধারার প্রায় তিনশত বৎসর সময়কাল অতিক্রম করতে হয়েছে। চীনে ১০২৩ থেকে ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত সুঙ যুগের সম্রাট জেন ৎসুঙের কালে গল্প বলা ব্যবসায়ে পরিণত হয় এবং 'হুয়া পেন' প্রতিষ্ঠা পায়। ৮০৫ থেকে ৯০৭ পর্যন্ত তাং রাজত্বের বিশৃঙ্খলা ; ৯০৭ থেকে ৯৬০ পর্যন্ত পাঁচটি রাজবংশের উত্থান ও পতন, ইত্যাদি কারণে 'হুয়া পেন' সাহিত্যরীতিরূপে উদ্ভবকালেই স্বীকৃতি পায় নি। সুঙ বংশের অভ্যুত্থানের প্রায় ষাট বছর পরে দেশ যখন সুশৃঙ্খল, এবং যুদ্ধের তাণ্ডবতা থেকে মুক্ত হয়, তৎকালে সমৃদ্ধ জনগণের আকাঙ্ক্ষায় 'গল্পবলা' ব্যবসা হিসাবে প্রচলিত হয়।

মেঙ যুয়ান-লাও এর 'তু চিঙ মেং হুয়া লি'[২] (পূর্বের রাজধানীর স্মৃতি) অনুসারে, বিভিন্ন প্রকারের গল্প বলতে কথকেরা অভ্যস্ত ছিল; এগুলির মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস, রোমান্টিক গল্প ও হাস্য-রসাত্মক আখ্যান। 'উ লিঙের ঘটনার স্মৃতি'[৩] নামীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ সুঙ রাজত্বকালের শেষভাগে তিরানব্বইজন কথক ছিল ; এদের মধ্যে বাহান্নজন রোমাঞ্চ ও ছোট গল্পের কথক, তেইশজন ঐতিহাসিক কাহিনী এবং সতেরোজন বৌদ্ধগল্প এবং একজন হাস্য-কৌতুকের গল্পে পারদর্শী ছিল। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বহুকাল আগে থেকে রোমাঞ্চ ও ঐতিহাসিক গল্পের চাহিদা ছিল সর্বাধিক। এ গল্পগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্যে নিতান্ত সরল কথ্যভাষা

ব্যবহার করতে হোত কথকদের। এবং এ কাজের জন্যে সর্বদা তাদের মূল লেখনের ওপর নির্ভর করলে চলতো না, লোকরঞ্জনের জন্যে সর্বদাই নতুন করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতো হোত। এই পাঠকে 'হুয়া পেন' নামে অভিহিত করা হয়।

দুই

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় যে তৎকালীন পণ্ডিতেরা কদাচ 'হুয়া পেন'-এর উল্লেখ করেন নি। প্রচলিত লোকপ্রিয় গল্প সম্পর্কে এই গোঁড়া পণ্ডিতেরা এতই উন্নাসিক ছিলেন যে সমস্ত চীনা গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে মাত্র ৎসিয়েন ৎসেং কৃত 'ইয়ে শি ইউয়ান সু মু'[৪], বারোটি কথকদের দ্বারা গল্পের তালিকা দিয়েছেন, তাও নাটক হিসাবে উল্লিখিত। 'হুয়া পেন' গল্পের কোন তালিকাভুক্তি না থাকায়, চীনা নাট্য বিশেষজ্ঞ ওয়াং কুয়ো-ওয়েই, ৎসিয়েন ৎসেং-এর ওপর নির্ভর করে তাঁর নাটকের ইতিহাস 'শি চু কাও ইউয়ান' (নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে) গ্রন্থে উক্ত গল্পগুলিকে নাটক হিসাবেই ভুলক্রমে উদ্ধৃত করেছেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মিয়াও চুয়ান সান উক্ত গল্পগুলিকে উদ্ধার করেন এবং 'চিং পেন তুং সু শিয়াও শুয়ে' (রাজধানীর জনপ্রিয় গল্প) নামে দু'খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এর পূর্বকাল পর্যন্ত এগুলি সম্পর্কে অবগতির কোন উপায় ছিল না। মিয়াও লিখেছেন যে তিনি আরো নটি গল্প উদ্ধার করেন যার প্রথমেই 'তিং চৌ সান কুয়াই' (তি চৌ-এর তিন দৈত্য), অসম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয়টি 'শিন চু লিয়াং হুয়াং ইন' (শিনের রাজা লিয়াং-এর চরিত্রহীনতা) অতিমাত্রায় অশ্লীল ও অমুল্লেখ্য। অবশ্য পরবর্তী সময়ে অন্য একটি সংগ্রহে[৫] উক্ত দুটি গল্প স্থান পেয়েছে। 'তিং চৌ-এর তিন দৈত্য' ছাড়া বাকি আটটি গল্পের একটি সংকলন সম্প্রতি 'সুঙ যুগের আটটি হুয়া পেন গল্প' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে: 'জেইড পাথরের দেবী, 'পশ্চিমের দৈত্য', 'একগুঁয়ে

প্রধানমন্ত্রী', 'ফেঙং ইউ-মেই-এর পুনর্মিলন', 'পু শা মাও', 'সৎ কেরানী', 'বিচারকের অন্যায় বিচার', এবং 'দুশ্চরিত্র শিনের রাজা লিয়াং'।[৬]

উক্ত সংকলনের 'হুয়া পেন'গুলি যথার্থই প্রতিনিধি স্থানীয়। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'এক সন্ন্যাসীর চিঠি' এবং পশ্চিম সরোবরের তিন প্যাগোডা' 'চিং পিঙ শাঙ তাং হুয়া পেন' সংকলনে; 'ইয়াং যে ওয়েন যখন ইয়েন শান-এ তার পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে' এবং 'শসার চাষী বুড়ো চাং' সংকলিত হয়েছে 'ইউ শী সিং ইয়েন'-এ (শিক্ষিত মানুষের গল্প) ; এবং 'ওয়ান শিন নিয়াং' ও 'ৎস্যুই ইয়া নিয়ে' সংকলিত হয়েছে 'চিং শী তুং ইয়েন-এ (ক্লান্ত মানুষের গল্প) ; এগুলি স্যুঙ যুগের 'হুয়া পেন' রূপে স্মর্তব্য।[৭] সম্ভবত এগুলি সংকলকদের দ্বারা পরিমার্জিত ও সম্পাদিত হয়েছিল কিন্তু সময়কালের বিবেচনায় কোন বিতর্কের অবকাশ নেই ; মিঙ যুগের প্রখ্যাত জনপ্রিয় গল্পের বিশেষজ্ঞ ফেঙ মেঙ-লুঙ ও একই মত পোষণ করেন।

এ-গল্প বলা যেহেতু ছিল ব্যবসা, সেহেতুই এর কয়েকটি বিশেষ দিক ছিল। গল্প শুরু করতেই যেহেতু সবলোক উপস্থিত হতে পারবে না, সেহেতু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করানোর জন্যে কথকেরা প্রথমে একটি/দুটি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং/অথবা কোন অন্য সংক্ষিপ্ত ছোটগল্প বলতেন। যেমন 'জেড পাথরের দেবী' গল্পের প্রারম্ভে আবৃত্তি করা হোত কবিতা আর 'বিচারকের অন্যায় বিচার' গল্পের আরম্ভের আগে বলা হোত অন্য একটি ক্ষুদ্রতর কাহিনী। এই ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি কখনো মূল গল্পের সঙ্গে একই চরিত্রের হোত, কখনো বা ভিন্ন চরিত্রের ; একে বলা হোত 'বিজয়োল্লাসের ভূমিকা'। আধুনিককালের প্রখ্যাত চীনা লেখক লু স্যুনের মতে, যেহেতু এর বেশির ভাগ শ্রোতাই ছিল সৈনিক, সেকারণেই এরূপ নামকরণ হয়েছিল।

'হুয়া পেন'-এর অন্য বৈশিষ্ট্য হোল, এর প্রত্যেক অধ্যায় শেষ হয় একটি উত্তেজনাময় মুহূর্তে এবং অধ্যায়ের শেষ লাইনে বলা হয়, "যদি তুমি জানতে চাও পরে কি ঘটলো, তবে আবার এসো পরবর্তী অধ্যায় শোনবার জন্যে"। এটি নিঃসন্দেহে ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালের উপন্যাসে এসেছে, নিতান্তই অর্থহীনভাবে। 'হুয়া পেন'-এর অন্ত উল্লেখ দিক হোল, যে কোন পাঠকই এর মূল পাঠ পড়ে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন গল্প বলার পরিবেশ। যেমন এখানে আছে এই রকমের লাইন, "এখন, কেন আমি গল্প-কথক আপনাদের কাছে বসন্ত চলে যাবার কবিতা আবৃত্তি করছি?" অথবা "আজ আমি আপনাদের বলি একজন বিদ্বান লোকের কথা, যিনি লিং-আনে এসেছেন পরীক্ষা দেবার জন্যে" এবং "আচ্ছা, কি এর নাম? তার পদবী কি? আর কিই বা তার মনোগত বাসনা?" এভাবে কথক দর্শকের কাছে গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলতেন। বহু চীনা উপন্যাসে লেখক ব্যবহার করেছেন এই রকমের লাইন: "কেন আমি এই উপন্যাস লিখছি? ঠিক আছে, কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও আমি আপনাদের জানাবো।" এ স্বভাবতই 'হুয়ে পান'-এর প্রভাবেরই পরিচায়ক।

সম্রাট মেন ৎসুঙ-এর (১০৬৮-১০৮৫) প্রধানমন্ত্রী ওয়াং আন-শি-কে আক্রমণ করে লেখা 'একগুঁয়ে প্রধানমন্ত্রী' গল্পটি ছাড়া, সুঙ যুগের গল্পগুলি প্রধানত রোমান্টিক গল্প বা ভূতের গল্প। এবং জানা যায় না, কেন একালে প্রেমের গল্পে ভূতের প্রাধান্য, যদিচ এগুলিই ছিল জনপ্রিয়। এতদ্ব্যতীত ছিল ডিটেকটিভ এবং রহস্য গল্প।

তিন

ইউয়ান যুগে (১২৬০-১৩৬৮) উত্তরের নাটকের প্রচলন ঘটায় গল্প বলার ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে। অবশ্য এর অর্থ এ-নয় যে একালেই এর মৃত্যু ঘটে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐতিহাসিক গল্পের কথকদের রীতি এতদূর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল যে মিঙ যুগের চীনা উপন্যাস, এমনকি 'তিন রাজত্ব', 'সব মানুষই পরস্পরের ভাই', এবং 'বানর' পর্যন্ত, উক্ত কথকদের কাহিনীর কাছে সর্বৈব ঋণী। মিঙ যুগের শিয়া জিন পর্বে (১৫২২-

১৫৬৬) উপন্যাসগুলির প্রভূত জনপ্রিয়তার কারণে ছোটগল্পও পণ্ডিতদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং কথিত গল্পগুলি বা 'হুয়া পেন'-এর সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্রাট শেন ৎসুং (১৫৭৩-১৬২০) ও শিয়াং ৎসুং (১৬২১-১৬২৭)-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত 'হুয়া পেন' এতই জনপ্রিয় ছিল যে এর অনুকরণে বহু লেখা প্রকাশিত হয় এবং এইভাবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অন্য এক নবযুগের সূচনা ঘটে।

সম্ভবত মিঙ যুগের হুয়াং পিয়েনই সুঙ ও মিঙ যুগের 'হুয়া পেন'-এর সংকলন করেন; যদিচ জানা যায় না মোট কতগুলি গল্প তিনি সংকলন ও প্রকাশ করেন। ১৯২০-এর শেষে জাপানে তাঁর সংকলিত পনেরোটি গল্পসংকলন পাওয়া যায়। পরে ১৯২৯-এ গ্রন্থটি চীনে 'চিং পিঙ সাং তাঙ হুয়া পেন' নামে পুনর্বার প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৩-এ চীনে হুয়াং সংকলিত আরো বারোটি গল্প আবিষ্কৃত হয় এবং এভাবেই অনুমিত হয় যে তিনি সাতাশটি গল্প প্রকাশ করেছিলেন। এই গল্পগুলির কিছু অংশ ধ্রুপদী চীনায় লিখিত এবং বাকি অংশ কবিতায়।

'হুয়া পেন'-এর শ্রেষ্ঠ সংকলনগুলি হোল: 'শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি গল্প', 'মানুষকে সতর্ক করার জন্যে গল্প', এবং 'জাগ্রত মানুষের প্রতি গল্প'। এই তিনটি একত্রে 'তিন ইয়েন' নামে খ্যাত এবং ওর সংকলক ফেঙ মেঙ-লুং।

ফেঙ-এর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিয়াংসু প্রদেশের উ জেলায় তাঁর জন্ম এবং মিঙ যুগের শেষ সম্রাট ৎসুং চেং-এর রাজত্বকালে তিনি ছিলেন সৌ নিং জেলার শাসক। মিঙ রাজত্বের পতনের সংবাদ পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে অবশ্য কিছু তথ্যের সন্ধান মেলে। বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। 'পিঙ ইয়াও চুয়েন,' 'শিয়েন লি কুয়ো চি' এবং অন্যান্য উপন্যাসগুলি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'দুই বীর' এবং 'সকলই ভাল' নামে দুটি নাটক রচনা করেন এবং একটি লোকসংগীতের সংকলন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'শান কো' নামীয় একটি লোকসংগীত

সংকলনের ভূমিকায় তিনি লেখেন যে, "আমাদের লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধে যে ফাঁকির প্রশ্রয়, লোকসংগীতে তা কখনো চোখে পড়বে না, এখানে আছে জীবনের সত্যরূপ।" তাঁর নিজের কবিতাতেও তিনি যথার্থ অর্থে সত্যের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন, সমালোচকদের বিরূপতা সত্বেও। অবশ্য তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান সুঙ, ইউয়ান এবং মিঙ যুগের কথিত গল্পগুলির উদ্ধার ও সম্পাদনা। 'হুয়া পেন' গল্পের সংকলনের মোট তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে আছে চল্লিশটি করে প্রত্যেক যুগের গল্প।

মিঙ যুগের 'হুয়া পেন' গল্প-লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন লিং মেঙ-ৎসু। তিনিও ফেঙ মেঙ-লুং-এর মতো বহুধা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুড়িটিরও বেশী অপেরা এবং কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। নিজের গল্প প্রসঙ্গে 'পাই আন চিং চি ৎসু কেক' (স্তুপকর গল্পের প্রথম সংকলন) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, "গল্পগুলি প্রধানত গড়ে উঠেছে এমন ঘটনার ভিত্তিতে যা আমার কাছে মনে হয়েছে অঘটন বা রহস্যময় কিছু। গল্পে আমি তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। গল্পগুলির অর্ধেক সত্য এবং বাকিটা কল্পনা। এই গল্পের রচনারীতি ভাল না হলেও প্রত্যেকটিতে আছে নীতি উপদেশ। ..." যদিচ তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নীতিপ্রচার তথাপি কয়েকটি গল্প নিতান্তই যৌনদৃশ্য বিশেষ।

মিঙ যুগের শেষভাগে লিখিত প্রায় দু'শো ছোটগল্পের হিসাব মেলে। এই গল্পগুলি থেকে পাও ওয়েঙ লাও জেন একটি নির্বাচিত সংকলন, 'চিন কু চি কুয়ান' (অতীত এবং বর্তমানের অদ্ভুত গল্প) প্রকাশ করেন। এ-সংকলনে মোট চল্লিশটি গল্প আছে। এর মধ্যে উনত্রিশটি 'তিন ইয়েন' থেকে, দশটি লিঙ মেঙ-ৎসু'র 'ছুটি পেই' থেকে এবং একটি অন্যত্র থেকে। এভাবে তিনশ' বছর আগের ভুলে যাওয়া জনপ্রিয় গল্পগুলির পুনরুদ্ধার ঘটে ১৯২০-এর শেষে।

নির্দেশিকা

১ আপাতদৃষ্টিতে এটি বৌদ্ধ সূত্রের ভিত্তিতে রচিত, যথা সুধর্মা-পুণ্ডরীক, জাতক-মেলা, এবং অন্য সূত্রগুলি অংশত গদ্যে এবং অংশত পদ্যে লিখিত।

২ ১১৪৭-এ লিখিত।

৩ ত্রয়োদশ শতকের শেষে সুঙ রাজত্বের পতনের কালে চৌ সি কর্তৃক লিখিত।

৪ চিঙ যুগে প্রকাশিত

৫ 'তিং চৌ-এর তিন দৈত্য', 'চিং শি তুং ইয়েন' গ্রন্থে, 'চিয়েন এর রাজা লিয়াং-এর স্বৈরাচার', 'শিং শি হেং ইয়েন' গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুটিই ফেঙ মেঙ-লং সংকলিত।

৬ একই গল্পের দুটি নাম।

৭ সাধারণভাবে বলা হয়। অন্য মত অনুযায়ী সুঙ যুগে মোট সাতাশটি 'হুয়া পেন' লিখিত হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

একাদশ অধ্যায়

এক

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সুঙ যুগে ছোট গল্প ও ঐতিহাসিক গল্পই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অবশ্য ঐতিহাসিক গল্পেরই চাহিদা ছিল সর্বাধিক এবং এবম্প্রকার গল্পধারা থেকেই চীনা উপন্যাসের উদ্ভব। 'তুং চিং মেঙ হুয়া লু' (পূর্ব রাজধানীর স্মৃতি) গ্রন্থে মেং ইউয়ান-লাও বলেন যে হো ৎসে-চিউ 'তিন রাজত্বের কাহিনী' এবং ইন চান-মেই 'পাঁচ রাজত্বের কাহিনী' বলায় ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।[১] এঁদের সঙ্গে মেঙ আরও পাঁচজনের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা ঐতিহাসিক গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে নাটকীয়তার আশ্রয় নিতেন। উক্ত কাহিনী দুটি 'গল্পবলা'য় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য পাওয়ায়, কথকদের এমত গল্পের দিকেই আকর্ষণ বাড়তে থাকে।

সুঙ যুগের 'পাঁচ রাজত্বের কাহিনী', 'সুঙ যুগের সুয়ান হো কালের কাহিনী', এবং 'সান ৎসাঙের বৌদ্ধ সূত্র অনুসন্ধানের কাহিনী' এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'পাঁচ রাজত্বের কাহিনী', প্রত্যেক দু'খণ্ডে এক একটি রাজত্বের বর্ণনা; এর মধ্যে বর্তমানে মাত্র আটটি খণ্ড লভ্য। সরকারী ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে এর মূল কাহিনী সংগৃহীত হলেও, যুদ্ধ-চিত্র, কুশীলবের চরিত্রবিন্যাসে যথেষ্ট-পরিমাণ কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই কাহিনীগুলি সাহিত্যমূল্যে সমৃদ্ধ না হলেও, ঐতিহাসিকভাবে এর মূল্য অনস্বীকার্য।

কয়েকজন চীনা বিশেষজ্ঞের মতে, প্রাপ্ত চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বইটি 'সুঙ যুগের সুয়ান হো কালের কাহিনী'-র মূল পাঠ নয়। কারণ এখানে সরকারী নথিপত্র থেকে তথ্যগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং সর্বোপরি গ্রন্থ থেকে বক্তব্য: "এ-কারণেই রাজভক্ত সরকারী

কর্মচারীরা ও বিশ্বাসভাজন প্রজাবৃন্দ বেদনাহত হয়েছিল এবং তাদের একমাত্র দুঃখ যে তারা বিশ্বাসঘাতকের গাত্র-মাংস ভক্ষণ করতে পারেনি আর নিদ্রা দিতে অপারগ হয়েছিল তাদের চামড়া পেতে"— তাঁদের বিবেচনায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রচনারই প্রমাণ। তর্কে গিয়ে লাভ নেই ; তবে উক্ত বক্তব্য যে সাধারণ কথকদের হতে পারে না, তা নিশ্চয় করে বলাও বোধ হয় অসম্ভব। স্বদেশের প্রতি আনুগত্য কথকদের পণ্ডিতদের তুলনায় অবশ্যই কম ছিল না!

চীনা সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এই গল্পের মূল্য বিশেষ করে 'লিয়াং শান পো' পর্বে, যেখানে সুঙ চিয়াং ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এবং এই মূল পটভূমি থেকে বিখ্যাত চীনা উপন্যাস 'শিউ হু চিয়ান' (সকল মানুষই পরস্পরের ভাই)-এর জন্ম। ইয়াং চি তার তরবারি বিক্রি করছে, ৎসাও কাই রাজধানীতে প্রেরিত উপহার সামগ্রী পথিমধ্যে আটক করছে, সুঙ চিয়াং হত্যা করছে ইয়েন পো-শিকে, ইত্যাদি ঘটনাবলী উক্ত গল্পের, এবং পরবর্তীকালে উপন্যাসের বিষয়রূপে স্থান পায়। এবং লক্ষণীয় যে মূল গল্পের এই অংশটি কথিত চীনা ভাষায় লিখিত ও সমগ্রের শ্রেষ্ঠ অংশরূপেই স্বীকৃত।

'সান ৎসুঙের বৌদ্ধ সূত্র অনুসন্ধানের কাহিনী' তাং যুগের বিখ্যাত চীনা শ্রমণ সান ৎসাঙ বা ত্রিপিটকের জীবন অবলম্বনে লিখিত। তিন খণ্ডে সতেরোটি অধ্যায়ে এটি সম্পূর্ণ। প্রত্যেক অধ্যায়ের এক একটি নাম থাকাকে বহুজনেই গুরুত্বে বিবেচনা করেন। এবং এটিই প্রথম চীনা 'চাঙ হুই শিয়াও শুয়ো' বা পর্বে বিভক্ত উপন্যাস, যা কেবলমাত্র বহু পর্বেই বিভক্ত নয়, সেই সঙ্গে প্রত্যেক পর্বও নামকরণে ভূষিত। তদুপরি উল্লেখ যে এটিই প্রথম এবং অন্যতম প্রাথমিক প্রধান রোমান্টিক ফ্যানটাসি এবং কল্পনায় ঐশ্বর্যবাহী। এবং অবশ্যই বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাবেরই ফললাভ। বৌদ্ধ সাহিত্য চীনে পরিচিত হবার পূর্বে গল্পগুলি ছিল স্কেচমাত্র। এ-গল্পের কাহিনী কেবলমাত্র বৌদ্ধ সূত্র থেকেই আসেনি, রচিত হয়েছে জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণের চীন

থেকে ভারতে যাত্রার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এখানে সান ৎসাঙ-এর সঙ্গে চলেছে এক বানর, যাকে দেখতে একজন যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তির মতোই আর তার আছে অস্বাভাবিক দৈব ক্ষমতা, ও কবিতা রচনায় পারদর্শিতা; স্বতঃই মনে হয় ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের হনুমানকে। এটি অবশ্যই নিতান্ত ঘটনাক্রমিক মিল নয়; মনুষ্যেতর প্রাণীর এমত উদার ক্ষমতার কাহিনী চীনাদের এতই প্রভাবিত করে যে সুঙ, ইউয়ান এবং মিঙ যুগে এমত বানরের কাহিনী বহুপ্রকারে প্রচলিত ছিল। এবং পরবর্তীকালে অন্যতম মহৎ উপন্যাস উ চেঙ-এন-এর (১৫০৫-১৫৮০) 'শি ইউ চি' (বানর) উক্ত ধারারই ফললাভ।

ইউয়ান যুগে সম্ভবত কথকদের বাজারে মন্দা পড়তে আরম্ভ হয়; নবউদ্ভাবিত উত্তরের নাটকের প্রতিপক্ষ হিসাবে এর টিকে থাকা ক্রমশ দায় হয়ে ওঠে। ইউয়ান যুগের চি চি পর্বে (১৩২১-১৩২৩) পনের খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচটি ঐতিহাসিক গল্পের বিন্যস্ত রূপ 'চুয়ান শিয়া' পিং হুয়া উ চুং' (কথকদের পাঁচটি গল্প)। এই গল্পগুলি হোল, 'চৌ-এর বিরুদ্ধে রাজা উ-র অভিযান', 'লো ই-র চি আক্রমণ', 'শিনের প্রথম সম্রাটের জীবনী', 'জেনারেল হান শিনের ফাঁসি', এবং 'তিন রাজত্বের কাহিনী'। সাধারণভাবে এই গল্পগুলি অত্যন্ত স্থূল; কিন্তু প্রথম দুটি গল্পে ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্র থাকলেও মুখ্যত কল্পনার বিস্তার, দেবদেবীর যোগাযোগ ও ঐশী শক্তির প্রভাব বিশেষ। অন্য তিনটি গল্পে ঐতিহাসিক ঘটনারই প্রাধান্য, যদিচ অজ্ঞাত লেখকদের উপকথা ও ঘটনাকে অতিরঞ্জনের প্রয়াস লক্ষিত।

উক্ত গল্পগুলির মধ্যে, উপন্যাসকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে 'তিন রাজত্বের কাহিনীর' অবদানই মুখ্য। কার্যত, লো কুয়ান-চাঙ এর 'সান কুয়ো চি ইয়েন ই' (তিন রাজত্ব) উপন্যাস উক্তের ভিত্তিতেই লিখিত। এবং উল্লেখ্য যে, 'গল্পবলার' যুগের শেষতম অবদান উক্ত জনপ্রিয় গল্পটিই। চুং ৎসে-চেঙ-এর 'লু কুয়ে পু' এবং চু চয়েন-এর 'তাই হো চেঙ ইন পু'[২] অনুযায়ী, উক্ত গল্পের ভিত্তিতে

দশটিরও বেশি উত্তরের নাটক লিখিত হয়। যতদূর জানা যায় ইউয়ান যুগে প্রকাশিত এই গল্পের অন্য কয়েকটি পূর্বেকার লিখন ছিল; অবশ্য অদ্যাবধি একটিরও উদ্ধার সম্ভব হয়নি। অবশ্য 'চুয়ান শিয়াং পিং হুয়া উ চুঙ'-এ প্রাপ্ত লিখনটিও নিম্নস্তরের এবং স্থূল রীতির; স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে পূর্বেকার লিখন উচ্চস্তরের ছিল না।

দুই

মিঙ যুগে, বিশেষ করে সম্রাট শী ৎসুঙ (১৫২২-১৫৬৬)-এর রাজত্বকাল থেকে সম্রাট সেন ৎসুঙ (১৫৯৩)-এর রাজত্বকালের কুড়ি বৎসরের সময়কাল পর্যন্ত চীনা সাহিত্যে উপন্যাসের স্বর্ণযুগ। স্থূল রীতির 'পিয়েন ইয়েন' এবং 'হুয়া পেন' থেকেই যদিচ এর উদ্ভব, তত্রাচ আপন পথ নির্মাণে উপন্যাসের অগ্রগতি সামান্যকালের মধ্যেই দৃষ্ট। 'চারটি মহৎ উপভোগ্য উপন্যাস' 'তিন রাজত্ব', 'বানর', 'প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের ভাই', এবং 'সোনার কমল', এই কালেই লিখিত। একমাত্র 'তিন রাজত্ব' ছাড়া বাকি সব কটিই মিঙ যুগের শেষাংশের সাত বছরের মধ্যে লিখিত। এই গৌরবান্বিত যুগের তুলনা করা চলে চীনা দর্শনের চূড়ান্ত উন্নতির বসন্ত-বর্ষার এবং যুধ্যমান রাজ্যের কালের সঙ্গে।

সমকালীন জাগতিক ঘটনাবলীর এক আশ্চর্য যোগাযোগে চীনের সাহিত্যক্ষেত্রে, সাহিত্যিক প্রতিভার এমত সমন্বয়ে স্বর্ণযুগের সূত্রপাত ঘটে। স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধির এই কালে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে এবং সেই সঙ্গে উন্নত হয় মুদ্রণশিল্প। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখ্য, একালীন চিন্তাবিদদের সমগ্র সাহিত্য বিষয়ে নতুন চিন্তা, বিশেষ করে উপন্যাস এবং নাটক সম্পর্কে।

ওয়াঙ ওয়াঙ-মিঙ (১৪৭২-১৫২৮)-এর দর্শনের ভিত্তিতেই প্রধানত গড়ে ওঠে এই নতুন চিন্তা; ওয়াঙ-ই একদা লেখেন যে,

"মানুষের মনই চিন্তার প্রধান বাহক। যদি কোন মানুষ অনুভব করেন যে তাঁর পঠিত বিষয়টির বক্তব্য ঠিক নয়, এমনকি তা কনফুসিয়াসের লিখিত হলেও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাকে কদাচ সত্য হিসাবে গ্রহণ করবেন না।" স্বাধীন বিচারের প্রতি এই গুরুত্ব আরোপ ধীরে ধীরে গৃহীত হয় এবং প্রসার লাভ করে : তাঁর ছাত্র লী চো-উ (১৫২৭ ১৬০২) এবং ইউয়ান চুঙ-লাঙ এ তত্ত্বকে প্রয়োগ করলেন সাহিত্যে। লী কেবলমাত্র উপন্যাস, নাটক, এবং লোককথার ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করলেন না, সেই সঙ্গে প্রচলিত সংস্কার যে, ধ্রুপদী, ঐতিহাসিক রচনা, কবিতা এবং প্রবন্ধই সাহিত্য ; আর নাটক ও উপন্যাস নিতান্তই 'তুচ্ছ রচনা', নস্যাৎ করলেন। লী লিখেছেন, "সার্থক কবিতা শুধুমাত্র প্রাচীনকালের লেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়, যেমন কেবলমাত্র শিন যুগের পূর্বে লিখিত প্রবন্ধগুলিই নয় শ্রেষ্ঠ। ছয় বংশের রাজত্বকালের কাব্যময় গদ্য, তাঙ-যুগের 'নতুন রীতি'র কবিতা ও ছোট গল্প, উত্তরের নাটক এবং 'পশ্চিমের ঘর' ও 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই', এ-সমস্ত সকল কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। কোন বিশেষ কালে লিখিত বলেই তা মূল্যবান সাহিত্য, এমত বিচার কোনক্রমেই যথার্থ নয়।"[৩]

লীর প্রভাবেই, ইউয়ান চুঙ-লীঙ বলতে পেরেছিলেন যে তাঁর কালের একমাত্র লোকগীতিগুলিই সার্থক রচনা এবং পরবর্তীকালেও এর মূল্য স্বীকৃত হবে। একালে শিন ও হান যুগের গদ্যরীতির অনুকরণ প্রচলিত ছিল। স্বভাবতই ইউয়ান-এর চিন্তাধারা বিদ্যাবান ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে। তাঁর দুই ভাই, ইউয়ান চু-তাও এবং ইউয়ান হসুং-তাও আর চিয়াং চিন-চি, তাও ওয়ান-লিন, হুয়াং হুয়েই, ও ফেঙ মেং-লুং প্রমুখেরা এগিয়ে এলেন। লী চো-উ নিজেই লিখলেন 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' গ্রন্থের ভূমিকা আর 'সোনায় কমল'-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে ইউয়ান প্রশংসা করায় তা প্রকাশের পূর্বেই খ্যাতি পায়। কার্যত, লী, ইউয়ান এবং সমকালীন সমধর্মী বিদ্যাবানদের প্রয়াসেই আসে চীনা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস : তিন রাজত্ব

লো কুয়ান-চুং চীনা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। তাঁর রচনাবলী মধ্যে আছে, 'তিন রাজত্ব', 'সুই এবং তাঙ যুগের রোমান্স', এবং 'সরসেরের বিদ্রোহ দমন'। এতদ্‌ব্যতীত তিনি লিখেছিলেন একটি অপেরা, 'ড্রাগন ও বাঘের মুখোমুখি'। চীনাভাষায় 'জীবনী সাহিত্যের অভাবের দরুন, চিয়া চুং-সিং-এর লেখার ওপর নির্ভর করেই তাঁকে জানতে হয়।[8] "লো কুয়ান চুং ছিলেন তাই-ইউয়ানের অধিবাসী (সানশি প্রদেশ) ··লজ্জাও একাকীত্ব ছিল তাঁর স্বভাবে। তাঁর অপেরা ছিল প্রাণময় কাব্য আর আলোর সম্ভারে পূর্ণ। যদিচ তাঁর আর আমার বয়সের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক (চিয়া ছিলেন লো-এর চেয়ে অনেক ছোট), তথাপি আমাদের ছিল অন্তরঙ্গতা। সঙ্কটকালীন সময়ের দরুন আমরা দুজনেই ভেসে পড়েছিলাম। প্রায় ষাট বছর আগে ১৩৬৪-তে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা, এবং এর পর তাঁর সমস্ত খবরই আমার অজানা।" সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি পুরোন গ্রন্থের মলাট থেকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য মিলেছে। চিয়া ছিলেন লো-র অন্তরঙ্গ আর তাঁর বই চিয়া এবং অন্য কয়েকজন নাট্যকার সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছিল। জানা গেছে, ইউয়ান যুগের শেষ সময় থেকে মিঙ রাজত্বের প্রাথমিককাল পর্যন্ত লো জীবিত ছিলেন।

'তিন রাজত্ব'-এর ভূমিকায় ইয়ু ই-ৎসে লেখেন, "পূর্ব যুগের লেখকেরা প্রধানত গল্প লিখতেন সরকারী তথ্যানুসারে আর সেগুলি ছিল কথকদেরই জন্যে। এই গল্পগুলির অনেক পংক্তিই ছিল অশ্লীল এবং সত্যের অপলাপ। লো কুয়ান চুং-লিখিত বর্তমান উপন্যাস হান যুগের সম্রাট লিং-এর রাজত্বকালের চুংপিং (১৮৭ খ্রীঃ)-এর প্রথম বৎসর থেকে শুরু করে শিন যুগের সম্রাট উ-র রাজত্বকালের তাই কাঙ (২৮০ খ্রীঃ)-এর প্রথম বৎসরকালের ইতিহাস ; এ-গ্রন্থের মূল সূত্র চেন শাও লিখিত 'তিন রাজত্বের নথিপত্র'। লেখক এ-গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'তিন রাজত্ব'। এর ভাষা জনগণবোধ্য কিন্তু কোথাও সরলীকরণের স্বার্থে মান নিচু হয়নি। তদুপরি বাস্তব ঘটনাই এর ভিত্তি।

ইতিহাস থেকে তিনি কদাচ বিচ্যুত হননি। লেখক সর্বদা পাঠককে যেন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে চেয়েছেন। উপন্যাস রচনায় সাহিত্য-রীতি প্রয়োগের কালে তিনি সর্বদাই স্মরণ রেখেছেন 'কবিতা-গ্রন্থে'র লোক সংগীতের কথা।"

উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে লো কুয়ান-চু-এর বক্তব্যের কোন প্রভেদ নেই। লো-ই চীনা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সাধারণ পাঠকের ওপরে উপন্যাসের প্রভাব বিষয়ে সচেতন হন এবং এ-কারণেই উপন্যাস রচনায় তিনি ব্যয় করেছেন সমগ্র জীবনের পরিশ্রম। পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলি ছাড়াও, কথিত আছে, তিনি রচনা করেছিলেন 'সতেরোটি রাজত্বের রোমান্স' নামীয় সুবৃহৎ উপন্যাস। যদি সত্য হয়, এ-ঘটনা তাঁর বিরাট আকাঙ্ক্ষা ও অপরিসীম আত্মবিশ্বাসেরই পরিচায়ক। তাঁর সমস্ত উপন্যাসই (সম্ভবত একমাত্র 'তিন রাজত্ব' ছাড়া) অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় এবং সেকারণেই এর মূল পাঠ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়নি। চিং যুগের মাও ৎসুং-কাং কর্তৃক সম্পাদনায় তাঁর গ্রন্থগুলিতে মুখ্যত, (১) ঐতিহাসিক সত্যকে যথাযথ প্রকাশের জন্যে পরিবর্তন, (২) প্রত্যেক অধ্যায়ের নামকরণের পরিবর্তন, (৩) কবিতাগুলির সম্পাদনা ও কোন চরিত্র বিষয়ে রূঢ় বা অপ্রিয় উক্তির পরিবর্তে কোমল বাক্য ব্যবহার, এবং (৪) ছন্দের ওপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কথকদের 'তিন রাজত্বের কাহিনী'র তুলনায় লো-র 'তিন রাজত্ব' চরিত্রচিত্রণে সার্থক। এই উপন্যাসের বহু চরিত্র পরবর্তীকালে 'মিথ'-এ পরিণত হয় এবং উক্তের গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নামকরণও এই গ্রন্থের চরিত্রের নামে হতে থাকে। লো-এর কাহিনী চিত্রণ ও বিন্যাস অবশ্য একান্ত ইতিহাসনির্ভর। সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যকেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন এবং কবিতা, বক্তব্য ইত্যাদিও উক্ত নথি থেকেই ব্যবহার করেছেন। মূল কাহিনীতে (কথকদের সূত্রে প্রাপ্ত) আছে এক অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস, যেখানে বলা হয়েছে যে হান শিন, পেং ইউয়ে, এবং ইন পু নামীয় তিন সেনাপতি হান বংশের রাজত্ব

প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন এবং পরে উক্ত বংশেরই সম্রাট হান কাও ৎসু কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; এরপর লোকেরা যখন এমত অন্যায়ের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তখন ঈশ্বর বিষয়টি সম্পর্কে জেমা-শুঙ-শিয়ঙ-এর কাছে পরামর্শ চান ; জেমা পরামর্শ দেন যে উক্ত তিন সেনাপতিকে পুনরুজ্জীবন দান এবং ৎসাও, লিউ পেই ও সুন চুয়ান হিসাবে পরবর্তী জন্মে চীনকে তিনভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের কর্তৃত্ব দান করা হোক, আর হান কাও ৎসু যেন পরজন্মে যেন সম্রাট শিয়েন হন। ঈশ্বর এ-পরামর্শে এতই সন্তুষ্ট হন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আশীর্বাদ করেন যে, তিন ভাগে বিভক্ত হিসাবে থাকার পর আবার চীন যখন পুনর্মিলিত হবে তখন যেন জেমাই সম্রাট হিসাবে তার কর্তৃত্বভার পান। লো। একে বর্জন করেন নির্মমভাবে একান্ত বাস্তবতার কারণেই।

কিন্তু নিতান্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীল হবার ফলে লো-র উপন্যাসে অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথমত, একান্তভাবে ঘটনার অনুসরণে তার বর্ণনাধর্মিতা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এবং চরিত্র-চিত্রণেও এসেছে আড়ষ্টতা ; দ্বিতীয়ত, সরকারী তথ্য থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি ব্যবহারের ফলে তাঁর ঔপন্যাসিক ক্ষমতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বভাবতই এর ফলে, তাঁর উপন্যাসে কখনও ধ্রুপদী, কখনও বা কথ্য-রীতির ব্যবহার, যা বহুলাংশে গুরুচণ্ডালী। অবশ্য, তিনি সজ্ঞানেও এরীতি প্রয়োগ করে থাকতে পারেন, কারণ, যাতে না সমকালীন বিদ্বৎজনেরা তাঁর রচনায় 'অশ্লীলতা' খুঁজে পান।

'তিন রাজত্ব' চীনের তিরানব্বই বৎসরের সমগ্র কালকে বিবৃত করেছে। ১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে শিন যুগের প্রাথমিককাল পর্যন্ত এই ইতিকথার বিস্তৃতি। এখানে বর্ণিত হয়েছে কেমন করে লিউ পেই, ৎসাও ৎসাও, এবং সুন চুয়ান ক্ষমতায় আসেন হান যুগের সম্রাট লিঙ-এর কালে, যখন দেশময় চলেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কুশাসন এবং নৈরাজ্য। আর উ-র শাসক সুন হাউ যদিচ ২৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সামান্য জায়গীরদারে পরিণত হয়েছেন, তথাপি ২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

স্বরাজ্যে স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ; উপন্যাসের [illegible] এখানেই। এবং চীনা পাঠকের কাছে সর্বাধিক উল্লেখ্য হোল যে 'তিন রাজত্ব' কাহিনী শেষ হয়েছে সান কুয়ান সৈন্যদের হাতে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এবং এ সমস্তই ১২০ খ্রীষ্টাব্দে তিন রাজত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই। আর এ-অর্থে 'তিন রাজত্ব' নামকরণও যথার্থ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ-গ্রন্থ লো-র ঔপন্যাসিক ক্ষমতার সমস্ত পরিচয় বহন করছে।

খ রোমাঞ্চকর উপন্যাস : সকল মানুষই পরস্পরের ভাই

উত্তর সুং রাজত্বকালের শেষাংশে কথকদের 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' নামীয় জনপ্রিয় কাহিনীর মূল পাঠের সন্ধান মেলে ; এর নায়ক সুঙ চিয়াং এবং তার পঁয়ত্রিশ জন ডাকাত সঙ্গীর গল্প। কুঙ সেঙ-ইউ নামীয় সমকালের জনৈক শিল্পী ও পণ্ডিত এদের প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্তে লেখেন, "সুঙ চিয়াং বিষয়ে বহু প্রচলিত কাহিনীর প্রতি কদাচ আকৃষ্ট হয়নি বিদ্বানেরা। কিন্তু লী সুঙ এদের যেভাবে চিত্রিত করেন তা স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায়। আমার কৈশোরে এ-কারণেই আমি সুঙ চিয়াং ও তার অনুচরদের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠি। বর্তমানেও তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনিবার্য।"[৫] কিন্তু কারণ হিসাবে এসবই বাহ্য, খিতান ও তার্তারদের আক্রমণে সুঙ রাজত্বের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছিল, এবং সকলেই সুঙ চিয়াং-এর মতো কোন একজনের আশা করছিলেন, যিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেন। কুঙ শেঙ-ইউ-র 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে, চৌ মি লেখেন, "সুঙ চিয়াং এবং তার লোকেরা ছিল ডাকাত। তবে কেন শেঙ-ইউ তাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন ? তা শী কুঙ (জেমা শিয়েন) শিয়ে (বীর নাইট) সম্পর্কে এবং উচ্ছৃঙ্খলদের প্রশ্রয় দেবার জন্যে নিন্দিতও হয়েছেন, কিন্তু তথাপি তিনিই প্রথম লেখক, যিনি তাঁর 'লিয়ে চুয়ান' (প্রখ্যাত সেনাপতি ও মন্ত্রীদের জীবনী) গ্রন্থে চেন শেন এবং উ কুয়াং-এর নাম যুক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে প্রাক্তন

সম্রাট শিয়াং ইউ-র জীবনী। এর কারণ অবশ্যই জটিল এবং সহজেই অনুমেয়। এবং বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত যে এঁরা কি ছিলেন।" চেন সেন, উ কুয়াং এবং শিয়াং-উ, সকলেই ছিলেন শিন রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যদিচ একদা শিয়াং-উ ছিলেন দেশের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী তথাপি এঁদের শেষ পর্যন্ত পরাজয় ঘটে। কথিত আছে যে জেমা শীয়েন অতীতে যা করেছিলেন, তাই করতে চেয়েছিলেন কুঙ শেঙ-ইউ. চৌ-মি-র বক্তব্যে প্রাক্তন সম্রাটগণ যা ছিলেন তার সঙ্গে সুঙ-চিয়াং ও তাঁর অনুচরদের কোন প্রভেদ থাকতো না, যদি তারা জয়ী হতে পারতেন। অবশ্য চৌ মি যখন এ-বিষয়ে লেখেন, তখন সুঙ রাজত্বের পতন আসন্ন, এবং সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল যে বৈদেশিক আক্রমণ শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হবে। এটা অবশ্যই কোন সরাসরি বক্তব্য নয়, আর যখন মোঙ্গলের অপ্রতিহত যাত্রায় দেশ পদানত হয়, তখন বিদ্রোহের কোন কল্পনাও ছিল অসম্ভব।

জনপ্রিয় সুঙ চিয়াং-এর মূল গল্পটি গৃহীত হয়েছে সুঙ যুগের ইতিহাসের 'সম্রাট হুই ৎসুঙ' ও 'হো মুঙ-এর জীবনী' নামক অধ্যায় থেকে। কাহিনীটি নিম্নপ্রকার :

"দক্ষিণ হুয়াই নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে সুঙ চিয়াং-এর দলপতিত্বে একদল ডাকাত হুয়াই ইয়াং-এর সেনাদলকে আক্রমণ করে। এদের দমন করবার জন্যে সেনাদল প্রেরিত হয় কিন্তু তারা রাজধানীর পূর্বে ও ইয়াংসী নদীর উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং হুয়াইচৌ-এ প্রবেশ করে। রাজ্যপাল চাঙ শু-ইয়েকে তখন আদেশ দেওয়া হয় ওদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে।"

হো মুং সম্রাটের স্মারকলিপিতে লেখেন যে, "সুঙ চিয়াং এবং পঁয়ত্রিশটি অন্য ডাকাতের নেতারা চি এবং উই এলাকায় যথেচ্ছ কার্যক্রম চালিয়ে যায় এবং শত শত সরকারী সেনারা তাদের কিছুমাত্র প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি। এর দ্বারাই প্রমাণিত যে সুঙ চিয়াং প্রতিভাবান ··কেন তবে তাকে ক্ষমা করা এবং কাঙ লা-র লড়াইয়ে প্রেরণ করা হবে না তার আপন অপরাধের স্খালনের জন্যে ?"

উক্ত কাহিনী থেকেই প্রমাণিত যে কেন 'সুঙ যুগের গুয়ান হো কালের গল্পে', সুঙ চিয়াং আত্মসমর্পণের জন্যে চাঙ সু-ইয়ে কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন এবং পরে তিনি এবং তাঁর অনুচরেরা কাঙ লা-র বিদ্রোহ দমন করেন ও সেখানকার সামরিক শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হন।

অবশ্য এমত উৎস থেকে কেমন করে রচিত হয় 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' নামীয় উপন্যাস, তা অদ্যাবধি অজ্ঞাত ; এ-গ্রন্থের প্রথম পাঠের কোন সন্ধান মেলে নি। বহু চীনা বিদ্বজ্জনের ধারণায় এ-গ্রন্থের লেখক শী নাই-আন এবং পরে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন লো কুয়ান-চুং। অন্যপক্ষে চিঙ যুগের প্রখ্যাত সমালোচক চিন শেঙ-তান-এর ভাষ্যানুযায়ী, এর প্রথম সত্তরটি অধ্যায় লেখেন শী নাই-আন এবং শেষ ত্রিশটি অধ্যায় লো কুয়ান-চুং-এর রচনা। চিন অবশ্য শেষ ত্রিশটি অধ্যায় বাদ দিয়েই গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এটিই মূল পাঠ। এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিতর্কের মধ্যে যাওয়া নিরর্থক। তবে শী নাই-আন-ই যে এর আদি রচয়িতা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সম্ভবত এই উপন্যাসটি 'সুঙ যুগের গুয়ান হো কালের গল্পে'র মতই কথ্য চীনা ভাষায় লিখিত হয়েছিল। এ-উপন্যাসের মূল কাঠামো সম্ভবত ছিল বর্তমানের প্রাপ্ত সংস্করণের মতোই, তবে সম্পাদনার কালে বর্ণনায় ও চরিত্রবিন্যাসের বিস্তার ঘটেছে। 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' উপন্যাসটি কথ্য চীনাভাষায় লিখিত প্রথম মহান উপন্যাস।

বিগত প্রায় সাতশ' বছরে এই উপন্যাসের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ; এর মধ্যে দুটি সবিশেষ উল্লেখ্য। একটি 'কুয়ো-উ-তিন' বা একশত অধ্যায় সংস্করণ। এটি কুয়ো শুন কর্তৃক সংকলিত এবং মিঙ যুগের সম্রাট শী-ৎসুং (১৫১২-১৫৬৬)-এর কালে প্রকাশিত। এর লেখকের বিষয়ে সংশয় আছে, কারণ এটি পূর্বোক্ত মূল গল্পের ভিত্তিতে রচিত হলেও ভাষায় ও রচনারীতিতে যেন একটি নতুন উপন্যাস। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের সমালোচক হু ইন-লিন লেখেন, "এই সংস্করণের অসামান্যতার কথা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব ; এর বর্ণনা-

ভঙ্গী, দৃশ্য চিত্রণের নিপুণ শিল্প, অথবা চরিত্র অঙ্কনের আবেগময় বিন্যাস যথার্থই মহৎ ; কখনও বা গতিময় গদ্যে, কখনও বা কাব্য-সৌন্দর্যে তা সর্বদাই অম্লান।" এমত কারণে বহুজনের ধারণা যে, সমকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং এই গ্রন্থের সম্পাদক ওয়াং তাই-হান নিজেই লেখেন এই উপন্যাসটি। অবশ্য এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

ইয়াং তিং-চিয়েন[৬]-এর মতানুযায়ী, "কুয়ো উ-তিন সংস্করণে সুঙ চিয়াং ও ইয়েন পো-শিয় কাহিনী কার্যত মূল গল্প থেকে সরে গেছে। এটা কিছু দোষাবহ নয়। কিন্তু ওয়াং চিং এবং তিয়েন হু-র বিদ্রোহবিষয়ক পূর্বেকার সংস্করণের অধ্যায়টি বর্জন করে, সম্পাদক গল্পের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে লিখন রীতির সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। সম্ভবত তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি যে মহৎ লেখকেরা কেবলমাত্র গল্পের প্লটকেই সর্বস্ব বলে মানেন না।"

তিয়েন চি (১৬২১-১৬২৭) অথবা চুঙ চেঙ (১৬২৮-১৬৪৪)-এর রাজত্বকালে ইয়াং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একশত কুড়িটি অধ্যায় সংবলিত এই গ্রন্থের অন্য সংস্করণ : এখানে 'কুয়ো উতিন' সংস্করণের সমস্ত অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয় ওয়াং চিং ও তিয়েন হু-র বিদ্রোহ-বিষয়ক অধ্যায়গুলি। সম্ভবত তাঁর পূর্বোক্ত মন্তব্যই এমত সংযোজনের কারণ। এতদ্‌সত্ত্বেও চিন শেঙ-তান সম্পাদিত সংস্করণ অদ্যাবধি সাধারণের কাছে সমাদৃত। কারণ চিন ভাষার সংস্কারে উপন্যাসটিকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছেন। সমকালে ডাকাতদের প্রতি জনসাধারণের অবশ্যই কোন সহানুভূতি ছিল না ; শেষ ত্রিশটি অধ্যায় বাদ দিয়ে এবং লিয়াং সেন পো ও তার ১০৮ জন অনুচরকে বন্দী এবং হত্যার আকাঙ্ক্ষায় এ-গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটিয়ে, কেবলমাত্র সুঙ চিয়াং-এর চরিত্রই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, সেই সঙ্গে উপন্যাটিতেও এসেছে তাৎপর্য ; আর এরই ফলশ্রুতিতে বিগত তিনশ' বছরের মধ্যেই একমাত্র এই সংস্করণ ছাড়া অন্যগুলি বিলুপ্ত হয়েছে সাধারণের স্মৃতি থেকে।

'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' উপন্যাসটিতে সুখ্যাত ধারাবাহিক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে দেখান হয়েছে কেমন করে ১০৮ জন বীর সামাজিক অবস্থার কারণে ডাকাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর প্রত্যেক অংশে দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী, যার সঙ্গে কেবলমাত্র পশ্চিমী থি_লারেরই তুলনা সম্ভব। অবশ্য লি কুয়েই, লু শী-সেন, এবং উ-সুঙ ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি যথার্থ জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। অনেক চরিত্রই যেন ১০৮ জনের সংখ্যা পূরণের জন্যেই এসেছে। এমনকি দস্যু-দলপতি সাও কাই-এর চরিত্রটি পরিস্ফুট হতে পারেনি। এমত ত্রুটি এবং কিছু ভৌগোলিক ভুল সত্ত্বেও, শতকের পর শতক এ-উপন্যাস পাঠককে রোমাঞ্চিত করে এসেছে।'

গ অতিপ্রাকৃত উপন্যাস : বানর

ইউয়ান যুগে, উ চাঙ-লিন-এর 'শি ইউ চি ৎসা চু' সহ অনেক উত্তরের নাটক সান ৎসাং-এর 'বৌদ্ধ সূত্রের সন্ধানে'-র গল্পের ভিত্তিতে লিখিত। মিঙ যুগের প্রাথমিক কালে সম্পাদিত 'ইয়াং লো বিশ্বকোষ'-এ 'শি উ চি'-নামীয় গ্রন্থের 'চি' নদীর ড্রাগন রাজাকে উয়েই চেং কর্তৃক স্বপ্নে হত্যা' শিরোনামের ১,২০০ শব্দের একটি অংশ ১৯৩০-এ আবিষ্কৃত হয়। কথ্যভাষায় লিখিত এই মূল্যবান অংশটির সংশোধিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় উ চেং-এন লিখিত 'বানর' উপন্যাসটির দশম অধ্যায়ে। উ চেঙ-এন সম্ভবত উক্ত মূল পাঠের বিষয় অবগত ছিলেন এবং আপন উপন্যাসে এরই বিন্যাস ঘটান ভাষার পরিমার্জনে ও চরিত্রের যথাযথ বিন্যাসে।

দেবদেবীর সঙ্গে মানবিক চরিত্রের সংযোগ এই গ্রন্থটি প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্যান্টাসী। তদুপরি মানুষের ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশে, 'বানর'-এর বিস্ময়কর কল্পনাই উ চেঙ-এনকে 'বানর' রচনায় প্রাণিত করে। 'ইউ ভিং শী'-র ভূমিকায় তিনি লেখেন: "ছোটবেলা থেকেই অলৌকিক ও অস্বাভাবিকের কাহিনী ছিল আমার প্রিয়। দোকানে দোকানে আমি খুঁজে ফিরতাম রোমাঞ্চ ও বেসরকারী

ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ; আর পাছে আমার বাবা-মা বা শিক্ষক সেগুলো কেড়ে নেন, তাই সেগুলো পড়বার জন্যে বেছে নিতাম কোন লুকোবার জায়গা। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে আগ্রহ বেড়েই চললো এবং পড়া হয়ে গেল অনেক অদ্ভুত গ্রন্থ। যৌবনেও আমার বন্ধুদের সহায়তায় সংগ্রহ করে চললাম এবম্প্রকার গ্রন্থ আর আমার মাথায় তখন জমা হয়েছে অনেক অদ্ভুত গল্প। লিউ চি-চাং এবং তুয়ান কো-কু লিখিত 'চুয়ান চি' তৎকালে ছিল আমার প্রিয়তম ; তার দৃশ্য বর্ণনা ও নায়কদের চরিত্র অঙ্কনে আমি প্রবলভাবে অভিভূত হয়েছিলাম। আমিও তখন চাইতাম এইরকম একটা বই লিখতে কিন্তু আলসেমির জন্যে লেখা হয়ে ওঠে নি। মনের মধ্যেকার বিরাট গল্পসম্ভার ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র একটিকে আর কিছুতেই ভোলা গেল না, যেটি এখন আমি লিখছি।"

মানসিকভাবে উ চেঙ-এন তখন অবশ্যই 'বানর' রচনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখ্য যে, তাঁর সরকারী ও উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা কখনও তিনি দমিত করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, মেধাবী, এবং প্রতিভাবান। তাঁর রচিত কবিতাবলীর সঙ্গে সুঙ যুগের প্রখ্যাত কবি শিন কুয়ান-এর সৃষ্টিই তুলনীয়। এতদ্ব্যতীত তিনি লিখেছেন নাটক। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কদাচ তিনি সরকারী চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ষাট বছর পেরিয়ে যাবার পর একমাত্র কনফুসীয় ধ্রুপদী সাহিত্য তাঁর বিদ্যাবত্তার কারণে তিনি চাঙ-শিন জেলার সহকারী জেলাশাসকের পথে নিযুক্ত হন। এ-পদে তিনি সাত বৎসরকাল বহাল ছিলেন এবং এ-সময়ে তাঁর এক নির্দিষ্ট আয়ের জীবনে, তিনি রচনা করেন 'বানর'।

'বানর' উপন্যাসটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে : (১) এক থেকে সাত অধ্যায়—এখানে 'সুন উ-কুং' বা বানর-এর প্রেক্ষাপট, (২) আট থেকে দ্বাদশ অধ্যায়—এ-পর্বে বিবৃত আছে শিয়েন চুয়াং-এর (সান ৎসাং) বৌদ্ধসূত্রের সন্ধান আর (৩) ত্রয়োদশ থেকে শততম অধ্যায়—যেখানে বর্ণিত হয়েছে শিয়েন চুয়াং-এর যাত্রাপথে

সহস্র প্রকারের দুর্দৈব, যা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন দেবদেবী ও বানরের কৃপায়। দ্বিতীয় পর্বের কিছু ঘটনার ভিত্তি সুঙ যুগের 'হুয়া পেন' গল্প তাই ৎস্যুং-এর 'অন্য জগতের অভিজ্ঞতা' থেকে গৃহীত; এবং তৃতীয় পর্বের, মূলত সান ৎসেং-এর 'বৌদ্ধসূত্রের সন্ধান' থেকে। কিন্তু প্রথম পর্বের উৎস অদ্যাবধি অজ্ঞাত; অনুমিত হয় যে ভারতীয় সাহিত্য এর উৎস হলেও হতে পারে।

'বানর', 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' উপন্যাসের মতই বহু ঘটনার সংযোজন, কিন্তু এখানে (প্রথম সাত অধ্যায় বাদে) শিয়েন চুং-এর পদযাত্রা সমস্ত কাহিনীকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। তদুপরি 'বানর' তুলনামূলকভাবে অধিকতর দৃঢ়নিবদ্ধ উপন্যাস। এখানে শিয়েন চুং তার যাত্রাপথে মোট যে একাশিটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আর তার সঙ্গে সর্বদাই একটি দৈত্যের প্রত্যক্ষ যোগ এবং দৈব বা মানুষের জাদুবিদ্যার প্রয়োগে তা থেকে মুক্তিলাভ, নানাভাবে উপন্যাসটিকে তাৎপর্য দিয়েছে।

উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র বানর-চরিত্রের চিত্রণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে শয়তান, সে অনুগত, সে পরিহাসপরায়ণ। এর সঙ্গে তুলনায় বরং শিয়েন চুং-এর চরিত্র বৈচিত্র্যহীন এবং নিষ্প্রাণ। এ-গ্রন্থের জনপ্রিয়তা অদ্যাবধি বর্তমান।[৮]

ঘ. তথ্যমূলক উপন্যাস : সোনালী কমল

বহুজনের ধারণায় 'সোনালী কমল'ই একালীন উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কারণ, পূর্বোক্ত তিনটি উপন্যাসই 'হুয়া পেন' গল্পগুলির বিস্তৃতি ও পুনর্বিন্যাস আর 'সোনালী কমল' একজন লেখকের যথার্থ স্বকীয় রচনা। দ্বিতীয়, 'তিন রাজত্ব', 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' ঐতিহাসিক গল্পভিত্তিক আর 'বানর' প্রধানত ফ্যানটাসী : এগুলির সঙ্গে সমকালীন সময়ের কোন যোগসূত্র নেই। অন্যপক্ষে, 'সোনালী কমল' মিঙ যুগের শেষভাগের সামাজিক সত্যকে ভাষা দিয়েছে একটি পারিবারিক জীবনের মধ্যে দিয়ে। এবং

এই প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াসে জনজীবনের বাস্তব অবস্থার উদ্‌ঘাটন, কার্যত পরবর্তী চীনা উপন্যাসের অগ্রগতির উৎসমুখ উন্মোচিত করে।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসে লেখক প্রায় নব্বইটি মুখ্য চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন এবং 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' নামীয় উপন্যাসের এক খণ্ডাংশের রূপরেখা থেকে শুরু করেছেন তাঁর মূল কাহিনী। 'সোনালী কমল'-এর উ সুঙ-এর শ্যালিকা সোনালী কমল আর তার প্রণয়ী শি-মেন চিং, চিং-হো জেলার একজন পাকা বদমায়েশ। সে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সখ্যতা রাখে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। সে সম্রাটের দেহরক্ষীদের প্রধান হবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়ে চলে। কিন্তু অধিকাংশ সময় মেয়েদের পেছনে ঘোরাই তার কাজ আর জীবন-যাপনে সে চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল। এই শি-মেন চিং এবং তার বন্ধুদের চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে দিয়েই লেখক অঙ্কিত করেন সমকালীন সমাজের অবক্ষয়ের যথার্থ রূপ।

এই গ্রন্থের বহু স্থানেই আছে রতিক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা, এবং এর কারণ সম্পর্কে বহু সমালোচক প্রশ্ন করেছেন। অন্যেরা অবশ্য একে নিতান্তই পর্নোগ্রাফি ছাড়া কিছুই মনে করেন না; এবং এ-কারণেই চীনে এর পূর্ণাঙ্গ পাঠ মেলা দুষ্কর। এ-গ্রন্থটি যখন অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে তখন হয় এর উক্ত রতিক্রিয়ার অংশগুলি বর্জিত অথবা লাতিন ভাষায় লেখা হয়েছে, যদিচ পরিবেশ বিবেচনায় আমার বিশ্বাস যে উক্ত অংশগুলি এই গ্রন্থে অবিচ্ছেদ্য।

নিজের স্ত্রী ছাড়াও শি-মেন চিং-এর ছিল তিনটি রক্ষিতা। আর ছিল ন'জন বন্ধু, যারা তার সঙ্গে জুয়া, মদ্যপান ও তার জন্যে মেয়ে যোগাড় করে তাকে তৃপ্ত করা ছাড়া অন্য কিছুই করতো না। সোনালী কমলের সঙ্গে শি-মেন-এর পরিচয় ঘটলে সে তার স্বামীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করে সোনালী কমলকে পাবার আকাঙ্ক্ষায়। ফলে উ সুঙ ও তার স্বামীর ভ্রাতা শি-মেনকে হত্যা করবে ঠিক করে এবং ভুলবশত অন্য একজনকে হত্যা করে বসে আর শেষ পর্যন্ত মেঙ

চৌতে নির্বাসিত হয়। এরপর শি-মেন-এর আর সোনালী কমলকে পাবার প্রতিবন্ধ থাকে না। সে তখন সোনালী কমলের পরিচারিকা চুন মেই-এর সঙ্গে প্রেম করতে থাকে আর তার অন্য রক্ষিতা লি-পিং-এর-কেও কাজে লাগায়। এই তিন নারী শি-মেন-এর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। স্বভাবতই দেখা দেয় শি-মেনকে পাবার জন্যে এই তিন নারীর দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা ও কলহ। কিন্তু শি-মেন সহজ মানুষ ছিল না। তার মন প্রফুল্ল থাকলে সে নারীদের নিয়ে প্রমোদে মত্ত হোত আর ক্ষেপে গেলে চাবুক হাতে তাদেরই পেটাতে শুরু করতো। আসলে তার মধ্যে ছিল এক প্রবল স্যাডিস্ট যৌন প্রবৃত্তি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নারীরা তার আকর্ষণ অবহেলা করতে পারতো না এবং এমনকি সোনালী কমল পর্যন্ত তার জন্যে পারতো না এমন কাজ নেই। কিন্তু সোনালী কমল ছিল বন্ধ্যা; তাই যখন পিং-এর'-এর গর্ভে সন্তান হয়, তখন নিজের প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে সে কৌশলে সেই সন্তানকে হত্যা করায় ও শোকে পি-এর মারা যায়। এবং এই ঈর্ষা এতদূর এগোয় যে একটা ওষুধ বেশি পরিমাণে খাইয়ে শেষ পর্যন্ত সে, শি-মেনকেও হত্যা করে। এর পর সোনালী কমল ও চুন মেই, শি-মেনের জামাইয়ের বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে থেকে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত শি-মেনের অন্য রক্ষিতার চক্রান্তে গৃহচ্যুত হয়। এর পর যখন সোনালী কমল শ্রীমতী ওয়াং-এর বাড়িতে আশ্রয় পায়, তখনই উ সুঙ ফিরে আসে এবং সোনালী কমলকে খুঁজে বের করে হত্যা করে। চুন মেইকে তারা সরকারী কর্মচারী চাও-এর কাছে রক্ষিতারূপে বিক্রি করে, কিন্তু এক সন্তানের জন্ম দিয়ে সেখানে অবশেষে সে স্ত্রীর মর্যাদা পায়। এরপর তার্তাররা চীন আক্রমণ করলে চাও নিহত হয় এবং চুন মেই ফিরে যায় তার পূর্ব-স্বামীর সন্তানের কাছে; অতঃপর একদা অতিমাত্রায় মদ্যপানের ফলে তার মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে তার্তারদের অগ্রগতির কালে শি-মেনের বিধবা পত্নী উ ইউয়ে-নিয়াং তার সন্তানকে নিয়ে ৎসিনানের পথে রওনা হয়। পথে জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণের সঙ্গে তাদের দেখা হয় এবং তিনি

পাপ-পুণ্যের বিষয় তাদের অবগত করান এবং অন্যায়ের কারণেই যে তাদের বংশের ধ্বংস হয়েছে এ-সত্যও বিবৃত করেন ; এমত সত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অবশেষে ছেলেটি শ্রমণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

সন্দেহ নেই যে বহু অংশবিশেষের খোলাখুলি বর্ণনা 'সোনালী কমলে'র জনপ্রিয়তার কারণ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হোল এখানে লেখক সপ্রাণ ভঙ্গীতে জনগণের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও অস্তিত্বকে বিবৃত করেছেন। 'চীনা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে লু স্যুন বলেছেন, "লেখক তাঁর সমকালীন জীবন বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর চিত্রণে তিনি ব্যবহার করেছেন স্পষ্ট এবং ঋজু ভাষা অথবা কোথাও আশ্রয় করেছেন গভীর এবং সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। তিনি কখনও বর্ণনায় বিষয়টি যথাযথ পরিস্ফুট করেন, কখনও বা তার ইঙ্গিতময়তায় এবং রূপকের সহায়তায় ঘটনাটি বিন্যস্ত হয়। কখনও বা পরিবর্তের কারণে ঘটনার দুটি দিক প্রকাশ করেন, যার ফলে চরিত্রের মানসিক রূপটি যথার্থ চিত্রণ সম্ভবপর হয়। এমত বিবেচনায় কোন উপন্যাসই এর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি।"

'সোনালী কমল' প্রকাশিত হয় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। সেন তে-ফু-র ভাষ্যানুযায়ী এই উপন্যাস মোট একশত অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে ৫৩-৫৭ অধ্যায় হারিয়ে যায় : পরে অবশ্য কেউ একজন এই অধ্যায়গুলি লেখেন এবং আদি বলে দাবি জানান। কিন্তু এর সমগ্র অংশ যেখানে শানতুং আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, সেখানে উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে কিয়াংস্যুর আঞ্চলিক ভাষা। শেন লেখেন যে, "সোনালী কমল' চিং যুগের (১৫২২-১৫৬৬) কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের রচনা।" অবশ্য লেখকের সমকালীন শেন যখন এ-গ্রন্থের লেখকের নাম জানতেন না, তখন আমাদের ধরে নিতে আপত্তি নেই যে শান তুং প্রদেশের লাং লিং জেলার জনৈক লেখক, যার ছদ্মনাম শিয়াও-শিয়েও সেন, এই গ্রন্থের রচয়িতা।[১]

নির্দেশিকা

১ তাং যুগের শেষে এবং সুঙ যুগের প্রারম্ভে তিপ্পান্ন বছরের মধ্যে (৯০৭-৯৬০) পাচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।

২ দুটিই চীনা নাটক বিষয়ক গ্রন্থ। 'লু কুয়ে পু' অর্থ ভূতের ডায়েরী, লিখিত হয় ইউয়ান যুগে, 'তাই হো চেঙ ইন পু' (ধ্রুপদী সংগীতের উৎস সন্ধানে) মিঙ যুগে লিখিত।

৩ লী চো উ : 'তুঙ শিন শুয়ো' (সারল্য প্রসঙ্গে)

৪ 'লু কুয়ে পু'-এর পরিশিষ্ট।

৫ চৌ মি-র 'কুয়েই শিন ৎসা শী' (নানা কথা) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৬ 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রঃ।

৭ Translated by Pearl S. Buck, *All Men are Brothers*, Methuen & Co Ltd. 1933.

৮ *Monkey*, translated by Arthur waley, Allen & Unwin Ltd. London, 1942.

৯ The Golden Lotus, translated by Clement Egerton, Routledge a Kegan Paul Ltd. 1939.

দ্বাদশ অধ্যায়

এক

সুঙ যুগে ধ্রুপদী গদ্যরীতি চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে। ইউয়ান যুগে মোঙ্গল শাসনকালে ইউয়ান হাও-ওয়েন (১১৯০-১২৫৭), ইউ-চি (১২৭২-১৩৪৮) প্রমুখ খ্যাতনামা গদ্য লেখকেরা পূর্বসূরীদের রচনারীতির ধারাই অনুসরণ করে চলেছিলেন এবং ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঙ যুগের প্রতিষ্ঠাকালের পরবর্তী প্রায় দু'শ' বছর ধরে গদ্যরীতিতে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনই পরিবর্তন আসেনি। বৈদেশিক শাসনের অবসানে অর্থ নৈতিক স্থিতিস্থাপকতা আসার পর, এবং চীনা সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিন্তাচর্চা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ইয়ুং লো বিশ্বকোষ' সম্রাট চেন-ৎসুর কালে প্রকাশের পরও চীনা বিদ্যাবানেরা গদ্যরীতিতে পরিবর্তন আনার কথা বা 'পা কু ওয়েন' বা 'আট চরণ' 'গদ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবেন নি।

সাধারণ অর্থে 'পা কু ওয়েন' আট 'চরণ' বা পর্বের রচনা। প্রথম পর্বে দুটি বাক্যে, প্রায় খবরের কাগজের শিরোনামের মত, সমগ্র রচনাটির মূল বক্তব্য বিবৃত হয়। দ্বিতীয় পর্বে উক্ত ভূমিকা বিস্তৃতি পায়। তৃতীয়টি মূল অংশের মুখবন্ধ। চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের মূল বক্তব্যের বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত, এবং এর সূত্র ধরে ষষ্ঠ পর্বে মূল বক্তব্যের সূত্রপাত ঘটে। সপ্তম পর্ব ষষ্ঠের অনুসরণ এবং অষ্টম পর্ব উপসংহার। ছোট প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটি চমৎকার নির্দেশনা! রচনাক্ষেত্রে লেখকেরা নিয়মানুযায়ী কদাচ ধ্রুপদী সাহিত্যের বিষয়ের বাইরে কোন বিষয়কে কাহিনীতে রূপান্তরিত করতে পারতেন না এবং 'পা কু ওয়েন' দুই বা তিন শত শব্দের মধ্যে সমাপ্ত করাই ছিল রীতি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জীবিকা নির্বাহের জন্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের একমাত্র পথ ছিল সরকারী পরীক্ষায় বসা এবং সরকারী কর্ম লাভ ;

মিঙ যুগে যখন কানুন জারি হয় যে পরীক্ষার্থীদের উত্তর পত্র লিখতে হবে 'পা কু ওয়েন' রীতিতে, তখন সকলেই তাং এবং সুঙ যুগের মহান গদ্য লেখকদের রচনারীতির অনুশীলনকেই পরমার্থ জ্ঞানে চর্চা করতে থাকে। পরে, চান যুগের পূর্বেকার প্রবন্ধগুলিই গদ্যরীতির একমাত্র মান হিসাবে স্বীকৃতি পায়। লী মেঙ-ইয়াং (১৪৭২-১৫২৯) এবং হো চিং-মিং (১৪৮৩-১৫২১), লী পান-লুং (১৫১৪-১৫৭০) এবং ওয়াং শী-চেং (১৫২৬-১৫৯০), ছিলেন দুই সাহিত্য-দলের[১] নেতৃবৃন্দ; মিঙ যুগের প্রান্তকাল থেকে প্রায় দুই শত বৎসরকালের অনুকারক সৃষ্টির পেছনে এঁদের ভূমিকা মুখ্য। লী মেঙ-ইয়াং লেখেন, "জনগণ অক্ষর চিত্রণ শিখেই মহৎ-শিল্পীদের অনুকরণে মাতে; তখন কোন একজন পূর্বসূরীদের রচনার সাদৃশ্য পাওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন করে না অনুকরণ সম্পর্কে। এবং এই একই রীতি চলেছে প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে।"[২] লী পান-লুং-এর ধারণায়ও, "পশ্চিম হান যুগের শেষে লিখিত প্রবন্ধাদি এবং তিয়েন লো কালের (তাং যুগের) কাব্যরচনা সম্পূর্ণত ব্যর্থ।"[৩] তাঁরা কেবলমাত্র পূর্বসূরীদের রীতি অনুকরণ করেছেন, কিন্তু কদাচ ভাবেন নি যে বিষয় ও আঙ্গিক পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফললাভে গদ্য রচনা যা হয়েছে, তা হোল, "বহু কঠিন শব্দের সমারোহ এবং অস্পষ্ট বক্তব্য, যা কচিৎ কোন পাঠক শেষ পর্যন্ত পড়তে পারেন।"[৪]

স্বভাবতই অনেক বিদ্বজ্জন অনুভব করতে থাকেন যে, একমাত্র রীতির ওপর এমত গুরুত্ব আরোপ অর্থহীন এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে ছিলেন তাং শুন-চি (১৫০৭-১৫৬০) এবং লী চু-উ (১৫২৭-১৬০২)।[৫] তাং-এর লিখিত সাহিত্যবিষয়ক একটি চিঠির অংশাবিশেষ এখানে উল্লেখ্য:

"সাধারণত দু'রকমের মানুষ দেখা যায়। একজন কখনও কলম হাতে করে না আর কোন প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন হলে সাদা কাগজের সামনে বসে চোখের জল ফেলে; কিন্তু সেই যখন আবার কোন পারিবারিক চিঠি লেখে তখন আর তার কোন জড়তা থাকে না, কলম

চলে দুর্বার গতিতে। এখানে যথেষ্ট যুক্তি হয়তো নেই, কাঠামোও যথেষ্ট দৃঢ় নয়; কিন্তু এখানে আছে সারল্য, যা পাণ্ডিত্যের ভারে কষ্টকল্পনা হয়ে ওঠেনি; স্বভাবতই একে বলা চলে সার্থক রচনা। অল্পজন প্রাণপণে শেখে লেখার রীতি, আর শেখে এ-বিষয়ের তত্ত্ব; ফলে সে পারে কেবলমাত্র অতীত গুরুতুল্যদের পুনরাবৃত্তি করতে, কদাচ কোন মৌলিক চিন্তা তার মানসিকতায় ঠাঁই পায় না। সে যা লেখে······তা কখনোই সার্থক রচনা নয়।··একারণেই হান যুগের পরে সাহিত্যের অবনতির কাল শুরু হয়েছে এবং কারণ এ নয় যে রীতির বিস্মৃতি ঘটেছে; কারণ হোল শিক্ষিতেরা মৌলিক চিন্তা করতে ভুলে গেছে এবং কেবল অন্যের অনুকরণ করে চলেছে·"

পূর্বোক্ত দুই বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে সম্ভবত লী চু-উ ছিলেন অনেক বেশী মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী এবং মিঙ যুগের শেষার্ধের গদ্যসাহিত্যের বিকাশে তাঁর প্রভাবই সর্বাধিক। তিনি ছিলেন ফুকিয়েন প্রদেশের শিন-কিয়াং-এর বাসিন্দা। প্রাদেশিক সরকারী পরীক্ষায় পাস করেও তিনি রাজধানীতে যান নি জাতীয় সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে; এবং পরে হুনান প্রদেশের দুই জেলায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এভাবে নানা জায়গায় শিক্ষকরূপে চাকরি করার পর অবশেষে তিনি ইউনান প্রদেশের ইয়াও-আনের শাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু এমত সরকারী চাকরিতে মানসিক অতৃপ্তির ফলে পদত্যাগপত্র পাঠান কিন্তু তা মঞ্জুর না হওয়ায় তাঁকে কর্মভার বহন করে চলতে হয়। অতঃপর কার্যভার সত্ত্বেও তিনি তা-পি জেলার চি-চু পাহাড়ে বাস করতে থাকেন এবং শুরু করেন বৌদ্ধসূত্র পঠন। সামান্যকালের মধ্যেই কর্মভার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মা-চেন জেলায় লুং তান সরোবরের তীরে বসবাস করতে থাকেন এবং বৌদ্ধ শ্রমণ হন। এবং এ-কালেই তিনি দর্শন ও সাহিত্যবিষয়ক ভাষ্য ও রচনায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি, আর এর ফলে তাঁরই পক্ষে সম্ভবপর হয় অনেক মৌলিক তত্ত্বাদির আবিষ্কার, অন্যদেরও তিনি এমত স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং

বিনাবিচারে, এমনকি কনফুসিয়াসকেও স্বীকৃতি দিতে তাঁর আপত্তি ছিল। "প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকে নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কেউই তার জন্য কনফুসিয়াসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে না। এবং এটা যদি স্বীকারে আপত্তি থাকে তবে অবশ্যই প্রশ্ন করবো যে যাঁরা কনফুসিয়াসের আগে জন্মেছিলেন তাঁদের কি গতি হোল? তাঁরা কি মানুষ ছিলেন না?"[৬]

সাহিত্য রচনায় লী পূর্বকালের কবি ও গদ্যশিল্পীদের অনুকরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাষ্যে, "ভাল কবিতা কেবলমাত্র পূর্ব যুগেই লেখা হয় নি, আর সার্থক গদ্যরচনা যে শুধুমাত্র শিন যুগের পূর্বেই লেখা হয়েছিল এমনও নয়।"[৭]

সম্পাদনা ও ভাষ্য রচনায় তিনি বহু সময় অতিবাহিত করেছেন. 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই', 'পশ্চিমের ঘর' প্রভৃতি উপন্যাস, নাটক এর সাক্ষ্য বহন করছে। স্বাধীন চিন্তাচর্চার ফলে উপন্যাসকে তিনি যে অর্থে মর্যাদায় ভূষিত করেন, তা পরবর্তীকালের ইউয়ান চুং-লাং (১৫৬৮-১৬১০) এবং তাঁর দুই ভাইকে গভীরভাবে প্রাণিত করে। ইউয়ান ভ্রাতৃত্রয় কার্যত এরই ফললাভে গদ্যসাহিত্যে নতুন রীতির উদ্ভাবন ঘটান।

লী চু-উ এর মৌলিক চিন্তাধারা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে বিপর্যয় আনে। পঁচাত্তর বছর বয়সে তার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয় এবং শাস্তি হিসাবে কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগারে থাকাকালীন তিনি ক্ষুরের সাহায্যে গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। জীবৎকালেই তিনি প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী হিসাবে আখ্যাত হন এবং নিঃসন্দেহেই বলা চলে চীনা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুকরণে প্রচলিত বিশ্বাস ও রীতি ভেঙে দিয়েই তিনি তাঁর বিরোধিতার জয়জয়কার ঘোষণা করে যান।

দুই

মিঙ যুগের সাহিত্যচিন্তার অন্তঃপ্রবাহ, অনুকরণ প্রথার বিরুদ্ধে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে এবং কার্যত ইউয়ান চুং-লাং-এর নেতৃত্বে কিছুকালের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই এক নতুন রীতি, যা আন্তরিক এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ লেখকদের কাছে উৎঘাটিত হোল, যা অদ্যাবধি সমাদৃত।

ইউয়ান যদিচ মূলত লী চু-উ-র দ্বারাই প্রভাবিত হন, তথাপি তিনি ছিলেন তুলনায় অধিকতর স্পষ্টবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সময়ের সঙ্গে সাহিত্যের বদলও অবশ্যম্ভাবী এবং এর জন্যে নতুন রীতির জন্মও স্বাভাবিক, কারণ নতুন কালের বক্তব্যকে উপস্থাপনার জন্যে পুরোন রীতি নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে।

"কবিতা ও গদ্য রচনা সাম্প্রতিক কালে এক চরম দৈন্যের মধ্যে এসে পড়েছে···প্রত্যেকেই প্রাণপণে অনুকরণ করে চলেছে, এমতাবস্থায় যদি কেউ একটি শব্দও অন্যপ্রকারে ব্যবহার করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি শাস্ত্রমত বিরোধী বলেই পরিগণিত হবেন। শিন ও হান যুগের গদ্য রীতিকেই চরমজ্ঞানের অনুকরণের সময়ে তাঁরা একবারও ভাবেন না যে ঐ-কালের গদ্য লেখকেরা 'ছয়টি ধ্রুপদী গ্রন্থ'[৮] থেকে অনুকরণ করেছিলেন কিনা। তাঁরা শেন তাং যুগের কবিতার অনুকরণ করেন কিন্তু এ-বিষয়ে চিন্তাহীন, যে তাঁরা যাঁদের অনুকরণ করছেন তাঁরা হান ও উয়েই কালের কবিদের অনুকারক কিনা। কার্যত, শিন ও হান যুগের গদ্য রচনা বেঁচে থাকতো না যদি তাঁরা 'ছয়টি ধ্রুপদী গ্রন্থে'র অনুকরণই করতেন অথবা কেবলমাত্র হান বা উয়েই কালের অনুকরণে সার্থক হয়ে উঠতে পারতো না শেন তাং যুগের কাব্যসম্ভার। সময় বদলায় আর সাহিত্যরীতি স্থির থাকে এটা অসম্ভব। সময়ের দাবিতেই জন্ম হয় সাহিত্যে নতুন রীতির এবং একারণেই সাহিত্যরীতির চর্চার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলে না।"[৯]

তিনি অনুভব করেছিলেন যে সাহিত্যের ভাষা, কথিত ভাষার যত নৈকট্যে আসে ততই মঙ্গল। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অগ্রজের বক্তব্যের সঙ্গে ছিলেন ঐকামত : "বক্তৃতায় ব্যক্তি প্রকাশ করেন তাঁর আবেগ, আর রচনায় লিপিবদ্ধ করেন তার বক্তব্য। হতে পারে, কোন সংক্ষিপ্ত এবং স্বচ্ছ রচনার লেখক তার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারেন না, যেমনটি পারেন বক্তৃতায়। সুতরাং রচনায় যথার্থ আবেগের প্রকাশ স্বভাবতই জটিল। একারণেই কনফুসিয়াস বলেছেন, 'প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য হোল স্পষ্টভাবে বক্তব্যের উপস্থাপনা'। এ-মানদণ্ডেই বিচার্য রচনার গুণাগুণ। গাং, ইউ এবং তিন রাজত্বের[১০] লেখকেরা তাদের ভাবনার প্রকাশে ছিলেন সার্থক। বর্তমানে, সাধারণের পক্ষে প্রাচীন কালের রচনার অনুধাবন সহজসাধ্য নয় এবং এ-থেকেই তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে প্রাচীন লেখকেরা কঠিন শব্দ ও দুর্বোধ্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন ; অতএব আমাদের উচিত হবে না সহজবোধ্য শব্দব্যবহারের। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও বদল ঘটে। এবং কেমন করে জানা যাবে যে বর্তমানে আমরা যে-সব শব্দে ক্লান্তি বোধ করি অতীতে তাই ছিল সাধারণের কথা।"[১১]

ইউয়ান চুং-লাং-এর রচনার ফলেই সম্ভবপর হয় "অন্যদের পক্ষে প্রচলিত রীতি ও গণ্ডী ভেঙে নতুন পথে চলার সাধনা। আপন প্রতিভা ও সুগভীর আত্মবিশ্বাসের ফলেই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল, অন্যের সমালোচনাকে নস্যাৎ করে, জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সৃষ্টির স্বাধীন আত্মপ্রকাশ"[১২]—তাঁর ভ্রাতার এমত মন্তব্য যথার্থই স্বীকার্য। ইউয়ান চুং-লাং নিজেও বলেন, তাঁর 'শিয়াও শিউ-র সংকলিত রচনাবলী'র ভূমিকায়, "শিয়াও শিউ-র অধিকাংশ কবিতা ও প্রবন্ধ তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশ। যদি না তিনি যথার্থই এমত উপলব্ধি না করতেন তবে তাঁর পক্ষে এমত রচনা সম্ভব ছিল না। কখনও কখনও কোন দৃশ্যে অভিভূত হয়ে তিনি লিখেছেন শত-সহস্র শব্দ এক টানা যেন এক প্রবহমান নদীস্রোতের মত। আর এ-কাজে তিনি সাধারণকেও ভাসিয়েছেন আপন গতির আবেগে।"

তৎকালে ভাল রচনা বলতে তিনি বুঝতেন লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, যা কোনক্রমেই অতীতের নিয়মকানুন ও রীতির দাসত্ব করে না এবং সেই সঙ্গে সরল ভাষায় আপন বক্তব্যই প্রকাশ করে। এ-ভাবনায় তিনি তাঁর অগ্রজ ৎসুঙ-তাও-এর চেয়েও প্রগতিশীল ছিলেন ; কারণ, ৎসুঙ-তাও কদাচ সম্পূর্ণত পো চু-ই এবং সু তুং-পো-এর প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি।

অবশ্য তিন ভাই একত্রে স্বাতন্ত্র্য, সহজ ভাষা-ব্যবহার, এবং গদ্য রচনায় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর ফলে অচিরাৎ তাঁরা পেয়েছিলেন সমকালীন বিদ্বজ্জনের সমর্থন এবং লেখকদের সমধর্মী অনুসরণ। ইউয়ান ভ্রাতৃবৃন্দ ছিলেন হুপেই প্রদেশের কুঙ-আন-এর বাসিন্দা ; একারণেই তাঁদের সমর্থকেরা 'কুঙ-আন স্কুলের' লেখক নামে পরিচিত হন।

লী চু-উ-এর মতোই ইউয়ান চুং-লাং নাটক, উপন্যাস এবং লোক-গীতিকে সাধারণের ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন হিসাবে সবিশেষ গুরুত্ব দেন। "সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' এবং 'সোনালী কমল', তাঁর ধারণায়, "ধ্রুপদী সাহিত্য হিসাবে অসামান্য এবং ছয়টি ধ্রুপদী গ্রন্থ, লি শাও এবং ঐতিহাসিক দলিল-এর সঙ্গেই তুলনীয়।"[১১] সমকালীন সনাতনী চিন্তার সামনে এ-মতামত ছিল প্রায় বিদ্রোহের তুল্য ; কারণ তাদের বিচারে পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থের প্রথমটি সাধারণকে চোর-ডাকাত হতে শেখায় আর দ্বিতীয়টি তাদের নিয়ে যায় চরিত্রহীনতার পথে।

পরবর্তীকালের অনেক পণ্ডিতেরা লোকসাহিত্য, ছোটগল্প, ও উপন্যাসের সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ইউয়ানের মতকেই মর্যাদা দিয়েছেন। সমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা প্রসঙ্গে ইউয়ান লেখেন যে, "আমার ধারণা যে আমাদের কালের কবিতা ও প্রবন্ধাবলী পরবর্তী-কালের মানুষের কাছে সমাদৃত হবে না। অথচ শহরের রাস্তায়-গলিতে মহিলা এবং কিশোরেরা যে গান গেয়ে ফেরে তা হয়তো পরবর্তী-কালেও প্রাণময় থাকবে। কারণ শিক্ষার পরিমার্জনে এদের স্বতঃস্ফূর্ত

আবেগের আত্মপ্রকাশ কখনো বহু বাধানিষেধের বাধনে বাঁধা পড়েনি। তারা কখনো হান এবং উয়েই-এর সংগীতের অনুকরণ করে না, অথবা শেন তাং যুগের কবিতাকেই পরমজ্ঞানে আবৃত্তি করো। তাদের আপন আবেগের প্রকাশেই রচিত এবং গীত হয় গান; আর তার প্রাণবন্ত মাধুর্যে মোহিত হয় শ্রোতা।"[১৪]

কাযত. স্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকত্বের ওপরে ইউয়ানের 'অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপের ফলে, তাঁর সহযাত্রীদের অনেকের রচনায় গভীরতার অভাব, অশ্লীলতা এবং রীতির দৌর্বল্য প্রকাশ পেয়েছে। 'ইউয়ান চুং-লাং-এর রচনাবলী' সম্পাদনাকালে চুং শিং এবং তান ইউয়ান-চুন (?-১৬৩১) বিষয়টির ওপর আলোকপাত ঘটান; এমত ত্রুটি সংশোধনে তিনি শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব এবং বাগ্যাস্তর ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা যে কিভাবে রচনাকে মর্যাদাবান করে তোলে, তাও নির্দেশ করেন। তান ইউয়ান-চুন এবং চুং-শিং হুইপে প্রদেশের চিং-লিং জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং এ-কারণেই তাঁদের সমর্থকেরা 'চিং লিং স্কুলের লেখক' নামে খ্যাতি পান। ইউয়ানের প্রায় সমস্ত সাহিত্য-রীতিকেই তাঁরা স্বীকৃতি দেন এবং রচনায় তাঁরা ছিলেন অধিকতর সংযমের পক্ষপাতী।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা গেল যে, স্বতঃস্ফূর্ত রচনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, মৌলিক চিন্তায় উৎসাহদান এবং রচনায় ব্যক্তিগত রীতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে মিঙ যুগের শেষে এবং শিঙ যুগের প্রারম্ভে বিদ্বানদের মধ্যে অন্য এক গোঁড়ামি জন্ম নিল। চিয়েন চিয়েন-ই (১৫৮২-১৬৬৪), এবং চু ইউ-ৎসুন, 'কুঙ-আন' এবং 'চিং-লিং' স্কুলকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। এমনকি তাঁরা প্রকাশ্যেই ফতোয়া দিলেন যে চিং লিং স্কুলের কবিদের কাব্যরচনার কারণেই শিঙ রাজত্বের পতনের সূত্রপাত ঘটে। ফলশ্রুতে, শেষপর্যন্ত এই স্কুলের কবিদের কাব্যরচনা নিষিদ্ধ হয়।

অবশ্য ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছিল রচনা-ক্ষেত্রে অন্য এক ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত রীতি। ইউয়ান চুং-লাং-এর সময়ের প্রায় তিরিশ বছর

পরে, 'শিয়াও পিন ওয়েন' বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, এতদূর জনপ্রিয়তা পায় যে লু ইউন-লুং 'বোলজন শ্রেষ্ঠ লেখকের শিয়াও পিন ওয়েন-এর সংকলন' সম্পাদনা করতে সমর্থ হন। এ-গ্রন্থে অবশ্য এ-রীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক চাঙ তাই-এর রচনা গৃহীত হয়নি।

শিঙ যুগে, 'শিয়াও পিন ওয়েন'-এর বিরুদ্ধে গোঁড়া পণ্ডিতদের প্রবল জেহাদ সত্ত্বেও এবং ফাঙ পাও (১৬৬৮-১ ৭৯), লিউ তা-কোয়েই (১৬৯৭-১৭৭৯), ইয়াও নেই (১৭৩১-১৮১৫), ওয়েঙ চিন (১৭৫৭-১৮১৭), চাং হুয়েই-ইয়েন (১৭৬১-১৮০২), প্রমুখের 'ধ্রুপদী' গদ্য রীতির পুনঃপ্রসারের প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও, 'শিয়াও পিন ওয়েন' শ্রীবৃদ্ধি পেতে থাকে। এ-রীতির প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে ছিলেন, চিন শেঙ-তান (১৬০৯-১৬৬১), শী চেন-লিন (১৬৯৩-১৭৭৯), ইউয়ান মেই (১৭১৬-১৭৯৭), শেন ফু (১৭৬৩-১৮০৮), কুং তিং-আন (১৭৯২-১৮৪১) এবং হুয়াং ৎস্থন-শিয়েন (১৮৪৮-১৯০৫)। 'শিয়াও পিন ওয়েন' যেহেতু ছিল কেবলমাত্র লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তার প্রকাশ এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল, সেহেতু চমকসৃষ্টিতেই প্রধানত এর সার্থকতা। এর বিষয়াবলীর বৈচিত্র্য সর্বত্রই লক্ষণীয় কিন্তু 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয়, যেমন রাজনীতি ইত্যাদি, এ-রীতিতে কদাচ প্রকটিত হয়নি। সেহেতু এ-রীতিতে চিত্রিত হয়েছে চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডা, অথবা নদীপার হতে নৌকাযাত্রী প্রেমিক-প্রেমিকার গুঞ্জন। প্রায় সমস্ত রচনাই এ-কারণে শান্ত মেজাজের এবং পাঠকের অনায়াস পাঠ্যতায় অনন্য।

নির্দেশিকা

১ প্রথম জুজন 'প্রাচীন পর্বের সাত বিজ্ঞজনের' নেতা এবং শেষ জুজন, 'পরবর্তীকালের সাত বিজ্ঞজনে'র নেতা।

২ হো-কে লিখিত দ্বিতীয় পত্র।

৩ লী পান-লু-এর জীবনী : মিঙ যুগের ইতিহাস

৪ তদেব।

৫ লী চী নামেও পরিচিত।

৬ কেঙ তিং-শিয়াংকে লেখা চিঠি

৭ 'সারল্য প্রসঙ্গে'।

৮ 'কাব্য গ্রন্থ', 'ইতিহাস গ্রন্থ', 'আচারবিষয়ক গ্রন্থ', 'সংগীত গ্রন্থ', 'কালান্তরবিষয়ক গ্রন্থ', এবং চুন শিউ।

৯ 'শিয়াও শিউ-ব নির্বাচিত রচনা'র ভূমিকা (তাঁর অনুজ ইউয়ান চুং-তাও)

১০ তা' এবং ইউ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন উপকথার হলুদ সম্রাট এবং সম্রাট শুন, আর 'তিন রাজত্ব' হোল শিয়া, শাঙ এবং চৌ।

১১ ইউয়ান চুং-তাও, 'রচনা প্রসঙ্গে'।

১২ ইউয়ান চুং-তাও, 'চুং-লাং-এর সমগ্র রচনাবলী'-র ভূমিকা।

১৩ ইউয়ান চুং-লাং, 'শাং চেন' (পানের আইনকানুন)

১৪ 'শিয়াও শিউ-র সংকলিত কবিতা'র ভূমিকা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মোঙ্গলদের তুলনায় চীনদেশ শাসনে মাঞ্চুরা অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সন্দেহে নেই যে বিরুদ্ধবাদীদের তারা ধ্বংস করেছিল, কিন্তু মোঙ্গলদের মত জাতিভেদ সৃষ্টি করে চীনাদের সমাজের নিচুতলায় নির্বাসিত করেনি। চীনা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি মাঞ্চুদের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা; কার্যত, অনেক মাঞ্চুপুরুষ কনফুসীয় শিক্ষার ধারা বহন করেই সামাজিক হন এবং অনেক চীনাদের চেয়েও চীনা ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁদের দখল ছিল সমধিক।

বিদ্বজ্জনের প্রতি মাঞ্চু সম্রাটদের প্রথমাবধি ছিল আসক্তি এবং সেকারণে তাঁরা রাজপদে বিদ্বজ্জনদের নিয়োজিত করে তাঁদের প্রতিষ্ঠা দেবার সরকারী নীতির প্রবর্তন করেন। কোন বৃদ্ধও যদি সুশিক্ষিত বা সুকবি বা লেখক হতেন, তবে কোন পরীক্ষা না দিয়েই তিনি সরকারী পদে নিযুক্ত হতেন। এবং তরুণদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্যে যে পরীক্ষা হোত, তা মুখ্যত তাঁদের 'পা কু ওয়েন' বা কাব্যরচনার ক্ষমতার পরীক্ষা। অবশ্য, কাজে নিযুক্ত হবার পর সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের সামান্যতম অভাব পরিলক্ষিত হলে তাঁদের নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করা হোত। এভাবে বহু চীনা পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়, তাঁদের লেখায় সম্রাটের প্রতি সামান্যতম বক্রোক্তি বা বৈদেশিক শাসনের প্রতি বিদ্রোহী মানসিকতার প্রকাশ পাওয়ায়। এতদ্‌সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে মাঞ্চু শাসকেরা, হুয়াং ৎসুং-শি (১৬০১-১৬৯৫), কু ইয়েন-উ (১৬১৩-১৬৮২) এবং ওয়াং চুয়ান-শান (১৬১৯-১৬৯২)-এর নেতৃত্বের কালে, গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহদান করেন। কাঙ শি'-র কালে (১৬৬২-১৭২২) 'কাঙ শি অভিধান' এবং 'কু চিন তু শু চি চেঙ' (মহৎ বিশ্বকোষ) সংকলিত হয়; চিয়েন লুঙ-এর কালে (১৭৩৬-১৭৯৫) 'জে কু ৎসুং সু' (ধ্রুপদী সাহিত্য. ইতিহাস-গ্রন্থ,

দর্শন এবং সাহিত্যরচনার সংগ্রহ) সংকলিত হয়। অবশ্য অনস্বীকার্য যে একালেই দশ বৎসরের মধ্যেই (১৭৭৩-১৭৮২) মাঞ্চুরা পাঁচশত আটত্রিশটি গ্রন্থের তের হাজার খণ্ড পুড়িয়ে দেয়।

ফলত, চিং-যুগে 'শিয়াও শিন ওয়েন' ছাড়া সাধারণভাবে সাহিত্য এবং উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেনি। অবশ্য সমকালেও যে মহৎ লেখকেরা বিদ্যমান ছিলেন, তার প্রমাণ, 'লাল কক্ষের স্বপ্ন' গ্রন্থের রচয়িতা। এতদ্‌ব্যতীত, 'রু লিন ওয়েই শী' এবং 'চিং হুয়া ইউয়ান' উল্লেখ্য তার বিষয়বস্তুর তাৎপর্যের কারণে।

এক

চীনা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস হিসাবে অদ্যাবধি 'রু লিন ওয়েই শী' (বিদ্বজ্জনেরা) স্বীকৃত। এর লেখক উ চিঙ-ৎসে (১৭০১-১৭৫৪)। প্রকৃতার্থে একে উপন্যাস না বলে অগভীর যোগসূত্রে গ্রথিত ছোটগল্পের সংকলন বলাই শ্রেয়। লেখকের জীবন্ত ও পরিহাসযুক্ত রীতিই এর জনপ্রিয়তার কারণ। কোন কোন সমালোচকের মতে এ-গ্রন্থে কোন যৌনবিষয়ের অবতারণা না থাকাই এর জনপ্রিয়তার কারণ, যদিচ বর্তমান জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি বিচার করে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। সম্ভবত, সমাজের শীর্ষদেশে চিরকাল অবস্থিত পণ্ডিতদের প্রতি বিদ্রূপই সাধারণকে এ-গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। জানা যায়, এতদ্‌ব্যতীত উ-র একটি প্রবন্ধ সংকলন ও কাব্যালোচনা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল।

আনহুয়েই প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত পরিবারে উ-এর জন্ম ; তাঁর পিতৃপুরুষ ছিলেন পণ্ডিত-রাজকর্মচারী। এমত প্রেক্ষিতে পণ্ডিতদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপের সমস্ত তথ্যই ছিল তাঁর জ্ঞাত। তাঁর জীবনীকার চেং চিউ-ফাং-এর মতে, তিনি ছিলেন প্রখর মেধা ও প্রতিভার সমন্বয়, কিন্তু তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না 'পা কু ওয়েন'

পাঠে ; তদুপরি পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি কোন মোহ না থাকায়, পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পান ও ভোজনে তিনি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করেন এবং কিছু অংশ গরীব প্রার্থীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

সরকারী কর্ম গ্রহণেও কদাচ ছিল না তাঁর আসক্তি ; তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিষয় অবগত হয়ে আনহুয়েই-এর শাসনকর্তা যখন তাঁকে সরকারী কাজ গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তৎক্ষণাৎই। পরিণামে তিনি দীন থেকে দীনতর হতে থাকেন। এরপর তিনি দেশ ছেড়ে নানকিং-এ চলে যান, ধারণা যে, এখানেই তিনি লেখেন তাঁর উপন্যাসটি এবং এর বিক্রির টাকায় পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন। চেং চিউ-ফাং লেখেন যে প্রচণ্ড শীতের দিনে সামান্য মদও না জোটায় তিনি বন্ধুদের নিয়ে চলে যেতেন শহরের দেওয়ালের বাইরে এবং রাত না আসা পর্যন্ত চিৎকার, গান ও কবিতা আবৃত্তি করতে করতে জোরে হাঁটতে থাকতেন। এই অদ্ভুত কাজকে তাঁরা বলতেন, 'পা গরম করার ব্যায়াম'।

চেং এ-প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে, তাঁর এক দাদুর সঙ্গে উ-এর আত্মীয়তা ছিল এবং তিনি উ-কে আর্থিক সাহায্য করতেন। একদা কয়েকদিন প্রচুর বৃষ্টি পড়ায় চেং-এর দাদু তাঁর ছেলেকে ডেকে বলেন যে, 'এখন চালের দাম খুব বেড়েছে ; জানি না মিং শিয়েন-এর (উ-র ডাক নাম) কেমন করে চলছে। তিন তৌ[১] চাল আর কিছু টাকা ওকে দিয়ে এসো।' তার ছেলে উ-এর ওখানে পৌঁছে দেখে যে গত দু'দিন তাঁর খাওয়া জোটেনি। 'কিন্তু একবার উ-এর হাতে টাকা এলে তিনি মদ ও মহিলার পেছনে সে টাকা উড়িয়ে দিতে কালবিলম্ব করতেন না, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই।'

ভবঘুরে জীবনে অসুখী ছিলেন না উ ; বন্ধুভাগ্য ছিল তাঁর। সমকালেই তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা প্রাচীনকালের উ-রাজত্বকালের[২] তাই পো থেকে শুরু করে দু'শো ত্রিশ জন শ্রদ্ধাভাজনের সম্মানে এক

মন্দির নির্মাণের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। এ-কাজের মাঝখানে অর্থ নিঃশেষ হলে তিনি কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে নিজের বসতবাটী বিক্রি করে দেন।

'রু লিন ওয়েই শী' উপন্যাসের শেষাংশে দরজির বক্তব্যে সম্ভবত তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেছেন :

"দরজি চুয়াং ইউয়ানের বয়স প্রায় পঞ্চাশ; তিন পাহাড় স্ট্রীটে তার নিজের দোকান। কাজের শেষে প্রত্যেক রাত্রে সে বাঁশী বাজায় আর কবিতা লেখে। তার বন্ধুরা বলে, 'কবি হতেই যদি চাও তবে কেন দোকানটা তুলে দিয়ে সাহিত্যের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর না?'

'আমি বাঁশী বাজাই আর কবিতা লিখি আমার প্রাণের আবেগে, লেখক হবার তো কোন বাসনা আমার নেই,' সে বলে। 'আমি দরজি, আমার বাপ-ঠাকুর্দাও ছিলেন দরজি। লেখাপড়া জানলেই যে দরজিগিরি ছাড়তে হবে বা কাজটা যে ছোট এমন কি কোন আইন আছে। তারপর পেশাদার লেখকদের আছে একটা তত্ত্বের জগৎ। তারা কখনও আমাদের বন্ধু হতে পারবে না। এখন আমার আয় প্রতিদিন গড়ে ছয় বা সাত কেন[৩] রৌপ্যমুদ্রা আর খাওয়া-পরারও অভাব নেই। আমি বাঁশী বাজাই, কবিতা লিখি, স্বাধীনভাবে যা খুশী করতে পারি। আমার পয়সা বা খ্যাতির তো কোন আকাঙ্ক্ষা নেই আর তার জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষীও হতে হয় না। স্বর্গে-মর্তে কেউ আমায় জ্বালায় না। এর চেয়ে সুখ আর কিসে পাব?'

সমালোচকদের ধারণায়, উ-র উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাঁর অত্যন্ত পরিচিত মানুষের এবং পণ্ডিত তু শাও-চিং-এর চরিত্র, যে অর্থ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়, কেবল জনসাধারণকে সাহায্য করেই তৃপ্ত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি। পণ্ডিতদের প্রতি বহু রসিকতা সত্ত্বেও, তাদের বেদনার সত্যকে কদাচ তিনি অবজ্ঞা করেন নি। তাঁর জীবনীকার চেং বলেন যে, উ-যখন একদা আবিষ্কার করেন যে চেং পরীক্ষা পাস করতে না পারায় সরকারী চাকরি পায় নি এবং দুর্দশাগ্রস্ত

হয়ে পড়েছে, তখনই কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলেন, 'তুমি দেখছি আমারই মত হতভাগ্য।'

জানা যায়, 'ফ্‌ লিন ওয়েই শী' পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল; কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত দুটি সংস্করণের একটি ছাপায় ও অন্যটি ষাটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এটিই মান্দারিন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস: এ-ভাষাই পরবর্তীকালে চীনের জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি পায়। জনপ্রিয়তার অন্য সূত্র সম্ভবত এখানেও বিধৃত।

দুই

'হুং লৌ মেঙ্' (লাল কক্ষের স্বপ্ন) উপন্যাসটির সঙ্গে বিধৃত আছে চীনা সাহিত্যের সমগ্র ঐতিহ্য, 'শি চিং', 'লি শাও', 'ঐতিহাসিক দলিল', লি পো এবং তু ফু-র কবিতা, কুয়ান হান-চিং এবং ওয়াং শী-ফু-র উত্তরের নাটক ইত্যাদি সমস্তই এর বিষয়ীভূত। চীনা বিদ্বজ্জনের কাছে এ-উপন্যাসটি এতই সমাদৃত যে একদা, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল ধরে, লেখকদের মতামত, তত্ত্ব ও উপন্যাস ইত্যাদির প্রগতিকে লেখকরা চিহ্নিত করতেন, 'লালতত্ত্ব' নামে। এই উপন্যাসের রচয়িতা ৎসাও শুয়ে চিন (১৭১৯-১৭৬৩)।

ৎসাও-এর প্রপিতামহ মিঙ যুগের শেষাংশে মাঞ্চুরিয়ায় আসেন এবং বৈবাহিকসূত্রে মাঞ্চু গোষ্ঠীভুক্ত হন। মাঞ্চু কর্তৃক মিঙ রাজত্বের অবসান ঘটলে ৎসাও-এর পিতৃপুরুষ মূল চীনে ফিরে যান এবং শাসক শ্রেণীর লোক হিসাবেই বসবাস করতে থাকেন। ১৬৬৩ থেকে ১৭২৮ পর্যন্ত ৎসাও-এর পিতামহ কেবলমাত্র নান্‌কিং সিল্ক ব্যুরোর কর্তা এবং সম্রাটের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুর সরবরাহকারীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তাঁকে দেশের আভ্যন্তরীণ সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীও সম্রাটের গোচরীভূত করতে হোত। ৎসাও পরিবার পুরুষানুক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন; অতঃপর সম্রাট ইউং চেং সিংহাসনে বসলে ৎসাও-

এর পিতা এই পদ থেকে অব্যাহতি পান এবং দশ বছরের ৎসাওকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে পিকিং-এ চলে আসেন। এরপর থেকেই ৎসাও-পরিবারের পতন শুরু হয় এবং রাজ-অমাত্যদের ষড়যন্ত্রই ছিল এর মুখ্য কারণ।

ৎসাও শুয়ে-চিন আপন পরিবারের এই পতনের কাহিনীই ব্যক্ত করেছেন 'হু লৌ মেঙ' উপন্যাসের প্রেক্ষিতে: চীনা সাহিত্যের এই প্রথম বিয়োগান্ত উপন্যাস মূলতঃ ত্রিমুখী প্রেমের দ্বন্দ্বের চিত্রণ। এ-উপন্যাস রচনা যখন শুরু হয়, সম্ভবত ৎসাও পরিবারের তখন ভগ্নদশা। ১৭৬২-তে তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত পিতা অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৭৬৩-র নববর্ষের দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্বল্পকালের জীবন শেষ হবার আগে তিনি এ-উপন্যাসের মাত্র আশিটি অধ্যায় সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন।

বর্তমানে প্রাপ্ত উপন্যাসটি একশত কুড়িটি অধ্যায় সংবলিত। বেশির-ভাগ সমালোচক এবং চীনাবিদদের মতানুযায়ী, বাকি চল্লিশটি অধ্যায়ের রচয়িতা কাও এনগো। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে কাও এনগো লেখেন, "আমার বন্ধু চেঙ ওয়েই-ইউয়ান তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখান। এবং বলেন, 'অনেক কষ্টে আমি এটি সংগ্রহ করেছি, এখন তুমি যদি এটি সম্পাদনা করতে আমাকে সহায়তা কর তবে ভাল হয়।' আমি রাজী হলাম।"

'হু লৌ মেঙ' চারশতেরও অধিক চরিত্রের সমাবেশে এক বিশাল ক্যানভাসে রচিত উপন্যাস। এটি শুরু হয়েছে, মায়ের মৃত্যুর পর কালো জেডের নানকিং-এর শিয়া পরিবারে বসবাসের জন্যে আসবার পর থেকে; শিয়া পরিবার তখন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে। কালো জেড সুন্দরী কিশোরী; প্রতিভাময়ী, দৃপ্ত এবং কোমলস্বভাবা; এখানে এসে প্রথম দর্শনেই সে পাও-ইউ-র প্রেমে পড়েছে। পাও-ইউ পরিবারের চতুর আর বয়ে যাওয়া ছেলে: সে ভালবাসে তার বোনদের আর ঝিগুলোকে। সে আবেগপ্রবণ এবং সম্ভবত উচ্চ-পরিবারের জীবনযাত্রার একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। ঘটনাক্রমে সে জন্মেছিল রুপোর

চামচ (চীনা ভাষায় বলা চলে কালো পাথর) মুখে দিয়ে আর দিদিমার প্রশ্রয়ে তার অপ্রাপ্য কিছু ছিল না। প্রথম দর্শনেই সে কালো জেডকে বলেছিল, 'তুমি আমার অনেককালের চেনা।' এ-কথায় বাচালত্ব ছিল না, কারণ সে মুহূর্তেই তার ধারণা হয়েছিল যে কালো জেড পূর্বজন্মে ছিল এক লতা, যাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছিল অনেক জলসিঞ্চনে। কথা শুনে কালো জেড কাঁদতে শুরু করেছিল আর দিদিমা হেসে বলেছিলেন, 'এমন কাঁদলে কিন্তু আমরা তোমাকে কাঁদুনে মেয়ে বলে ডাকবো।'

এরপর তার পিসিমার মেয়ে সুন্দরী ক্লাসপ্ তার মায়ের সঙ্গে এলো শিয়া পরিবারে বসবাসের জন্যে। এই ক্লাসপ্, চরিত্রের দিক দিয়ে কালো জেডের বিপরীত। সে সংযমী এবং কূটবুদ্ধি-সম্পন্না, অন্যপক্ষে কালো জেড হালকা চরিত্রের, এবং অসংযমী মন্তব্যে অন্যকে আঘাত করে প্রায়শ। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কালো জেডের চরিত্রের উচ্ছলতার জন্যেই, পাও-ইউ তাকে ভালবাসে আর জীবন কাটায় বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল ছেলের মতোই। এই পরিবারে বড় মেয়েকে পাঠনো হয়েছে সম্রাটের কাছে রক্ষিতা হিসেবে এবং তার কল্যাণে এদের সমৃদ্ধি বেড়েছে। অনেক খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো বোনদের একত্রিত জীবন ভালই কাটছিল এখানে কিন্তু সন্দেহ, সংশয় ও বিদ্বেষের বিষ ক্রমশ এদের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে ; ইতিমধ্যে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধে পরিবারে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। আর প্রিয়তমা চাকরানীর হঠাৎ মৃত্যুতে পাও-ইউও শোকার্ত হয়। এমত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দুর্যোগের ফলে একদা পাও-ইউ মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং তার দিদিমা তাকে ভাল করবার জন্যে বিয়ের বন্দোবস্ত করতে থাকেন। পাও-ইউ এবং কালো জেডের প্রেমের কথা তারা জানতেন না, তাই সুন্দরী ক্লাসপ্‌কেই তারা কনে নির্বাচন করেন। এ-কথা জেনে কালো জেড অসুস্থ হয়ে পড়ে আর পাও-ইউ ভাবতে থাকে যে কালো জেড-এর সঙ্গে তার বিয়ের দিন আসন্ন। বিয়ের দিনে যখন কালো জেডের দাসী কনেকে সাজিয়ে আনছে

তখন অন্ত ঘরে সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে ; অবশেষে পাও-ইউ যখন জানতে পারে যে তার বিয়ে হচ্ছে অন্ত মেয়ের সঙ্গে, তখন কালো জেডের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে শোকার্ত পাও-ইউ সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল। অনেক কাল পরে যখন তার সুস্থতা এলো তখন সে ভেবেছে কত আনন্দের ছিল কিশোরবেলার সেই দিনগুলি! ইতি-মধ্যে সম্রাট-রক্ষিতার মৃত্যু ঘটেছে এবং পরিবারের বিপর্যয় চূড়ান্তে পৌঁছেছে, পাও-ইউ-র কাকার পদচ্যুতি ঘটেছে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি সম্রাট-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তার বাবা চিয়াং চেঙ অবশ্য কোন শাস্তি পান নি, কিন্তু অর্থনৈতিক ভাঙন রোধ করতে অসমর্থ হন। সমস্ত অতীত ঐশ্বর্য ও গৌরবের দিনগুলো এভাবেই একদা শিয়া পরিবার থেকে অন্তর্হিত হোল। সুস্থ হবার পর পাও-ইউ প্রথম উপলব্ধি করলো তার যথার্থ অবস্থা এবং বিদ্যার্জন ও কঠিন পরিশ্রমের পরে সে সরকারী চাকরির জন্যে পরীক্ষা দিতে মনস্থ করে, কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে, যখন চাকরিতে যোগ দেবার আহ্বান এলো, তখনই পাও-ইউ যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

পরে, একদা রাত্রে নদী পার হবার সময় তার পিতা, মুণ্ডিত-মস্তক, খালি পা একজন শ্রমণকে দেখে তার পুত্র বলে তাকে চিনতে পারেন কিন্তু তিনি যখন তার দিকে এগোতে থাকেন, তখনই একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ও তাও সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আর তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘটনার উক্ত সংক্ষিপ্তসার থেকে কোন উপন্যাসের বিচার অসম্ভব। কিন্তু এ-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের অসামান্যতা অদ্যাবধি স্বীকৃত এবং এর অনেক চরিত্রের নামে এখনো চীনে, লোকদের চিহ্নিত করা হয় : যেমন মেয়েটা ঠিক কালো জেডের মতো, অথবা সুন্দরী ক্লাসপ-এর মতো, ইত্যাদি।

তিন

ইউং চেং (১৭২৩-১৭৩৫) এবং চিয়েন লুং (১৭৩৬-১৭৯৫)-এর শাসনকালে চীনা পণ্ডিতদের ওপর মাঞ্চু সম্রাটদের অত্যাচার চূড়ান্তে পৌঁছায় ; চীনা ইতিহাস বিষয়ক কোন সামান্য মন্তব্য সম্রাটের অমনোনীত হলে লেখক ও তাঁর পুরো পরিবারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোত। এর ফলে সমকালীন পণ্ডিতসমাজ এতদূর ভীত হয়ে পড়েন যে তাঁরা তাঁদের লিখিত রাশি রাশি কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দর্শন ও কনফুসীয় ধ্রুপদী রচনার অনুশীলনে রত হন। এবং একালে এমত চর্চা ফ্যাশানে রূপান্তরিত হয় ; চীনা পণ্ডিতেরা, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, বৃহত্তর শিক্ষার জগৎ থেকেই সরে এলেন এবং সাহিত্যসৃষ্টির কোন কল্পনাও আর তাঁরা মানসিকতায় প্রশ্রয় দিলেন না।

এমত পরিবেশে লি ঝু-চেন (১৭৬৩?-১৮৩০)-এর 'চিং হুয়া ইউয়ান' (আয়নায় প্রতিবিম্বিত পুষ্পগুচ্ছ) উপন্যাস রচনাকে ব্যতিক্রমই বলা চলে। একালে চীনা ধ্রুপদী সাহিত্যে পারঙ্গম ব্যক্তিরাই মাত্র সমাজে পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন , লি-র খ্যাতি ছিল পণ্ডিত হিসাবে আর ভাষাতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তথাপি, উপন্যাস রচনায় দশ বৎসরের বেশি সময় ব্যয়িত হলেও, তাঁর বিপুল জ্ঞানের ছাপে এ-উপন্যাস ভারাক্রান্ত নয়, এবং সমকালীন বিদ্বজ্জনের এ-কারণেই এর প্রতি কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি।

উ চিঙ-ৎসের মতোই লি ঝু-চেন এর 'পা কু ওয়েন' অধ্যয়নে কোন আগ্রহ ছিল না এবং সেকারণেই সরকারী চাকরির পরীক্ষায় পাস তিনি করতে পারেন নি। তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁকে জ্যোতির্বিদ্যা, লিখনচিত্র ও দাবাখেলায় প্রাণিত করেছে এবং এ-পথে বিদ্যা ও জ্ঞানেরও স্বীকৃতি মিলেছে। কিন্তু তিনি তাঁর কালে সর্বাধিক সম্মানিত হয়েছিলেন 'লি-র ধ্বনিবিজ্ঞান' নামীয় গ্রন্থের জন্যে। সমকালের শ্রেষ্ঠতম ধ্বনিবিজ্ঞানী ও সঙ্গীতজ্ঞ লিন তিং-কান

(১৭৫৫-১৮০৯)-এর ছাত্র ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে চীনা ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় ক্ষেত্রেই নয়, এ-বিষয়ক নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনেও তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃতি পায়। 'চিং হুয়া ইউয়ান' গ্রন্থে প্রায় তিন অধ্যায় তিনি এ-আলোচনায় ব্যয় করেছেন, এবং ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্বেরও অবতারণা করেন। বর্তমানে ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের যুক্তিকরণ চীনাভাষায় প্রচলিত হলেও তৎকালে তাঁর প্রথম প্রয়াস ছিল বৈপ্লবিক।

অগ্রজ ফু-হুয়াং-এর সঙ্গে লি-র সম্পর্ক ছিল মধুর এবং তাঁরই আশ্রয়ে তিনি কুড়ি বছর কাটান। ফু হুয়াং কদাচ লি-র স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি, পক্ষান্তরে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু লি যখন হোনান প্রদেশের শাসকের সহকারী হিসাবে চাকরি করতে চলে যান, তা সমর্থন করতে পারেন নি অগ্রজ। এ-সময়ে 'চীনের দুঃখের নদী'তে বন্যা আসে আর বাঁধ ভাঙতে থাকে; এই বাঁধ পুনর্গঠনের কাহিনী পরবর্তীকালে লি-এর উপন্যাসে বিবৃত হয়।

তাঁর সচল মানসিকতা তাঁকে নিয়ত কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল রেখেছিল; একারণেই সরকারী কর্মের দৈনন্দিন অবসরে যখন অন্যান্যেরা পানাহারে মত্ত হতেন বা কবিতা লিখতেন অথবা নিতান্তই—বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, লি তখন সময়কে এমত কাজেই নিঃশেষিত হতে দেন নি; তিনি নিজেকে, অঙ্ক, চিত্রশিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা, ধ্রুপদী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে পারঙ্গম করে তোলেন। নিজের খেয়ালেই তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন উপন্যাসটি এবং এটার পরিমার্জনে কাটিয়ে দেন দশটা বছর। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮২৮-এ এবং এর দু'বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

'চিং হুয়া ইউয়ান' একশত অধ্যায়ে বিভক্ত। একশ' পুষ্পের দেবী ও চন্দ্রদেবীর স্বর্গের বিরোধে এর কাহিনীর সূত্রপাত। চন্দ্রদেবী ষড়যন্ত্র করে চন্দ্রলোকের খেঁকশিয়ালকে পাঠান মর্তলোকে তাং যুগের সম্রাজ্ঞী উ হিসাবে এবং ব্যবস্থা করেন যাতে তার গমনে

মর্ত্যলোকের সমস্ত ফুল ফুটে ওঠে। ফলে একশ' ফুলের দেবী ও একশ' ফুল পশ্চিম স্বর্গের মাতার কাছে অবহেলার জন্যে অভিশাপে মর্ত্যে একশ' নশ্বর মহিলারূপে জন্ম নেয়।

একশ' ফুলের দেবী, প্রখ্যাত পণ্ডিত তাং আও-এর, যিনি সরকারী পদে নির্বাচিত হয়েও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কর্মে যোগ দিতে পারেন নি, কন্যা হয়ে জন্মান। তাং হতাশায় ভেঙে পড়ে, তাঁর শ্যালক লিন চি-ইয়াং এর সঙ্গে সাগর পাড়ি দেন। এই যাত্রায় তিনি বিভিন্ন দেশে অনেক নির্বাসিত ফুলের আত্মার দেখা পান; এই দেশগুলির নামকরণ লক্ষণীয়, যথা মহিলাদের দেশ, দৈত্যদের দেশ, দুমুখো মানুষের দেশ, প্রভৃতি। এ-সব দেশের প্রসঙ্গে লেখক তাঁর বহু বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এরপর সমস্ত ফুলের আত্মারা রাজধানী চাং-আন-এ চলে আসে এবং মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এরপর তাদের স্বামীদের সহায়তায় সম্রাজ্ঞী উ-কে সিংহাসনচ্যুত করে এবং নির্বাসিত সম্রাট ফিরে আসেন রাজ্যে। কিন্তু একমাত্র একশ' ফুলের দেবী তাঁর বৈশিষ্ট্য রেখেছিলেন 'তাও' চর্চা করে এবং অবশেষে তিনি স্বর্গে ফিরে যান।

এই গল্পের কোন নিটোল বাঁধুনি নেই; লেখক যেন কেবলমাত্র এই কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন সামাজিক, শৈল্পিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর তত্ত্বকে প্রচার করতে। কিন্তু অনেক বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। যেমন দেখি 'ভদ্রলোকের দেশ' নামীয় অধ্যায়ে যেখানে দোকানদারকে খদ্দের বেশি দাম নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে আর দোকানদার জিনিসটার অত দাম হতে পারে না বলে খদ্দেরকে প্রত্যাখ্যান করছে। 'মহিলাদের দেশ' অধ্যায় নারীর সমানাধিকারের তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। ডঃ হু শী এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকায় লেখেন যে, নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকারের তারতম্যই এই উপন্যাসের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। "লেখক বিশ্বাস করেন যে শিক্ষায় ও রাজনীতিক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার

থাকাই উচিত।" ডঃ রু আরো বলেন যে বিভিন্ন দেশের সামাজিক চিত্র অঙ্কনে তিনি যে অসম সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তা কার্যত চীনের সামাজিক অবস্থারই চিত্র। একপ্রকার ত্রিশটি দেশে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের ভ্রমণ এবং তার বৃত্তান্তে, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন একটি সুসম বণ্টনের সুস্থ সমাজ। এ-বিবেচনায় 'চিং হুয়া ইউয়ান'কে বলা চলে যথার্থ অর্থে একটি ইউটোপীয় উপন্যাস।

নির্দেশিকা

১ এক তৌ = ২'২ কিলো

২ যুধ্যমান রাজ্যগুলির একটি

৩ এক ফেন = ১'১ আউন্স।

চতুর্দশ অধ্যায়

এক

চীন এবং বাইরের দেশগুলির মধ্যে শত শত বৎসর ধরে বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রাথমিক কালে এই বাণিজ্য চলতো হাঁটা-পথে চীনা তুর্কেস্তানের মধ্যে দিয়ে, যার চালু নাম 'সিল্ক রোড'; অবশ্য তখন তুলনামূলকভাবে এর পরিমাণ ছিল স্বল্প। উনিশ শতকে, যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি, কাঁচামালের চাহিদা এবং বাজারের প্রয়োজনে পশ্চিমী দেশগুলির নজর পড়লো চীনের দিকে: সামুদ্রিক বন্দরের মধ্যে দিয়ে তারা চীনের ওপর চাপিয়ে দিল বাণিজ্য প্রসারের ব্যবস্থা আর এভাবেই চীনকে ভাঙতে হোল তার 'বন্ধ দ্বার স্বনির্ভর' নীতি। অবশ্য, পশ্চিমী দেশগুলির 'গান-বোট' নীতির যথার্থ ও প্রয়োজনীয়তা আমার বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়, কিন্তু পরিণামে, ১৮৪০-১৮৪২-এর 'ওপিয়ম ওয়ার' পশ্চিমী দেশগুলি নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ও বাণিজ্য প্রসারের তাগিদে সংগঠিত করলো, তা কদাচ চীনের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না এবং স্বভাবতই চীনবাসীরা পশ্চিমীদের 'বর্বর' আখ্যায় ভূষিত করে। মুনাফার জন্যে তারা যে কোন পথেই এগোতে পারতো। সুতরাং 'গান-বোট' নীতির বিরুদ্ধে চীনেদের প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, এমত ভাবনাও চীনে প্রসারিত হোল।

এ-বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণের আগেই চীনে আবার অ্যাংলো-ফরাসী অভিযান ঘটলো। তারা তিয়েনৎসিন আক্রমণ করে, রাজধানী পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হোল: পুড়িয়ে দিল গ্রীষ্ম-প্রাসাদ, রাজ-অমাত্যদের বাধ্য করলো উত্তর-পশ্চিমে পালিয়ে যেতে আর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীন বাধ্য হোল এক অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। দক্ষিণ চীনের তাইপিং বিপ্লব এবং চিং রাজবংশের পতনোন্মুখ

অবস্থায়, যখন মাঞ্চুরা দেশের প্রতি উদাসীন, তৎকালে বহু চীনা স্বাধীনভাবে সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা প্রতিষ্ঠা করে অস্ত্রাগার, জাহাজ নির্মাণের কারখানা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা। স্বল্প কালের মধ্যে তারা অনুধাবন করে যে কেবলমাত্র উক্তপ্রকার যন্ত্রশিল্পের প্রসারেই নয়, পশ্চিমী ব্যবস্থাপনার রীতিও, যা চীনের চেয়ে বহুলাংশে উন্নত, তাদের পক্ষে অনিবার্য। ক্রমে প্রয়োজনীয় আমদানির মতোই তারা স্বীকৃতি দিল সেদেশের বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে।

১৮৯৫ সালে ক্ষুদ্র জাপান, চীনের বিরাট নৌবহর থাকা সত্বেও, তাকে পরাজিত করলো, তখন সে-আঘাত কেবলমাত্র তাদের সচেতনই করলো না, সেই সঙ্গে বৈদেশিক আক্রমণকে মোকাবিলার জন্যেও তাদের ভাবিত হতে হয়। একই সময়ে যদিচ জাপান ও চীন পশ্চিমী বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে গ্রহণ করে, তথাপি জাপান তার 'মেইজি-পুনর্গঠন পরিকল্পনায়' পশ্চিমী সমস্ত কিছুকেই শ্রেয় বলে মেনে নেয়। ক্রমে, চীন বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার করে নিলেন যে পশ্চিমী আইন ও রাজনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরির মত শিক্ষণীয়। অবশ্য, চীনা দর্শন, নীতি ও সামাজিক সংগঠনগুলির ওপরে এর যাতে কোন প্রভাব না পড়ে, সে বিষয়ে তাঁরা প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন। চাং চি-তুঙের (১৮৩৭-১৯০৭) সেই বিখ্যাত উক্তি, "চীনা শিক্ষা হোল মূল ভিত্তিভূমি আর পশ্চিমী শিক্ষা হোল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে।" অবশ্য এ-মন্তব্য নিয়ে চীনে দীর্ঘকাল বিতর্কের ঝড় ওঠে। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির এমত সংঘাতের ফলে অবস্থা চরমে উঠতে দেরি হয় না; বিশেষ করে সংস্কৃতিক্ষেত্রে এবং জীবনচর্যার বিভিন্ন দিকে সঙ্কট ঘনীভূত হয়।

চীনে যখন এভাবে বদল শুরু হয়, তৎকালেই পশ্চিমী গ্রন্থের অনুবাদের সূত্রপাত। প্রথমে বাইবেল, এবং পরে বৈজ্ঞানিক রচনা, পশ্চিমের ইতিহাস গ্রন্থ, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির অনুবাদ ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, জাপান কর্তৃক

চীনকে পরাজিত করবার মাত্র এক বৎসর পরে, পশ্চিমের দর্শন গ্রন্থ হাক্সলে-র 'ইভ্যালিউশন এণ্ড এথিকস্' প্রথম চীনা ভাষায় অনূদিত হয় ; উনিশ শতকের দুজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের অন্যতম ইয়েন ফু (১৮৫৩-১৯১২) এর অনুবাদ করেন। এতদ্‌ব্যতীত তিনি অনুবাদ করেন স্পেনসরের 'সোশিঅল্যাজি', এবং মিলের "সিস্‌টেম অব লজিক' এবং এ-কাজে তাঁর ধ্রুপদী রচনারীতি সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের সবিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

ইয়েন ফু যখন উক্তপ্রকার রচনাদি অনুবাদে রত, তৎকালে অন্য প্রখ্যাত অনুবাদক লিন শু (১৮৮১-১৯২৪) উপন্যাস-গল্প অনুবাদের কাজে লিপ্ত হন। লিন অন্য ভাষা জানতেন না, কিন্তু তিনি মোট ১৭১টি রচনার অনুবাদ করেন, যার মধ্যে ৯৯টি ইংরেজ লেখকের, ৩৩টি ফরাসী এবং ২০টি আমেরিকান। তিনি এ-কাজে দোভাষীর সহায়তা গ্রহণ করতেন ; তাদের মুখে ভাষান্তর শুনে তিনি অসামান্য দক্ষতায় তাকে রূপ দিতেন। তাঁর এমত অনুবাদ ছিল অতীব জনপ্রিয় এবং সমকালীন ঔপন্যাসিকদের তা যথেষ্ট প্রভাবিত করে। চিং রাজত্বের শেষাংশে অনেকগুলি কাহিনীপ্রধান উপন্যাসও প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে, লি পো-ইউয়ান (১৮৬৭-১৯০৬)-লিখিত 'কুয়ান চাং শিয়েন শিং চি' (সরকারী জগৎ), ৎসেঙ পু-লিখিত 'নিয়ে হাই হুয়া' (পাপের সমুদ্রে একটি ফুল) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এগুলিতে চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবক্ষয় যেমন পরিলক্ষিত, সেমত উপন্যাস রচনায় পশ্চিমী প্রভাবও লভ্য।

উক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'নিয়ে হাই হুয়া'-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ আর পরবর্তী সংস্করণ বেরোয় ১৯২৭-এ। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও পরে ইংলণ্ডে চীনা রাষ্ট্রদূত হুং চুন এবং বিখ্যাত রাজনর্তকী ও পরে হুং-এর রক্ষিতা ফু ৎসেই-য়ুনকে নিয়ে এর রোমান্স। স্বামীর মৃত্যুর পর ফু তার আপন বৃত্তি অবলম্বনের জন্যে ফিরে যায় সাংহাইতে ; পূর্বদিনের বন্ধু কাউন্ট ওয়াল্‌ডার্‌সী যখন আট দেশের সেনাদলের প্রধান হিসাবে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহের সময়ে

পিকিং অধিকার করতে আসেন, তখন ক্ষ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এমত গল্পের মাধ্যমে লেখক সমকালীন সরকারী কর্মচারী এবং পণ্ডিতের প্রতি একাধারে যেমন বিরূপতা প্রকাশ করেন, অন্যদিকে তিনি চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সান ইয়াত-সেন-সহ সমস্ত বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনে সমর্থ হন।

সুঙ যুগের কথকেরা, সুঙ, ইউয়ান এবং মিঙ যুগের ছোট গল্প লেখকেরা এবং ইউয়ান, মিঙ এবং চিং যুগের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনায় যে-কথ্য ভাষার ব্যবহারের প্রচলন করেন, একালের আখ্যান-মূলক উপন্যাসে তারই ব্যবহার লক্ষিত হয়। কারণ ঔপন্যাসিকেরা উপলব্ধি করেন যে ধ্রুপদী ভাষা ব্যবহারের চেয়ে কথ্যভাষাই উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত। কয়েকটি উপন্যাসে অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য সাংহাইয়ের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, 'হাই সাং হুয়া লিহ চুয়ান' (রাজনর্তকীদের জীবন কথা)। কথ্যভাষায় লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে লিউ ও-র (১৮৫৭-১৯০৯) 'লাও ৎসানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' সুবিখ্যাত। বিদেশী পাঠকের কাছে, এ গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদে 'মিঃ ডেকাডেণ্ট' নামে প্রকাশিত (১৯৭৭) হয়ে আদৃত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রতি সমকালে বুদ্ধিজীবীরাও আকৃষ্ট হতে থাকেন; কারণ অচিরেই তাঁরা উপলব্ধি করেন যে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার কাজে এর গুরুত্ব অসাধারণ। এর মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে সরকারকে সমালোচনা করা চলে, অন্যদিকে তেমন বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচারও সম্ভব। লিয়াং চি চাও (১৮৭৩-১৯২৯) প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা, বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। সময়ের বদলে ভাষা ব্যবহারেও আসে পরিবর্তন; লিয়াং নতুন ও পুরোন ভাষার ব্যবহারে সৃজন করেন নতুনতর বলিষ্ঠ রীতি: এবম্প্রকারে ধ্রুপদী ও কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে যে-নতুন রীতির আবির্ভাব ঘটলো, সামান্য কালের মধ্যেই তা মুখ্যরীতি হয়ে দাঁড়ায়।

তদুপরি, বিষয়বিন্যাস ও ঘটনা বর্ণনায় লিয়াং-এর যুক্তিবাদী ও

প্রত্যয়সমৃদ্ধ উপস্থাপনা সহজেই বিরাট সংখ্যক পাঠককে প্রাণিত করে। হতাশাক্লান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ সেইমুহূর্তেই এসে দাঁড়ায় এক সাহিত্যিক-বিপ্লবের সংঘট্টের মধ্যে, যা অচিরাৎ রাজনীতিরও অংশরূপে বিবেচিত হয়।

একালীন কবিতায়ও আসে এই পরিবর্তনের চিহ্ন। কবিরা শব্দপ্রয়োগ ও ব্যঞ্জনার সংযোজনে সৃষ্টি করলেন নতুন রীতি। হুয়াং ৎসান-শিয়েন (১৮৪৮–১৯০৫) কাব্য রচনায় আপন শহরের 'মেই শিয়েন' লোকগীতির ফর্ম গ্রহণ করেন; তাঁর বক্তব্য: "যেভাবে আমি কথা বলি, সেভাবেই লিখি। প্রাচীন কোন রীতির দাসত্ব করতে আমি রাজী নই। সাধারণ মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীই আমার কবিতায় রচনারীতির ভিত্তি।"[১]

হুয়াং ছিলেন পেশাদার কূটনীতিবিদ; টোকিও, সানফ্রান্সিস্কো লণ্ডন, মালয় প্রভৃতি স্থানে সার্থকতার সঙ্গে কর্মে নিযুক্ত থাকার পর তিনি ইস্তফা দেন। বিদেশে এমত কর্মে নিযুক্ত থাকায় ফলে তিনি পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং কার্যত এ-কারণেই তাঁর কাব্যচর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। লিয়াং চি-চাও তাঁর কাব্যচর্চার অনুরাগী ছিলেন এবং বলেছেন যে সমকালে তাঁর তুল্য সার্থক কবির সংখ্যা কম। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর বেদনাময় বিদ্রূপাত্মক কবিতাবলী, বক্সার বিদ্রোহ এবং আট দেশের সেনাদল কর্তৃক চীন আক্রমণের ওপর লিখিত কাব্যসংকলনের জন্যে তিনি সবিশেষ স্মরণীয়।

এবম্প্রকারে যখন উপন্যাস, কবিতা এবং গদ্যরচনা কথ্যভাষার প্রয়োগে ও নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধতর হচ্ছিল, তখন দেশীয় পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছিল। মাঞ্চু শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি ও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের শোষণ ইত্যাদির কারণে তখন দেশময় বিক্ষোভ; এবং এই বিক্ষোভের মাঝখানে ১৯১১ সালে লুপ্ত গৌরব উদ্ধার ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের উদগ্র বাসনায় ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হোল; ফলত চিং রাজত্বের

অবসান এবং দূর প্রাচ্যে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এই বিপ্লবে দেশে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলো না, পক্ষান্তরে অরাজকতা বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধবিশারদ প্রভুরা দেশের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে শাসন করতে থাকেন আর রাজতান্ত্রিক পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্য একশ্রেণী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ১৯২৭ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে; এবং অবশেষে কুয়োমিন্টাং অভিযান, নামে হলেও, জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। কিন্তু কার্যত, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আক্রমণের মুখেই প্রথম ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি জাতীয় সরকারের সমর্থনে সমবেত হন। কিন্তু চীন-জাপান যুদ্ধের শেষদিকে এ-ঐক্যও ভেঙে যায় এবং জাতীয়তাবাদী ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্যভাবে দেখা দেয় এবং এ-বিরোধ অদ্যাবধি কম্যুনিস্ট চীন ও তাইওয়ানের জাতীয়তাবাদী সরকারের মধ্যে বিদ্যমান।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভূত সাহিত্য-বিপ্লবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ এখানে অনিবার্য। একটি হোল, চীনা ভাষার লিখনে রোমান হরফ ব্যবহার করে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়াবার জন্যে বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াস এবং অন্যটি, শিক্ষা-মন্ত্রক কর্তৃক ১৯১২-তে চীনা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির সাধারণ মান নির্ণয়ের জন্যে একটি কমিটির প্রতিষ্ঠা। কারণ, বুদ্ধিজীবীরা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেন যে পশ্চিমের ছাব্বিশটি অক্ষরের সঙ্গে তুলনায় চীনা হরফ শিক্ষণ অতীব জটিল। এই কমিটি সেকারণেই উনচল্লিশটি 'উচ্চারণ প্রতীকের' (চু ইন ৎসু হাউ) নির্দেশ দেন, সাধারণভাবে উচ্চারণের মান স্থিরীকরণের জন্যে। ১৯১৯-এ নতুন কিছু প্রতীকের অবতারণা করা হয় এবং এ বছরের সেপ্টেম্বরেই প্রকাশিত হয় 'জাতীয় উচ্চারণ প্রতীকের অভিধান'। এর ফলে, উক্ত প্রতীকীর দ্বারা চীনা লিখন চরিত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং এর সহায়তায় অনেক চরিত্রকে স্মরণ রেখে একটি শব্দ উচ্চারণের দুরূহ পদ্ধতির বদলে প্রত্যেক শব্দের জন্যে একক চরিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু ঐতিহ্যের অতিক্রমণ এবং প্রত্যেক প্রদেশের

উচ্চারণ রীতির প্রভেদ শেষ পর্যন্ত এ-প্রয়াসকে সার্থকতা দেয় নি। ১৯৩০-এ পুনর্বার চরিত্রলিপিতে রোমান হরফ ব্যবহারের প্রয়াস কিছুটা সার্থক হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতায় এসে কম্যুনিস্ট সরকার পুনর্বার এ-বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠে; এর ফলে চীনা লিখন চরিত্র সহজতর হয়।

সাহিত্য-বিপ্লবের কালে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন উপলব্ধ হয়েছিল এবং পরে 'কুয়ান হুয়া' বা ম্যাণ্ডারিনকে এই ভাষা হিসাবে সরকার স্বীকৃতি দেয়। কারণ, উত্তর-চীনের ছয়টি প্রদেশ, ইয়াংসী উপকূলের আটটি প্রদেশ এ-ভাষায় কথা বলতো।

কথাভাষায় লিখিত বহুল প্রচারিত পত্রপত্রাদি রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে একে মর্যাদাবান করে তোলে। সমকালীন অনেকগুলির মধ্যে, 'শিউ শিয়াং শিয়াও শুয়ো' (চিত্রসংবলিত উপন্যাসসমূহ) এবং 'শিন শিয়াও শুয়ো' (নতুন উপন্যাসসমূহ) উপন্যাস রচনার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিল। 'নতুন উপন্যাস'-এর সম্পাদক লিয়াং চি-চাও বলেন, "নতুন নৈতিকতার সৃজনে নতুন উপন্যাস রচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নতুন ধর্মের জন্যে প্রয়োজন নতুন উপন্যাসের। জনকল্যাণমূলক সরকারের জন্যে উপন্যাস রচনা অনিবার্য। নতুন বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার জন্যেও প্রয়োজন নতুন উপন্যাসের।·····কেন? কারণ উপন্যাসই একমাত্র পারে জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে।" এতদ্‌ব্যতীত লিয়াং ছিলেন "শিন মিন ৎসুং পাও' (নতুন নাগরিক)-এর সম্পাদক; এর দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা যুবসমাজকে সমকালে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

চেন তু-শিউ (১৮৭৯-১৯৭২) ১৯১৫-র সেপ্টেম্বরে যখন 'লা জেনেস' পত্রিকায় প্রকাশনা শুরু করেন, তৎকালে জাতীয় চেতনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পত্রিকাদির প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। 'আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় ইতিহাসচর্চা' বিষয়ক এক প্রবন্ধে (নভেম্বর সংখ্যা পত্রিকায়) চেন লেখেন: "উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই ইউরোপ নতুন যুগে প্রবেশ করে।' পুরোন সমস্ত নীতিগুলি,

চিন্তাভাবনা এবং সংগঠন বিলুপ্ত হয়। সাহিত্য এবং শিল্পকলাও রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতায় এবং অবশেষে স্বাভাবিকবাদে উপনীত হয়।" চীনা সাহিত্যের ধারা বিষয়ে, পাঠকের এক পত্রের উত্তরে তিনি লেখেন, "এ-সাহিত্য এখনো রয়েছে ধ্রুপদী ও রোমান্টিকতার স্তরে। এর ক্রমোন্নতি ঘটবে বাস্তবতায়।" এমত মন্তব্যের দ্বারা তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন যে ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় চীনা সাহিত্য অদ্যাবধি রয়েছে অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকে। এই বোধ হয় প্রথম একজন চীনা বুদ্ধিজীবী ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রেক্ষিতে চীনা সাহিত্যের মূল্যায়ন এবং এর ভবিষ্যৎ বিষয়ে মন্তব্য করেন।

চেন-এর এই মন্তব্যের সমর্থন আসে তৎকালে আমেরিকায় পাঠরত হু শি (১৮৯১-১৯৬২)-র কাছ থেকে। চীনা সাহিত্যের বাস্তবতামুখীন হওয়া উচিত, এমত মন্তব্যসমেত তিনি চেনকে যে চিঠি লেখেন, তাকে পরবর্তীকালে তিনিই উল্লেখ করেছেন, 'চীনা সাহিত্য-বিপ্লবের আটটি নিষিদ্ধ বিষয়' নামে। এই চিঠির বক্তব্যই 'চীনা সাহিত্যের সংস্কারের উপায়' নামীয় প্রবন্ধে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়। এই আটটি নিষিদ্ধ বিষয় হোল :

(১) ধ্রুপদী রূপকের ব্যবহার বর্জন কর।

(২) অতি প্রচলিত শস্তা পদসমষ্টির ব্যবহার বর্জন কর।

(৩) বাক্যের সমান্তরাল স্থাপনা বর্জন কর।

(৪) উদ্দেশ্যমূলকভাবে অশ্লীলতা বর্জন ক'রো না।

(৫) ব্যাকরণ অবহেলা ক'রো না।

(৬) অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ হবে না।

(৭) প্রাচীন সাহিত্যের অনুকরণ ক'রো না।

(৮) অর্থহীন এবং বিষয়হীন প্রবন্ধ রচনা ক'রো না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রবন্ধে হু 'সাহিত্য সংস্কারের' কথা বলেন, 'বিপ্লবের' নয়, কিন্তু চেন সহিষ্ণু বা বিষয়ী ছিলেন না ; উক্ত প্রবন্ধের সূত্র ধরেই 'লা জেনেস' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় তিনি প্রবন্ধ মারফত লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান :

(১) রচনায় অলঙ্কারের সজ্জা দেখিয়ে অভিজাতদের পোষা কুকুরে পরিণত হয়ো না ; তার বদলে জনগণের জন্যে বোধ্য ভাষায় ছন্দোময় সাহিত্য সৃষ্ট কর।

(২) বহুল প্রচলিত পদ আর ধ্রুপদী সাহিত্যের আড়ম্বর পরিত্যাগ কর এবং সৃষ্টি কর বাস্তবতাসমৃদ্ধ জীবন্ত ও সৎ সাহিত্য।

(৩) অলীক ভাব ও ভাবনার পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানসিকতা পরিত্যাগ কর এবং সমাজের প্রয়োজনীয় কথ্যভাষায় জনগণবোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি কর।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা শব্দতত্ত্বের প্রখ্যাত অধ্যাপক চিয়েন শুয়েন-তুং এই প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এর ফলে সাহিত্য-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারিত হোল। সাহিত্যিক মহলেও চিয়েন-এর বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব পেল। কিন্তু হু শি তখনও 'বিপ্লবের' ডাক দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। চেনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন, "এক রাত্রে আপনার মতামতের যাথার্থ্য (সাহিত্য বিপ্লবের আহ্বান) নির্ণীত হতে পারে না, যদিও কয়েকজনের সমর্থন আপনি পেয়েছেন······ আমাদের বক্তব্যই যে একমাত্র সত্য, এমত মন্তব্য করা আমাদের সাজে না, কারণ ভুলত্রুটি তো থেকেই যায়।"[২] চেন উত্তরে লেখেন, "বিরোধীদের প্রতিরোধ করবার জন্যে এই মৌলনীতি অবশ্যই বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিতে সহায়তা করবে······ভাষা প্রয়োগ অথবা সাহিত্যের নীতি হিসাবে আমরা যে মতবাদ প্রচার করেছি, তা অভ্রান্ত ; এ-প্রসঙ্গে আলোচনা অবান্তর······"। চেনের এমত দৃঢ় বিশ্বাস যথার্থ বিপ্লবীদেরই সমতুল্য, এবং অনস্বীকার্য যে তাঁরই বিপ্লবের আহ্বানে সমকালে বহু বুদ্ধিজীবীই আকৃষ্ট হন, সমর্থনে বা বিরোধিতায়।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী থেকে 'লা জেনেস' সম্পাদনায় সহযোগিতায় পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'জন অধ্যাপক ব্রতী হন। এসময় থেকে এটি সম্পূর্ণ কথ্যভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে 'কুওউ' বা জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়। এবং এ-পরিবর্তন সাহিত্যের ইতিহাসে

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর পূর্বে চিয়েন তু-শিউ এবং হু শি পর্যন্ত 'ওয়েন ইয়েন' বা ধ্রুপদী রীতিতে লিখতেন। হু-এর পরবর্তী প্রয়াস অবশ্যম্ভাবীভাবে হয়ে ওঠে কথ্যভাষায় কাব্যচর্চা এবং ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' নামীয় কাব্যগ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ছোট ও তির্যক্ মন্তব্যসহ অন্য একপ্রকারের প্রবন্ধও এ-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে; এগুলিকে বলা হোত 'সুই কান লু' (এলোমেলো সংযোজন)। এবম্প্রকার রচনার বিস্তৃতিকরণে ও সার্থকতায় লু স্যুন (১৮৮১-১৯৩৬) খ্যাতি পান অচিরাৎ। এবং এ-কাগজেই তিনি লেখেন চীনা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'পাগলের ডায়েরী', যা ইতিপূর্বে বাংলাভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। এই পত্রিকার সাহিত্যিক বিপ্লব বা সংস্কারের সহযোগী হিসাবে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত 'নতুন তরঙ্গ' পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখও এখানে অনিবার্য।

সাহিত্য-বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হয় ১৯১৯-এর 'মে চারের ছাত্র আন্দোলনে'; ভার্সাই-এর শান্তি সম্মেলনে যখন চীনা প্রতিনিধিরা জাপানের কাছ থেকে তাদের অধিকৃত সানটুং প্রদেশ ফিরিয়ে আনতে পারলো না, তখনই পিকিং-এর ছাত্ররা বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে সমবেত হয়ে উক্ত সম্মেলনে প্রেরিত তিনজন প্রতিনিধির পদত্যাগের দাবি জানায়। এই বিক্ষোভ ক্রমশ দেশময় ব্যাপ্ত হতে থাকে এবং 'লা জেনেস'-এর সম্পাদকেরা যদিচ রাজনীতিতে যুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন না, তথাপি কার্যত ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। চেন তু-শিউ গ্রেপ্তার হন এবং তিরাশি দিনের কারাবাস ভোগ করেন। এরই ফলে চীনা ছাত্র আন্দোলন ও সাহিত্য-আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

এবং কার্যত 'মে চারের আন্দোলনে'র কাল থেকে লেখকেরা, 'সাহিত্য কেবলমাত্র নীতিবাদের শিক্ষক' অথবা 'সাহিত্য তাওবাদকেই বহন করবে' ইত্যাদি প্রচলিত সাহিত্য-সত্তাকে পরিত্যাগ করেন। ১৯২১ সালে ১৭২ জন প্রখ্যাত সাহিত্যিককে নিয়ে গঠিত হয় সাহিত্য

গবেষণা পরিষদ; এঁরা 'মানবতার জন্যে সাহিত্য' আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই বছরের গ্রীষ্মে যে চীনা ছাত্রেরা জাপানে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এলেন, এঁদের মধ্যে ছিলেন, কুয়ো মো-জো, ইউ তা-ফু, চাঙ ৎসে-পিং, এবং তিয়েন হান; এঁরা এক সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের জন্যে আন্দোলন চালাতে থাকেন। এঁরা মুখ্যত তখন ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও রোমান্টিক চিন্তার বাহক। কিন্তু ১৯২৫ সালের তেরই মে-র ঘটনা এঁদের চিন্তায় বিপ্লব নিয়ে এলো। সাংহাই-এর এক কাপড়ের কলে একজন জাপানী ফোরম্যান একজন চীনা শ্রমিককে গুলি করে মারে এবং এর ফলে দেশময় বৃটিশ ও জাপান বিরোধী আন্দোলনের ঝড় ওঠে। কুয়ো মো-জো প্রমুখের সাহিত্য-সংগঠন সেই মুহূর্তেই প্রায়, 'শিল্প শিল্পের জন্য' শ্লোগান পরিত্যাগ করে 'বৈপ্লবিক সাহিত্য' সৃষ্টির আহ্বান জানান।

১৯২৭-এ উত্তরের অভিযানের পর চীনা জাতীয়তাবাদী ও কম্যুনিস্টদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এর ঢেউ এসে লাগে সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যেও। কুয়ো মো-জো-র সংগঠন তখন 'প্রোলেতারীয় সাহিত্যে'র সপক্ষে মতামত প্রচার করতে থাকে। ১৯৩০ সালে কম্যুনিস্টরা লু স্যুনকে সঙ্গে পাওয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন বামপন্থী লেখক সংস্থা। অন্যদিকে এর বিরোধী হুয়াং চেন-শিয়া, ওয়াং পিং-লিং প্রমুখেরা 'জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে'র জন্যে সমবেত হলেন। কিন্তু কার্যত উভয় সংস্থাই 'সাহিত্যকে নীতিবাদ প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন', যে মতবাদকে একদা সাহিত্য-বিপ্লবীরা প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কেবলমাত্র লিন য়ুটাং, চৌ ৎসো-জেন প্রমুখেরা উভয় সংস্থার বাইরে থেকে নির্ভেজাল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৬-এর অক্টোবরে জাপানী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে, লু স্যুন, লিন য়ুটাং, কুয়ো মো-জো, মাও তুন, পা চিন, চেন ওয়ান-তাও, হুং শেন প্রমুখেরা শোষণের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক ঐক্য ও বাক-স্বাধীনতার দাবিতে ইস্তাহার প্রকাশ করেন। যদিচ কার্যক্ষেত্রে কোন ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হোল না। ১৯৩৭

থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চীন-জাপান যুদ্ধের কালে, সাহিত্য কেবলমাত্র 'নীতিবাদ প্রকাশের হাতিয়ার' হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য চীনের মূল ভূখণ্ডে কম্যুনিস্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, চীনের সাহিত্যে আসে নতুনতর প্রকাশভঙ্গী ও রীতি। আর তাইওয়ানে সাহিত্য কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট-বিরোধী মতবাদ প্রচারে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

আধুনিক চীনা সাহিত্য এমত প্রেক্ষিতেই বিচার্য। নিম্নের কয়েকটি অংশে বিষয় অনুযায়ী আলোচনা বিস্তৃত করা হোল।

দুই

সাহিত্য বিপ্লবের প্রথম কবি হু শি কথ্য ভাষায় কাব্য রচনায় প্রয়াসী হন এবং তাঁর 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯১০-এ। এর দুই অধ্যায়ের প্রথমটির কাব্যচর্চা মুখ্যত ধ্রুপদী রীতিতেই লিখিত ; দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে যদিচ কবির আত্মসন্তুষ্টির সীমা নেই, তত্রাচ অনস্বীকার্য যে এখানে কবির ছেলেমানুষী চপলতারই প্রাবল্য। অবশ্য ছন্দচর্চায় একজন বুদ্ধিজীবীর সমস্ত প্রয়াস এ-চর্চায় প্রকটিত। তদুপরি স্বাভাবিক শব্দ ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দ রচনারীতির প্রয়োগও তাৎপর্যময়। সমকালের লিউ তাই-পো এবং ইউ পিং-পো প্রমুখ কবিরা অবশ্য কাব্যচর্চায় চিরাচরিত ধ্রুপদী কবিতার প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। সাধারণত কথিত আছে যে একালীন কবিরা 'মুক্ত ছন্দ' ব্যবহারে প্রয়াসী হন কিন্তু সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। এবং যে কবিরা প্রচলিত কবিতার ছন্দ ও রীতি ব্যবহার করছিলেন, তাঁদেরও কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু কেন ? সখেদে প্রশ্ন করেছেন সমকালীন প্রগতিবাদী। কিন্তু এগুলি ছিল নিতান্ত অসার্থক গদ্য রচনাকে কাব্যের ফর্মে সাজানো এবং কোনক্রমেই রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি ; সে কারণেই প্রভাব বিস্তারেও এর ক্ষমতা ছিল সীমিত।

অনতিবিলম্বে ইংলণ্ড আমেরিকার শিক্ষিত তরুণেরা 'পেইপিং মর্নিং পোস্ট'এর কাব্যসংখ্যাকে কেন্দ্র করে সমবেত হলেন এবং কাব্যের পঙক্তি গঠন বিষয়ক রীতিতে পরিবর্তনে যত্নবান হলেন। শু চি-মো এবং ওয়েন আই-তু ছিলেন এই গোষ্ঠীর নেতা। ওয়েন 'ছন্দের সমতা' ও লাইনের দৈর্ঘ্যের বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। শু অবশ্য ছিলেন মনেপ্রাণে রোমান্টিক এবং কাব্যচর্চায় তাঁর আত্ম-প্রকাশ ঘটে আবেগের তীব্রতায়। উক্ত দুজনের অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন চেন মেঙ-চিয়া, পিয়েন চি-লিন, হো চি-ফাঙ, এবং ফেঙ চি। এঁদের মধ্যে শেষোক্তজনের সনেটগুলিতে পশ্চিমের প্রভাব থাকলেও বিষয় ও রীতিতে অসামান্য।

একালেই অন্য কবিরা, বিশেষ করে লী চিন-ফা ফরাসী প্রতীকী-বাদীদের অনুসরণে কাব্যচর্চায় ব্রতী হন। এঁরা নিতান্ত সৌন্দর্যবোধের কাব্যরচনারীতি পরিত্যাগ করে শব্দৈশ্বর্যের ইমারত নির্মাণ করলেন। এর ফলে যা সৃষ্টি হোল তা বর্ণময়, কিন্তু যথেষ্ট অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। এদের মধ্যে তাই ওয়াং-শু সামান্যতম সার্থকতা অর্জন করেন।

১৯৩৭এর চীন-জাপান যুদ্ধ হঠাৎই চীনা কবিদের মুক্ত ছন্দে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করলো আর কাব্যরচনায় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির বদলে এলো দেশাত্মবোধ। আই চিঙ, চুয়াং কেই-চিয়া, এবং তিয়েন চিয়েন এই যুদ্ধের বৎসরগুলিতে সমধিক খ্যাতিলাভ করেন। তাঁরা 'লাং সুং' বা 'চেঁচিয়ে পড়ার' কবিতা রচনায় গুরুত্ব দেন; এর সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ সাধন ঘটেছে কিন্তু কাব্য হিসেবে কখনও যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি।

একালীন দু'টি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হোল :

(১) "অতলান্ত সমুদ্র, অপার অমরা আমি চাই না,
চারদিক থেকে বওয়া ওপরের বাতাস ধরতে
একটা রাক্ষুসে ঘুড়ি ওড়াতেও চাই না
শুধু চাই এক কৌটা আলো
একটা কাটল

সেই শিশুর মত, যে অন্ধকার ঘরে
জানলার ধাপিতে গুটিসুটি মেরে
চেয়ে দেখে সেই ফাঁকটা, যেটা সবসময়ে থাকে খোলা
পশ্চিম আকাশের নিচে—
ঠিক এক মিনিটের জন্যে—
এক ফোঁটা আলো।"

(অতলান্ত সমুদ্র : সু চি-মো ·

(২) "পৃথিবী ঘুরছে
স্মৃষ্টি কাঁপছে,
এক মুহূর্ত,
সব নিশ্চল।
প্রচণ্ড আলোড়নের পর নৈঃশব্দ্য
বিধ্বংসী সর্বনাশের মত নৈঃশব্দ্য
শিশুদের মুখে রোদ হাসছে,
ভয়ে হতবুদ্ধি শিশুদের মুখে।

মনে আছে আমার শৈশবেও ঘটেছিল এমনটি,
মা বলেছিল, ও একটা পেল্লায় কাছিম, চোখ খুলছে
আর বুজছে।
পৃথিবীর পেটে পেল্লায় একটা কাছিম কি সত্যিই আছে?
ছোটবেলার চোখ দিয়ে আমি সেটা দেখতে পেয়েছিলুম।

সেই কাছিমটা তো মরেই গেছে
তবু দেখতে পাই ওটা বাতাস ফুঁড়ে উঠছে,
আমি জানি, আগ্নেয়গিরির জন্যে ভূমিকম্প হয়েছিল,
কিন্তু তা জেনে আমায় সান্ত্বনা মেলে কি?"

(ভূমিকম্প : কুও মো-জো)[৪]

তিন

পশ্চিমী রীতিতে চীনাভাষায় লিখিত প্রথম ছোটগল্প লু স্যুনের 'পাগলের ডায়েরী'। পশ্চিমের প্রভাব চীনে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন কার্যকর হয়ে ওঠে, সাহিত্যক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম স্বাভাবিক ছিল না। অনুকরণ, অনুসরণ বা প্রভাবিত হবার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম ভেদরেখা থেকে যায়, গোগল আর লু স্যুনের প্রভেদ কার্যত সে তাৎপর্যেই বিবেচ্য। 'ডায়েরী' রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এত স্পষ্টত প্রকাশিত হয় যে কোন প্রভাবের আবিষ্কারের প্রয়াসে অকারণ চাঞ্চল্য প্রকাশ অর্থহীন। স্বভাবতই পাঠকও একে গ্রহণ করেন স্বচ্ছন্দে। এবং অদ্যাবধি এটি চীনা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পরূপেই স্বীকৃত।

লু স্যুন তাঁর রচনাবলীকে সামাজিক অব্যবস্থায় প্রতিবাদ হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত রচনা 'আ কিউর কাহিনী' সমকালীন সমাজের প্রতি এক সুতীব্র বিদ্রূপ, গ্রন্থটি বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। ১৯২৩ সালে তিনি উক্ত দুটি গল্প এবং অন্য বারোটি, একটি সংকলনে 'না হান' (চিৎকার) নামে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে অন্য গল্পের সংকলন 'পাঙ হুয়াং' (সংশয়) নামে প্রকাশিত হয় এবং চীনা সাহিত্যে জনগণের লেখক হিসাবে তাঁর যথার্থ প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। তিনি নিজেও অবশ্য নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। 'পাঙ হুয়াং'-এর ভূমিকায় নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ্য :

"নতুন সাহিত্যজগতে এখন নির্জনতা,
পুরোন যুদ্ধক্ষেত্র এখন শান্ত ;
দুই বিরোধী দলের পরিবর্তে,
এখন একা এক সৈনিক,
বন্দুক কাঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে,
মনে তার গভীর সংশয়।"

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এই একা সৈনিক প্রায় সমস্ত জীবন ছোট বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় কালাতিপাত করেন, অন্যথায় চীনা ছোট-গল্প তাঁর হাতে অধিক সমৃদ্ধি পেত, সন্দেহ নেই।

ইউ তা-ফু খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর তিনটি গল্পের সংকলন 'চেন লুন' (হারিয়ে যাওয়া)-এর জন্যে। এই গল্পগুলিতে তিনি দেশের সমকালীন নৈরাজ্যের মধ্যে যুবসমাজের নৈতিক সংকট এবং প্লেটোনিক ভালবাসা ও দৈহিক কামনা তৃপ্তির দ্বন্দ্বকেই রূপায়িত করেন। এই গল্পগুলি সমকালীন তরুণদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এবং সম্ভবত কুয়ো মো-জো অনূদিত গোটের 'সরোজ অফ হেবের্থার' একই কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ইয়ে শাও-চুনের গল্পগুলি সহজ, ছোট এবং বাস্তবতাসমৃদ্ধ। তিনি কোন বিদেশী ভাষা জানতেন না এবং এটাই সম্ভবত তাঁর পক্ষে মঙ্গল বহন করে আনে। তিনি পাশ্চাত্যী রীতিতে, বাক্যগঠন ও বক্তব্যে গল্পকে কোথাও কোথাও জটিল করে তোলার পরিবর্তে সহজতম ছোটগল্প রচনার রীতিপ্রয়োগে আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন। তাঁর ছোটগল্প সংকলন, 'বাঁধা', 'দাহনের মধ্যে', 'শহরে' ইত্যাদি সাধারণ আবেগ, সুখ-দুঃখের সহজ প্রকাশ; কিন্তু সমকালে তাঁর ভাগ্যে স্বীকৃতি জোটে নি।

অন্যান্য সার্থক গল্প লেখকদের মধ্যে ছিলেন, চাঙ-চি-পিং, পিং শিন, লিং শু-হুয়া, লো হুয়া-শেঙ, চিয়াং কুয়াংৎসে এবং তিং লিং।

১৯২৯ সাল থেকে ছোটগল্প জনপ্রিয় হতে থাকে এবং লেখকদের প্রয়াসে তা সমৃদ্ধও হতে আরম্ভ করে। পা চিন, লাও সে, আওআং শান, আই উ, উ ৎস্যু-শিয়াং, উয়েই চিন-চি, এবং পেং চিয়া-হুয়ান প্রমুখ লেখকদের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখ্য ও প্রতিনিধিত্বের অধিকারী লেখকেরা ছিলেন সম্ভবত শেন ৎস্যুং-ওয়েন (জন্ম: ১৯০২), চাং তিয়েন-ই (জন্ম: ১৯০৭) এবং স্যু ইউ (জন্ম: ১৯১০)।

শেন ৎস্যুং-ওয়েন প্রসিদ্ধ তাঁর কেরানী, সৈনিক, চাষী, ছোট দোকানদার, মাঝি, মিয়াও উপজাতির মানুষ এবং হুনান প্রদেশের

পশ্চিমাঞ্চলের সরল যুবকের চরিত্রচিত্রণের ক্ষমতার জন্তে। 'সীমান্তের শহর' নামীয় তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার ভূমিকায় তিনি লেখেন, "চাষী এবং সৈন্তদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা। আমার সমস্ত লেখায় এ-সত্য স্পষ্ট এবং কখনও তা আমি গোপন করতে চেষ্টা করিনি। যে গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তার বর্ণনাও আছে আমার রচনায়। আমার পিতামহ এবং পিতার মতো সব ভাইয়েরা আছে সেনাদলে; তাঁদের কেউ বা যুদ্ধে মারা গেছেন, কেউ বা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চাকরি করেছেন তাঁরা ছিলেন নির্ভীক এবং সৎ আর তাঁদের জীবন ছিল মহৎ এবং সাধারণ· তাঁদের জীবন চিত্রণে আমাকে কদাচ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি।" শেন-এর ছোটগল্প মার্জিত, সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনাসমৃদ্ধ। তাঁর মতবাদ, সুখের জন্তে সাধারণের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন নেই এবং নিষ্পাপ সরলতাই সকল আনন্দের উৎস। লু সুনের মতো তাঁর গল্পে কোন প্রচার নেই।

শেনের গল্পগুলি যেমন রীতির সৌন্দর্য এবং জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশে উজ্জ্বল, চাং তিয়েন-ই-এর গল্পগুলি সেইপ্রকার নাটকীয়তা ও তাত্ত্বিক ভাষ্যের অবতারণার জন্তে উল্লেখ্য। চাং ছিলেন কার্যত পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষণধর্মী, তাঁর গল্পে এর ছাপ স্পষ্ট। চাং অনেক লিখেছেন এবং চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর আটটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে 'শূন্য থেকে পূর্ণ'-ই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

শু ইউ, বুর্জোআ জীবনবোধ এবং উপকূলবর্তী শহরগুলির মানুষ সম্পর্কে লিখেছেন অনেক বেশি। তাঁর রচনায় পশ্চিমী প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর চরিত্রেরা একান্ত সমকালীন মেজাজের অধিকারী এবং সকলেই পশ্চিমী ফ্যাশান ও জীবনযাত্রার অনুকরণে আগ্রহী। সম্ভবত সমকালীনদের মধ্যে কথ্যভাষায় রচনায় তাঁর দখল ছিল বেশি এবং এ-কারণেই তাঁর রচনাও সারল্যে অসাধারণ।

ছয়

সাহিত্য-বিপ্লবের সাময়িককালের মধ্যেই নতুন প্রবন্ধরচনা প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে। কারণ ইতিপূর্বেই চীনে প্রবন্ধ রচনার একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল; কিন্তু আধুনিক নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনায় পশ্চিমের পারদর্শিতা তখন বিপ্লবের কর্ণধারদের অনায়ত্ত ছিল। মিঙ যুগের ইউয়ান চুংলীং এবং অন্যান্যেরা, ও চিঙ যুগের চেন শেঙ-তান, ইউয়ান মেই এবং অন্যান্যের রচিত 'শিয়াও শিন ওয়েন' আধুনিক গদ্য-রচনার লক্ষের দিকেই এগিয়েছিল। একারণেই সমকালীন লেখকদের আত্মপ্রকাশে ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী মনতেন ও ল্যাম্বের রচনা সংযোজনে নতুন সাহিত্যরীতি প্রণয়নে যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হয়নি। এঁদের মধ্যে, চৌ ৎসো-জেন, চু ৎসে-চিং, ইউ লিং-পো, শু চি-মো, শিয়া পিং-শিন, লু স্থন, চেন ইউয়ান, এবং লিন য়ুটাং প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

শু চি-মো-র গদ্য প্রয়াস রোমান্টিক এবং কাব্যধর্মী। ইউ লিং-পো এবং চু ৎসে-চিং-এর সরল গদ্য সর্বদাই ছিল গভীর অর্থবহ আর শিয়া পিং-শিন, তাঁর স্বল্পসংখ্যক পাঠকের জন্যে প্রকাশ করেছেন 'শান্ত আনন্দ' ও 'পবিত্র বেদন'। লু স্থন, চেন ইউয়ান এবং লিন য়ুটাং সমকালীন বহু বিষয় সম্পর্কে তাঁদের বিদ্রূপাত্মক ও যুক্তিবাদী প্রবন্ধের জন্যে খ্যাত। অন্যপক্ষে চৌ ৎসে-জেন আন্তরিকতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন জীবনের বহু আশ্চর্য অনুভূতিকে। তাঁর এমত সার্থকতার জন্যে তাঁর রচনাকে তুলনা করা হয় চীনা সবুজ কড়া চায়ের সঙ্গে, যার স্বাদ দীর্ঘক্ষণ ধরে মুখে লেগে থাকে।

কথিত আছে যে, প্রত্যেক চীনা বুদ্ধিজীবী অন্তরে একদিকে বিপ্লবী আর অন্যদিকে প্রশান্ত সন্ন্যাসী। এই লোককথনকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা চলে চীনা প্রবন্ধাবলী হয় 'তাও মতবাদবাহী', না হয় 'একান্ত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ'। বিপ্লব পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবন্ধ-কারেরা শেষোক্ত ধারাকে গ্রহণ করেন। কুয়িয়াহাওয়া হারুনের

'গজদন্ত মিনার থেকে নির্বাসন' অনুবাদ করে লু স্থন প্রবন্ধ রচনায় ব্যক্তির আত্মপ্রকাশকেই মর্যাদাবান করে তোলায় আহ্বান জানান; আর এ-মতের সমর্থনে মিঙ যুগের ইউয়ান চুং লাং-এর তত্ত্ব পুনরুদ্ধার করে চৌ ৎসে-জেন তাঁকে সমর্থন করেন।

১৯২৪-এ 'তাই পিং লুন' (সমকালীন চর্চা) এবং 'ইউ জে' (ধারাবাহিক আলোচনা) পত্রিকা প্রকাশের ফলে 'বিদ্রোহী' প্রবন্ধ রচনা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। 'ইউ জে' পত্রিকার এক সংখ্যায় বিষয়টি সম্পর্কে লিন য়ুটাং লেখেন যে, "প্রত্যেক সং ও স্বাধীনচিন্তাসমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীমাত্রেই কোন না কোন সময়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এবং এই ক্ষুদ্ধতাই একজন বুদ্ধিজীবীকে সর্বাংশে সম্মানিত করে তোলে। যে বুদ্ধিজীবী কখনো সমালোচনা করেন না, তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ধ্বংস করেন।" ১৯৩১ সালে তিনি এবং চৌ ৎসো-জেন এবং অন্যান্যেরা 'বিতর্ক' নামীয় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানেও সরবে উক্ত মতামতের প্রচারণা চলতে থাকে। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'মানবিক জগৎ' এবং ১৯৩৫-এ প্রকাশ করেন অন্য পত্রিকা, 'নবসৃষ্টির আবহাওয়া'; এখানে প্রবন্ধরচনার মান ক্রমশ এতই উচ্চস্তরের হয়ে ওঠে যে তার তুলনা আবহমান-কালের চীনা সাহিত্যে যথেষ্ট মেলেনি।

লু স্থন তখনো একাকী 'ইউ জে' পত্রিকায় তাঁর 'তাও মতবাদ-বাদী' রচনার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। যদিচ তিনিও স্বীকার করেন যে, "মে-চার আন্দোলনের উপন্যাস, নাটক ও কবিতার তুলনায় প্রবন্ধের সার্থকতা অনেকগুণ বেশি।" তিনি আরো বলেন যে "স্বভাবতই এই প্রবন্ধাবলীতে প্রতিফলিত হয়েছিল সমকালীন সংগ্রামের চিত্রাবলী, কিন্তু অনেক প্রবন্ধকার ইংরেজী প্রবন্ধের রীতি অনুসরণে নিরত থাকায়, তাদের রচনায় মিলেছে বিদ্রূপ ও সান্ত্বনা আর রীতি হিসাবে এ পরিশীলিত এবং ঐশ্বর্যময়। অবশ্য রূপদর্শী প্রবন্ধের ক্ষমতা সাম্প্রতিক প্রবন্ধের তুলনায় কিছুমাত্র দুর্বল ছিল না। ভবিষ্যৎকালের প্রবন্ধকারকে সেকারণেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ

উক্ত রচনাবলীর দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে এবং প্রস্তুত থাকতে হবে নিরন্তর সংগ্রামের জন্যে।" এ-কারণেই সম্ভবত তিনি প্রায় বিশ বছর 'ৎসে ওয়েন' রচনায় ব্যাপৃত থাকেন এবং এই সংক্ষিপ্ত ও জোরালো রচনাবলীর সহায়তায় উদ্‌ঘাটিত করেন সমকালীন ঘটনাবলীর প্রকৃতরূপ। ১৯৩০-এ তাঁর সহযোগীরা 'ৎসে ওয়েন' রীতির প্রসারে ও 'মানবিক জগৎ' ও 'নব সৃষ্টির আবহাওয়া'র বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন 'তাই পেই' এবং 'ওয়ান চুং' নাম্নীয় দুটি পত্রিকা; কিন্তু এ-দুটির পাঠকসংখ্যা কখনও বিস্তারলাভ করেনি।

উক্ত দুটি গোষ্ঠী ছাড়াও, ছিলেন হো চি-ফাং, লী কুমাং-তিয়েন, এবং লিয়াং শী-চিউ-র মতো প্রখ্যাত প্রবন্ধকারেরা। ১৯৩৭-এ চীন-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাতের অব্যবহিত পরেই প্রবন্ধের এমত অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকে, পরিবর্তে রিপোর্টাজ জাতীয় লেখাই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এও বেশিদিন অব্যাহত থাকেনি প্রবন্ধরচনায় উচ্চমানও এর ফলে বহুলাংশে বিনষ্ট হয়।

পাঁচ

সাহিত্য-বিপ্লবের পর তুলনামূলকভাবে চীনা উপন্যাস যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেনি। যদিচ চা' ৎসে-পিং-এর 'তাই লি' এবং অন্যান্য উপন্যাসে প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বের এবং ওয়াং তাং-চাও-এর 'গোধূলি' সমকালীন যুবসমাজের সার্থক চিত্রণ, তত্রাচ বলা চলে, ১৯২৮-এ মাও তুন-এর 'স্বপ্নভঙ্গ' প্রকাশের পূর্বে 'নতুন' উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেনি। সম্ভবত এর কারণ, কবিতা, ছোটগল্প ইত্যাদি রচনার জন্যে দীর্ঘ সময়কালের প্রস্তুতির প্রয়োজন ঘটে আর সেকারণেই যতদিন না পশ্চিমের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিককুল, ওয়াইল্ড, ফ্লবেয়র, মেটারলিঙ্ক, লুই আরাগঁ, আনাতোল ফ্রাঁসে, গোটে, শীলার, সিনক্লেয়ার প্রমুখের উপন্যাস চীনাভাষায় অনূদিত বা প্রভূতপরিমাণে

পঠিত ও আদৃত হয়েছে, ততদিন যথার্থ নতুন চীনা উপন্যাসের জন্ম ছিল অসম্ভব। মাও তুনের 'স্বপ্নভঙ্গ', অন্য দুটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, 'অস্থিরতা' এবং 'অনুসরণ' পরে একত্রে 'ক্রান্তিকাল' নামে প্রকাশিত হয়। মাও তুন আজীবন ছিলেন কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ১৯২৫-২৭ সালের চীনা জাতীয়তাবাদী উত্তর-অভিযানের বিভাগের প্রচারবিদ। এ-অভিযান শুরু হয় কম্যুনিস্টদের সমর্থনেই কিন্তু এর সমাপ্তিতে কম্যুনিস্টরা জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা বহিষ্কৃত হন। 'ক্রান্তিকালে' লেখকের উক্ত আন্দোলনের পরিণতিতে হতাশার ছায়া লক্ষণীয়। এ-উপন্যাসেই যদিচ মাও তুনের খ্যাতি, তথাপি ১৯৩২-এ তাঁর 'মধ্যরাত্রি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমকালীন লেখকদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসন পান।

'স্বপ্নভঙ্গ' উপন্যাসটি প্রকাশের কালেই ইয়ে শাও-চুন এর 'নি হুয়ান-ৎসে' প্রকাশিত হয়। এর পটভূমি যদিও মাও তুনের তিন খণ্ডে লেখা উপন্যাসের মত বিস্তৃত নয়, তথাপি এখানেও উত্তর অভিযানকে প্রেক্ষিত করা হয়েছে এবং উভয় উপন্যাসই বিয়োগান্ত। উভয় উপন্যাসই, উক্ত অভিযানের যে ব্যর্থতার ফলে প্রজাতন্ত্রের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারেনি, তার অনুধাবনায় নিষ্ঠ। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে 'নি হুয়ান-ৎসে'-র শ্রেষ্ঠতা অনস্বীকার্য। এর প্লট ও রচনার বলিষ্ঠতার উল্লেখও অনিবার্য।

পা চিন, একালের অন্যতম সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক, ১৯২৯ সালে লেখেন 'ধ্বংস' নামীয় একটি ছোট উপন্যাস। তাঁর 'প্রেমের তিনখণ্ড' গ্রন্থে আছে তিনটি ছোট উপন্যাস, 'কুয়াশা', 'বৃষ্টি' এবং 'বজ্রপাত'; আর 'প্রবহমান স্রোত তিনখণ্ডে'র তিনটি ছোট উপন্যাস হোল: 'পরিবার', 'বসন্ত', ও 'হেমন্ত'। এতদ্‌ব্যতীত তিনি লেখেন অনেক উপন্যাস, ছোট উপন্যাস এবং ছোট গল্প। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সকল অর্থে সার্থক ঔপন্যাসিক ছিলেন না, কিন্তু নৈরাজ্যবাদী হিসাবে তাঁর ক্রোধের প্রকাশ ও বিপ্লব সম্পর্কে রোমান্টিক ধ্যান-ধারণা তরুণদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিরিশের কালে তিনি যে তরুণদের কাছে

কেবলমাত্র গুরুতুল্য হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, তাঁর উপন্যাসের বহু চরিত্রের সঙ্গে তারা নিজেদের সাদৃশ্য খুঁজতো।

লাও চাও চীনের একমাত্র কৌতুক রসের ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯২৫ সালে উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন এবং 'নিউ তিয়েনৎজের জীবন', 'বিচ্ছেদ', 'এক ছাদের নিচে চার বংশ' এবং 'রিকশাচালক', প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন ; এগুলির মধ্যে শেষোক্তটিই শ্রেষ্ঠ।

তিরিশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আছেন, 'সাংহাইয়ের এক অদ্ভুত নাইট' রচয়িতা চাং তিয়েন-ই, 'তিয়েন গ্রাম'-এর লেখিকা তিংলিং, 'দুরন্ত ঢেউ'এর রচয়িতা লী চিয়ে-জেন, 'গ্রীষ্মের গ্রাম'এর লেখক শিয়াও চুন, এবং 'খোরচীনের খাসজমি'-র লেখক তুয়ানমু হুং-লিয়াং।

চীন-জাপান যুদ্ধের পরবর্তীকালে বহুপ্রয়াস সত্ত্বেও খ্যাতনামা লেখকেরা উপন্যাস রচনায় আর তেমন পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। যুদ্ধকালে রচিত মাও তুনের 'শীতের ফুলের মত লাল মেপ্‌ল পাতা' এবং লাও চাও-এর 'একই ছাদের নিচে চার বংশ' অবশ্যই তাঁদের পূর্বেকার রচনার তুলনায় নিষ্প্রভ। একমাত্র ব্যতিক্রম পা চিন। তাঁর 'আগুন' নামীয় তিনখণ্ড উপন্যাস পূর্বের মতোই সার্থক এবং 'অবসরে উদ্যানে' ও 'শীতার্ত রাত্রি' মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হিসাবে উল্লেখ্য। একালে তাঁর রচনারীতিও যথেষ্ট বদলায় এবং অনেক বেশি দৃঢ়তা পেয়েছে। অন্যান্য নতুন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে, অ্যাকাডেমিক মহলের প্রিয় চিয়েন চুং-স্যু লেখেন তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'অবরুদ্ধ শহর' ১৯৪৭ সালে। উপন্যাস হিসাবে এ-গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এর চরিত্রচিত্রণ, ও রুচিসম্মত উপস্থাপনা কিছুমাত্র অবহেলার নয়, এবং সম্ভবত লেখকের পাণ্ডিত্যই অ্যাকাডেমিক মহলে এর খ্যাতির কারণ।

পরবর্তীকালে মূল চীনা ভূখণ্ডে এতদ্‌ব্যতীত, তিং লিং-এর 'সাংকেন নদীর ওপরে সূর্য' এবং চাও শু-লির 'সান লি ওয়ান' জনপ্রিয়তার শীর্ষে উপনীত হয়েছিল। দুটি উপন্যাসই চাষী জীবনকে কেন্দ্র করে। প্রথমটি সাংকেন নদী তীরবর্তী নুয়ানশুই গ্রামের ভূমি

সংস্কার এবং দ্বিতীয়টি সান লি ওয়ান গ্রামের কো-অপারেটিভকে কেন্দ্র করে লিখিত। দু'টির মধ্যে বিচারে অবশ্যই প্রথমটি শ্রেষ্ঠ।

তাইওয়ানে অবশ্য অনেক নতুন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এঁদের সকলেই মুখ্যত কম্যুনিস্ট বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখেছেন। স্বভাবতই উক্ত মৌল দুর্বলতার কারণে চরিত্র-চিত্রণে বা প্লট নির্ধারণে প্রায় সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। এগুলির মধ্যে চিয়াং কুয়েই-এর 'ঘূর্ণিঝড়' এবং ওয়াং লান-এর 'নীল ও কালো' উল্লেখ্য; প্রথমটিতে ১৯১৯ থেকে চীন-জাপান যুদ্ধ ও দ্বিতীয়টিতে ১৯৩০ থেকে চীনে কম্যুনিস্ট শাসনের সূত্রপাতের কাল পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে।

ছয়

আধুনিক চীনা নাটক মুখ্যত পাশ্চমী রীতিতে লিখিত। প্রচলিত অপেরার রীতিতে আধুনিক নাটক রচনা সর্বাংশে অসম্ভবই মনে হয়েছিল সাহিত্য-বিপ্লবের কর্ণধারদের, যদিচ প্রয়াসের অন্ত ছিল না কদাচ। তদুপরি সংস্কারের সাধনায় পথে তাঁরা পাশ্চমী রীতিতে নাটক রচনাকেই শ্রেয় বলে মেনেছিলেন। এবং এ-কারণেই ইবসেন ও বার্নার্ড শ' প্রথম চীনে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

১৯২১ সালে হুয়াং শেন আমেরিকা থেকে ফিরে নাট্য সংস্থায় যোগ দেবার পরই প্রকৃত প্রস্তাবে চীনে নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগের রীতিবিষয়ক আলোচনাও একালেই প্রাধান্য পায়, পরবৎসর আধুনিক নাট্য আন্দোলনের অন্যতম হোতা তিয়েন হান প্রতিষ্ঠা করেন 'নান-কুয়ো সমিতি'।

উক্ত দু'দলই বহু নাটকের প্রযোজনা করে এবং তিয়েন হান ও হুয়াং শেন উভয়েই যুদ্ধের সমস্যা, নারী, বিবাহ এবং বুভুক্ষা সম্পর্কে অনেক নাটক লেখেন। অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে আউআং ইউ-চি

এবং কুয়ো মো-জো লেখেন ঐতিহাসিক নাটক। একমাত্র তিং শি-লিন, যিনি কেবলমাত্র একাঙ্ক কৌতুক নাটকের রচয়িতা, ছাড়া অন্যান্য নাট্যকারেরা মঞ্চকে প্রচারের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এর সূত্রানুসন্ধানে ফিরে তাকাতে হয় ঐতিহ্যবাহী অপেরার দিকে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নীতিউপদেশ প্রচার।

১৯২৭ সালে তিয়েন হান সাংহাই কলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে নাটকের জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। যদিচ এই বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কিন্তু এর নাট্যবিদ্যা বিষয়ক ইনস্টিটিউট থেকেই যায়। নাট্য বিষয়ক এমত চেতনা থেকে ১৯৩৪ সালে 'ভ্রাম্যমাণ চীনা নাট্য কোম্পানী' নামে প্রথম পেশাদারী নাট্য-সংস্থা স্থাপিত হয়। এবং এর পারাম্পরণে ১৯৩৫ সালে নাট্যকলা বিষয়ক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৪ সালে ৎসাও ইউ-র 'বজ্রপাত' প্রকাশিত এবং ফু তান নাট্য-সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। আউআং ইউ-চিং-এর নির্দেশনায় নাটকটির সার্থকতার ফলে এটি প্রায়শই অভিনীত হতে থাকে। ৎসাও ইউর পরবর্তী নাটকগুলি. 'নিঃসঙ্গতা,' 'পিকিংমানব', এবং 'পরিবার' ইত্যাদি তাঁকে অচিরেই প্রথম সারির নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা দেয়।

কিন্তু চীনা নাটকের বিকাশে যে নাট্যকারদের দান সর্বাধিক তাঁদের মধ্যে আছেন তিয়েন হান, হুয়াং শেন, এবং আউয়াং ইউ-চিং। নাট্য-প্রযোজনা, নাট্যসংস্থা স্থাপনা, ইত্যাদি ছাড়াও তিয়েন হান এবং হুং সেন ছিলেন নাট্যরচনায় সিদ্ধহস্ত। ১৯২০ সালে রচিত 'কোন কাফেতে এক রাত্রি', 'হুয়েই চুয়ান চি চু' (আরোগ্যের গান), থেকে শুরু করে 'হেমন্তের সংগীত' পর্যন্ত নাটকে তিয়েন দেখিয়েছেন চীনা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার রূপান্তর। হুয়াং শেন অবশ্য নাটক লিখেছেন নানা বিষয়ের ওপরে। তাঁর 'উ-কুয়েই সেতু', 'সুগন্ধ চাল', এবং 'গ্রীন ড্রাগন থাড়ি' কৃষক জীবনের চিত্রিত ছবি ; কেমন করে যথেষ্ট ফসল সত্ত্বেও তাদের বুভুক্ষা ঘোচে না, অথবা কেন শুধুমাত্র শিক্ষাদানেই কৃষকজীবনের উন্নতি সাধিত হয় না, এমত বক্তব্যই এখানে

উপস্থাপিত। তাঁর 'পাও তে-শিন' নাটকের বিষয়বস্তু যুদ্ধকালে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তির সমস্যা এবং জেচুয়ান উপভাষায় এটিই প্রথম নাটক। আউআং ইউ-চিং এর বিশেষ অবদান নতুন অপেরার সৃষ্টিতে, যদিচ আধুনিক চীনা নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সহযোগ ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় উল্লেখ অনিবার্য।

চীন-জাপান যুদ্ধের কালে চীনা নাটকের বয়োপ্রাপ্তি ঘটে কেবলমাত্র আলোকসম্পাত ও দৃশ্য সংস্থাপনাতেই নয়, নাট্যকারেরাও নাটক রচনা করেন বহু বিষয় অবলম্বনে। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য, চেন পাই চেন রচিত 'পৃথিবীতে বসন্তের আবির্ভাব', ইউয়ান চুন রচিত 'সকল কালের আদর্শ শিক্ষক', শেন ফু রচিত 'চুংকিংএ চব্বিশ ঘন্টা', ইউ লিং-এর 'দীর্ঘ রাত্রিতে পথ চলা', উ হ্সু-কুয়াংএর 'ওয়েন তিয়েন-শিয়াং', লাও চাও-এর 'সমস্যার রূপ' এবং সুং ৎসে-তি লিখিত 'মাতৃভূমি ডাকছে।'

কার্যত একালীন নাট্যপ্রয়াস মুখ্যত শহরের শিক্ষিত লোকেদের আনন্দের উৎস হয়েই থেকেছে ; আর বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়াস চলেছে প্রচলিত অপেরার আধুনিকীকরণের, যদিচ তার সার্থকতা অদ্যাবধি সুদূরপরাহত।

নির্দেশিকা

১ জেন চিং নু লি ৎসাও,(জেন চিং নু-র কবিতা)

২ ৯ এপ্রিল, ১৯১৬তে লিখিত চিঠি,

৩ Harold Action and Chen Shih-hsiang, Modern Chinese Poetry, Duckworth, 1936. p. 76.

৪ Ibid. p. 85.

পঞ্চদশ অধ্যায়

....

এক

সমকালীন চীনা সাহিত্য মুখ্যত রাজনীতি-নির্ভর; অবশ্য এমত রচনায় যে ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিসর্জিত, এবম্প্রকার সন্দেহ সর্বক্ষেত্রে যথার্থ নয়। কারণ, বর্তমান শাসনব্যবস্থা-যে সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, তা কোন অর্থেই অতীতের সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত নয়। পক্ষান্তরে বলা চলে, যে নতুন চীনের সমাজ, ঐতিহ্য ও সাম্যবাদী মানসিকতারই সংযুক্তিকরণ; দ্বিতীয়ত, সামাজিক রূপান্তরের পরীক্ষা এখানে সামাজিক স্থিত কাঠামোকে যে-পরিমাণ নাড়া দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি করে সৃষ্টি করেছে সামাজিক দ্বন্দ্বের।[১] মাও ৎসে-তুং অবশ্য সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেন, তত্ত্ব হিসাবে। এমত দ্বন্দ্ব ও রূপান্তর-প্রয়াসের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ-সম্ভাবনা যে ঐতিহাসিকভাবেই দুরূহ, এ-তত্ত্ব একদা ইলিয়া এহ্রেনবুর্গ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবেই বিবৃত করেন।

চীনের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম সন্ধান নিরর্থক। যদিচ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকাল থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনা সাহিত্যক্ষেত্রে সৃষ্টির জোয়ার লক্ষ করা যায় এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তা সম্ভবত বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তথাপি স্মরণীয় যে সে-প্রগল্‌ভতার মৌল কারণ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', যা শেষপর্যন্ত সাহিত্যের চেয়ে পার্টিকেই অধিক মূল্য দিয়েছে। এবং এমত প্রয়াসও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় ১৯৫৬-র শেষদিকে, যখন দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আন্দোলন এক চূড়ান্তে উপনীত। ১৯৭০ পর্যন্ত চলে এই স্তব্ধতার কাল; কচিৎ কোন লেখা প্রকাশিত হয়েছে; এমনকি খবরের কাগজের 'লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট' পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালের ২ জানুয়ারী 'দি নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি' যে খবর

দেয়, তা থেকে জানা যায় যে এ-সময়কালের মধ্যে অবশ্য ছাপা হয়েছে লক্ষ লক্ষ কপি মাও ৎসে-তুং-এর 'নির্বাচিত রচনাবলী', 'উদ্ধৃতি' এবং তাঁর লেখার অন্য সংগ্রহ।[২] স্বভাবতই সমকালীন চিন্তাবিদদের কাছে উক্তের উপকরণই হয়ে উঠলো একক এবং অনন্য; তদুপরি ১৯৪২ সালের সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে ইয়েনান ফোরামে মাও ৎসে-তুং-এর বক্তব্য অচিরাৎ পরিণত হোল নির্দেশে। সাহিত্যে, মাও-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি 'জাতীয় কর্ম',[৩] যা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও সৈনিকদের প্রেরণা দেবে আর এর উৎস হবে "জীবনের মৌল উপাদান, যা আদর্শানুগতা মতে ঢেলে সাজা হয়েছে"।[৪] এতদ্‌ভিন্ন, সাহিত্যকে "পার্টির রাজনৈতিক দাবি এবং শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক দাবি মেনে চলতে হবে। নির্দেশিত যে-কোন বিপ্লবী সময়কালে সাহিত্য বিপ্লবী আরাধ্য মেনে চলবে।"[৫] এভাবে চীনে পার্টি যে কেবলমাত্র সমকালীন সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করলো তাই নয়, প্রায় একই সঙ্গে তাকে গণ্ডীবদ্ধ করলো শাসনের কঠিন বেড়াজালে। এবং এমত প্রেক্ষিতেই সমকালীন চীনা সাহিত্য আলোচ্য।

কম্যুনিস্ট শাসনের প্রারম্ভকালেই. কবিতা, উপন্যাস বা নাটক কার্যত রাজনৈতিক মতবাহী হতে বাধ্য, এমত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়; অবশ্য যদিও সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিরোধিতা কোন কতোয়াতেই লক্ষিত হয়নি, তথাপি মতবাদগত আদর্শের অতি উৎসাহীদের হাতে তার মুক্ত জীবনচর্চা ব্যাহত হোল; অন্যান্য সাম্যবাদী দেশে এবম্প্রকার নিষেধাজ্ঞার নজির আছে, কিন্তু সার্থকতায় চীনদেশের তুলনা বিরল। স্বভাবতই এমত পারবেশে চীনে রচিত হতে থাকে ফরমায়েশী সাহিত্য, যার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনায় উক্ত সাহিত্যকর্ম তখন কেবলমাত্র স্বীকৃতিই পায়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শরূপেও পরিগণিত হয়েছে।[৬]

বিস্তৃত আলোচনায় বিষয়টি যথাযথ বিবৃত হতে পারে। কাব্যের ক্ষেত্রে ১৯৪৯ থেকে শুরু হয় 'রাজনীতির একাধিপত্য'। অবশ্য ১৯৫৭-তে প্রকাশিত 'মাও ৎসে-তুং-এর কবিতা' একমাত্র ব্যতিক্রম।

কারণ সম্ভবত বপ্রণীত শাসনে তিনি অন্তত নিজেকে বন্দী হতে দেননি। স্বভাবতই তাঁর কবিতা সমকালীন কাব্যধারার সঙ্গে চরিত্রগতভাবে ভিন্নতর। তাঁর কবিতায়, তাঁর ভাবনা, কর্মধারা, 'জাতীয় কর্ম' তত্ত্বের বিরোধিতা না করেও সর্বাংশে ঐতিহ্যে ও প্রকাশে কাব্যের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সচেতন। মাও-এর কবিতায় ধ্রুপদী রীতি, প্রকাশভঙ্গী, চিন্তাচর্চা, তাঁর সমকালের একান্ত রাজনীতি নির্ভর স্লোগানধর্মী বক্তব্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। ১৯২৫ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে লিখিত মাও-এর ৩৭টি কবিতা[৭] প্রকাশিত হয় ১৯৬৪-তে। এগুলির বেশির ভাগই ছোট কবিতা এবং দীর্ঘটিও পঁচিশ লাইনের বেশি নয়। অনুবাদে তাঁর কবিতার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন সর্বক্ষেত্রে সহজ নয়। তথাপি পাঠকের স্বার্থে নিয়ে অনুবাদই উদ্ধৃত হোল। তদুপরি তাঁর 'তুষার'[৮] বা 'লাওশান গিরিবর্ত্ম' নামীয় প্রখ্যাত কবিতাবলীর যে কোন অংশ উদ্ধৃত করে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তাঁর কবিতার মৌলিক প্রভেদ নিরূপণ সহজ।

"বড় ঠাণ্ডা পশ্চিমা বাতাস
দূরে, হিমেল বাতাসে বুনো হাঁসের ঝাঁক ডেকে
এগিয়ে আনছে ভোরাই জ্যোৎস্নাকে
আজকেই এক লাফে আমরা পেরিয়ে যাব এর চুড়ো
পেরিয়ে যাব চুড়ো
ওপারের পাহাড়গুলো সমুদ্রের মত নীল
আর মৃত্যুমান সূর্যটা ঠিক যেন রক্ত।"

(লাওশান গিরিবর্ত্ম)

এর পাশাপাশি তুলনার কারণে উদ্ধৃত হোল ১৯৫৮ সালের 'পেই-ওয়ান শি-কো ইউন-তুং' (লক্ষ কোটির কবিতা আন্দোলন)[৯]-এর দুটি কবিতা :

(১) "প্রতি বছর আমাদের খামারে উৎপাদন বাড়ছে
হুররে! শস্য আর তুলো জমে পাহাড় প্রমাণ উঁচু হচ্ছে
শস্য খাও, কিন্তু যে বীজ বুনেছ তাকে ভুলো না
কম্যুনিস্ট পার্টিই আমাদের আদরের বাপ আর মা।"[১০]

(২) "আমরা কোন দেবতাকে পুজো করি না, মন্দিরও

 বানাই না,

চেয়ারম্যান মাওয়ের ভালবাসা সে সবের চেয়ে বহুগুণে

মহান

আমরা দেবতাদের ধ্বংস করি, চূর্ণ করি মন্দির

সেই একমাত্র পুরুষকে আমরা পুজো করি,

দেবপুজার চেয়ে তা অনেক শ্রেয়।

পাহাড় টলতে পারে, পৃথিবী কাঁপতে পারে, তবু

আমরা সন্ত্রস্ত নই,

কিন্তু, চেয়ারম্যান যা বলেছেন, তা ভুলে যাব সে সাহস

আমাদের নেই।"[১১]

উক্ত দুটি কবিতাতেই কবিতার রাজনীতিকীকরণের ফললাভ যথার্থ লক্ষিত, যা অবশ্য কাব্য-স্বীকৃতি না পেলেও পার্টি-লাইন অনুমোদিত এবং স্বভাবতই এগুলিকেই চীনা সাহিত্যিক কমিশারেরা জনগণের শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[১২]

অবশ্য এই হতাশা-ব্যঞ্জক চিত্রের বিবেচনাতেই সমকালীন চীনা কবিতার সমাপ্তি নয়, এটিই সৌভাগ্য। এর পাশাপাশি আছেন, ফেঙ চি, কো পি-চৌ এবং লি চি।[১৩] এঁরা অবশ্য বিপ্লবের পূর্বকাল থেকেই চীনা কাব্যসাহিত্যে সুপরিচিত। ফেঙ চি ১৯২০-র 'মে ফোর্থ' রীতির অন্যতম প্রখ্যাত গীতিকবি; লেখাপড়া শিখেছেন জর্মনীতে, গ্যেটে বিষয়ক গবেষণা করেছেন আর অনুরক্ত রিল্‌কে-র কাব্য ভাবনায়। ১৯৪০-এর প্রারম্ভে রাজনীতি-নিরপেক্ষ কবি প্রকাশ করেন এক 'সনেট' সংকলন, যা আধুনিক চীনা সাহিত্যে কাব্যদৃষ্টি ও গীতিময়তায় অনন্য; 'জাতীয় কর্ম' বিষয়ে তিনি কদাচ মাথা ঘামান নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন চীনে তিনি অন্যতম স্বীকৃত কবি। আই চিং-এর মতো তাঁর ভাগ্যে একদা পার্টি-স্বীকৃতি ও পরে নির্বাসন জোটে নি। ফেঙ চি-র কাব্যগ্রন্থ 'শি-হিয়েন শি-চাও' বা এক দশকের কবিতা (১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে লিখিত কবিতাবলী) যথার্থ অর্থেই

এক প্রতিভাবান কবির কাব্য ভাবনায় স্বাক্ষর; কিন্তু সম্প্রতি তিনি সরে এসেছেন তাঁর আপন সৃষ্ট জগৎ থেকে এবং স্বভাবতই 'গ্রামীণ পুনর্গঠন' বা 'সমাজতন্ত্রের সার্থকতা' তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে নির্ধারিত। বর্তমানে এমত কারণেই তাঁর কাব্যে পূর্বেকার স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রেরণার অভাব পরিলক্ষিত কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিমন কখনো কখনো স্পষ্টত আত্মপ্রকাশ করে। যেমন 'জরিপ-আমীন' নামীয় একটি সাম্প্রতিক কবিতার শুরু :

"পাহাড় কত উঁচু, আর কত গভীর
জল ?
প্রতি সেকেণ্ডে কত কিউবিক ফুট জল বয় ?
পাথর কত ভার বইতে পারে ?
মাটির পিঠের আর পেটের পাথরগুলো কত শক্ত ?"

কিন্তু সূত্রপাতের এই কাব্যিক অভিব্যক্তি পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে অব্যাহত থাকেনি, একথা বলাই বাহুল্য। কবি নিজে অবশ্য 'কর্মশালা' নামীয় অন্য একটি কবিতায় আত্মসমর্থনের সাফাই গেয়েছেন : "যেহেতু তা (কবিতা) জীবন-সত্যেরই প্রতিরূপ/স্লোগানই এখানে তাই মহৎ কবিতা"।

কো পি-চৌ-এর কবিপ্রতিভা সমকালীন চীনা সাহিত্যে সবিশেষ স্বীকৃত। তাঁর চারটি কবিতার সংকলন "চার স্তবকে পেইমাঙ পর্বতের নতুন সংগীত"[১৪] কেবলমাত্র এক কবিপ্রতিভার স্বাক্ষরবাহীই নয়, সেইসঙ্গে একজন কবির ব্যক্তিচেতনা কি প্রকারে সমষ্টিচেতনার প্রকাশে সক্ষম বা সমবেত জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাঙ্ময় করে তোলে তারও উদাহরণ। কবিতা চারটির বিশ্লেষণ করা চলে এই প্রকারে : প্রথমটি ধ্রুপদী ও আধুনিক কথাভঙ্গীর মিশ্রণ; দ্বিতীয়টি প্রোলেতারীয় স্লোগানধর্মী; তৃতীয়টিতে দেশজ আবেগময়তা; এবং চতুর্থটি মৌলিক ধ্রুপদী কাব্য।[১৫]

প্রথম কবিতার শেষাংশ নিম্নরূপ :

"আমি শুধু দেখি মেঘ আর জল,
আর সাগর সমান সীমাহীন যত গাছ
যা প্রাচীন, তা মরে যায়
জন্ম নেয় নতুন, নতুন জীবন
যার শেষ নেই, শেষ হবার নয়।"

দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু, আলবেনিয়ার জন্যে ট্রাক নির্মাণরত একটা কারখানা। এর সমাপ্তিতে কবি লেখেন :

"মহাসাগরের ওপার থেকেই ত
তোমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ এই কারখানা
দেখছ, মার্ক্সবাদের পতাকার নিচে
আমাদের আর তোমাদের হৃদয়
কত কাছে চলে যাচ্ছে পরস্পরের।"

তৃতীয়ের শেষে, কবি নিসর্গে খুঁজে পান এক বৈপ্লবিক আশাবাদ :

"দেখ সবুজ গাছে গাছে বন্য উচ্ছ্বাস
সার সার ধোঁয়া-ওঠা চিমনির জঙ্গল
কারখানাগুলো যেন কামানবাহী জাহাজ,
যুদ্ধ করবে বলে সার বেঁধেছে,
শোন! যুদ্ধের জাহাজরা! একে একে প্রত্যেকে শোন!
তোমাদের দশ হাজার লী যাত্রার সবে শুরু।"

চতুর্থটি, 'কোন কমরেডকে' ধ্রুপদী রীতিতে লেখা এবং চীনা সাহিত্যে প্রচলিত 'ভালবাসা'র বিষয়বস্তু; কিন্তু একালে ভালবাসা আর কোন অর্থেই একান্ত ব্যক্তিগত হতে পারে না, তাই কবি এখানে যে সমষ্টির কথা বলেন, তা সর্বাংশে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা দেয় :

"সবগুলি নদীই তো অপার সমুদ্রে গিয়ে মিলবে
মেঘ আর পাহাড় কেমন করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে আমাদের?"

এতদ্‌ব্যতীত আছে কো পি-চৌ-এর 'শান-কো চুয়ান' (পার্বত্য সংগীতের রোমান্স) নামীয় দশ সর্গে বিখ্যাত কাব্যনাটক, যার কাব্য-সৌন্দর্যই কেবল এর আকর্ষণ নয়, প্রচলিত লোককথা থেকে আহরিত এর গল্পাংশও এখানে অন্য ব্যাখ্যানে মর্যাদা পেয়েছে।

প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট কবি লি চি দীর্ঘ আখ্যান-কবিতার জন্যে খ্যাত; লোককাহিনী ও লোকসংগীতের ওপর ভিত্তি করে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাবাহী কাব্যচর্চা। ১৯৪০-এর মধ্যভাগে তাঁর 'ওয়াং কুয়ে' ও 'লি শিয়াং-শিয়াং' চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯৪৯-এর পরে তাঁর ছোট কবিতার কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইয়াং-কাও চুয়ান' (মেষশাবকের রোমান্স) প্রতীকী সত্যের উচ্চারণে সার্থক, সাধারণ মানুষ যে অবহেলিত মেষশাবকের মতোই বর্তমান সমাজের অসম ব্যবস্থার বলি হতে বাধ্য, এমত বক্তব্যই এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। এর অংশবিশেষের উল্লেখ অনিবার্য :

"তোমরা ভেড়ার পাল, আমি একটা মানুষ,
কিন্তু ধনীরা আমাদের ওপর চালায় একই অত্যাচার।
বড়লোকেরা তোমাদের পোষার জন্য টাকা খরচ করে
যাতে তোমাদের মাংস খেতে পারে অথবা বেচে দিতে পারে।
ওহে ভেড়ার পাল! অমন বুকভাঙা কষ্ট পেও না
ধনীগুলো নিশ্চিহ্ন হলে আমিই তোমাদের আবার চরাব
লালফৌজ মার্চ করে ছিনিয়ে নেবে কাঙ্ক্ষিত জয়
তখন সব গরু ছাগল আর ভেড়া আমাদের, গরীবদের।
মস্ত চরাইয়ের মাঠ, অনেক জল,
ওঃ তোমরা ইয়া মোটা হয়ে যাবে।
তোমাদের সকলের গায়ে জমবে মাংস, অনেক মাংস,
গজাবে লম্বা লম্বা পশমী লোম।
তখন তোমাদের ছোট খোঁয়াড়গুলো হয়ে যাবে মস্ত বড়
পাহাড়ের গায়ে ক্রমেই বেশি বেশি ভেড়া চরবে।"

অন্যান্য কবিদের মধ্যে চিআও লিন-এর 'পাই লান-হুয়া (শ্বেত মালঞ্চের ফুল) এক সাহসী আত্মবোধহীন গরীব চাষীকন্যার সংগ্রামের কাহিনী, এবং লি চি-অ-এর 'হাই-হো আন-সাও কেন-সিয়া' (সমুদ্রতটের এক পরিবার) এক গরীব পরিবারের দুঃখভোগের কাহিনী, যারা বিপ্লবের পরবর্তীকালে সুখ ও সমৃদ্ধি পায়। উভয় কাব্যগ্রন্থই লোকগাথার 'জাতীয় ফর্মে' লিখিত।

সর্বোপরি সমকালীন চীনা কাব্যালোচনায় এ-সত্য অবশ্য উল্লেখ্য যে কবিতার ক্ষেত্রে মাও-এর উল্লেখ বা মতবাদের জয়গাথা সর্বত্র উপস্থিত, যা কাব্যসৌন্দর্য বা তাৎপর্যের সূত্রে কোথাও আসে না। সংস্কৃতি বিষয়ে অতি-উৎসাহী মাওবাদীদের নির্দেশ কবিদের বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যদিচ মাও-এর কবিতা তাঁর নিজের ফরমান অগ্রাহ্য করেই সার্থক। উল্লেখ্য 'কবিতা পত্রিকার' সম্পাদক ৎসেং কে-চিয়া-র কাছে তাঁর কবিতা প্রকাশ প্রসঙ্গে মাও লেখেন :

"আমি কখনোই চাইনি এই কবিতাগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ পাক, কেননা এগুলি পুরোন আঙ্গিকে লেখা। আমার ভয় ছিল, এর ফলে একটি ভুল রীতিপ্রবণতা প্রশ্রয় পাবে, তরুণদের ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করবে···আমাদের কবিতা, অবশ্যই, আধুনিক আঙ্গিকেই লেখা উচিত। সেইসঙ্গে আমরা ধ্রুপদী রীতিতেও কিছু ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখতে পারি। তবে তরুণদের এ-কাজে উৎসাহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, আঙ্গিকগুলি শেখা কঠিন, এগুলি তাদের চিন্তাধারাকে ব্যাহত করবে।"

এতদ্‌সত্ত্বেও অবশ্য মাও-এর রীতি অনুসরণে ১৯৫০-এর শেষদিকে তুং পি-উ, এবং চেন ই প্রমুখ মন্ত্রীদ্বয় এবং খ্যাতনামা লেখক কুও মো-জো সংবাদপত্রে এবং পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। এদের মধ্যে কুও মো-জো ১৯৬০-এর মধ্যেই কাব্যে মাও-এর অনুকারীতে পরিণত হন। আর শেষপর্যন্ত বাক্যবিন্যাসে, ছন্দে এবং ধ্রুপদী রীতির চর্চাতেই তাঁর কাব্যপ্রতিভা নিঃশেষিত হতে থাকে।

মাও-এর কাব্যচর্চার যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে সার্থক

উল্লেখযোগ্য নাম লিয়াং শেঙ-চুয়ান। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'শান চুয়ান' (পাহাড়ী বর্ণনা) এবং 'চাং হো ঝিহ্ ইহ্ লিউ' (দীর্ঘ নদী বয়ে চলে দিবারাত্র) মতবাদকে মর্যাদা দিয়েও সার্থক কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর কাব্যে সুর ও ধ্বনিমাধুর্য সর্বদাই স্পষ্ট ; কাহিনী, প্রকৃতিবর্ণনা এবং সমকালীন জীবনাবেগের গতিময়তা তাঁর কবিতার বিষয়। মাও-এর নামের সরাসরি উল্লেখ তাঁর কবিতায় ক্বচিৎ মেলে ; যদিচ মাও-এর প্রভাব এ-কবিতাগুলিতে স্পষ্ট। কিন্তু প্রভেদ কেবলমাত্র তাঁর আধুনিকীকরণে। উদাহরণযোগ্য তাঁর একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

"তুষার পাহাড়ের চূড়ায় তুষার
সাদার ওপর সাদা বঙ্কিমান।

এ-রকমটা হয়েছে, কারণ মার্চ করতে করতে লাল ফৌজ
ওর চুড়োটা লাফ মেরে পেরিয়ে যায়
এ-রকমটা হয়েছে, কারণ শহীদদের রক্ত
এখানেই ছড়িয়ে পড়ে।

তুষার পাহাড়ের চূড়ায় তুষার
সাদার ওপর সাদা বঙ্কিমান
এখন ভোরের আলোয় ঝিকমিক করছে
আবছা আবছা লাল।"

দুই

১৯৪৯-এর পর থেকে চীনা লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের সম্পর্কও যেমন বদলাতে থাকে, তেমনি বিষয়বস্তুর বিন্যাসেও তা হয়ে ওঠে বহুলাংশেই নতুন ; বলা চলে অতীতের ধারার সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক-

বিরহিত অন্ততর সৃষ্টি। ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত প্রকাশিত[১৬] দশটি বিশিষ্ট উপন্যাস উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত হতে পারে।

প্রথমত, পা চিন, মাও তুন অথবা লাও চাও প্রমুখ পূর্বযুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকেরা বিপ্লব-পরবর্তীকালে প্রায় নীরবতা অবলম্বন করেন, যদিচ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে তাঁদের সকলেই পেয়েছেন সম্মানের আসন, কেউ কেউ বা মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। লাও চাও অবশ্য অভিযুক্ত হবার আগেই[১৭] নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিং লিং, এবং শিয়াও চুন অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচিত হন এবং ১৯৫০-এর প্রথমভাগ থেকেই লেখা বন্ধ করেন।

দ্বিতীয়ত, লেখকদের সঙ্গে বৃহত্তর গণমানসের সম্পর্কের এক আমূল পরিবর্তন ঘটে; বেসরকারী প্রকাশনার বদলে পার্টি এবং রাষ্ট্র প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এবং এমত কার্যের ফলে পার্টি, পার্টি-নিয়ন্ত্রিত প্রেস প্রভৃতি সাহিত্যের সমজদার ও সমালোচক হয়ে বসে: ফললাভে যদিচ উক্ত সংস্থা-অনুমোদিত গ্রন্থের বিক্রয় সংখ্যা বহু লক্ষে দাঁড়ায়, কিন্তু যে-মুহূর্তে পার্টির নীতি পরিবর্তিত হয়, সেই সঙ্গেই পুস্তক ও লেখকের একই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসন ঘটে। অবশ্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের চীনের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ১৯২০-৩০-এর সোভিয়েত দেশের প্রভেদ যথেষ্ট; উনিশ শতকের শেষার্ধের এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগের লেখকদের স্বাধীনতা তো সোভিয়েত দেশে খর্ব করা হয়ইনি, পক্ষান্তরে তরুণ লেখকদেরও তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া হয়েছিল। অন্যপক্ষে চীনদেশে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। সরকারী নীতিতে নতুন সমাজ গঠনের অতি উৎসাহে চীনা লেখকেরা বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেন মাও-এর প্রতি অনুরক্ত শ্রমিক-কৃষক বা সৈনিকদের এবং স্বভাবতই সৃষ্টি হতে থাকে 'পাও-কাও ওয়েন সু' (রিপোর্টাজ সাহিত্য); কোন সাহিত্যিক বা নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য না থাকা সত্ত্বেও তাকেই মহৎ সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হতে থাকলো।

১৯৪৯-এর পর যে-সমস্ত ঔপন্যাসিকেরা কীর্তিত হয়েছেন, চাও সু-লি তাঁদের অন্যতম। তাঁর কাহিনী, কর্ম এবং বিন্যাস, সমস্তই মাও-এর প্রাথমিক সংস্কৃতি বিষয়ক তত্ত্বের কলিত প্রযোজনা। চাও জন্মেছিলেন শানসি-র এক গরীব চাষী পরিবারে, ১৯৩০-এর মধ্যেই কম্যুনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন আর সেইসঙ্গে অর্জন করেছেন লোকগাথা ও লোকসংগীত গবেষণার গৌরব। একারণেই যখন তিনি লিখতে শুরু করেন তখন তিনি মনেপ্রাণে একজন কম্যুনিস্ট কর্মী। ১৯৪৩-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শিয়াও-এরহ্-হিয়াই চিহ্ হুন' (দ্বিতীয় ছোট তাকির বিবাহ)-এর বিষয়বস্তু কেবল নতুন কালের বন্দনাই নয়, সেইসঙ্গে পুরোন সংস্কারকেও সুতীব্র আক্রমণ; এই উপন্যাসই তাঁর খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৪৯-এর আগেই প্রকাশিত চাও-এর উপন্যাস 'লি ইউ-ৎসাই পান হুয়া' (লি ইউ-ৎসাই-এর কবিতা) গ্রামীণ জীবনের সংগ্রাম ও ব্যর্থতার এক আশ্চর্য কাহিনী। কিন্তু ১৯৪৬-এ সমাপ্ত 'লি-চিয়া-চুয়াং তি পিয়েন-চিয়েন' (লি গ্রামের পরিবর্তন) তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস। এর বিষয়বস্তু প্রাক-১৯৪৯-এর কম্যুনিস্ট স্লোগান 'চিয়াং-জেন তা ফান শেন' (ধনীকে অপসারণ করে গরীবকে উন্নত কর)-এর কাহিনী-চিত্র। এর মাধ্যমে লেখক যেমন একাধারে উন্মোচন করেন শোষণের মুখোশ, তেমনি অন্যদিকে শোষিতের সংগ্রাম ও আশাবাদ তাঁর ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই ধারার অন্য দুটি উপন্যাস একদা স্বীকৃত কম্যুনিস্ট লেখিকা তিং লিং-এর 'তাই-ইয়াং চাও ৎসাই সাং-কা-হো শাং' (সাংকেন নদীর ওপরে সূর্য) এবং চৌ লি-পো লিখিত 'পাও-ফেঙ ৎসৌ-উ' (ঝড়)। দুটিই উপন্যাসই প্রাক-১৯৪৯ কালের ভূমি-সংস্কারকে কেন্দ্র করে লিখিত। এবং পরবর্তীকালে দুটি গ্রন্থই স্তালিন পুরস্কার লাভ করে। চাও সু-লি-এর তুলনায় দুটি উপন্যাসই বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিতে এবং লিখনশৈলীর বিচারে শ্রেষ্ঠতর।

১৯৪৯-এর পরবর্তীকালে চীনের উপন্যাস এক নতুন পর্বে উপনীত হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির মূল লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত কৃষি অর্থনীতি ও

সমকালীন মানুষের অগ্রগতি ও আশাবাদের যথার্থ রূপকার হয়ে ওঠা। চাও সু-লি-র উপন্যাস 'সান-লি ওয়ান' (সানলিওয়ান গ্রাম) এর এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ (১৯৫৫)[১৮]। শানসি গ্রামের এক বড় ভূস্বামীর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী-বিন্যাস ; যে প্রাসাদ এখন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত। কার্যত এখানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে ওই প্রাসাদ। এর চরিত্রেরা সভাপতি, সহসভাপতি বা সদস্যেরা সর্বদাই গ্রামীণ মানুষদের মুখে খুড়ো, জ্যাঠা, মামা ইত্যাদি ডাকে পরিচিত ; প্রাচীন ফিউডাল ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্ত গ্রাম কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় নিতান্ত নিয়ম-তান্ত্রিকতা যেন অতিক্রম করে গেছে।

চৌ লি-পো-লিখিত 'শান-শিয়াং চু-পিয়েন' (পার্বত্য গ্রামগুলির মহান পরিবর্তন) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ তে, কমিউন প্রতিষ্ঠার বছরেই আর এর দু'বছর পরেই প্রকাশিত হয় লিউ চিঙএর 'চুয়াং-ইহ্ শিহ্' (নির্মাতাদের উদ্দেশে জয়গান)। যদিচ এর বিষয়াবলীতে পূর্বকালের প্রাধান্য তথাপি এঁরা কেউই চাও সু-লি-র তুলনায় কম রাজনীতি সচেতন নন। সম্ভবত দেশে পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটে যাবার কারণে এঁরা নিতান্ত সাম্প্রতিকের সঙ্গে পা মেলাতে পারছিলেন না। মধ্য পঞ্চাশের দশকে দেশে স্বর্ণযুগের আগমন বার্তা যাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, মাও-এর 'শত পুষ্পের' তত্ত্বের প্রচারণায় পরবর্তীকালে জীবন যাপন অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদেরই চোখের সামনে। লেখকেরা সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই সে-চিত্র চিত্রণ থেকে বিরত থাকেন। চৌ লি-পো-র উপন্যাসে চিত্রিত সমবায় আন্দোলনে পার্টির নেতৃত্ব, চাও-এর 'সানলিওয়ান গ্রাম'-এর তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বলা চলে যে, পার্টি-বিষয়ক বক্তব্যের তুলনা ব্যতিরেকেই উভয় উপন্যাসই চরিত্রচিত্রণে ও বাস্তবধর্মী ঘটনা বিন্যাসে সার্থক। অন্যপক্ষে লিউ চিং-এর পূর্বোক্ত উপন্যাসটি দুর্বলতর।

১৯৫৭-র পরে চীনা সাহিত্যে এক ধরনের যুদ্ধ বা অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ক উপন্যাস লিখিত হতে থাকে। মা ফেঙ এবং সি যুং লিখিত

'লি-লিয়াং ইং-সিউং চুয়ান' (লি-লিয়াংএর বীরেরা) উপন্যাসের বিষয়বস্তু জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা বীরদের সংগ্রাম। উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। অন্য উপন্যাসটি ইয়াং শাও লিখিত 'সান-চিয়েন-লি চিয়াং-শান' (তিন হাজার মাইল ব্যাপ্ত অসামান্য দেশ) কোরিয়া যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় রেল-শ্রমিকদের সহায়তার কাহিনী। ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে চীন-কোরিয়ার বন্ধুত্বের দিকটিও উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৮-র 'বৈপ্লবিক বাস্তবতার সঙ্গে বৈপ্লবিক রোমান্টিসিজ্‌মের মিলনের' তত্ত্বের ফতোয়া জারির ফলে এবম্প্রকার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রবদল ঘটতে থাকে। এই পর্বে প্রকাশিত চু পো-র 'লিন-হেই সুয়েহ ইউয়ান' (বরফঢাকা বনাঞ্চলপথে) উপন্যাসে কম্যুনিস্ট গেরিলা যুদ্ধের মহান ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে। ১৯৫৯-এ প্রকাশিত চাও সু-লি-র 'লিঙ চুয়ান তুং' (যাদু ঝর্ণার গুহা) চীন-জাপান যুদ্ধে শানসি গ্রামে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী। এ-বিষয়ের অন্য দুটি উপন্যাসের নাম এখানে উল্লেখ অনিবার্য। একটি হোল উ চিয়াং-এর 'হুঙ ঝি' (লাল সূর্য) এবং অন্যটি লো কুয়াঙ-পিন এবং ইয়াং আই-ইয়েন-এর 'হুঙ ইয়েন' (লাল দুর্গম পাহাড়)।

১৯৫৯-৬০ সালে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং কম্যুনিস্ট কর্মীদের কেন্দ্র করেও কয়েকটি উপন্যাস লেখা হয়। লিয়াং পিন-এর 'হুঙ চি-পু' (লাল পতাকা উড্ডীন রাখো) উপন্যাসের বিষয়বস্তু হোল ১৯৩০-এর প্রথম দিকে গরীব পরিবার থেকে আসা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেমন করে সচেতন শিক্ষায় ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট কর্মীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। উপন্যাসটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হোপেই আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, এবং সমকালীন জীবনযাত্রা এবং ঘটনাবলীর একটি সার্থক রূপায়ণ। অন্যপক্ষে ইয়াং মো-র 'চিং-চুন চিহ্ কো' (যৌবনের গান) এক পেটি-বুর্জোআ পরিবারের মেয়ের কাহিনী, যে বোধ ও আবেগের অনুভূতিতে কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডে আগ্রহান্বিত হয়। এবং অবশেষে পার্টি সদস্য হওয়াতেই সে তার স্বপ্নের সার্থকতা খুঁজে পায়।

মাও-এর 'ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতায়' জনগণের জন্যে সাহিত্য

এবং ক্যাডারদের জন্যে সাহিত্যের প্রকারভেদ বর্ণিত হয়। প্রথমটি লিখিত হবে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে, যা জনসাধারণ সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং অন্যটিতে জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর গুরুভার দোষণীয় নয়। উপরোক্ত দুটি উপন্যাসই ক্যাডারদের পক্ষে যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়।

শ্রমিকদের বিষয়ে লিখিত একালীন প্রখ্যাত উপন্যাস আই উ-র 'পাই লিয়েন চেঙ কাং' (পেটাই করে ইস্পাত দৃঢ় করো)। শ্রমিকেরাই যেহেতু অগ্রগামী প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী, সেকারণেই তাদের জীবন ও সংগ্রামের দিকগুলি তাঁর বিবেচনায় সর্বাধিক শিক্ষাপ্রদ। এ-উপন্যাসে দ্বন্দ্বের দিকগুলিও বহু স্তরে বিন্যস্ত: এ-দ্বন্দ্ব কারখানা পরিচালনে দক্ষ প্রশাসক এবং প্রোলেতারীয় শৃঙ্খলা ও শিক্ষার মধ্যে, পুরোন দক্ষ কারিগর এবং তরুণ ঈর্ষাকাতর শ্রমিকদের মধ্যে, এবং দ্রুত উৎপাদন এবং নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য আরোপের ফলে সময়সাপেক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে। লেখক অবশ্য এর সমাধান করেন শ্রমিকদের মধ্যে থেকে জন্ম নেওয়া এক শ্রমিকনেতার মধ্যে দিয়ে।

এমত বিভিন্ন ধারায় সমকালের চীনা উপন্যাস বর্তমানে প্রবহমান।

তিন

সমকালীন চীনা নাটকের ধারা বিষয়ে আলোচনা এখানে কর্তব্য। চীনা চিরায়ত 'গীতি-অপেরা' থেকে পৃথকীকরণের জন্যে আধুনিকের নামকরণ করা হয়েছে 'হুয়া-চু' বা 'কথ্য নাটক'। এই কথ্য নাটকের আমদানি মুখ্যত পশ্চিম থেকে। এর নতুন কর্মকে জনপ্রিয় করেছেন প্রধানত অতি উৎসাহী নাট্যকার এবং নবীন অভিনেতারা আধুনিকীকরণের স্বার্থে। চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে এই নাটকের জনপ্রিয়তা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে নতুন চীনের সরকার একে শুধু প্রচারণীর কাজে ব্যবহার করেন। ১৯৪৯-এর পরে যেসব নাট্যকারেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাদের মধ্যে আছেন, লাও চাও, ৎসাও ইউ,

তিয়েন হান, হুঙ শেন, সুঙ চিহ্-তি, সিয়া ইয়েন, মা ইয়েন-সিয়াং, এবং উ ৎস্যু-কুয়াং।

এই নতুন নাট্য আন্দোলনে প্রাক-১৯৪৯ সালের কেউ কেউ যেহেতু যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের পুরোন নাটক পরবর্তীকালেও অভিনীত হয়, সেহেতুই এখনো তাঁরা নাট্যকার হিসাবে জনপ্রিয়। ৎসাও ইউ-র যুদ্ধকালীন নাটকগুলির জনপ্রিয়তা অদ্যাবধি বর্তমান। তাঁর 'বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়' নাটকটির যদিও পরবর্তীকালে পরিমার্জিত. বিষয় প্রাচীন পারিবারিক ব্যবস্থার সঙ্কট ও দ্বন্দ্ব। লাও চাও এদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নতুন নাটক লিখেছেন। নতুন চীনের জন্মকালের সামান্য পরেই তিনি লেখেন 'লুঙ-সু কৌ' (ড্রাগন-দাড়ি নালা) এবং উপন্যাস 'রিকশা চালক'-এরও নাট্যরূপ দেন। পরবর্তীকালে তাঁর অন্য নাটক 'চুয়ান-চিয়া য়ু' (পরিবারের পুনর্মিলন) মুক্ত চীনের প্রেক্ষিতে এক শ্রমিক পরিবারের বহুদিন ঘরছাড়া মানুষের মিলনের কাহিনী।

শিল্প শিল্পের জন্যে নয় মানুষের জন্যে, শিল্প শ্রমিক. কৃষক, এবং সৈনিকদের জন্যে, সুতরাং নাটক, অপেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হোল কারখানায়, গ্রামে এবং সেনা-ছাউনিতে। একারণেই পেশাদার এবং অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে সংগঠিত এবং শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস চালানো হয় সরকারীভাবে। ফলে নতুন মঞ্চরীতির সঙ্গে নতুন নাট্যকারদের আবির্ভাবও সূচিত হয়।

১৯৬০ সাল থেকে বহু নতুন নাটক লিখিত এবং বহুল অভিনীত হচ্ছে। 'রেলগাড়ির বীর' এক তরুণী রেল-কণ্ডাক্টর, যে বিপদে বহু যাত্রীর প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। 'কমরেড, তুমি উচ্ছন্নে গিয়েছ' নাটকে মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের লড়াই চিত্রিত। 'রাজকুমারী ওয়েন-চেঙ' তাঙ যুগের এক রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বতের এক রাজার বিবাহের ঐতিহাসিক কাহিনী; নাটকটি চীন-তিব্বতের অতি প্রাচীন সম্পর্কের বিষয়ে প্রচার। 'একটি ফুলকি বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা করতে পারে' নাটকের বিষয় গ্রামাঞ্চলে ১৯২৮ সালের সশস্ত্র কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ ইত্যাদি।

নির্দেশিকা

১ H. Franz Schurmann : Ideology and Organisation in Communist China.

২ রেন-মিন রি-পাও (পিপ্‌লস ডেইলি) ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৯, সংখ্যাটিতে উক্ত সংবাদের স্বীকৃতি মেলে।

৩ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির কাছে প্রেরিত রিপোর্টে মাও 'মিন্‌-ৎসু সিঙ-সি' (জাতীয় ধর্ম) কথাটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং 'Oppose the Party Eight-legged Essay' নামীয় ফেব্রুআরি ১৯৪২-এর বক্তৃতার বক্তব্যও অনুরূপ।

৪ মাও-এর 'ইয়েনান ওয়েন-ই : ৎসো-তাই হুই চিয়াং-হুয়া' দ্রঃ

৫ তদেব

৬ D. W. Fokkema, Literary Doctrine in China and Soviet Influence : 1956-1960.

৭ ১৯৬৩-তে ওয়েন উ প্রেস মাও-এর কবিতাবলী প্রকাশ করে। ১৯৬৫-তে লিখিত আরো একটি কবিতা সমেত মোট ৩৮টি কবিতা জাপানী-সূত্র থেকে পান জেরোম চেন এবং The China Quarterly (No 34, 1968)-তে প্রকাশ করেন। শ্রী চেন অবশ্য ইতিপূর্বেই মাইকেল বলক্‌-এর সহযোগিতায় পূর্বোক্ত ৩৭টি কবিতা অনুবাদ করেন এবং তাঁর Mao and the Chinese Revolution (Oxford University Press, 1965) গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

৮ মাও ৎসে-তুং-এর কবিতার বহু ইংরেজি অনুবাদ বর্তমানে লভ্য। Foreign Language Press, Peking প্রকাশিত Nineteen Poems গ্রন্থটি বহুল প্রচারিত। বাংলা ভাষায় বিষ্ণু দে অনূদিত 'মাও ৎসে-তুঙের কবিতা' ইতিমধ্যেই বহুজন পঠিত।

৯ এই আন্দোলন প্রসঙ্গে দ্রঃ S. H. Chen, 'Multiplicity in Uniformity : Poety and Great Leap Forward,' The China Quarterly, No. 3, July-September, 1960)

১০ মূল কবিতাটি কবি-সমালোচক সিয়াও সান কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। রেন-মিন রি-পাও, ১১ ফেব্রুআরি, ১৯৫৮।

১১ চাং-কুয়ো কো-আও ৎসু-লিয়াও (চীনা লোকসংগীত ও ব্যালাড), পিকিং, ৎসো-চিয়া চু-পান-সি, ১৯৫৯।

১২ দ্রঃ সিয়াও সান লিখিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

১৩ এই তিন কবি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রঃ S. H. Chen লিখিত 'Metaphor and the Conscious in Chinese Poetry under Communism' (The China Quarterly, No. 19, Jan-March, 1963) প্রবন্ধ।

১৪ প্রথম প্রকাশ : ২৪ মার্চ, ১৯৬২, জেন-মিন জি-পাও।

১৫ S. H. Chen, Metaphor and Conscious……"

১৬ C. T. Hsia, History of Modern Chinese Fiction, pp, 473-95. এই গ্রন্থে ১৯৫৭ পর্যন্ত চীনা উপন্যাসের পালাবদলের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান।

১৭ ১৯৬৬-র শেষের দিকে লাও চাও-এর মৃত্যুর খবর ছড়ায় এবং তার সত্যতা অদ্যাবধি অ-নির্ণীত।

১৮ দ্রঃ Hsia, History of Modern Chinese Fiction, pp, 491-94,

পরিশিষ্ট

চীনা ভাষা এবং তার সমস্যা

ভাষা সংস্কারের দুটি দিক।

চীনা ভাষার কাল-প্রাচীন সমস্যাকে সাধারণভাবে বলা যায় একীকরণের সমস্যা। কম-বেশিভাবে সকল জাতীয় ভাষার এই একই সমস্যা, প্রায়শই এ নিয়ে কিছু না-করতে যাওয়াই ভালো, স্বাভাবিক-বিবর্তনী-প্রক্রিয়ার ওপরেই এর সমাধানের ভার ছেড়ে দিলেই হয়। তবে চীনা ভাষার একীকরণের সমস্যাটি অবশ্য অনেক বেশি জটিল। সমস্যার একটি দিক হচ্ছে, কথ্য ভাষার একীকরণ। কথ্য ভাষার মধ্যে আছে প্রচুর সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক ভাষা। এদের প্রত্যেকটির আছে পৃথক-পৃথক উচ্চারণ-পদ্ধতি, শব্দ সঞ্চয় ও ব্যাকরণ। সমস্যার অন্যদিকটি আরো দুরূহ-সাধ্য। তা হল, হাজার-হাজার চিত্রলিপির পরিবর্তে, বর্ণ-সদৃশ, স্বল্পতম ধ্বনিমাত্রিক প্রতীকস্বরূপ এক নতুন লেখ্যভাষা প্রবর্তন।

এই দ্বিবিধ সমস্যার কোন সরল সমাধান অসম্ভব। একটি একতম জাতীয়-কথ্যভাষা যতক্ষণ না থাকছে, ততক্ষণ প্রতিনিধিমূলক প্রচলিত ধ্বনি-মান সংবলিত এক বর্ণমালা-লিপি থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে, কথ্যভাষার না হোক, লেখ্যভাষার সংবাহ-সাধ্যতা রেখে চলার জন্যে, লেখ্যভাষাটির সঙ্গে জাতীয় ভাষার একতমতার সামান্য মিলও থাকা দরকার। মনে হতে পারে, জাতীয় কথ্যভাষার একীকরণের দিকে সমগ্র মনোযোগ দানই হল সব চেয়ে যুক্তিবহ সমাধান, এবং এটি তত্ত্বগতভাবে সাধ্য-সম্ভব। কিন্তু ঐক্ষণিক রাজনীতিক ও সামাজিক কার্যকারণে, জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদী অত্যুৎসাহের কারণে, বর্তমান অবস্থা খুবই জটিল।

একীকৃত জাতীয় কথ্যভাষা না থাকলে, এক নতুন, বর্ণমালাক্রমী, ধ্বনিমাত্রিক-লেখ্যভাষা যেমন সর্বস্তরে চালু করা যায় না; ঠিক তেমনি, ধ্বনিমাত্রিক-লেখ্যভাষা না থাকলে এক সাধারণ-কথ্যভাষাও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। (কেন না), ধ্বনিমাত্রিক-লেখ্যভাষাই, সকলে যা শিখতে পারে তেমনভাবে প্রচলিত ধ্বনিমাত্রাগুলিকে লেখ্য-রূপ দেয় ও তা বিশ্লেষণ

করে-করে বুঝিয়ে দেয়। তার ওপর, এগিয়ে চলার, উন্নয়নের কাজে, প্রচলিত কথ্যভাষাকে যেমন বহু আঞ্চলিক ভাষার কট্টর রীতিনীতির সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়, আবার সেই সঙ্গেই, যেহেতু তা "সর্বসাধারণের কথ্যভাষা," তাকে কিছু-কিছু আঞ্চলিক-ভাষা-উপাদানের কাছে হার মানতেও হয়। এদিকে ধরে নেওয়া হচ্ছে, বর্ণমালাক্রমী লেখ্যভাষা ক্রমে শব্দসংকেতী-চিত্রলিপিকে ছাড়িয়ে যাবে। ওদিকে, চিত্রলিপিই এখনো সাক্ষরতার প্রমাণ। অতএব অধিক সংখ্যক লোককে অধিক চিত্রলিপি শেখানো হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ণমালা ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তা ছাড়াও, ধ্রুপদী রীতিতে, প্রাচীন চিত্রলিপিতে লেখা লক্ষ-লক্ষ প্রাচীন দলিলে আবদ্ধ হয়ে আছে জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সেগুলিকে ছেঁটে-কেটে ধ্বনিমাত্রিক-লেখ্যভাষা, এমন কি সরলীকৃত-চিত্রলিপিতে পর্যবসিত করলে, সেগুলি বোঝার ব্যাপারটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাতির প্রয়োজনে, জাতির গৌরবের কারণে ধ্রুপদী সাহিত্য বাঁচিয়ে রাখাই হল সাম্যবাদী সরকারের নীতি। তাই উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সেগুলি পড়ানো হতে থাকে। এতে প্রাচীন চিত্রলিপি স্থায়িত্বের ব্যাপারটির সহায়তা হয়। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, ধ্রুপদী শব্দবৈশিষ্ট্য কথ্যভাষায় ঢুকে পড়ছে, আধুনিক কথ্য-চীনা-ব্যাকরণকে জটিল করছে, বর্ণলিপি দিয়ে বানান করে সে শব্দবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাই যায় না।

নীতি ও কার্যসূচী।

উপরোক্ত সমস্যা সকলের মোকাবিলা করার জন্য সাম্যবাদী চীনা সরকার এত বাধা সত্ত্বেও এক সার্বিক কর্মসূচী প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। পাঁচ বছর ধরে প্রচুর অনুশীলন, পরিকল্পনা ও বিতর্কের পর, দুটি জাতীয় সম্মেলনের পর, ১৯৫৫ সালে কর্মসূচী-পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করে। ১৫-২৮শে অক্টোবরে, ভাষা-সংস্কারের ওপর প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন শিক্ষা-মন্ত্রক ও ভাষা-সংস্কার কমিটি। আটাশটি প্রদেশের প্রত্যেকটির, বহু পৌরসভার, "স্বায়ত্তশাসিত" জেলাগুলির, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলির, সামরিক সংস্থার, অসামরিক সংগঠনের, প্রতিনিধি সহ ২০৭ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ দেন। দ্বিতীয় সম্মেলনটি হয় ২৫-৩১শে অক্টোবর অবধি। জাতীয়-বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় এ সম্মেলন হয়। আধুনিক কথ্য চীনা-ভাষার মান-নির্দেশের সমস্যা বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সম্মেলন নামে এটি পরিচিত। এতে

১২২ জন সদস্য যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, দেশের সর্বত্র ভাষাতত্ত্ব চর্চা ও ভাষা শিক্ষায় ব্রতী মানুষরা। আরো ছিলেন, সৃজনী সাহিত্য, অনুবাদ-সংস্থা, প্রকাশনা শিল্প, স্টেনোগ্রাফি, প্রভৃতি ক্ষেত্রের পেশাদারী ব্যক্তিরা। রুশী, পোলিশ, রুমানিয়ান ও উত্তর কোরিয়ান ভাষাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরাও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে সর্বোচ্চ সরকারী ও সর্বোচ্চ বুদ্ধিজীবী কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। সেই বছরই শীতকালে, রাজ্য পর্ষদের অনুমতিক্রমে "জেন্-মিন্ জিহ্-পাও" (বা পীপ্‌ল্‌স ডেলি") তিনটি নথি প্রকাশ করেন। ৩১শে জানুআরি প্রকাশিত হয় প্রচলিত নির্দেশের তিনটি তালিকা সহ "সরলীকৃত চিত্রলিপি পরিকল্পনা।" ৬ই ফেব্রুআরি প্রকাশিত হয় "পু-তুং হুয়ার (সাধারণ কথ্যভাষা) উন্নীতি বিষয়ে" পর্ষদের নির্দেশ। ১২-ই ফেব্রুআরি প্রকাশিত হয়, প্রকাশ্য আলোচনা উদ্দেশ্যে "চীনা ভাষার ধ্বনিমাত্রিক-বানান-পরিকল্পনার প্রথম খসড়া।" এর বহুকাল পরে, উচ্চ সরকারী মহলে বহু বিতর্কের পর, তবেই খসড়াটি সরকারীভাবে গৃহীত হয়। এর কারণ আমি পরে আলোচনা করব। ১৯৫৮ সালের ১১ই ফেব্রুআরি, গণপ্রতিনিধিদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে, গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের পর, সরকারীভাবে গৃহীত "ধ্বনিমাত্রিক-বানান-পরিকল্পনা" হিসাবে এটি স্বীকৃতি পায়।

"পু-তুং হুয়া"।

এই তিনটি নথির প্রয়োজনীয় অংশের অনুশীলন এবং তার ফলাফল, মূল ভূখণ্ডে চীনা ভাষা পরিস্থিতির কথা বুঝতে সহায়ক। প্রথমত, রাজ্য পর্ষদের 'নির্দেশ'গুলিতে আছে সর্বক্ষেত্রে পথ-নির্দেশক নীতিসকল, এবং উক্ত 'নির্দেশ'গুলি উল্লিখিত নীতি সকলের সাধারণ কার্যপ্রণালী ছকে দিয়েছে। প্রধান জোর দেওয়া হয়েছে "পু-তুং হুয়া," অথবা সাধারণ কথ্যভাষার ওপর। এই "পু-তুং হুয়া," পরিভাষাটিকে আগেকার পরিভাষার উপরে সরকারী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আগেকার পরিভাষা ছিল, "কুও-য়িউ (kuo-yü), তা-চুং য়িউ (Ta-Chung yü), পাই-হুয়া (Pai-hua), এবং কুয়ান-হুয়া (kuan-hua)," আক্ষরিক অনুবাদে এর মানে হল, "জাতীয় ভাষা," "জনতার ভাষা," "মাতৃভাষা" বা "সরল কথ্যভাষা" ও "সরকারী ভাষা।" চীন

প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন সরকারের সময়ে আগে আগে যে সকল ভাষা-সংস্কার হয়, সে সকল সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই পরিভাষাগুলি থেকেই বোঝা যাবে। বহু তর্ক-বিতর্কের পর "পু-তুং হুয়া"[১] পরিভাষা পরিগ্রহণ নানা কারণেই দ্যোতক। আদর্শগতভাবে, পূর্ববর্তী সকল ভাষা-সংস্কার-আন্দোলন থেকে, "পু-তুং হুয়া" নতুন কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। একই সঙ্গে, পরিভাষাটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে চীনের সংখ্যালঘু জাতিগুলির ভাষার প্রতি বিবেচনা দেখাবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা। তার কারণ, আসলে নতুন আন্দোলনটি শুধুমাত্র হান্ জাতির ভাষা নিয়ে। সেই জন্যই "কুও-য়িউ" বা "জাতীয় ভাষা" শব্দটি বাদ দেওয়া হল। আগেকার অন্যান্য পরিভাষা বিষয়ে এই বলা চলে, কম্যুনিস্টরা মনে করতে পারেন, "তা-চুং য়িউ" বা "জনতার ভাষা" শব্দটি কম্যুনিস্ট সমাজে খানিকটা শিথিল ও আপসতাপূর্ণ শোনায়, শব্দটি অর্থহীনও বটে। "পাই-হুয়া" বা "মাতৃভাষা" বা "সরল কথ্যভাষা" শব্দটি যেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেকার চৌঠা-মে মাসের সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে বড় বেশি জড়িত। "কুয়ান-হুয়া," বা "সরকারী ভাষা" শব্দটি বড় বেশি জাঁকজমকপূর্ণ অথবা "সামন্ততান্ত্রিক"। রাজ্য পর্ষতের নির্দেশগুলি, চীনা ভাষার কথ্য ও লেখ্য ভাষার গোড়ার কথাটির সংজ্ঞা নিরূপণ এইভাবে করেছে: "হান্ ভাষার একীকরণের ভিত্তিটি ত আগে থেকেই আছে। এটি হল "পু-তুং হুয়া"। পিকিং নগরীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এই ভাষার প্রচলিত উচ্চারণ পদ্ধতি। উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, এর মূল-আঞ্চলিক ভাষা। আধুনিক কথ্যভাষায় যে-সব আদর্শ সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার ব্যাকরণই "পু-তুং হুয়া"র ব্যাকরণ-নিদর্শ। হান্ ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ আয়ত্ত করবার প্রধান উপায় হল, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাব্যবস্থায় এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি স্তরে "পু-তুং হুয়া" ব্যবহারের কাজটির উন্নয়ন।"[২]

"পু-তুং হুয়া"র সর্বোচ্চ গুরুত্বকে প্রাধান্য দেবার জন্য, ভাষা-সংস্কার বিষয়ক প্রথম জাতীয় সম্মেলনে, শিক্ষা মন্ত্রী চ্যাং হ্সি-জো তাঁর বিবরণীতে জোর দিয়ে বলেন, "পু-তুং" শব্দের মানে এই বলে ধরতে হবে,—"সার্বজনীনতা" (পু), এবং ভাষা "সাধারণের সম্পত্তি" (তুং)। পরিভাষাটির যে আরেক রকম অর্থ করা যেতে পারে, সেই "সাধারণত" বা "প্রচলিত ব্যবহার" অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহার করা ঠিক নয়।[৩]

অবশ্যই "পু-তুং হুয়া" এক সঞ্চিত আদর্শ, আরব্ধ কর্ম নয়। তবে "পু-তুং

হুয়া"র ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক বলে, পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে "নির্দেশ"গুলি। এই পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতিটি খুব একটা বিশুদ্ধ নয়। ১৯১৯ সালের চৌঠা-মে আন্দোলনের পর থেকে যে "পাই-হুয়া" সাহিত্য রচিত হয়েছে—তার সর্বাধিক আদান-প্রদান-সাধ্য ও ক্ষমতাশালী আধুনিক সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক-ভাষা বিষয়ক উপাদানগুলি এই "পু-তুং হুয়া"তে মিশে যাবে। এই স্যাহিত্যকর্মগুলির ভাষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশুদ্ধ বা সমতাপূর্ণ নয়। কেন না একেবারে পৃথক-পৃথক আঞ্চলিক-ভাষার লেখকরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন।

পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতির ভিত্তিকে, আবো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত "উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা" অবধি বিস্তৃত করে দিয়েছেন চীনা কম্যুনিস্টরা। একটি মাস্টার প্ল্যানে আটটি প্রধান অঞ্চলের চীনা আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৪] "হসি-নান কুয়ান হুয়া" বা "দক্ষিণ পশ্চিমের সরকারী কথ্য-ভাষা" এবং "হসিয়া-চিয়াং কুয়ান হুয়া" বা "নিম্ন ইয়াং-ৎসে নদী অঞ্চলের সরকারী কথ্য ভাষা"কে "উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা"র মধ্যেই ধরা হয়েছে। মাস্টাব প্ল্যান দাবি করেন, "উত্তরাঞ্চলেব আঞ্চলিক ভাষা" বলেন আটত্রিশ কোটি সম্ভব জনেরও বেশি জন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অনুরূপ ভাষাতত্ত্ব-বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে এ রকম ব্যাপক অংশ-বিভাগ যুক্তিসংগত হতে পারে। কিন্তু বৃহদংশের মধ্যেও প্রায়ই বড বড় বিরোধ থেকে যায়। এই রকম অংশ-বিভাগের ভিত্তিতে ভাষার একীকরণেব কাজটি ফলপ্রসূ করা এক বিশাল কাজ। কোনমতে এ-ওর কথা বুঝল, লক্ষিত উদ্দেশ্য তো সেইটুকুই নয়। সন্থিত লক্ষ্য হল একটি ভাষা, যার উচ্চারণ, শব্দ ভাণ্ডার ও ব্যাকরণে সঙ্গতি আছে, যা যোগ্য মানসম্পন্ন। যে ভাষা কথ্যভাষায়, এবং আশা করা যায় কোনদিন বর্ণলিপি লেখনে, সকল আদান-প্রদান সম্ভব করবে, যাতে সকলের অধিকার থাকবে।

জাতীয় আঞ্চলিক ভাষা জরিপ।

সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরব্ধ কাজ হল, তেইশটি প্রদেশের ১,১৮৮ ভৌগোলিক অঞ্চলে ১৯৫৬-৫৯ সালে জাতীয় আঞ্চলিক ভাষা জরিপ।[৫] এরপর, আটটি প্রধান আঞ্চলিক-ভাষী অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দ সঞ্চয় নিয়ে বিশেষ অনুশীলন করা হয়। আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে চিঠিপত্র

আদান-প্রদানের সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করে, সে নিয়মের সহায়তায় পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষাবিষয়ক, বহু প্রয়োজনীয় বিধি-পুস্তক সংকলন করা হয়েছে।[৬] পিকিং-এর কথ্যভাষাই যদিও সরকারীভাবে স্বীকৃত মানসম্পন্ন, তবুও, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে কতদূর পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতি সদৃশ করা যাবে, তা নিয়ে বহু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রভাবশালী, সক্রিয় ভাষাবিজ্ঞানী লি-হাই-শু[৭] হলেন ভিন্নমতবাদী এক অংশের প্রতিনিধি। এই অংশটি পিকিং-পদ্ধতির চারটি স্বরমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আমল দেয় না। বোঝাই যায়, উদ্দেশ্য হল, আঞ্চলিক ভাষা-ভাষীরা যেন স্বাধীনভাবে পিকিং-স্বরবৈশিষ্ট্যের বদলে নিজেদের স্বরবৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারে।

যদিও এই আত্যন্তিক উদারনীতিকে কার্যকরী করা হয়নি, তবু পিকিং-কথ্যভাষার কয়েকটি চিরকালীন, বিশেষত্ব-চিহ্নিত, পিকিং-কেন্দ্রিক বাচনভঙ্গী "পু-তুং হুয়া"তে প্রাধান্য পাবে না। প্রাধান্য পাবে সাধারণ আঞ্চলিক-ভাষাগত বাচনভঙ্গীর অভ্যাস। যেমন, "এর্‌হ্‌"-অন্ত মূর্ধন্য শব্দ, অথবা বহু শব্দগুচ্ছের অন্তর্বর্তী অক্রিয় বা হাল্‌কা করে ব্যবহৃত স্বর।

"পু-তুং হুয়া"তে কিছু-কিছু ধ্বনি-বৃত্তকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যেমন, বহু আঞ্চলিক ভাষায় অনেক শব্দ আছে, যার আদি ধ্বনিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উক্ত শব্দগুলি "প্‌-ট্‌-ক্‌" অন্ত্যক। এই শব্দগুলি আবার পিকিং-কথ্যভাষায় অনুপস্থিত। কয়েকটি এক-স্বরাত্মক শব্দের শুরুতে যে ব্যঞ্জনবর্ণ, তার "তীক্ষ্ণ" বা "চিয়েন্‌"-শব্দী বর্ণ, এবং বৃত্তান্বিত বা "তু'য়ুআন্‌"-শব্দী বর্ণের মধ্যে যে স্বরগত পার্থক্য, তা পিকিং-কথ্যভাষায় নেই। কিন্তু বহু উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় এই স্বরগত-পার্থক্য এক বৈশিষ্ট্য। এগুলি হয়ত "পু-তুং হুয়া"তে, পড়ার সময়ে উচ্চারণের বৈচিত্র্যের কারণে রাখা হবে। আঞ্চলিক ভাষায় বহু ভাবাভিব্যক্তি, নতুন অর্থে পুরনো শব্দের ব্যবহার আছে। পিকিং-কথ্যভাষাভাষীদের মধ্যেও এগুলি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সুপারিশ করা হয়েছে, এগুলি "পু-তুং হুয়া"র শব্দভাণ্ডারে নেওয়া হোক। পিকিং-পদ্ধতিতে এগুলি উচ্চারিত হবে, কিন্তু এগুলির মৌল গঠন ও অর্থ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

"পু-তুং হুয়া"র উন্নতি ও আবর্তন।

ব্যবহার ক্ষেত্রে যতই সংস্কারিত বা মিশ্রণ-দোষে দুষ্ট হোক না কেন, পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতির উপরেই প্রবল জোর দিয়ে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তুলনা-

মূলকভাবে, চীনা ভাষার একটি সমীকৃত উচ্চারণের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। তা জনসংখ্যার পারস্পরিক ভাবা-আদানপ্রদানে অনেক সহায়তা করেছে। এক দশক আগের চেয়ে আজ একজন মান্দারিন-ভাষী গ্রামাঞ্চলে অনেক স্বচ্ছন্দ ও ব্যাপকভাবে কথাবার্তা করে বোঝাতে পারেন। কিন্তু "পু-তুং হুয়া" এবং আঞ্চলিক-ভাষার সম্পর্কটি খুবই বিস্ফোরক ও অস্বস্তিকর রয়ে গেছে। ১৯৫৮ সালে "পি. পি. সি. সি." বা পীপ্‌ল্‌স পোলিটিকাল কন্‌সাল্‌টেটিভ কমিটিতে, তাঁর বিবরণীতে, চু এন্-লাইকে, জাতিকে আশ্বাস দিয়ে বলতে হয়, "আমাদের "পু-তুং হুয়া"র উন্নতির লক্ষ্য হল আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যেকার আড়াল দূর করা। কিন্তু, (সে দূরীকরণ), আঞ্চলিক ভাষাকে দমিত বা ধ্বংস করে করা হবে না।"[৮] তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করেন, "আঞ্চলিক ভাষাগুলি বহুকাল থাকবে।"[৯] তবে, বাস্তব ঘটনাক্ষেত্রে ব্যাপারটি তাই, বিশেষজ্ঞ লিন্ তাও, আগেই "সায়েন্টিফিক কন্‌ফারেন্‌স্ অন্ প্রব্‌লেম্‌স অফ স্ট্যান্‌ডার্ডাইজেশনে," জোর দিয়ে যেমনটি বলেন। তিনি বলেন "পু-তুং হুয়া"র উন্নতির ফলে স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক-ভাষা ব্যবহার কমে যাবে। তবু তখনো আঞ্চলিক-ভাষাগুলি অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় উন্নীত হতে থাকবে। উন্নয়ন-কালে, নতুন-নতুন ভাষা-উপাদান সৃজন করার জন্য সেগুলি ব্যবহৃত হতে থাকবে। এই সব ভাষা-উপাদান জীবনের প্রয়োজন মেটাবে, ফলে "পু-তুং হুয়া"ই সমৃদ্ধ হতে থাকবে।"[১০]

দেখাই যাচ্ছে, ঠিক তাই ঘটছে। কিন্তু "পু-তুং হুয়া"র সমৃদ্ধিকরণের চলমান প্রক্রিয়াটি সমানে নতুন-নতুন ভাষাতত্ত্বীয় বিচিত্র উপাদান সৃষ্টি করে চলেছে। তার ফলে দৃঢ়ভাবে চীনা ভাষার মান বেঁধে দেবার বা সমীকরণের কাজটি জটিল হয়ে উঠতে পারে। "সর্বসাধারণের কথ্যভাষা" শব্দটির নির্ভুল সংজ্ঞাবাচক একটি ভাষা,—যার একটা সুগঠিত মান আছে,—যা সার্বিক-ভাষা-সংস্কারের বনেদ হবে,—যার সঞ্চিত লক্ষ্য হল বর্ণানুক্রমিক লেখ্যভাষা,—তা আজও দূরায়ত্ত রয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

সরলীকৃত চিত্রলিপি পরিকল্পনা।

সরলীকৃত-চিত্রলিপি-পরিকল্পনা এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক-বানান-পরিকল্পনা, লেখ্য-ভাষা সংস্কার-ব্যবস্থার মধ্যে এ দুটিই আছে। এই সংস্কার-ব্যবস্থা চলতে থাকে ১৯৫৬ সাল থেকে। মনে হতে পারে সাক্ষরতা উন্নীতির জন্যই ব্যবস্থাগুলি

পরিকল্পিত। কার্যকালে দেখা যায় উল্লিখিত পরিকল্পনা দুটি পরস্পর-বিরোধী। পূর্ববর্তী শাসক-কালসমূহেও চিত্রলিপিকে বারবার আক্রমণ করা হয়, কেননা চিত্রলিপি বড় জটিল, শেখা বড় কষ্টসাধ্য। চিত্রলিপি একেবারে বাদ দিয়ে তার বদলে বর্ণলিপি-লেখা প্রবর্তন করে সাক্ষরতা উন্নীতিই হল ১৯৪৯ সালের পরবর্তী কালের বৈপ্লবিক আদর্শ। তবু, আনুপাতিকভাবে অতি কম শতাংশ চিত্র-লিপির সরলীকরণ, স্পষ্টতই, যতটা সংস্কারবাদী কাজ, ততটা বৈপ্লবিক কাজ নয়। অতএব এটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দরকার। ১৯৫৫ সালে, ভাষা-সংস্কার নিয়ে প্রথম জাতীয় সম্মেলন হয়, সেখানে চিত্রলিপি-সরলীকরণ-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে বলা হয়। তখন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স্-এর প্রধান হিসাবে, কুও মো-জো ঘোষণা করেন, "চার হাজার বছর ধরে চিত্রলিপি হল চীনা সংস্কৃতিতে, এবং চীনের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে অতি মহান এক অবদান। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও পরম যত্নে সংরক্ষণ-যোগ্য। তার এক অতি প্রধান অংশ চিত্রলিপিরূপ দলিলে সংরক্ষিত আছে। সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে আজ, ভবিষ্যতে বহুকালাবধি, আমাদের নির্ভর করে চলতে হবে চিত্রলিপির উপরেই। সেগুলি হল সংস্কৃতি ও শিক্ষার মাধ্যম, সমাজ-জীবনে আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপ। চিত্রলিপির ইতিহাস গৌরবদীপ্ত ও মহান, এ একটা ঘটনা। এর সাক্ষী সকলেই।"[১১]

সংস্কৃতি মন্ত্রী শেন ইয়েন-পিং তাঁর মতকে সমর্থন করেন, কিন্তু ভাষা-বিশেষজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ পার্টিসদস্য, জাতীয় ভাষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান উ্যু-য়িউ-চ্যাং, এর উপর যোগ করেন, "বিপুল জনসংখ্যার পড়া ও লেখার সহায়তার কাজে চিত্রলিপির ব্যবহার ব্যাপকতর হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১২] শিক্ষার ও ব্যবহারের কাজটি প্রশস্ত করার জন্য চিত্রলিপির একাংশকে সরলীকরণের ওপর তিনি জোর দেন।

চিত্রলিপি সরলীকরণ ও ধ্বনিমাত্রিক বানান

এ পরিস্থিতিতে ধ্বনিমাত্রিক-বানান উন্নীত করা যাবে কিনা; যদি যায়, তবে চিত্রলিপির সরলীকরণ, এবং বর্ণমালা-ক্রমীকরণ, দুটির সম্পর্ক কি হবে; এ নিয়ে শতবত বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ বিষয়ক নথিপত্র[১৩] অনুসারে, কেউ কেউ যুক্তি দেখান, চিত্রলিপির সরলীকরণ অপচিন্তিপূর্ণ, বিকল্পগ্রস্ত এক ব্যবস্থা। তাতে পুরো কাজ হবে না, আধা কাজ হবে। ভাষার ধ্বনিমাত্রিক বানানের

উপর মনোযোগ নিবিষ্ট করার পক্ষপাতী তাঁরা। তবে, একই সঙ্গে দুটি ব্যবস্থা গ্রহণের কাজটিকে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে কার্যকরী করা হোক, এই মতটিই প্রাধান্ত পায়। এতে বলা হয়, "চিত্রলিপি-সরলীকরণ, ধ্বনিমাত্রিক-বানানে ব্যাঘাত ঘটাবে না, বরং সাফল্য এনে দেবে। সেই সাফল্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটলে মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে, যে চিত্রলিপির সংস্কারসাধন করা সম্ভব, এবং তা করা উচিত। তা ছাড়াও, চিত্রলিপির সরলীকরণ এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস ঘটলে; ধ্বনিমাত্রিক-বানানের আওতায় যে শব্দগুলি আসবে, সেগুলির বহুসংখ্যকতা-জনিত কিছু সমস্যা কমবে। ফলে সমগ্র কার্যটি বৃথা যাবে না।"[১৪]

এ হেন উক্তি, বর্ণমালা-ক্রম-লিপিকরণের অত্যুৎসাহী প্রবক্তাদের খানিক খুশি করে, "মূল সমস্যা"র সম্পূর্ণ সমাধান করে না। এ উক্তি, আবার জোর দিয়ে বলে, যে ধ্বনিমাত্রিক-বানান হল সঞ্চিত লক্ষ্য; চিত্রলিপি-সরলীকরণ রসায়ন শাস্ত্রের সেই "অনুঘটক" (সঙ্গে অন্য পদার্থ মিশলে যে নিজে অপরিবর্তিত থেকে সেই পদার্থটির পরিবর্তন ঘটায়), এর ভূমিকা গৌণ, আজ্ঞাপালনকারীর ভূমিকা।

তবে কার্যক্ষেত্রে ভূমিকা দুটির গুরুত্বে অবশ্যই পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫৮ সালের জানুআরিতে পি. পি. সি. সি.-কে প্রদত্ত, প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইর বিবৃতি ঘোষণা করে, চিত্রলিপি-সরলীকরণ এক প্রধান প্রচেষ্টা হবে, এবং সে কার্যে ধ্বনিমাত্রিক-বানানের থাকবে সহায়কের ভূমিকা। সরলীকৃত-চিত্রলিপির অবস্থা জোরদার করার জন্য, আগের বছরের "শত পুষ্প আন্দোলনের" সময়ে চু এন-লাই, দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষকে এইভাবে চিত্রলিপি-সরলীকরণের ব্যাপারে খোঁচা মারেন, "চিত্রলিপি-সরলীকরণে যেহেতু আমাদের সুবিপুল জনসংখ্যা লাভবান হবে, সেহেতু দক্ষিণপন্থীরা, যাঁরা জনগণ-বিরোধী, তাঁরা স্বভাবতই এ কার্যের বিরোধিতা করবেন। যারা জনগণের সঙ্গে সামিল আছি, সেই আমরা অবশ্যই সর্বপ্রথমে চিত্রলিপি-সরলীকরণ কার্য বিষয়ে এক সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেব।"

যতদূর অবধি ভবিষ্যৎ দেখা যায়, ততদূর অবধি চিত্রলিপি-লেখ্য ভাষার অবস্থাটি নিরাপদ করে দিয়েছে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার, "একটি সমস্যা বিষয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। তা হল, চীনা চিত্রলিপির ভবিষ্যৎ বিষয়ক সমস্যা। আমাদের ইতিহাসে সর্বকালে চীনা চিত্রলিপি মহান সৌকর্য অর্জন করেছে, তা

কখনো মুছে যাবে না। এ বিষয়ে আমাদের সবার মতামতই এক। চিত্রলিপির ভবিষ্যৎ বিষয়ে, সেগুলি কি অপরিবর্তিতরূপে লক্ষ কোটি বছর থেকে যাবে? অথবা, সেগুলি কি পালটে যাবে?……এ সব প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছবার কোন তাড়া নেই আমাদের।"[১৫]

কয়েকজন উৎসাহী প্রবক্তা থাকা সত্ত্বেও, চিত্রলিপির স্থানে লাতিন-বর্ণমালা ধীরে-ধীরে প্রবর্তন-কার্যটির সম্ভাবনা অতি সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। প্রথমে, "বিদেশী" বলে লাতিন বর্ণমালার বিরোধিতা করা হয়। ১৯৫২ সালে, "লিপি-সংস্কার-গবেষণা-কমিটি"র উদ্বোধন কালে, এ বিষয়ে মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশ উল্লেখিত হয়, ধ্বনিমাত্রিক-লেখ্যভাষা "আঙ্গিকে হবে জাতীয়; চীনা চিত্রলিপির ভিত্তিতে বর্ণমালা ও তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা ছকতে হবে।"[১৬] জাতীয়তাবাদী ভাবানুভূতির সন্তোষের জন্য, ১৯৫৮ সালের জানুআরিতে পি. পি. সি. সি.-কে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই অতীব যত্নে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন, যে লাতিন বর্ণমালাকে এক আন্তর্জাতিক সম্পত্তি হিসাবে দেখা উচিত। ধ্বনিমাত্রিক-বানান প্রসঙ্গে চু এন-লাই জোর দিয়ে বলেন, "সর্ব প্রথমে আমি পরিষ্কার বলতে চাই, ধ্বনিমাত্রিক-পদ্ধতি হবে সেই পদ্ধতি, যা চিত্রলিপি উচ্চারণের স্বরগ্রাম-পদ্ধতির কাজ করবে; এক সাধারণ-কথ্যভাষা সাধারণ্যে গৃহীত হবার কাজটির উন্নয়নে সহায়তা করবে। কিন্তু, চিত্রলিপির পরিবর্তে ধ্বনিমাত্রিক-লিপি হিসাবে এটি কখনোই ব্যবহার করা হবে না। ধ্বনিমাত্রিক-পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হল চিত্রলিপি উচ্চারণে স্বরগ্রামের কাজ করা।"[১৭]

চিত্রলিপিমালার পাকাপোক্ত কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে লেখ্যভাষার ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রশ্নটি চু এন-লাই অমীমাংসিত রাখেন। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে "জনগণের প্রতিনিধিদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে" লাতিন বর্ণমালা গৃহীত হয়।

চীনা লিপি-সংস্কার।

এইভাবে, ১৯৫৮ সালের প্রথম দিক থেকেই, চীনা ভাষা-নীতি, লেখ্য-ভাষা প্রসঙ্গে স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধারের সমস্যাটির মুকাবিলা শুরু করে। কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্যকে আগে মনে হয়েছে নিরীক্ষামূলক, খানিকটা বিভ্রান্তিকরও

বটে। এখন স্থির হয়, সেগুলি আরো ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং সংশোধন করে স্থায়ী করা হবে। এক নির্দিষ্ট সংখ্যক সরলীকৃত চিত্রলিপি রক্ষিত হবে। মাঝে-মধ্যে কোন-কোন অপরিচিত চিত্রলিপিও (ধ্বনিমাত্রিক-বানান-পদ্ধতি অনুযায়ী) ছাপা হবে। লাতিন হরফে তা ছাপা হবে; তা থাকবে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে কিংবা উপ-লেখ্যভাষায়; যাতে করে বিশুদ্ধ পিকিং-উচ্চারণটি বোঝা যায়।

দুটি পরিকল্পনার তুলনামূলক অবস্থার সুস্থিত চেহারা পরবর্তী কয়েক বছরে দেখা গেল। ১৯৬৩ [১৮] সালের এক সাধারণ্যে ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম-স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে প্রথম খণ্ডে চিত্রলিপি ব্যবহার করা হয়, সঙ্গে থাকে ধ্বনিমাত্রিক স্বরগ্রাম-পরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্রলিপিগুলির কিছু-কিছু অংশের সঙ্গে শুধু অনুরূপ পরিচয় থাকে। ফলে, সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে চিত্রলিপি কিছু জানা দরকার হয়। চিত্রলিপি জানার কাজে ধ্বনিমাত্রিক-বানান সহায়কের কাজ করে। লিখিত বিবৃতিতে জানা গেছে, ধ্বনিমাত্রিক-বানান, শিশুদের বিশুদ্ধ পিকিং-উচ্চারণ শিখতেই শুধুমাত্র সাহায্য করে না, তাদের চিত্রলিপি শেখার কাজটিও এর ফলে দ্রুত এগোয়। এই চিত্রলিপির মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট সংখ্যক সরলীকৃত চিত্রলিপিও আছে।[১৯]

দুটি পরিকল্পনাই আসলে হল তালিকা, সঙ্গে আছে কাজ করার নিয়ম প্রণালী। সরলীকৃত-চিত্রলিপির সবচেয়ে হাল-তারিখী নির্দেশিকা হল "চিয়েন-হুয়া-ৎজু ৎস্যুং-পিআও" বা "সরলীকৃত চিত্রলিপির সম্পূর্ণ তালিকা" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯৬৫ সালে এই বইয়ের ৫,১০৯,০০০ কপি বিতরিত হয়। "ধ্বনিমাত্রিক-বানান-পরিকল্পনা" গঠিত হয়েছে তিনটি তালিকা নিয়ে। প্রথমটিতে আছে লাতিন (বা রোমান) বর্ণমালার ছাব্বিশটি হরফ। দ্বিতীয় তালিকায় সেই ছাব্বিশটি হরফকে একুশটি আদ্যক্ষরে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় তালিকায় লাতিন হরফগুলিকে পঁয়ত্রিশটি অন্ত্যাক্ষরে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি তালিকা "পু-তুং হুয়া"র মৌল ধ্বনিমাত্রিক উপাদানগুলির প্রতিনিধিত্ব করছে। বিশেষ-মুদ্রণ-চিহ্ন দিয়ে চারটি পিকিং-স্বরগ্রাম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৭ সালে সরকারী স্বীকৃতি পাবার পর, "ধ্বনিমাত্রিক বানান-পরিকল্পনা" পুস্তকের লক্ষ লক্ষ কপি বিতরিত হয়েছে।

ভিন্ন-ভিন্ন অভিধান[২০] অনুযায়ী চীনা চিত্রলিপির সমগ্র সংখ্যাও ভিন্ন-ভিন্ন রকম। তবে সাধারণত তা ৪০,০০০-এর বেশি। ভালো চিত্রলিপি-সাক্ষরতার

অন্ত ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ চিত্রলিপি জানা দরকার। নতুন প্রচলিত "হুসিন-হুয়া" অভিধানটি যথোপযুক্ত কেজো ব্যবহারের জন্ম প্রণীত। এটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে আছে ৮,০০০ চিত্রলিপি। পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর ২,০ ০ চিত্রলিপিকে সরলীকৃত করা হয়েছে।

চিত্রলিপি-সরলীকরণ প্রক্রিয়া কোন ভাবেই, শুধুমাত্র একেবারে নতুন "রীতি" নিয়ে গঠিত নয়। যে সব "কুরুচিপূর্ণ" বা শর্টহ্যান্ড-রীতি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, হিসাব-খাতায়, জিনিস বাঁধা রেবার হাতচিটায়, ওষুধের ব্যবস্থাপত্রে, প্রাচীন উপন্যাসের অপটু মুদ্রণে, থিয়েটারের গীতিনাট্য বইয়ে জমে উঠেছিল; বাস্তবক্ষেত্রে সরলীকরণ-কার্যের অর্ধেকটা হল সেগুলিকে বেছে নিয়ে নিয়মমাফিক কেতায় ঢেলে সাজানোর কাজ। সেগুলির কিছুসংখ্যক হল অতি প্রাচীন চিত্রলিপির পুনঃপ্রবর্তিত রূপ; পরেকার চিত্রলিপি থেকে এগুলিতে কম সংখ্যক তুলির টান ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্দর হস্তাক্ষর-বিদ্রো লেখার সময়ে অন্ত চিত্রলিপিগুলিকে স্টাইলের দিক থেকে সরলীকৃত করেছেন। জাতীয়তাবাদীদের[২১] আমলে ওই রকম অধিকাংশ "কুরুচিপূর্ণ" চিত্রলিপির এক বর্ণনামূলক তালিকা প্রণীত হয়।

সরলীকৃত চিত্রলিপির সম্পূর্ণ তালিকা।

১৯৬৫ সালের প্রকাশিত "সরলীকৃত চিত্রলিপির সম্পূর্ণ তালিকা" পুস্তকে এইসব সুপরিচিত স্বীকৃত রীতির চিত্রলিপি আছে, তবে নতুন চিত্রলিপিও আছে। নতুনগুলির তালিকা তিনটি নীতি[২২] অনুযায়ী সংকলিত। (১) একটি অথবা বহু সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ-চিত্রলিপির বদলে একটি সরলীকৃত চিত্রলিপি গ্রহণ; (২) কোন জটিল চিত্রলিপিকে কেটেছেঁটে তাকে স্বল্পতম যোল-অংশসমূহে পর্যবসিত করা; (৩) চিত্রলিপির এক ন্যূনতম অংশের সঙ্গে অন্যান্য সহজ চিত্রলিপি-উপাদান মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত চিত্রলিপি-শব্দ তৈরি করা। তবে, যেহেতু এই "সম্পূর্ণ তালিকা"র লক্ষ্য হল, বহু সংখ্যক সরলীকৃত-চিত্রলিপি সৃজন ও বৈধাকরণ,—সেহেতু, উদ্দেশ্যটিকে সার্থক করার জন্ম এর কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করা দরকার।

এর প্রথম তালিকায় ৩৫২টি সরলীকৃত-চিত্রলিপি আছে। সম্পূর্ণ প্রকৃতি-প্রত্যয়ান্ত চিত্রলিপি-শব্দের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ। এগুলি হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রলিপি, হয় ইদানীং, নয় কালে-কালে এগুলি সরলীকৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় তালিকায় আছে ১৩২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ সরলীকৃত-চিত্রলিপি। এগুলি সম্পূর্ণ প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত চিত্রলিপি-শব্দের মূল-উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা ছাড়াও এ তালিকায় আছে চৌদ্দটি চিত্র-রেখ বা চিত্র-নকশা। সেগুলি মূল-উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা চলবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রলিপি হিসাবে নয়।

তৃতীয় তালিকায় আছে, বৈধীকৃত, সম্পূর্ণ, প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত চিত্র লিপি-শব্দ হিসেবে ১,৭৫৪টি চিত্রলিপি, (সেই শব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত, কোন প্রাচীন বা যৌল শব্দ থেকে যা উদ্ভূত নয়)। যে সব ক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবহার ক্ষেত্রে নতুন সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক চিত্রলিপি-শব্দ অথবা অনুরূপ শব্দের চিত্র নকশা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে; সে সব ক্ষেত্রে পাদটীকা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, আদি ও জটিল চিত্রলিপিটিই ব্যবহার করতে হবে। "সম্পূর্ণ তালিকা" গ্রন্থ এ ধরনের পাদটীকায় বোঝাই। এর ফলে, আগেকার চিত্রলিপির বর্ণনামূলক তালিকাটি এই বইয়ে কমেনি, বরঞ্চ ছড়িয়ে গেছে, বড় হয়েছে।

চীনা লেখ্যভাষাকে সুস্থিতাবস্থায় এনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "সম্পূর্ণ তালিকা" বইটি প্রণীত। চিত্রলিপি-সরলীকরণের প্রবল প্রচেষ্টার ফলে সম্পূর্ণ নতুন-নতুন লিপি-রীতির বান ডেকে গেছে। সরলীকরণ-প্রবণতায় মোড় না ঘোরালে[২৩] ভাব-আদান প্রদানের ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক চিত্রলিপি "উয়ু হুই", যার অর্থ এক "নাচের আসর", সেটির অর্থ সরলীকরণের পর দাঁড়িয়েছে "দুপুরের আসর বা মজলিশ"। আদি চিত্রলিপি-শব্দ "ফ্যান হো" বা "খাবারের বাক্স", সরলীকৃত হয়েছে এবং তার সরল চেহারার অর্থ "ঐক্যের বিরোধিতা" দাঁড়িয়েছে, ফলে দুটিতে গণ্ডগোল বেধেছে। ডাক ও তার-বিভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব অভিযোগ আসছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "লিংলিং" নামের একটি জায়গার ঠিকানা লিখতে হলে যে নতুন, সরলীকৃত-চিত্রলিপি লিখতে হবে, তার উচ্চার্য রূপ হল "০০" বা দুটি শূন্য; যা উচ্চারণ করা যায় না।

উপরোল্লেখিত এসব অসুবিধা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে সরলীকৃত-চিত্রলিপিগুলি বয়স্ক ও শিশুদের শেখার পক্ষে সোজা। শ্রমিকদের বেলা ২,০০০ এবং কৃষকদের বেলা ১,৫০০[২৪] চিত্রলিপি শিক্ষা হল প্রাথমিক সাক্ষরতা কার্যের লক্ষ্য। চিন মিং-সেং-এর[২৫] একটি পরিসংখ্যান-কার্যে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-মন্ত্রকের অভিজ্ঞপ্ত "সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত" ১,৫০০ চিত্রলিপির ৯০৩টি, বা

২২ শতাংশ, সরলীকৃত করা হয়েছে। তা যাই হোক না কেন, জনগণকে এখনো একই সঙ্গে কাল-প্রচলিত চিত্রলিপি ; এবং সরলীকৃত-চিত্রলিপির পরিবর্তা হিসাবে সেগুলির আদি ও মূল রূপ, দুই আয়ত্ত করতে হবে। ১৯৫৫ সালে পি. পি. সি. সি. কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী, ক্লাসী-সাহিত্য পাঠ্যপুস্তক পুনর্মুদ্রণে সরলীকৃত-চিত্রলিপি ব্যবহার করা হবে না। যদিও এ কাজটি অসংগতিপূর্ণ এবং এ নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে, তবুও, ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন এই প্রস্তাবকে মদত দিয়ে চলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুংয়ের "নির্বাচিত রচনাবলী", যা প্রতি শিক্ষিত চীনার পঠিত থাকার কথা, তা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সরলীকৃত-চিত্রলিপি ব্যতিরেকেই ছাপা হয়ে চলে। যে সব বছরে "সরলীকরণ-পরিকল্পনা" পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাচ্ছে, সে সব বছরেও তাই হয়। হয়তো সেগুলি ক্লাসী সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। কেননা সেগুলিকে "চিং তিয়েন" বা "অনুশাসনিক বৃহৎ গ্রন্থ", এই পরিভাষায় আখ্যাত করা হয়। আবার অন্যপক্ষে এও হতে পারে, যে বহু সংখ্যায় এ বই ঘন-ঘন ছাপতে হয়েছে বলে সরলীকৃত-চিত্রলিপি-টাইপ নতুন করে মুদ্রণযন্ত্রে বসানো যায় নি। মাও ৎসে-তুংয়ের কবিতা গ্রন্থের শোভন সংস্করণে যদিও সরলীকৃত-চিত্রলিপি নেই, জনপ্রিয় "মাও ৎসে-তুং রীডার" সংস্করণে তা আছে।

বর্ণমালা ও ধ্বনিমাত্রিক পদ্ধতি।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, চীনা-ধ্বনিমাত্রিক-বানানের জন্য যে লাতিন বর্ণমালা গৃহীত হয়, সে বিষয়ে সর্বাগ্রে বলার কথা হল, যে তা ব্যবহারিক গুণ বিশিষ্ট। চু এন-লাই সেটি বিশেষ করে বললেন, আরো বললেন, এই বর্ণমালা, পরবর্তী যে কোন নতুন বর্ণমালার মত "সহজে ভুলে যাবার নয়", সে নতুন বর্ণমালা যদি চীনা-চিত্রলিপি-উদ্ভূত হয়, তা হলেও নয়। ন্যূনতম সাক্ষরতা যার আছে, তেমন অধিকাংশ চীনাই, বিজ্ঞান, টেকনোলজি এবং য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষার কারণে লাতিন হরফের সঙ্গে পরিচিত। চীনা-ধ্বনিমাত্রিক-বানান পদ্ধতি-বা "পি. এস."-এ ছাব্বিশটি রোমান হরফ ক্রম অনুযায়ী অবিকল রক্ষিত হয়েছে। কয়েকটি ব্যতিরেকে প্রত্যেকটি হরফই, উপযুক্ত ধ্বনিসহকারে ব্যবহার হয় ; যেমনটি হয় "গ্যোয়িইউ রোমাৎজিহ্" বা "জি. আর."-এ, অথবা জাতীয়-রোমানীকরণ-পদ্ধতিতে। বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান ও

য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক চীনা ভাষা শেখাবার কাজে এই "জি. আর" পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

"জি. আর." পদ্ধতিতে দুটি বা তিনটি বর্ণ-সংযোগ করা হয়। সে তুলনায় "পি. এস." পদ্ধতির পক্ষপাতিত্ব হল এক-হরফ ব্যঞ্জনবর্ণে; লক্ষ্য হল, লিখিত হরফ যেন সাদাসিধে ও পরিচ্ছন্ন দেখায়। শব্দের উচ্চারণকালীন স্বর বোঝাবার জন্যে শব্দের হরফ পালটে-পালটে "জি. আর.", স্বরমাত্রিক-বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করে। "পি. এস." সে পদ্ধতি অনুসরণ করে না। তবে চারটি মুদ্রণ-চিহ্ন দিয়ে স্বর পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। এই চারটি চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, স্বরগুলি হল (১) দীর্ঘ করে উচ্চারিত স্বরবর্ণ; (২) তীক্ষ্ণ স্বর; (৩) হ্রস্ব স্বর; (৪) গম্ভীর স্বর; এবং চিহ্ন দেখে বুঝে নিয়ে শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। রোমান এ-ই-ও (a-e-o) যে একস্বরা শব্দ বা শব্দাংশের শুরুতে আছে; তার আগের একস্বরা শব্দ বা শব্দাংশের অন্ত্য স্বরবর্ণের দরুন, দুটিতে মিলে পাছে মানে বুঝতে গণ্ডগোল হয়, সেজন্য পূর্বোক্ত চারটি মুদ্রণ-চিহ্ন ছাড়াও এই দুটি শব্দাংশের মাঝে ঊর্ধ্ব কমা-চিহ্ন দিয়ে শব্দাংশ দুটিকে পৃথক করে দেওয়া হয়। কাজেই "পি. এস."-এর আঙ্গিক ও নিয়ম তুলনায় সরল, শিখতে সোজা।

ব্যবহারক্ষেত্রে "পি. এস." পদ্ধতিতে ব্যাকরণের ব্যাপারও আছে। আধুনিক চীনা ভাষার মধ্যে আছে বহু-অক্ষরযুক্ত বা বহু-শব্দাংশযুক্ত শব্দের প্রতি প্রবণতা। কম্যুনিস্ট বৈয়াকরণিকরা তার উপর খুব বেশি জোর দেন। তাঁদের কথার পিছনে কিছু সত্যতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ওই জোর দেবার মধ্যে মিশে আছে তীব্র আবেগ ও আদর্শবাদিতা। তাঁদের বক্তব্য হল, ওই বহু-অক্ষর বা বহু-শব্দাংশ মিলে তৈরি করার কারণে চীনা ভাষা, যে কোন ভাষার মতই উন্নত। বলেন, চীনা ভাষায় আছে শব্দ-রূপতত্ত্ব, বিভক্তি ও প্রত্যয়।[২৬] আসলে নিরপেক্ষ বিবেচনায়, বহু-অক্ষর বা বহু-শব্দাংশ যুক্ত শব্দ বা বিভক্তি ও প্রত্যয়ের অবস্থিতি, সব সময়ে ভাষার ক্ষেত্রে উন্নীত বৈশিষ্ট্য নয়।

যাই হোক, চীনা ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ে নতুন ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য "পি এস."কে বহু কাজ করতে হবে। জটিল-শব্দ, শব্দ-আঙ্গিক ও নির্দিষ্ট মূলোদ্ভূত শব্দের আঙ্গিকতা-বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর, সেই বিশ্লেষণ অনুসারে, শব্দাংশ যুক্ত করে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বানাবার কট্টর নিয়ম বানাতে হবে।

"জি. আর." অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছে। তবে "পি. এস."কে "পু-তুং হুয়া"র তরল অনির্দিষ্ট চেহারার কথা মনে রেখে চলতে হবে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে আঞ্চলিক ভাষা ও "পু-তুং হুয়া"র অসহজ সম্পর্কের কথা। সমসাময়িক রাজনীতিক স্লোগানের জন্য সংক্ষেপিত শব্দ-আবিষ্কার, অথবা প্রাচীন ক্লাসিকী বাক্ বৈশিষ্ট্যের পুনঃপ্রবর্তন, এই দুই কারণে "পি. এস."-এর কাজ আরো জটিল হয়েছে। ধ্বনিমাত্রিক লেখায় এগুলি অনেক কম বোধ্য হবে। ফল দাঁড়িয়েছে, "পি. এস"কে প্রচলিত কট্টর ভাষারীতির কাছাকাছি আনে, এমন কোনো নির্দিষ্ট বানান-পদ্ধতি বিষয়ে আজও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত "হান-য়ূউ প'ইয়েন-য়িইন ৎস্যু'উ-হুই" বা "ধ্বনিমাত্রিক বানানে চীনা শব্দসূচী" বইটিতে আছে ৫৯,১০০ শব্দ. শব্দগুচ্ছ, বাক্ বৈশিষ্ট্য ও বাক্ধারা। এতে ধ্বনিমাত্রিক-বানানের হাল-তারিখী নিয়মগুলি আছে। কিন্তু ভূমিকায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বইটি "অস্থায়ী", "এখনকার মত", এবং "নিরীক্ষামূলক"। ইতিমধ্যে "পু-তুং হুয়া" ও সাক্ষরতা-উন্নীতি অভিযানে, "পি. এস." শুধু পিকিং-উচ্চারণ-পদ্ধতি নির্দেশ করছে এবং এক গৌণ ভূমিকা পালন করছে।

তবে, সাক্ষরতা-আন্দোলনেও "পি. এস."-এর মূল্য সীমাবদ্ধ। কেননা, চিত্রলিপি শেখানোতেই প্রধান চেষ্টা ব্যয় করতে হবে। ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে "গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতা এবং যে-সময় বাঁচে, সে-সময়ে শিক্ষা" বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে ঘোষিত এক দাবি অনুসারে ১৯৫৮ সালে পাঁচ কোটি লোক "সাক্ষর" হয়েছে। কিন্তু, বিবরণীতে জানা যায়, এদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ ধ্বনিমাত্রিক-বানান শিখেছে[২৭]। কম্যুনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি এবং পি. পি. সি. সি., ১৯৫৯ সালে যুক্তভাবে এক নির্দেশ প্রচার করে ঘোষণা করেন, "আঞ্চলিক ভাষাঞ্চলে সাক্ষরতার কাজে ধ্বনিমাত্রিক-বানান ব্যবহার করা হবে না। কারণ হল, "পু-তুং হুয়া" শেখার বাড়তি বোঝা সাক্ষরতাকে ব্যাহত করতে পারে।"[২৮]

সংখ্যালঘু ভাষা।

ধ্বনিমাত্রিক-বানান-পদ্ধতির লক্ষ্য হল, চীনের সকল জাতির জন্য এক প্রচলিত, সমীকৃত, বর্ণক্রম-লিপি প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৬৪ সালের এক বিবৃতিতে জানা যায়, জাতি-বিষয়ক-সেণ্ট্রাল-কমিটি, ও চাইনিজ-অ্যাকাডেমি অফ

সায়েন্সেস্-এর সহায়তায়, দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের প্রায় দশটি পৃথক আদিবাসী ভাষার জন্য, লাতিন হরফ-ভিত্তিক নতুন লেখ্যভাষা সৃষ্ট হয়েছে। ওই একই ভাবে, লাতিনকে ভিত্তি করে, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের লিপি-সংস্কারের চেষ্টা করা হয়।[২৯] কিন্তু সংখ্যালঘুদের শিক্ষাব্যবস্থায় চীনা ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। এবং তাদের চীনা-চিত্রলিপি অবশ্যই শিখতে হবে,[৩০] অবশ্য ধ্বনিমাত্রিক-বানানের সাহায্যে। ১৯৬৪ সালের "পীপ্‌ল্‌স্ ম্যান্যুয়েল"[৩১] বইয়ে তিপ্পান্নটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তালিকা আছে, সমগ্র জনসংখ্যা তিন কোটি দু লক্ষেরও বেশি। সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ও হান-ভাষী নিরক্ষররা যত বেশি সংখ্যায় চীনা ভাষা শিখবেন; ততই, সরলীকৃত-রূপ বিশিষ্ট চিত্রলিপি সমেত চিত্রলিপি-লেখ্যভাষা দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা পাবে, স্থায়ীতর হবে, ব্যাপকতরভাবে ব্যবহৃত হবে। চিত্রলিপি-লেখ্যভাষাই হবে "সাধারণের সম্পত্তি", লিখিত-চীনা-সাহিত্যের মাধ্যম। জাতির কথ্যভাষার ক্ষেত্রে "পু-তুং হুয়া"র বিষয়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত, লেখ্য-ভাষার ক্ষেত্রে চিত্রলিপি তাই অর্জন করবে।

নির্দেশিকা

১ বার্কলির 'সেনটার ফর চাইনিজ স্টাডিজ্'-এ যে-সব গবেষক সদস্যরা 'বর্তমান চীনা ভাষা প্রকল্প'তে কাজ করেন, তাঁরা এই বিষয়টির তাৎপর্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য : অধ্যাপিকা লি-চি-র "The Communist Term, 'The Common Language' and Related Terms", Studies in Chinese Communist Terminology Series No. 4, part I, University of California Press. 1957 ; এবং ডঃ পল এল. এম. সেরায়িস-এর, উক্ত সিরিজের আট নং প্রকাশনায় "Survey of the Chinese Language Reform and Anti-Illiteracy Movement in Communist China", 1962.

২ 'চুং-কুও য়িউ-ওয়েন' (চীনা ভাষা), পিকিং, ১৯৫৬, পৃঃ ৬-৮।

৩ 'পু-তুং-হুয়া লুন-চি' (কথাভাষা বিষয়ক সংগৃহীত প্রবন্ধাবলী), পিকিং, ১৯৫৬, পৃঃ ৪৬।

৪ 'সিয়েন-তাই হান-উ কুয়েই-ফান ওয়েন-তি শুয়েহ-শু হু-ই ওয়েন-চিয়েন হুই-পিয়েন' (আধুনিক চীনা কথাভাষার সমস্যা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সংকলিত তথ্যাবলী), পিকিং, ১৯৫৬, পৃঃ ৫-৬।

৫ ইউয়ান চিয়া-হুয়া, তাঁর "চুয়ান কুও হান-উ ফাঙ-ইয়েন কাই-ইয়াও' (সমগ্র জাতির হান আঞ্চলিক ভাষা বিষয়ে), পিকিং, ১৯৬০, গ্রন্থে এ-বিষয়ক গবেষণাবলী সংকলন করেছেন।

৬ দ্রঃ 'হান-ইউ ফাঙ-ইয়েন ৎজু-হুই (হান আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ রীতি) পিকিং, ১৯৬২।

৭ ৪নং নির্দেশিকায় উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৮-২৯।

৮ চু এন-লাই : তাং-চিয়েন ওয়েন-ৎজু কাই-কে তি জেন-উ (ভাষা এবং চিত্রলিপি সংস্কারে আমাদের দায়িত্ব), পিকিং, ১৯৫৮, পৃঃ ৬

৯ তদেব।

১০ ৪ নং নির্দেশিকায় উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩।

১১ 'তি-ই-ৎজু চুয়ান-কুও ওয়েন-ৎজু কেই-কে হুই-ই ওয়েন চিয়েন হুই-পিয়েন' (চীনা চিত্রলিপি সংস্কার বিষয়ক প্রথম সম্মেলনের দলিল) পিকিং ১৯৫৭, পৃঃ ৩।

১২ তদেব, পৃঃ ১১-১২

১৩ তদেব, পৃঃ ১২

১৪ চেং লিন-শি, হান-ৎজু কাই-কে, (চীনা চিত্রলিপি সংস্কার) সাংহাই, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৯-৪১।

১৫ চু-এন-লাই, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২।

১৬ মাও কর্তৃক মা সু-লুন থেকে উদ্ধৃত। দ্রঃ 'চুং-কুও ওয়েন-ৎজু পিন-ইন-হুয়া ওয়েন-তি' (চীনা চিত্রলিপির উচ্চারণের সমস্যা), সাংহাই, ১৯৫৪, পৃঃ ৩।

১৭ চু এন-লাই পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬-৭।

১৮ কুয়াং-সিং ঝি-পাও, এপ্রিল ১৭,১৯৬৩।

১৯ তদেব, এপ্রিল ১৯৬৪।

২০ প্রসিদ্ধ 'কাঙ-শি অভিধান' (১৭১৬), ৪৭,০৩৫-টি চিত্রলিপি সংকলন করে, 'চাঙ-হুয়া অভিধান' (১৯১৫), ৪৪,৯০৮টি, 'চাঙ-ওয়েন লেক্সিকন' (তাইওয়ান, ১৯৬২)-এ সংগৃহীত হয় ৪৯,৯৯৯-টি।

২১ লিউ ফু, 'সুঙ-ইউয়ান আই-লেই সু-ৎজু পু' (সুঙ এবং তাঙ রাজত্বকাল থেকে জনগণ-ব্যবহৃত চিত্রলিপির তালিকা)। ১৯৩২-এ জাতীয়তাবাদী সরকার চিত্রলিপির সংক্ষেপিত রূপ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন; অধ্যাপক লিউ ফু এবং চিয়েন শুয়ান-তুঙ-এর সুপারিশে বিষয়টি নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। এবং মাত্র ৩২৪টি সংকলিত হবার পর ১৯৩৫ সালে সরকার কাজ বন্ধ করে দেন।

২২ বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য উয়েই চুয়েহ্-এর 'হান-ৎজু চিয়েন-হুয়া ওয়েন-তি' (চীনা চিত্রলিপির সহজীকরণের সমস্যা), সাংহাই, ১৯৫৬, পৃঃ ৮-৯।

২৩ দ্রঃ ঝেন-মিন ঝি-পাও, নভেম্বর ১৭, ১৯৬২।

২৪ উয়েই চুয়েহ্, 'পিঙইয়ান জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ সভা', ওয়েন-ৎজু কাই-কে' (ভাষা সংস্কার), নং ২০, ১৯৫৯, পৃঃ ১-৩।

২৫ চুং-কুও উ-ওয়েন ৎসা-চি শি সম্পাদিত 'হান-ৎজু চিয়েন-হুয়া ওয়েন-তি', (সহজীকৃত চীনা চিত্রলিপির সমস্যা), সাংহাই, ১৯৫৬, পৃঃ ৫৬-৫৭।

২৬ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য লি চি লিখিত A Provisional System of Grammar for Teaching Chinese, Centre for Chinese Studies, University of California, 1960.

২৭ দ্রঃ ওয়েন-হুয়ু বাই-কে, নং ২১, নভেম্বর ১৫, ১৯৫৯।

২৮ তদেব।

২৯ উ ইউ-চাং, হান আঞ্চলিক ভাষায় ধ্বনিময় চিত্রলিপি ব্যবহার সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধ, ঝেন-মিন জি-পাও, ফেব্রুআরি ১৯, ১৯৬৪।

৩০ হু ষ্যাও-চি'র 'ধ্বনিময় চিত্রলিপি বিষয়ক প্রবন্ধ', ঝেন-মিন জি-পাও, ফেব্রুআরি ১৭, ১৯৬২

৩১ ঝেন মিন শৌ-ৎছে, পিকিং, ১৯৬৪, পৃঃ ২১০

নির্ঘণ্ট

ল

বেঞ্জামিন ॥ আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তবে আপনার কথার কিছুটা মর্ম যেনো অনুধাবন করতে পারছি। আর, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ইচ্ছাকে আমি অনুসরণ করবো।

ইলিওনোরা ॥ বেশ, মানুষকে বিচার করার প্রবণতা কি ত্যাগ করতে পারবেন? এমন কি, যারা বিচারে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তাদেরও আপনি মনে মনে বিচার করবেন না, পারবেন? এ নীতি পালন করতে পারবেন?

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু কোনো নীতি পালন করতে হলে তা সমর্থনের উপযুক্ত যুক্তি আমার সামনে থাকা দরকার। জানেন, আমি দর্শনশাস্ত্র পড়েছি।

ইলিওনোরা ॥ তাই নাকি? তাহলে কোন প্রখ্যাত দার্শনিকের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বাণীর ব্যাখ্যা করতে দয়া করে আমায় সাহায্য করুন। বাণীটি হচ্ছে: "ন্যায়পরায়ন লোকদের যারা ঘৃণা করে তারা জঘন্য অপরাধে অপরাধী।"

বেঞ্জামিন ॥ কিন্তু ন্যায় শাস্ত্র বলে, কোনো কোনো মানুষের অপরাধ করা নিয়তির লিখন।

ইলিওনোরা ॥ কিন্তু অপরাধ করার অপর নাম হচ্ছে শাস্তি ভোগ করা—অপরাধটাই তো শাস্তি ভোগ।

বেঞ্জামিন ॥ আপনার এই চিন্তাটা প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। লোকে ভাবতে পারে, এটা কান্ট অথবা শোপেনহাওয়ারের চিন্তা।

ইলিওনোরা ॥ কান্ট ও শোপেনহাওয়ার কে? আমি তাঁদের চিনি নে।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি ঐ বাণীটি কোথায় পড়েছেন?

ইলিওনোরা ॥ পবিত্র গ্রন্থ—বাইবেলে।

বেঞ্জামিন ॥ কি বলছেন আপনি? বাইবেলে এমন উক্তি আপনি কোথায় পেলেন?

ইলিওনোরা ॥ হায় কি অজ্ঞ, কি অবহেলিত শিশু আপনি? আমার ইচ্ছা করছে, আপনাকে পড়িয়ে মানুষ করি।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি স্বর্গের দেবী।

ইলিওনোরা ॥ কিন্তু আমি আপনার ভেতর খারাপ কিছু দেখছি নে, বরং আমার বিশ্বাস আপনি অতি উত্তম ছেলে। আপনার লাতিনের শিক্ষক কে? তাঁর নাম কি?

বেঞ্জামিন ॥ ডক্টর হ্যালগ্রেন।

ইলিওনোরা ॥ (উঠে দাঁড়ালে) নামটা মনে রাখবো।...উঃ আমার বাবা নির্যাতন ভোগ করছেন। ওরা আমার বাবার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে। (কান খাড়া করে কি যেন শুনতে লাগলো।) টেলিফোনের তার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? শুনুন, চকচকে তামার তারের মাধ্যমে মানুষ যখন কোন নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারণ করে, টেলিফোনের ঐ তামার তার তা সহ্য করতে পারে না, তাই যন্ত্রণায় কাতরায়। মানুষ যখন টেলিফোনে তার প্রতিবেশীর নিন্দা করে, টেলিফোনের তার দুঃখে গলে গিয়ে টপ টপ করে চোখের পানি ফেলে, যন্ত্রণায় কাতরায় আর চিৎকার করে বলে, ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা। (ইলিওনোরার গলার স্বর শক্ত হয়ে আসে।) আর, তারা প্রতিবেশীর নিন্দা করে যে-সব কথা বলে—নিন্দা করার সেই পাপ হিসেবের খাতায় লেখা হয়। অবশেষে কেয়ামতের দিন তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

বেঞ্জামিন ॥ আপনি বড়ো কঠোর।

ইলিওনোরা ॥ আমি কঠোর? আমি কঠোর? আমি কি করে কঠোর হতে পারি? আমি? আমি? না, না। (স্টোভের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্টোভের ঢাকনা খুললে। সেখান থেকে কয়েক টুকরো ছেঁড়া সাদা রংয়ের লেখার কাগজ বের করলে।)

(কাগজের টুকরোগুলো ডাইনিং টেবিলের ওপর সাজাতে লাগলো আর বেঞ্জামিন কাগজগুলোতে কি লেখা আছে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালো।)

ইলিওনোরা ॥ একটা স্টোভের ভেতরে গোপন জিনিষ রাখার মতো বেকুফী মানুষ কি করে করতে পারে? যেখানেই আমি যাই না কেন, আমি সে বাড়ীর স্টোভের ঢাকনা খুলে দেখবই—কিছুতেই এর নড়চড় হবে না। কিন্তু আমি মানুষের গোপন কথা কোনদিনই ফাঁস করে দিই না। অমন কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ অমন কাজ করলে আমার বিবেক আমাকে দংশন করবে। (এক টুকরো কাগজের লেখা পড়তে লাগলো।) কী এর মানে হতে পারে? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে।

বেঞ্জামিন ॥ ওটা তো ডক্টর পিটারের চিঠি...চিঠিখানা উনি ক্রিসটিনাকে লিখেছেন আর চিঠিখানাতে ক্রিসটিনার সাথে তিনি কখন দেখা করতে চান, তার উল্লেখ রয়েছে। এমনি একখানা চিঠি তিনি ক্রিসটিনাকে লিখবেন, এটা আমি অনেক দিন আগেই অনুমান করেছি।

ইলিওনোরা ॥ (হাত দিয়ে চিঠিখানা ঢাকলো।) আপনি কি বললেন? অনেক দিন আগেই আপনি কী অনুমান করেছিলেন? বলুন। বলুন কী অনুমান করেছিলেন। আপনি পাপী, দুরাচারী—মনের ভেতর কেবলমাত্র পাপ চিন্তা পোষণ করেন। এই চিঠিতে যা লেখা রয়েছে তাতে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু নেই। আমি ক্রিসটিনাকে জানি, খুব ভালো মেয়ে—